

সুনান আবু দাউদ

(৩য় খণ্ড)

তাহকীক
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

প্রকাশক : মোঃ জিল্লুর রহমান জিলানী

সুনান আবু দাউদ

(৩য় খণ্ড)

তাহক্বীক্ব

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ও টীকা সংযোজনে

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

দাওরা হাদীস, এম.এম. 'আরাবিয়্যাহ; এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস);

এম. ফিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুনান আবু দাউদ (৩য় খণ্ড)

তাহক্বীক : আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদক : আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

সম্পাদনায় : শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়্যারিস মাদানী
লিসান্স, মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ, সৌদী আরব
মুবল্লিগ, রাবিতা 'আলাম ইসলামী, সৌদী আরব

প্রকাশনায় : আল্লামা আলবানী একাডেমী
যোগাযোগ : ০১৮৩২৮২৫০০০
০১১৯৯১৪৯৩৮০

প্রকাশক : মুহাম্মাদ জিলুর রহমান জিলানী (লন্ডন প্রবাসী)

দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১৩

অঙ্গসজ্জায় : সাজিদুর রহমান

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫৭০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্য, যিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। সলাত ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি।

অতি প্রয়োজনীয় হাদীস গ্রন্থ সহীহ ও যঈফ সুনান আবু দাউদ (৩য় খন্ড) প্রকাশ করতে পেরে আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। মুসলিম ভাই ও বোনেরা গ্রন্থখানি পাঠের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ সুগমের চেষ্টা করবেন, এটাই আমার কাম্য।

এই নেক কাজে অনুবাদক ও সম্পাদকসহ যারাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা রইলো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন- আমীন!

বিনীত

প্রকাশক : মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান জিলানী

৩৯৬ গুনি

লেইন, (লন্ডন) এস, ই, নাইন থ্রি. টি. কিউ

অনুবাদের কথা
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি
জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং দরুদ ও সালাম জানাই প্রিয়
নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

সহীহ ও যঈফ সুনান আবু দাউদ (৩য় খণ্ড) প্রকাশ করতে
পেরে মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া
জানাচ্ছি। গ্রন্থখানি প্রকাশ ও সম্পাদনায় যারা বিভিন্নভাবে
সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
আল্লাহ তাদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

সম্মানিত পাঠকদের প্রতি গ্রন্থখানির অনুবাদ এবং এতে
উপস্থাপিত তথ্যে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে
জানাতে তা সাদরে গ্রহণের অঙ্গীকার রইল।

বিনীত
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

সূচীপত্র

فهرس

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অধ্যায়- ৪ : লুক্কতাহ (হারানো বস্তু প্রাপ্তি)	১	৪ - كتاب اللقطة
অনুচ্ছেদ- ১ : লুক্কতার সংজ্ঞা	১	১- باب التعريف باللقطة
অধ্যায়- ৫ : হাজ্জ	১১	৫- كتاب المناسك
অনুচ্ছেদ - ১ : হাজ্জ ফারয হওয়ার বর্ণনা	১১	১- باب فرض الحج
অনুচ্ছেদ- ২ : মাহরাম ছাড়া নারীদের হাজ্জ	১২	২- باب في المرأة تحج بغير محرم
অনুচ্ছেদ - ৩ : ইসলামে বৈরাগ্য নেই	১৪	৩- باب " لا ضرورة " في الإسلام
অনুচ্ছেদ - ৪ : হাজ্জের সফরে পাথের সাথে নয়	১৪	৪- التزود في الحج
অনুচ্ছেদ - ৫ : হাজ্জ গিয়ে ব্যবসা করা	১৫	৫- اب التجارة في الحج
অনুচ্ছেদ - ৬ :	১৫	৬- باب
অনুচ্ছেদ - ৭ : পশু ভাড়া খাটানো	১৫	৭- باب الكري
অনুচ্ছেদ ৮ : শিশুদের হাজ্জ	১৭	৮- باب في الصبي يحج
অনুচ্ছেদ - ৯ : ইহরাম বাঁধার মীকাত সমূহ	১৮	৯- باب في المواقيت
অনুচ্ছেদ-১০ : হাযিয় অবস্থায় হাজ্জের ইহরাম বাঁধা	২০	১০- باب الحائض تهل بالحج
অনুচ্ছেদ - ১১ : ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মাখা	২১	১১- باب الطيب عند الإحرام
অনুচ্ছেদ-১২ : (মাথার) চুল জট পাকানো	২২	১২- باب التلبيد
অনুচ্ছেদ-১৩ : হাজ্জীদের কুরবানীর পশুর বর্ণনা	২২	১৩- باب في الهدى
অনুচ্ছেদ-১৪ : গরু কুরবানী প্রসঙ্গ	২৩	১৪- باب في هدى البقر
অনুচ্ছেদ-১৫ : ইশ'আর বা উটের কুঁজের পার্শ্বদেশ চিড়ে ফেলা	২৩	১৫- باب في الإشعار

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ-১৬ : কুরবানীর পশু পরিবর্তন	২৫	১৬- باب تبديل الهدى
অনুচ্ছেদ-১৭ : কুরবানীর পশু (মাক্কাহুয়) পাঠিয়ে আবাসে অবস্থান করা	২৫	১৭- باب من بعث بهديه وأقام
অনুচ্ছেদ-১৮ : কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা সম্পর্কে	২৭	১৮- باب في ركوب البدن
অনুচ্ছেদ-১৯ : কুরবানীর পশু গন্তব্যে পৌঁছার আগেই অচল হয়ে গেলে	২৭	১৯- باب في الهدى إذا عطب قبل أن يئلف
অনুচ্ছেদ-২০ : নিজ হাতে কুরবানী করা এবং অন্যের সহযোগিতা নেয়া	২৮	২০- باب من نحر الهدى بيده واستعان بغيره
অনুচ্ছেদ-২১ : উট কিভাবে যাবাহ করতে হয়	৩০	২১- باب كيف تنحر البدن
অনুচ্ছেদ-২২ : ইহরাম বাঁধার সময়	৩১	২২- اب في وقت الإحرام
অনুচ্ছেদ-২৩ : হাজ্জের মধ্যে শর্ত যোগ করা প্রসঙ্গে	৩৪	২৩- باب الإشراف في الحج
অনুচ্ছেদ-২৪ : হাজ্জে ইফরাদ	৩৫	২৪- باب في أفراد الحج
অনুচ্ছেদ-২৫ : হাজ্জে কিরান	৪৫	২৫- باب في الإقراان
অনুচ্ছেদ-২৬ : হাজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা ‘উমরাহুয় পরিবর্তিত করা	৫২	২৬- باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
অনুচ্ছেদ-২৭ : কারো পক্ষ হতে হাজ্জ করা	৫৩	২৭- باب الرجل يحج عن غيره
অনুচ্ছেদ-২৮ : তালবিয়া কিরূপ?	৫৪	২৮- باب كيف التلبية
অনুচ্ছেদ-২৯ : তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে?	৫৫	২৯- باب متى يقطع التلبية
অনুচ্ছেদ-৩০ : ‘উমরাহুকারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে?	৫৬	৩০- باب متى يقطع المتمير التلبية
অনুচ্ছেদ-৩১ : আদব শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে মুহরির কতৃক নিজ চাকরকে শাস্তি প্রদান	৫৭	৩১- باب المحرم يؤدب غلامه

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ-৩২ : কেউ পরনের কাপড়ে ইহরাম বাঁধলে	৫৮	৩২- باب الرِّجْلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ
অনুচ্ছেদ- ৩৩ : মুহরিম ব্যক্তি কেমন পোশাক পরিধান করবে?	৫৯	৩৩- باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
অনুচ্ছেদ- ৩৪ : মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্র বহন প্রসঙ্গে	৬৩	৩৪- باب الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السَّلَاحَ
অনুচ্ছেদ- ৩৫ : ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা	৬৪	৩৫- باب فِي الْمُحْرِمَةِ تَغْطِي وَجْهَهَا
অনুচ্ছেদ- ৩৬ : মুহরিম ব্যক্তিকে ছায়া প্রদান	৬৪	৩৬- باب فِي الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ
অনুচ্ছেদ - ৩৭ : মুহরিম ব্যক্তির শিংগা লাগানো	৬৫	৩৭- باب الْمُحْرِمِ يَخْتَجِمُ
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : মুহরিম ব্যক্তির সুরমা লাগানো	৬৬	৩৮- باب يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ
অনুচ্ছেদ- ৩৯ : মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা	৬৬	৩৯- باب الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ
অনুচ্ছেদ-৪০ : মুহরিম বিয়ে করতে পারবে কি?	৬৭	৪০- باب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
অনুচ্ছেদ- ৪১ : মুহরিম ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারবে	৬৯	৪১- باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
অনুচ্ছেদ- ৪২ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া	৭০	৪২- اب لحم الصيد للمُحْرِمِ
অনুচ্ছেদ- ৪৩ : মুহরিম ব্যক্তির পঙ্গপাল শিকার করা প্রসঙ্গে	৭২	৪৩- باب فِي الْجُرَادِ لِلْمُحْرِمِ
অনুচ্ছেদ- ৪৪ : ফিদয়া (ক্ষতিপূরণ) সম্পর্কে	৭৩	৪৪- باب فِي الْفِدْيَةِ
অনুচ্ছেদ- ৪৫ : যদি পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়	৭৬	৪৫- باب الإحصار
অনুচ্ছেদ- ৪৬ : মাক্কাহয় প্রবেশ করা	৭৭	৪৬- باب دُخُولِ مَكَّةَ
অনুচ্ছেদ- ৪৭ : বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে দু'হাত তোলা	৭৯	৪৭- باب فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ
অনুচ্ছেদ- ৪৮ : হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা	৮০	৪৮- باب فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ-৪৯ : রুকনগুলোকে চুম্বন করা	৮১	৪৭- باب استِلامِ الأركانِ
অনুচ্ছেদ- ৫০ : ফারয তাওয়াফের বর্ণনা	৮২	৫০- باب الطَّوَّافِ الْوَاجِبِ
অনুচ্ছেদ-৫১ : তাওয়াফের সময় কাঁধের উপর চাদর রাখা	৮৪	৫১- باب الإِضْطِباعِ فِي الطَّوَّافِ
অনুচ্ছেদ- ৫২ : 'রমল' করার পদ্ধতি	৮৫	৫২- باب فِي الرَّمْلِ
অনুচ্ছেদ- ৫৩ : তাওয়াফকালে দু'আ পাঠ করা	৮৯	৫৩- باب الدُّعَاءِ فِي الطَّوَّافِ
অনুচ্ছেদ- ৫৪ : 'আসর সলাতের পর তাওয়াফ করা	৮৯	৫৪- باب الطَّوَّافِ بَعْدَ الْعَصْرِ
অনুচ্ছেদ- ৫৫ : কিরান হাজ্জকারীর তাওয়াফের বর্ণনা	৯০	৫৫- باب طَوَّافِ الْفَارِينِ
অনুচ্ছেদ-৫৬ : 'মুলতায়াম' (কা'বার দরজা হতে হাতীম পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানকে জড়িয়ে ধরা)	৯১	৫৬- باب الْمُتَزَمِّمِ
অনুচ্ছেদ- ৫৭ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাদ্দি) করা	৯২	৫৭- باب أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
অনুচ্ছেদ- ৫৮ : নাবী ﷺ-এর বিদায় হাজ্জের বিবরণ	৯৪	৫৮- باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ- ৫৯ : 'আরাফাহ ময়দানে অবস্থান সম্পর্কে	১০৪	৫৯- باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
অনুচ্ছেদ- ৬০ : মিনায় গমন প্রসঙ্গ	১০৫	৬০- باب الْخُرُوجِ إِلَى مَنَى
অনুচ্ছেদ- ৬১ : আরাফাহ ময়দানে গমন	১০৫	৬১- باب الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ
অনুচ্ছেদ-৬২ : 'আরাফাহ অভিমুখে রওয়ানা হওয়া	১০৬	৬২- باب الرَّوَّاحِ إِلَى عَرَفَةَ
অনুচ্ছেদ-৬৩ : আরাফাহ ময়দানে খুত্ববাহ	১০৭	৬৩- باب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ
অনুচ্ছেদ-৬৪ : আরাফাহয় অবস্থানের জায়গা	১০৮	৬৪- باب مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
অনুচ্ছেদ- ৬৫ : আরাফাহ হতে প্রত্যাবর্তন	১০৮	৬৫- باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ-৬৬ : মুযদালিফায় সলাত আদায়	১১২	৬৬- باب الصَّلَاةِ بِجَمْعٍ
অনুচ্ছেদ- ৬৭ : মুযদালিফা থেকে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা	১১৭	৬৭- باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ
অনুচ্ছেদ- ৬৮ : বড় হাজ্জের দিন	১১৯	৬৮- باب يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
অনুচ্ছেদ- ৬৯ : হারাম (সম্মানিত) মাসসমূহ	১২০	৬৯- باب الْأَشْهُرِ الْحُرْمِ
অনুচ্ছেদ- ৭০ : যে ব্যক্তি (নয় তারিখে) আরাফাহুয় উপস্থিত হতে পারেনি	১২১	৭০- باب مَنْ لَمْ يُذْرِكْ عَرَفَةَ
অনুচ্ছেদ- ৭১ : মিনায় অবতরণ	১২২	৭১- باب النَّزُولِ بِمِنَى
অনুচ্ছেদ- ৭২ : মিনায় কোন দিন খুত্ববাহ দিতে হবে?	১২৩	৭২- باب أَيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنَى
অনুচ্ছেদ- ৭৩ : যিনি বলেন, তিনি ﷺ কুরবানীর দিন খুত্ববাহ দিয়েছেন	১২৪	৭৩- باب مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ
অনুচ্ছেদ- ৭৪ : কুরবানীর দিন কখন খুত্ববাহ প্রদান করবে?	১২৪	৭৪- باب أَيَّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ
অনুচ্ছেদ- ৭৫ : মিনার খুত্ববাহুয় ইমাম কি আলোচনা করবেন	১২৫	৭৫- باب مَا يَذْكُرُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنَى
অনুচ্ছেদ- ৭৬ : মিনার রাতগুলো মাক্কাহুয় যাপন করা	১২৫	৭৬- باب يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيْلِي مَنَى
অনুচ্ছেদ- ৭৭ : মিনাতে সলাত আদায়	১২৬	৭৭- باب الصَّلَاةِ بِمِنَى
অনুচ্ছেদ- ৭৮ : মাক্কাহবাসীর জন্য সলাত ক্বাসর করার অনুমতি প্রসঙ্গে	১২৮	৭৮- باب الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ
অনুচ্ছেদ- ৭৯ : জামরাতে কংকর মারা	১২৮	৭৯- باب فِي رَمِي الْجِمَارِ
অনুচ্ছেদ- ৮০ : মাথার চুল কামানো এবং ছোট করা সম্পর্কে	১৩৩	৮০- باب الْحُلْقِ وَالْتَقْصِيرِ
অনুচ্ছেদ-৮১ : 'উমরাহ্ সম্পর্কে	১৩৬	৮১- باب الْعُمْرَةِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ-৮২ : যদি কোন মহিলা 'উমরাহ'র জন্য ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয় এবং এমতাবস্থায় হাজ্জের সময় উপস্থিত হওয়ায় সে 'উমরাহ'র ইহরাম ছেড়ে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে, তাহলে তাকে তার 'উমরাহ' ক্বাযা করতে হবে কিনা?	১৪১	৮২-فَتَقْضُ عُمْرَتَهَا وَتُهْلِبُ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا
অনুচ্ছেদ-৮৩ : 'উমরাহ' আদায়ের পর সেখানে অবস্থান	১৪২	৮৩-باب الْمَقَامِ فِي الْعُمْرَةِ
অনুচ্ছেদ-৮৪ : হাজ্জ তাওয়াফে ইফাদা (যিয়ারাত)	১৪২	৮৪-باب الْإِقَاضَةِ فِي الْحَجِّ
অনুচ্ছেদ-৮৫ : শেষ তাওয়াফ	১৪৪	৮৫-باب الْوَدَاعِ
অনুচ্ছেদ-৮৬ : তাওয়াফে যিয়ারাতের পর ঋতুবতী মহিলার মাক্কাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করা	১৪৪	৮৬-باب الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِقَاضَةِ
অনুচ্ছেদ-৮৭ : বিদায়ী তাওয়াফ	১৪৫	৮৭-باب طَوَافِ الْوَدَاعِ
অনুচ্ছেদ- ৮৮ : মুহাসসায উপত্যকায় অবতরণ সম্পর্কে	১৪৬	৮৮-باب التَّخَصُّيبِ
অনুচ্ছেদ- ৮৯ : যদি কেউ হাজ্জের কোন কাজ আগে-পরে করে	১৪৯	৮৯-باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ
অনুচ্ছেদ-৯০ : মাক্কাহতে সলাতের সুতরাহ	১৫০	৯০-باب فِي مَكَّةَ
অনুচ্ছেদ-৯১ : মাক্কাহর পবিত্রতা	১৫০	৯১-باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ
অনুচ্ছেদ-৯২ : নাবীয পানীয় সম্পর্কে	১৫২	৯২-باب فِي نَبِيذِ السَّقَايَةِ
অনুচ্ছেদ-৯৩ : মাক্কাহয় অবস্থান করা	১৫৩	৯৩-باب الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ
অনুচ্ছেদ-৯৪ : কা'বার অভ্যন্তরে সলাত আদায় করা	১৫৪	৯৪-باب فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ
অনুচ্ছেদ - ৯৫ : হাতীমে সলাত আদায়	১৫৫	৯৫-باب الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ-৯৬ : কা'বা ঘরে প্রবেশ	১৫৬	৯৬- باب في دُخُولِ الْكَعْبَةِ
অনুচ্ছেদ - ৯৭ : কা'বা ঘরের মালপত্র প্রসঙ্গে	১৫৭	৯৭- باب في مَالِ الْكَعْبَةِ
অনুচ্ছেদ- ৯৮ : মাদীনাহুয় আগমন	১৫৮	৯৮- باب في إِيْتَانِ الْمَدِينَةِ
অনুচ্ছেদ- ৯৯ : মাদীনাহুয় মর্যাদা	১৫৯	৯৯- باب في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ
অনুচ্ছেদ-১০০ : কবর যিয়ারাত	১৬২	১০০- باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ
অধ্যায়-৬ : বিবাহ	১৬৪	كتاب النكاح
অনুচ্ছেদ-১ : বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান	১৬৪	১- باب التَّحْرِيسِ عَلَى النِّكَاحِ
অনুচ্ছেদ - ২ : ধার্মিক মহিলা বিয়ে করার নির্দেশ	১৬৫	২- باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ
অনুচ্ছেদ - ৩ : কুমারী মহিলা বিয়ে করা	১৬৫	৩- باب في تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ
অনুচ্ছেদ-৪ : যে মহিলা সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম তাকে বিয়ে করা নিষেধ সম্পর্কে	১৬৫	৪- باب النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ، مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ
অনুচ্ছেদ - ৫ : মহান আব্বাহর বাণী : “ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করবে”	১৬৬	৫- باب في قَوْلِهِ تَعَالَى
অনুচ্ছেদ- ৬ : যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর বিয়ে করে	১৬৭	৬- باب في الرَّجُلِ يَعْتَقُ أَمْتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
অনুচ্ছেদ- ৭ : রক্তের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম তারা দুধপানের কারণেও হারাম	১৬৮	৭- باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
অনুচ্ছেদ- ৮ : দুধপিতা সম্পর্কে	১৬৯	৮- باب في لَبَنِ الْفَخْلِ
অনুচ্ছেদ- ৯ : বয়স্ক লোকের দুধপান সম্পর্কে	১৬৯	৯- باب في رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : বয়স্ক লোক দুধপান করলে যা নিষিদ্ধ হয়	১৭১	১০- باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ
অনুচ্ছেদ- ১১ : পাঁচ টোকের কম দুধপানে নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিনা?	১৭২	১১- باب هَلْ يَحْرُمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১২ : দুধপান ছাড়ার সময় প্রতিদান দেয়া	১৭৩	১২ - باب في الرُّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : যেসব মহিলাকে একত্রে বিয়ে করা জাযিয় নয়	১৭৩	১৩ - باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : মৃত'আহ বিবাহ	১৭৮	১৪ - باب في نِكَاحِ الْمُتَعَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : আশ-শিগার পদ্ধতির বিয়ে	১৭৮	১৫ - باب في الشُّغَارِ
অনুচ্ছেদ-১৬ : তাহলীল প্রসঙ্গে	১৭৯	১৬ - باب في التَّحْلِيلِ
অনুচ্ছেদ- ১৭ : মনিবের বিনা অনুমতি ক্রীতদাসের বিয়ে করা	১৮০	১৭ - باب في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : কেউ তার অপর ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া অপছন্দনীয়	১৮১	১৮ - باب في كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
অনুচ্ছেদ- ১৯ : বিয়ের উদ্দেশে পাত্রী দেখা প্রসঙ্গ	১৮১	১৯ - باب في الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا
অনুচ্ছেদ- ২০ : ওয়ালী সম্পর্কে	১৮২	২০ - باب في الْوَلِيِّ
অনুচ্ছেদ- ২১ : নারীদেরকে বিয়েতে বাধা দেয়া নিষেধ	১৮৩	২১ - باب في الْعُضْلِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : কোন নারীকে দু'জন ওয়ালী বিয়ে দিলে	১৮৪	২২ - باب إِذَا أَتَكَحَّ الْوَلَيَّانِ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : মহান আল্লাহর বাণী : “জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদের অবরুদ্ধ করবে না” (সূরাহ আন-নিসা : ১৯)	১৮৫	২৩ - باب قَوْلُهُ تَعَالَى { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }
অনুচ্ছেদ- ২৪ : মেয়েদের কাছে বিয়ের অনুমতি চাওয়া	১৮৬	২৪ - باب في الْإِسْتِثَارِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ২৫ : যদি পিতা তার কুমারী কন্যাকে তার অমতে বিয়ে দেন	১৮৮	২৫ - باب في البكر يزوجه أبوها ولا يستأمرها
অনুচ্ছেদ- ২৬ : স্বামীহীনা (তালাক প্রাপ্ত বা বিধবা) নারী প্রসঙ্গে	১৮৮	২৬ - باب في الثيب
অনুচ্ছেদ- ২৭ : সমতা	১৯০	২৭ - باب في الأكفاء
অনুচ্ছেদ- ২৮ : জন্ম গ্রহণের আগেই বিয়ে দেয়া	১৯০	২৮ - باب في تزويج من لم يولد
অনুচ্ছেদ- ২৯ : মোহরানা সম্পর্কে	১৯২	২৯ - باب الصداق
অনুচ্ছেদ- ৩০ : মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ	১৯৪	৩০ - باب قلة المهر
অনুচ্ছেদ- ৩১ : কাজের বিনিময়ে বিয়ে	১৯৫	৩১ - باب في التزويج على العمل يُعمل
অনুচ্ছেদ- ৩২ : কেউ মোহর নির্ধারণ ছাড়া বিয়ে করার পর মারা গেলে	১৯৬	৩২ - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
অনুচ্ছেদ- ৩৩ : বিবাহের খুত্ববাহ	১৯৯	৩৩ - باب في خطبة النكاح
অনুচ্ছেদ- ৩৪ : অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বিয়ে দেয়া	২০১	৩৪ - باب في تزويج الصغار
অনুচ্ছেদ- ৩৫ : কুমারী স্ত্রীর নিকট অবস্থান	২০১	৩৫ - باب في المقام عند البكر
অনুচ্ছেদ- ৩৬ : যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে কিছু দেয়ার পূর্বে তার সাথে বসবাস করতে চায়	২০২	৩৬ - باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينفقها شيئا
অনুচ্ছেদ- ৩৭ : নব দম্পতির জন্য দু'আ করা	২০৪	৩৭ - باب ما يقال للمتزوج
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করার পর তাকে গর্ভবতী পায়	২০৫	৩৮ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبل

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৩৯ : স্ত্রীদের মাঝে ইনসাকপূর্ণ আচরণ করা	২০৬	৩৭ - باب في القسم بين النساء
অনুচ্ছেদ- ৪০ : স্ত্রীর বাড়িতে সহাবস্থানের শর্তে বিয়ে করা	২০৯	৪০ - باب في الرجل يشترط لها دارها
অনুচ্ছেদ- ৪১ : স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার	২০৯	৪১ - باب في حق الزوج على المرأة
অনুচ্ছেদ- ৪২ : স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার	২১০	৪২ - باب في حق المرأة على زوجها
অনুচ্ছেদ- ৪৩ : স্ত্রীদেরকে প্রহার করা	২১২	৪৩ - باب في ضرب النساء
অনুচ্ছেদ- ৪৪ : যে বিষয়ে দৃষ্টি সংযত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে	২১৩	৪৪ - باب ما يؤمر به من غص البصر
অনুচ্ছেদ- ৪৫ : বন্দী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা	২১৫	৪৫ - باب في وطء السبايا
অনুচ্ছেদ- ৪৬ : বিবাহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধান	২১৮	৪৬ - باب في جامع النكاح
অনুচ্ছেদ- ৪৭ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ও একত্রে বসবাস	২২০	৪৭ - باب في إتيان الحائض ومباشرتها
অনুচ্ছেদ- ৪৮ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফকারাহ	২২২	৪৮ - باب في كفارة من أتى حائضاً
অনুচ্ছেদ- ৪৯ : 'আযল' (স্ত্রী যৌনাসক্তির বাইরে বীর্যপাত)	২২৩	৪৯ - باب ما جاء في العزل
অনুচ্ছেদ- ৫০ : কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের পর তা অন্যকে বর্ণনা দেয়া নিষেধ	২২৫	৫০ - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অধ্যায়- ৭ : তালাক	২২৮	৭ - كتاب الطلاق
অনুচ্ছেদ- ১ : যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে	২২৮	১ - باب فِيمَنْ حَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا
অনুচ্ছেদ- ২ : কোন মহিলার স্বামীর নিকট তার সতীনের তালাক দাবি করা	২২৮	২ - باب فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ
অনুচ্ছেদ- ৩ : তালাক ঘৃণিত	২২৯	৩ - باب فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ
অনুচ্ছেদ- ৪ : নির্ধারিত নিয়মে তালাক প্রদান	২২৯	৪ - باب فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ
অনুচ্ছেদ- ৫ : যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলো অথচ এর সাক্ষী রাখলো না	২৩৩	৫ - باب الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهَدُ
অনুচ্ছেদ- ৬ : ক্রীতদাসের সুন্নাত পদ্ধতিতে তালাক প্রদান	২৩৩	৬ - باب فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : বিয়ের আগে তালাক প্রদান	২৩৪	৭ - باب فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
অনুচ্ছেদ- ৮ : রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া	২৩৬	৮ - باب الطَّلَاقِ عَلَى غَيْظٍ
অনুচ্ছেদ- ৯ : হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান	২৩৬	৯ - باب الطَّلَاقِ عَلَى الْهُزْلِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : তিন তালাকের পর স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ প্রসঙ্গ	২৩৭	১০ - باب نَسْخِ الْمَرَّاجِعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ
অনুচ্ছেদ- ১১ : যে শব্দ দ্বারা তালাক হতে পারে বা এবং নিয়্যাত	২৪১	১১ - باب فِيمَا غُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنِّيَّاتُ
অনুচ্ছেদ- ১২ : তালাক প্রয়োগের ব্যাপারে স্ত্রীকে এখতিয়ার প্রদান	২৪২	১২ - باب فِي الْخِيَارِ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : (স্ত্রীকে এরূপ বলা) তোমার ব্যাপার তোমার হাতে	২৪৩	১৩ - باب فِي أَمْرِكَ بِيَدِكَ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : ছিন্কারী তালাক	২৪৪	১৪ - باب فِي الْبُتَّةِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১৫ : অন্তরে তালাকের কথা জাগা	২৪৫	১৫ - باب في الوُسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে আমার বোন	২৪৬	১৬ - باب في الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي
অনুচ্ছেদ- ১৭ : যিহার	২৪৭	১৭ - باب في الظَّهَارِ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : খোলা'র বর্ণনা	২৫৩	১৮ - باب في الخُلْعِ
অনুচ্ছেদ- ১৯ : স্বাধীন কিংবা গোলামের দাসী স্ত্রী আযাদ হলে	২৫৫	১৯ - باب في المملوكة تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
অনুচ্ছেদ- ২০ : যিনি বলেছেন, সে (মুগীস) আযাদ ছিলো	২৫৭	২০ - باب مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا
অনুচ্ছেদ- ২১ : স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা সম্পর্কে	২৫৭	২১ - باب حَتَّى مَتَى يَكُونُ هَا الْخِيَارُ
অনুচ্ছেদ- ২২ : বিবাহিত দাস-দাসী একই সাথে আযাদ হলে স্ত্রীর এখতিয়ার থাকবে কিনা?	২৫৮	২২ - باب في المملوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন ইসলাম কবুল করলে	২৫৮	২৩ - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : স্ত্রীর পর যদি স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করে, তবে স্ত্রী কতদিন পর স্বামীর কাছে ফেরত যাবে	২৫৯	২৪ - باب إِلَى مَتَى تَرُدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا
অনুচ্ছেদ- ২৫ : ইসলাম গ্রহণের পর কারো কাছে চারের অধিক স্ত্রী থাকলে	২৬০	২৫ - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ
অনুচ্ছেদ- ২৬ : পিতা-মাতার যে কোন একজন মুসলিম হলে সন্তান কে পাবে?	২৬১	২৬ - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْآبَوَيْنِ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ-২৭ : লি'আন সম্পর্কে	২৬২	২৭ - باب في اللّعان
অনুচ্ছেদ- ২৮ : সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ করা	২৭৩	২৮ - باب إذا شك في الولد
অনুচ্ছেদ- ২৯ : ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করা জঘন্য অন্যায়	২৭৪	২৯ - باب التغليظ في الإنشاء
অনুচ্ছেদ- ৩০ : জারজ সন্তানের মালিকানা দাবী প্রসঙ্গে	২৭৪	৩০ - باب في ادعاء ولد الزنا
অনুচ্ছেদ- ৩১ : দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ণয় করা	২৭৬	৩১ - باب في القافة
অনুচ্ছেদ- ৩২ : সন্তান নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারী দ্বারা মীমাংসা করবে	২৭৭	৩২ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
অনুচ্ছেদ- ৩৩ : জাহিলা যুগের বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা	২৭৯	৩৩ - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية
অনুচ্ছেদ- ৩৪ : বিছানা যার সন্তান তার	২৮১	৩৪ - باب الولد للفراش
অনুচ্ছেদ- ৩৫ : সন্তান লালন-পালনে অধিক হকদার কে?	২৮৩	৩৫ - باب من أحق بالولد
অনুচ্ছেদ- ৩৬ : তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাত	২৮৫	৩৬ - باب في عدة المطلقة
অনুচ্ছেদ- ৩৭ : তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাত সম্পর্কিত কিছু বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে	২৮৬	৩৭ - باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা (রিজ'ঈ)	২৮৭	৩৮ - باب في المراجعة
অনুচ্ছেদ- ৩৯ : চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খোরাকী	২৮৭	৩৯ - باب في نفقة المبتوتة
অনুচ্ছেদ- ৪০ : যিনি ফাত্বিমাহ (রা)-এর হাদীসটি অস্বীকার করেন	২৯২	৪০ - باب من أنكر ذلك على فاطمة
অনুচ্ছেদ- ৪১ : ইদ্দাত পালনকারিণী দিনের বেলায় বাইরে যেতে পারবে	২৯৪	৪১ - باب في المبتوتة تخرج بالنهار

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৪২ : মীরাস ফারয হওয়ার পর বিধবার জন্য খোরাকী প্রদানের ব্যবস্থা রহিত	২৯৫	৪২ - باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
অনুচ্ছেদ- ৪৩ : স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালন	২৯৫	৪৩ - باب إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا رَوْجُهَا
অনুচ্ছেদ- ৪৪ : যার স্বামী মারা গেছে তার (বাড়ির) বাইরে যাওয়া	২৯৭	৪৪ - باب فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ
অনুচ্ছেদ- ৪৫ : যার মতে, ইদাত পালনকারিণী অন্যত্র যেতে পারবে	২৯৮	৪৫ - باب مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ
অনুচ্ছেদ- ৪৬ : ইদাত পালনকারিণী ইদাতকালে যা বর্জন করবে	২৯৯	৪৬ - باب فِيهَا تَحْبِثُهُ الْمُعْتَدَةُ فِي عِدَّتِهَا
অনুচ্ছেদ- ৪৭ : গর্ভবতীর ইদাত	৩০১	৪৭ - باب فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ
অনুচ্ছেদ- ৪৮ : উম্মু ওয়ালাদের ইদাত	৩০৩	৪৮ - باب فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
অনুচ্ছেদ- ৪৯ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রথম স্বামী তার নিকট ফিরে আসতে পারবে না	৩০৩	৪৯ - باب الْمُبْتَوَّةُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا رَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ
অনুচ্ছেদ- ৫০ : ব্যভিচারের পরিণাম	৩০৪	৫০ - باب فِي تَعْظِيمِ الزَّنا
অধ্যায়- ৮ : সওম (রোযা)	৩০৬	৮ - كتاب الصوم
অনুচ্ছেদ- ১ : সওম ফারয হওয়ার সূচনা	৩০৬	১ - باب مَبْدَأُ فَرَضِ الصَّيَامِ
অনুচ্ছেদ- ২ : “যারা সওম পালনে সক্ষম তারা ফিদ্ইয়া দিবে” এই বিধান রহিত	৩০৭	২ - باب نَسْخِ قَوْلِهِ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}
অনুচ্ছেদ- ৩ : যিনি বলেন, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য উক্ত বিধান বহাল আছে	৩০৮	৩ - باب مَنْ قَالَ هِيَ مُبْنَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৪ : মাস উনত্রিশ দিনেও হয়	৩০৯	৪ - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
অনুচ্ছেদ- ৫ : লোকেরা চাঁদ দেখতে ভুল করলে	৩১১	باب إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلَالَ
অনুচ্ছেদ- ৬ : শা'বান মাস মেঘাচ্ছন্ন থাকলে	৩১১	৬ - باب إِذَا أَغْمِيَ الشَّهْرُ
অনুচ্ছেদ- ৭ : যিনি বলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমায়ানের ত্রিশটি সওম পূর্ণ করো	৩১২	৭ - باب مَنْ قَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ
অনুচ্ছেদ- ৮ : রমায়ান মাস আসার পূর্বে সওম পালন	৩১৩	৮ - باب فِي التَّقَدُّمِ
অনুচ্ছেদ- ৯ : যখন কোন শহরে অন্যান্য শহরের এক রাত আগে চাঁদ দেখা যায়	৩১৫	৯ - باب إِذَا رُؤِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ
অনুচ্ছেদ- ১০ : সন্দেহের দিন সওম পালন মাকরুহ	৩১৬	১০ - باب كَرَاهِيَّةُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
অনুচ্ছেদ- ১১ : যে ব্যক্তি শা'বানকে রমায়ানের সাথে যুক্ত করে	৩১৬	১১ - باب فَيَمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ
অনুচ্ছেদ- ১২ : শা'বানের শেষ দিকে সওম পালন মাকরুহ	৩১৭	১২ - باب فِي كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিষয়ে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান	৩১৮	১৩ - باب شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : রমায়ানের চাঁদ দেখার বিষয়ে এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য	৩১৯	১৪ - باب فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : সাহারী খাওয়ার গুরুত্ব	৩২১	১৫ - باب فِي تَوْكِيدِ السُّحُورِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : যারা সাহারীকে ভোরের নাস্তা আখ্যায়িত করেন	৩২১	১৬ - باب مَنْ سَمَّى السُّحُورَ الْغَدَاءَ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১৭ : সাহারীর সময়	৩২২	১৭ - باب وَقْتُ السُّحُورِ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : খাবার পাত্র হাতে থাকাবস্থায় ফাজ্রের আযান শুনলে	৩২৪	১৮ - باب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ
অনুচ্ছেদ- ১৯ : সওম পালনকারীর ইফতারের সময়	৩২৪	১৯ - باب وَقْتُ فِطْرِ الصَّائِمِ
অনুচ্ছেদ- ২০ : অবলিমে ইফতার করা মুস্তাহাব	৩২৫	২০ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ
অনুচ্ছেদ- ২১ : ইফতারের খাদ্য	৩২৬	২১ - باب مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : ইফতারের সময় দু'আ পাঠ	৩২৭	২২ - باب الْقَوْلُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে	৩২৭	২৩ - باب الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : সাওমে বিসাল বা বিরতিহীন রোযা রাখা	৩২৮	২৪ - باب فِي الْوَصَالِ
অনুচ্ছেদ- ২৫ : সওম পালনকারীর জন্য গীবাত করা	৩২৯	২৫ - باب الْغِيْبَةِ لِلصَّائِمِ
অনুচ্ছেদ- ২৬ : : সওম পালনকারীর মিসওয়াক করা	৩২৯	২৬ - باب السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ
অনুচ্ছেদ- ২৭ : পিপাসার কারণে সওম পালনকারীর শরীরে পানি ঢালা এবং বারবার নাকে পানি দেয়া	৩৩০	২৭ - باب الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الْإِسْتِشْقَاكِ
অনুচ্ছেদ- ২৮ : সওম পালনকারীর শিংগা লাগানো	৩৩১	২৮ - باب فِي الصَّائِمِ يَخْتَجِمُ
অনুচ্ছেদ- ২৯ : সওম পালনকারীর শিংগা লাগানোর অনুমতি আছে	৩৩৩	২৯ - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
অনুচ্ছেদ- ৩০ : রমায়ান মাসে দিনের বেলা : সওম পালনকারীর স্বপ্নদোষ হলে	৩৩৪	৩০ - باب فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৩১ : সওম পালনকারী নিদ্রার সময় সুরমা লাগানো	৩৩৫	৩১ - باب في الكحل عند النوم للصائم
অনুচ্ছেদ- ৩২ : সওম পালনকারী ইচ্ছাকৃত বমি করলে	৩৩৬	৩২ - باب الصائم يستقيء عامداً
অনুচ্ছেদ- ৩৩ : সওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা	৩৩৭	৩৩ - باب القُبلة للصائم
অনুচ্ছেদ- ৩৪ : সওম পালনকারী নিজের থুথু গিললে	৩৩৮	৩৪ - باب الصائم يبلع الريق
অনুচ্ছেদ- ৩৫ : (রোযাদার) যুবকের জন্য (চুম্বন) মাকরুহ	৩৩৯	৩৫ - باب كراهيته للشاب
অনুচ্ছেদ- ৩৬ : যে ব্যক্তি রমায়ান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোরে করে	৩৩৯	৩৬ - باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان
অনুচ্ছেদ- ৩৭ : কেউ রমায়ানের সওম পালন অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে তার কাফ্যারাহ	৩৪০	৩৭ - باب كفارة من أتى أهله في رمضان
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : ইচ্ছাকৃতভাবে সওম ভঙ্গের পরিণতি	৩৪৪	৩৮ - باب التغليظ في من أفطر عمداً
অনুচ্ছেদ- ৩৯ : যে ব্যক্তি ভুলবশত আহার করে	৩৪৫	৩৯ - باب من أكل ناسياً
অনুচ্ছেদ- ৪০ : রমায়ানের ক্বাযা সওম আদায়ে বিলম্ব করা	৩৪৫	৪০ - باب تأخير قضاء رمضان
অনুচ্ছেদ- ৪১ : কোন ব্যক্তি ক্বাযা সওম রেখে মারা গেলে	৩৪৬	৪১ - باب فيمن مات وعليه صيام
অনুচ্ছেদ- ৪২ : সফর অবস্থায় সওম পালন	৩৪৬	৪২ - باب الصوم في السفر
অনুচ্ছেদ- ৪৩ : কষ্টের আশঙ্কা হলে সফরে সওম না রাখা ভাল	৩৪৯	৪৩ - باب اختيار الفطر
অনুচ্ছেদ- ৪৪ : যে ব্যক্তি (সফর অবস্থায়) সওম পালনকে প্রাধান্য দেন	৩৫০	৪৪ - باب فيمن اختار الصيام

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৪৫ : সফরে রওয়ানা হয়ে মুসাফির কখন সওম ভঙ্গ করবে?	৩৫১	৪৫ - باب متى يُفطر المسافر إذا خَرَجَ
অনুচ্ছেদ- ৪৬ : কতদূর সফর করলে মুসাফির সওম ভঙ্গ করতে পারে?	৩৫২	৪৬ - باب قدر مسيرة ما يُفطر فيه
অনুচ্ছেদ- ৪৭ : যিনি বলেন, আমি পুরো রমায়ানের সওম রেখেছি	৩৫৩	৪৭ - باب من يقول صُمتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ
অনুচ্ছেদ- ৪৮ : দুই ঈদের দিন সওম পালন	৩৫৩	৪৮ - باب في صوم العيدين
অনুচ্ছেদ- ৪৯ : তাশরীকের দিনসমূহে সওম পালন	৩৫৪	৪৯ - باب صيام أيام التشريق
অনুচ্ছেদ- ৫০ : শুধু জুমু'আহুর দিনকে সওম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ	৩৫৫	৫০ - باب النهي أن يخصَّ يوم الجمعة بصوم
অনুচ্ছেদ- ৫১ : কেবল শনিবারকে সওম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ	৩৫৬	৫১ - باب النهي أن يخصَّ يوم السبت بصوم
অনুচ্ছেদ- ৫২ : এ ব্যাপারে অনুমতি প্রসঙ্গে	৩৫৬	৫২ - باب الرخصة في ذلك
অনুচ্ছেদ- ৫৩ : সারা বছর সওম পালন	৩৫৭	৫৩ - باب في صوم الدهر تطوعاً
অনুচ্ছেদ- ৫৪ : হারাম (সম্মানিত) মাসসমূহে সওম পালন সম্পর্কে	৩৬০	৫৪ - باب في صوم أشهر الحرم
অনুচ্ছেদ- ৫৫ : মুহাররম মাসের সওম	৩৬১	৫৫ - باب في صوم المحرم
অনুচ্ছেদ- ৫৬ : রজব মাসের সওম	৩৬১	৫৬ - باب في صوم رجب
অনুচ্ছেদ- ৫৭ : শা'বান মাসের সওম	৩৬২	৫৭ - باب في صوم شعبان
অনুচ্ছেদ- ৫৮ : শাওয়াল মাসের সওম	৩৬২	৫৮ - باب في صوم شوال

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ৫৯ : শাওয়াল মাসের ছয় দিন সওম পালন	৩৬৩	৫৯ - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
অনুচ্ছেদ- ৬০ : নাবী কিভাবে সওম পালন করতেন	৩৬৩	৬০ - باب كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ- ৬১ : সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম পালন	৩৬৪	৬১ - باب في صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
অনুচ্ছেদ- ৬২ : (যিলহাজ্জের) দশ দিন সওম পালন	৩৬৪	৬২ - باب في صَوْمِ الْعَشْرِ
অনুচ্ছেদ- ৬৩ : যিলহাজ্জের দশ দিন সওম না রাখার বর্ণনা	৩৬৫	৬৩ - باب في فِطْرِ الْعَشْرِ
অনুচ্ছেদ- ৬৪ : আরাফাহুর দিন আরাফাহুর ময়দানে সওম পালন প্রসঙ্গ	৩৬৬	৬৪ - باب في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ
অনুচ্ছেদ- ৬৫ : আশুরার দিন সওম পালন	৩৬৭	৬৫ - باب في صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
অনুচ্ছেদ- ৬৬ : বর্ণিত আছে যে, মুহাব্বরমের নয় তারিখ আশুরার দিন	৩৬৮	৬৬ - باب مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمِ التَّاسِعِ
অনুচ্ছেদ- ৬৭ : আশুরার সওম পালনের ফাযীলাত	৩৬৯	৬৭ - باب في فَضْلِ صَوْمِهِ
অনুচ্ছেদ- ৬৮ : একদিন সওম রাখা ও একদিন বিরতি দেয়া	৩৭০	৬৮ - باب في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ
অনুচ্ছেদ- ৬৯ : প্রতি মাসে তিনদিন সওম পালন	৩৭০	৬৯ - باب في صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
অনুচ্ছেদ- ৭০ : যিনি বলেন, (ঐ তিনটির দু'টি হলো) সোম ও বৃহস্পতিবার	৩৭১	৭০ - باب مَنْ قَالَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৭১ : যিনি বলেন, মাসের যে কোন দিন সওম পালন করা যায়	৩৭২	৭১- باب مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ
অনুচ্ছেদ- ৭২ : সওম পালনের নিয়্যাত সম্পর্কে	৩৭২	৭২- باب النِّيَّةِ فِي الصَّيَّامِ
অনুচ্ছেদ- ৭৩ : এ ব্যাপারে অনুমতি প্রসঙ্গে	৩৭৩	৭৩- باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
অনুচ্ছেদ- ৭৪ : যিনি বলেন, নফল সওম ভঙ্গ করলে এর ক্বাযা করতে হবে	৩৭৪	৭৪- باب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ
অনুচ্ছেদ- ৭৫ : স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল সওম রাখা	৩৭৫	৭৫- باب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَوْجِهَا
অনুচ্ছেদ- ৭৬ : সওম পালনকারীকে বিবাহভোজের দাওয়াত দিলে	৩৭৬	৭৬- باب فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ
অনুচ্ছেদ- ৭৭ : খাবার খেতে ডাকলে সওম পালনকারী যা বলবে	৩৭৬	৭৭- باب مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ
অনুচ্ছেদ- ৭৮ : ই'তিকাফ	৩৭৭	৭৮- باب الْإِعْتِكَافِ
অনুচ্ছেদ- ৭৯ : ই'তিকাফ কোথায় করবে?	৩৭৮	৭৯- باب أَيْنَ يَكُونُ الْإِعْتِكَافُ
অনুচ্ছেদ- ৮০ : ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে (মাসজিদ থেকে বেরিয়ে) ঘরে প্রবেশ করতে পারে	৩৭৯	৮০- باب الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ
অনুচ্ছেদ- ৮১ : ই'তিকাফকারীর রোগী দেখতে যাওয়া	৩৮১	৮১- باب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ
অনুচ্ছেদ- ৮২ : মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ	৩৮৩	৮২- باب فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

কتاب اللقطة - ৬

অধ্যায়- ৪ : লুকুতাহ (হারানো বস্তু প্রাপ্তি)

১-باب التَّعْرِيفِ بِاللُّقْطَةِ

অনুচ্ছেদ- ১ : লুকুতার সংজ্ঞা

১৭০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِي اطْرَحْهُ . فَقُلْتُ لَا وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " عَرَفْتَهَا حَوْلًا " . فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ " عَرَفْتَهَا حَوْلًا " . فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا . فَقَالَ " احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتَعْ بِهَا " . وَقَالَ وَلَا أَذْرِي أَثْلَانًا قَالَ " عَرَفْتَهَا " . أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً .

صحیح

১৭০১। সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, যায়িদ ইবনু সুহান এবং সালমান ইবনু রবী'আহ এক সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এ সময় আমি একটি চাবুক পাই। তারা দু'জনেই আমাকে চাবুকটি ফেলে দিতে বললেন। তখন আমি বললাম, না, যদি এর মালিককে পাই (তাহলে তাকে এটি ফেরত দিব), অন্যথায় আমি নিজে এটা ব্যবহার করব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি হাজ্জ পালন শেষে মাদীনাহুয় গিয়ে (এ বিষয়ে) উবাই ইবনু কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি একটি থলে পেয়েছিলাম। যার মধ্যে একশো দীনার ছিল। আমি নাবী ﷺ এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন : এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিয়ে যাও। আমি তাই করলাম। আমি (এক বছর পরে) পুনরায় তার কাছে আসলাম। তিনি আরো এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। ফলে আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। অতঃপর তার কাছে এসে বললাম, আমি এর মালিকের সন্ধান পাইনি। তিনি বললেন : দীনারের সংখ্যা, থলি এবং থলির বাঁধন হিফাযাতে রাখো। যদি এর মালিক আসে (তাকে তা দিয়ে দিবে)। অন্যথায় তুমি এগুলো কাজে লাগাবে। বর্ণনাকারী সালামাহ ইবনু কুহাইল বলেন, আমার মনে নেই যে, সুওয়াইদ কি তিন বছর ঘোষণা দেয়ার কথা বলেছেন নাকি এক বছর।^{১৭০১}

সহীহ।

^{১৭০১} বুখারী, মুসলিম।

১৭০২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، بِمَعْنَاهُ قَالَ "عَرَفْتُهَا حَوْلًا". وَقَالَ ثَلَاثٌ مِرَارٍ قَالَ فَلَا أَذْرِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ أَوْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

صحیح

১৭০২। শু'বাহ হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দাও"- তিনি এ কথাটি তিনবার বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি অবহিত নই যে, (সালামাহ) এক বছর ঘোষণা করার কথা বলেছেন নাকি তিন বছর।^{১৭০২}

সহীহ।

১৭০৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي التَّعْرِيفِ قَالَ عَامِلِينَ أَوْ ثَلَاثَةً. وَحَدَّثَنَا "اعْرِفْ عَدَدَهَا وَمَوَاقِعَهَا وَمَوَاقِعَهَا". رَوَاهُ "حَدَّثَنَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَمَوَاقِعَهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا حَمَّادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْني "فَعَرَفَ عَدَدَهَا".

صحیح

১৭০৩। সালামাহ ইবনু কুহাইল (র) সূত্রে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত। তিনি ঘোষণা সম্পর্কে বলেন, দুই অথবা তিন বছর। আর তিনি ﷺ বলেছেন : (দীনারের) পরিমাণ, থলে এবং থলের বাঁধন চিনে রাখো। যদি এর মালিক আসে এবং এর সংখ্যা ও থলে চিনতে পারে তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে।^{১৭০৩}

সহীহ।

১৭০৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ "عَرَفْتُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادِّهَا إِلَيْهِ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ "خُذْهَا فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ". قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْتَاهُ - أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ - وَقَالَ "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا".

صحیح

১৭০২ বুখারী, মুসলিম।

১৭০৩ মুসলিম।

১৭০৪। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তুমি ঐ জিনিস সম্পর্কে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে থাকবে। অতঃপর তুমি এর খলি ও বাঁধন চিনে রাখবে। তারপর সেখান থেকে খরচ করবে। যদি এর মালিক এসে উপস্থিত হয় তবে তাকে তা ফেরত দিবে। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পথহারা বকরীর বিধান কি? তিনি বললেন, তা ধরে রাখো। কেননা সেটা হয়তো তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের জন্য। লোকটি আবার বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পথহারা উটের বিধান কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর চিবুক বা চেহারা লালবর্ণ ধারণ করলো। অতঃপর তিনি বললেন : এর (উটের) সাথে তোমার কি সম্পর্ক? কারণ এর পা আছে এবং পেটের ভেতর পানিও রয়েছে, যতক্ষণ না এর মালিক আসে।^{১৭০৪}

সহীহ : বুখারী ও মুসলিম।

১৭০৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ "سِقَاؤُهَا تَرْدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ". وَلَمْ يَقُلْ "خُذْهَا". فِي ضَلَالَةِ الشَّاءِ وَقَالَ فِي اللَّقْطَةِ "عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا". وَلَمْ يَذْكُرْ "اسْتَنْفِقْ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ رِبْعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُولُوا "خُذْهَا".

صحیح

১৭০৫। মালিক (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে আরো রয়েছে : উটের পেটে পানি সংরক্ষিত আছে। সে পানি পানের স্থানে যেতে পারবে, ঘাস খেতে পারবে। কিন্তু এ হাদীসে হারিয়ে যাওয়া বকরী ধরে রাখার কথা নেই। তিনি লুকুতাহ সম্পর্কে বলেন, এ ব্যাপারে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে মালিক ফিরে এলে তাকে তা ফিরিয়ে দিবে, অন্যথায় তোমার যা ইচ্ছে করবে। এতে 'ইসতানফিকু' শব্দটি নেই। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, সাওরী, সুলায়মান ইবনু হিলাল এবং হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (র) রবী'আহ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু (হারানো বকরী) "ধরে রাখার কথা নেই।"^{১৭০৫}

সহীহ : মুসলিম।

১৭০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ الصَّخَّاحِ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ "عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بِأَغْيِهَا فَأَذَّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَّاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بِأَغْيِهَا فَأَذَّهَا إِلَيْهِ".

صحیح، م و في إسناده زيادة : عن النضر عن بسر و هو الصواب

^{১৭০৪} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭০৫} মুসলিম।

১৭০৬। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাস্তায় পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করবে। যদি এর মালিক এসে উপস্থিত হয় তাহলে তাকে তা ফিরিয়ে দিবে। অন্যথায় এর থলি ও বাঁধন চিনে রাখবে। অতঃপর তুমি তা থেকে ভোগ করবে। তবে (পরবর্তীতে) যদি এর মালিক এসে যায় তবে তাকে তা ফিরিয়ে দিবে।^{১৭০৬}

সহীহ : মুসলিম, এর সানাদে অতিরিক্ত আছে : নাদর, সাঈদ হতে বুসর সূত্রে। এটাই সঠিক।

১৭০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ . قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ " نَعْرِفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتُ وَكَأَنَّهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ أَفْضَاهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْتُهَا إِلَيْهِ " .

صحیح

১৭০৭। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো...অতঃপর রবী'আহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। খালিদ বলেন, পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এক বছর যাবত এর ঘোষণা করবে। এর মালিক ফিরে আসলে তাকে তা ফেরত দিবে। নতুবা তুমি এর থলি ও বাঁধন চিনে রাখবে এবং তা তোমার মালের সাথে রেখে দিবে। আর এর মালিক ফিরে এলে তাকে তা দিয়ে দিবে।^{১৭০৭}

সহীহ।

১৭০৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، بِإِسْنَادٍ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ " فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْتُهَا إِلَيْهِ " . وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ " إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَكَأَنَّهَا فَادْفَعْتُهَا إِلَيْهِ " . لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ " فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَكَأَنَّهَا " . وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا قَالَ " عَرَفْتُهَا سَنَةً " . وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " عَرَفْتُهَا سَنَةً " .

(হাদীতু য়িদ্ বিন খালিদ) صحیح , (হাদীতু ʿউবইদুল্লাহ বিন ʿউমর) حسن صحیح , (قول أبي داود : و هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة و كأنها ") ** , (হাদীতু সুইদ) صحیح , (হাদীতু ʿউমর বিন الخطاب) صحیح

^{১৭০৬} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{১৭০৭} নাসায়ী।

১৭০৮। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ও রবী'আহ কুতাইবাহর সানাদে এবং তার হাদীসের অর্থে বর্ণনা করেন। এতে আরো রয়েছে : যদি এর মালিক ফিরে আসে এবং এর থলি ও পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেশ করে তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে। হাম্মাদ তার সানাদ পরম্পরায় নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, সালামাহ ইবনু কুহাইল, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ এবং 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমারের হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা হলো : যদি এর মালিক ফিরে আসে এবং এর থলি ও বাঁধন চিনতে পারে তবে তাকে তা ফিরিয়ে দিবে। "এ বাক্যের মধ্যে "এর থলি ও বাঁধন চিনতে পারে" কথাটি সংরক্ষিত নয়। উক্ববাহ ইবনু সুওয়াইদ তার পিতা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে বলেন : "এক বছর ঘোষণা দিতে হবে।" এছাড়াও 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এক বছর ঘোষণা করার কথা আছে।^{১৭০৮}

যায়িদ ইবনু খালিদেদ হাদীস- সহীহ। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমরের হাদীস- হাসান সহীহ। সুওয়াইদের হাদীস- সহীহ। 'উমার ইবনুল খাত্তাবের হাদীস- সহীহ।

১৭০৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، - الْمُعْنَى - عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ - أَوْ ذَوَى عَدْلٍ - وَلَا يَكْتُمُ وَلَا يُعَيِّبُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيُرِدْهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" .

صحیح

১৭০৯। ইয়াদ ইবনু হিমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থাকা বস্তু পাবে, সে যেন একজন অথবা দুইজন সত্যবাদী লোককে এর সাক্ষী রাখে। বিষয়টি যেন সে গোপন না রাখে এবং আত্মসাৎ না করে। যদি সে এর মালিককে পায় তাহলে তাকে তা ফিরিয়ে দিবে। অন্যথায় মহান আল্লাহর মাল, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।^{১৭০৯}

সহীহ।

১৭১০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمَعْلُوقِ فَقَالَ "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذِ خُبْنَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُنَوِّيهُ الْجَرِيرُ فَلْيُغْرَبْ ثُمَّ الْمَجْنُّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ" . وَذَكَرَ فِي ضَالَّةٍ

^{১৭০৮} মুসলিম, নাসায়ী।

^{১৭০৯} ইবনু মাজাহ, নাসায়ী।

الإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ " مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَيْتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِيهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْحَرَابِ - يَعْنِي - فَبَيْنَهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " .

حسن

১৭১০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে গাছে ঝুলে থাকা ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : কেউ যদি তা নিরুপায় (অভাবী) হয়ে খায় এবং তা লুকিয়ে না নেয় তাহলে তার জন্য দোষণীয় নয়। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (লুকিয়ে নিবে) তাহলে তার জন্য এর দ্বিগুণ জরিমানা রয়েছে এবং সে শাস্তিও পাবে। আর যে ব্যক্তি খেজুর চুরি করে এরূপ অবস্থায় যে, তা গাছ থেকে কেটে শুকানোর জন্য আঙ্গিনায় রাখা হয়েছে, তাহলে চুরিকৃত জিনিসের মূল্য যুদ্ধের একটি ঢালের পরিমান হলে তার হাত কাটা হবে। বর্ণনাকারী পথহারা বকরী ও উটের কথাও উল্লেখ করেছেন যেমন বর্ণনা করেছেন অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ। তিনি বলেন, তাঁকে লুকুতাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জন সাধারণের চলাচলের পথে কিছু পাওয়া গেলে এক বছর যাবত তা ঘোষণা করতে থাকবে। যদি এর মালিক এসে যায় তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে। আর যদি না আসে তবে তা তোমার। আর যে জিনিস অনাবাদী এলাকায় (গুপ্তধনরূপে) পাওয়া যাবে তাতে এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত) দিবে।^{১৭১০}

হাসান।

১৭১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ قَالَ " فَاجْمَعَهَا " .

حسن

১৭১১। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে রয়েছে : তিনি বলেন, নাবী ﷺ হারানো বকরী ধরে রাখতে বলেছেন।^{১৭১১}

হাসান।

১৭১২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، هَذَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ خُذَهَا قَطُّ " . كَذَا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " فَخُذَهَا " .
(حديث ابن عمرو) حسن ، (قوله : و كذا قال فيه أيوب " فخذها ")

^{১৭১০} তিরমিযী, নাসায়ী।

^{১৭১১} নাসায়ী, বায়হাকী।

১৭১২। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে আরো রয়েছে : পথহারা বকরী তোমার জন্য অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা বাঘের জন্য। অতএব তা ধরে রাখো। বর্ণনাকারী আইয়ুব, ইয়া'কুব ইবনু 'আত্বা, 'আমর ইবনু শু'আইব হতে নাবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তা ধরে রাখো।^{১৭১২}

ইবনু 'আমরের হাদীস- হাসান।

১৭১৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا . قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ " فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بِأُغْيَاهَا " .

حسن

১৭১৩। 'আমর ইবনু শু'আইব হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে নাবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি পথহারা বকরী সম্পর্কে বলেন, তুমি তা নিজের হিফাযাতে রেখে দাও, এর মালিক ফিরে আসা পর্যন্ত।^{১৭১৩}

হাসান।

১৭১৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَدَ دِينَارًا فَاتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " هُوَ رِزْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَشُدُّ الدِّينَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا عَلِيُّ أَذْ الدِّينَارَ "

"

حسن

১৭১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী সূত্রে বর্ণিত। একদা 'আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রা) পথে পড়ে থাকা দীনার পেয়ে তা ফাতিমাহ (রা)-এর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে নাবী ﷺ বললেন : এটা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ, 'আলী এবং ফাতিমাহ (রা) সকলেই তা দিয়ে খাবার কিনে এনে খেলেন। এর পরে এক মহিলা এসে দীনার খুঁজতে থাকে। তখন নাবী ﷺ বললেন : তুমি তার দীনার পরিশোধ করে দাও।^{১৭১৪}

হাসান।

১৭১২ নাসায়ী

১৭১৩ আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

১৭১৪ বায়হাকী।

১৭১৫ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ التَّقَطَ دِينَارًا فَأَشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ وَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَأَشْتَرَى بِهِ لَحْمًا.

صحیح

১৭১৫। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি পথে পতিত একটি দীনার পেয়ে তা দিয়ে আটা কিনলেন। আটার বিক্রিতে তাকে (রাসূলের জামাতা হিসেবে) চিনতে পেরে তাঁকে দীনারটি ফেরত দিলেন। অতঃপর 'আলী (রা) দীনারটি ভাঙ্গিয়ে দুই কিরাত দিয়ে গোশত কিনলেন।^{১৭১৫}

সহীহ।

১৭১৬ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّنِيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّرْمَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنَ وَحُسَيْنَ بَيْنَكُمَا فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمَا قَالَتِ الْجُوعُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذِي دَقِيقًا فَجَاءَ الْيَهُودِيُّ فَأَشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَخُذِي دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ . فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الْجَزَارِيِّ فَخُذِي لَنَا بِدَرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدَرْهَمٍ لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبِزَتْ وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْكُرُ لَكَ فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ وَأَكَلْتُ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ " كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ " . فَأَكَلُوا فَبَيَّنَّا لَهُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلَامٌ يَنْشُدُ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ الدِّينَارَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُدْعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ . فَقَالَ سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا عَلِيُّ اذْهَبِي إِلَى الْجَزَارِيِّ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ أُرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ " . فَأَرْسَلَ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ .

حسن

১৭১৬। সাহল ইবনু সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা 'আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রা) ফাতিমাহ (রা)-এর কাছে গিয়ে হাসান ও হুসাইন (রা)-কে কাঁনারত পেয়ে তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন ফাতিমাহ (রা) বলেন, তাঁরা ক্ষুদার জ্বালায় কান্না করছে। 'আলী (রা) ঘর থেকে বের হলেন এবং বাজারে গিয়ে একটি দীনার পতিত অবস্থায় পেলেন। তিনি দীনারটি ফাতিমাহর কাছে নিয়ে এসে বিষয়টি তাকে জানালেন। ফাতিমাহ বলেন, আপনি দীনারটি নিয়ে

উমুক ইয়াহুদীর কাছে গিয়ে আমাদের জন্য আটা ক্রয় করুন। অতঃপর ‘আলী (রা) ইয়াহুদীর কাছে গিয়ে আটা কিনলেন। ইয়াহুদী বললো, আপনি তো ঐ লোকের জামাতা, যিনি নিজেকে ‘আল্লাহর রাসূল’ দাবী করেন। তখন ‘আলী (রা) বলেন, হ্যাঁ। তখন ইয়াহুদী বললো, আপনি দীনারটি ফেরত নিন এবং এই আটাও নিয়ে যান (মূল্য দিতে হবে না)। ‘আলী (রা) আটা নিয়ে ফাতিমাহ (রা)-এর কাছে এসে বিষয়টি তাকে জানানেন। ফাতিমাহ (রা) বললেন, আপনি উমুক কসাইয়ের কাছে গিয়ে আমাদের জন্য এক দিরহামের গোশত ক্রয় করুন। তিনি সেখানে গিয়ে দীনারটি বন্ধক রেখে এক দিরহাম মূল্যের গোশত কিনে ঘরে ফিরলেন। ফাতিমাহ (রা) আটা দিয়ে রুটি বানালেন এবং গোশত রান্না করলেন এবং নাবী ﷺ-কে খবর দিলেন। নাবী ﷺ তাঁদের কাছে আসলে ফাতিমাহ (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে ঘটনাটি খুলে বলছি। আপনি যদি এটা আমাদের জন্য হালাল মনে করেন তাহলে আমরা তা খাবো এবং আমাদের সাথে আপনিও খাবেন। ঘটনা এরূপ। তিনি ﷺ বললেন : তোমরা বিস্মিল্লাহ বলে খাও। তাঁরা যখন খাচ্ছিলেন তখন এক যুবক আল্লাহ ও ইসলামের নামে শপথ উচ্চারণ করে দীনারটি খুঁজছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক তাকে ডেকে দীনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। সে বললো, দীনারটি আমার নিকট থেকে বাজারে পড়ে গেছে। নাবী ﷺ বললেন : হে ‘আলী! তুমি কসাইয়ের নিকট গিয়ে বলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে দীনারটি আমার কাছে ফেরত দিতে বলেছেন। আর তিনি আপনার দিরহাম দিয়ে দিবেন। অতঃপর কসাই তা ফেরত দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটি ঐ যুবককে ফিরিয়ে দিলেন।^{১৭১৬}

হাসান।

১৭১৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ زَيْادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوِطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ التَّيْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الْمَغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ.

ضعيف

১৭১৭। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে লাঠি, রশি, চাবুক এবং এ ধরনের পতিত জিনিস ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।^{১৭১৭}

দুর্বল।

^{১৭১৬} বায়হাক্বী।

^{১৭১৭} ইবনু আদীর ‘আল-কামিল’। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মুগীরাহ বিন যিয়াদ রয়েছে। আল্লামা মুনিযীরী বলেন : একাধিক ইমাম তার সমালোচনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন : ‘ইমাম আহমাদ বলেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় যঈফ। তিনি বহু মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ অন্যত্র বলেন, তিনি মুযতারিবুল হাদীস, মুনকার।’

১৭১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، - أَحْسَبُهُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا " .

صحیح

১৭১৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : পথহারা উটের হুকুম হলো : যদি কেউ তা পাওয়ার পর বিষয়টি গোপন করে তাহলে তাকে জরিমানা হিসেবে ঐ উটের সাথে অনুরূপ আরেকটি উট দিতে হবে।^{১৭১৮}

সহীহ।

১৭১৯ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ . قَالَ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْني فِي لُقْطَةِ الْحَاجِّ يَرْكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرِو .

صحیح

১৭১৯। আবদুর রহমান ইবনু 'উসমান আত-তাইমী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজীদেরকে পথে পড়ে থাকা বস্তু তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। আহমাদ বলেন, ইবনু ওয়াহ্‌হাব হাজ্জের মৌসুমে পথে পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে বলেন, তা পতিত অবস্থায় থাকতে দাও যাতে তার মালিক তা পেয়ে যায়।^{১৭১৯}

সহীহ।

১৭২০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَارِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقْرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ مَا هَذِهِ قَالَ لِحَقَّتْ بِالْبَقَرِ لَا نَذْرِي لِمَنْ هِيَ . فَقَالَ جَرِيرٌ أَخْرِجُوهَا فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ " .

صحیح المرفوع منه

১৭২০। আল-মুনযির ইবনু জারীর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি জারীরের (রা) সাথে বাওয়াযীজ নামক স্থানে ছিলাম। এ সময় রাখাল গরুর পাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। যাতে অন্য একটি গরুও ছিলো। ফলে জারীর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কোথা থেকে এলো। রাখাল বললো, আমাদের গরুর পালের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। আমি জানি না, গরুটি কার? তখন জারীর (রা) বলেন : এটাকে পাল থেকে বের করো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : পথভ্রষ্ট লোকই পথহারা পশুকে আশ্রয় দিয়ে থাকে।^{১৭২০}

সহীহ মারফু, তার সূত্রে।

^{১৭১৮} বায়হাক্কী, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক্ক।

^{১৭১৯} মুসলিম, আহমাদ, ইবনু হিব্বানের মাওয়ারিদ, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা।

^{১৭২০} ইবনু মাজাহ, নাসায়ী, বায়হাক্কী।

كتاب المناسك - ٥

হাজ্জ - ৫ : অধ্যায়

১-باب فرض الحج

অনুচ্ছেদ - ১ : হাজ্জ ফারয হওয়ার বর্ণনা

১৭২১ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمُعَنَّى، قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ " بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو سِنَانَ الدُّؤْلِيُّ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنْ سِنَانَ .

صحیح

১৭২১। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। আকরা ইবনু হাবিস (রা) নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জ প্রতি বছরই ফারয, নাকি মাত্র একবার? তিনি বললেন, জীবনে বরং একবারই, তবে কেউ অধিক করলে সেটা তার জন্য নাফল।^{১৭২১}

সহীহ।

১৭২২ - حَدَّثَنَا الثَّعْلَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ لَآئِي، وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصْرِ " .

صحیح.

১৭২২। আবু ওয়াক্বিদ আল-লাইসী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিদায় হাজ্জের দিন তাঁর স্ত্রীদেরকে বলতে শুনেছি : তোমাদের জন্য হাজ্জ এই একবারই। এরপর হাজ্জের জন্য আর বের হতে হবে না।^{১৭২২}

সহীহ।

^{১৭২১} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৭২২} আহমাদ, বায়হাক্বী।

২-باب في المرأة تحج بغير محرم

অনুচ্ছেদ- ২৪ মাহরাম ছাড়া নারীদের হাজ্জ

১৭২৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا " .

صحیح

১৭২৩। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলিম নারীর জন্য সাথে মাহরাম (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়) ছাড়া এক রাতের রাস্তা সফর করা বৈধ নয়।^{১৭২৩}

সহীহ।

১৭২৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَالثَّقَفِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمِّيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَعْنَبِيُّ وَالثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ .

صحیح

১৭২৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে নারী আল্লাহ এবং শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে তার জন্য একদিন ও এক রাতের পথ সফর করা বৈধ নয় ... অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন।^{১৭২৪}

সহীহ।

১৭২৫ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ سُهِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ " بَرِيدًا " .

শাঈ

^{১৭২৩} মুসলিম, আহমাদ, বায়হাক্বী।

^{১৭২৪} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

১৭২৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন... অতঃপর বর্ণনাকারী (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে (বর্ণনাকারী সুহাইল) বলেছেন, 'এক বারীদ'।^{১৭২৫}

শায।

১৭২৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَادٌ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيْعًا، حَدَّثَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا "

صحیح

১৭২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নারী আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য তিন দিন কিংবা এর অধিক সময়ের পথ (একাধী) ভ্রমণ করা বৈধ নয়, যদি না তার সংগে তার পিতা, ভাই, স্বামী, ছেলে অথবা কোন মাহরাম লোক থাকে।^{১৭২৬}

সহীহ।

১৭২৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "

صحیح

১৭২৭। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন নারী স্বীয় মাহরাম সাথে না নিয়ে তিন দিনের সফর করবে না।^{১৭২৭}

সহীহ।

১৭২৮ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُرَدِّفُ مَوْلَاةَ لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ .

صحیح

১৭২৮। নাবী (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'উমার (রা) তার দাসী সাফিয়াহ নাম্মাকে তার পেছনে সওয়ারীর উপর বসিয়ে নিয়ে মাক্কাহ পর্যন্ত সফর করেন।^{১৭২৮}

সহীহ।

^{১৭২৫} ইবনু খুযাইমাহ, হাকিম।

^{১৭২৬} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

^{১৭২৭} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭২৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৩-باب " لَا صُرُورَةَ " فِي الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ - ৩ : ইসলামে বৈরাগ্য নেই

১৭২৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرِ - عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا صُرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٦٢٩٦) ، المشكاة (٢٥٢٢) //

১৭২৯। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলামে সন্ন্যাসবাদীতা নেই।^{১৭২৯}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬২৬৯), মিশকাত (২৫২২)।

৪-التَّزَوُّدُ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ - ৪ : হাজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নেয়া

১৭৩০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَاتِ، - يَعْنِي أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِيَّ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ -

وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ، عَنْ وَزْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانُوا يَحْجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ - قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحْجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ - وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى } الْآيَةَ .

صحيح

১৭৩০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন হাজ্জ করতে কিন্তু সাথে পাথেয় নিয়ে আসতো না। আবু মাসউদ বলেন, ইয়ামানের কতিপয় লোক হাজ্জ যেতো কিন্তু সাথে পাথেয় আনতো না এবং তারা বলতো যে, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি। অথচ মাক্কাহয় পৌঁছার পর তারা ভিক্ষা করতো। ফলে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, “তোমরা হাজ্জের সফরে সাথে পাথেয় নিয়ে যাবে, আর জেনে রেখো তাকওয়াই হলো উত্তম পাথেয়। (২ : ১৯৭)^{১৭৩০}

সহীহ।

^{১৭২৯} আহমাদ, হাকিম, বায়হাকী। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেন : এর রিজাল সিদ্ধান্ত। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী সিলসিলাহ যঈফাহ গ্রন্থে (হা/৬৮৫) এর বিরোধীতা করে বলেন : সানাদের উমার ইবনু 'আত্মা সকলের ঐক্যমতে যঈফ। ইমাম যাহাবী স্বয়ং আল-মীযান গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে বলেছেন : তাকে ইয়াহইয়া ইবনু মাস্নিন ও নাসায়ী যঈফ বলেছেন। আর ইমাম আহমাদ বলেছেন : তিনি শক্তিশালী নন।

^{১৭৩০} বুখারী, নাসায়ী।

৫- اب التَّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ - ৫ : হাজ্জ গিয়ে ব্যবসা করা

১৭৩১ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } قَالَ كَانُوا لَا يَتَجَرُّونَ بِمَنْى فَأَمَرُوا بِالتَّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ .

صحيح

১৭৩১। মুজাহিদ (রা) হতে ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'আব্বাস (রা) এ আয়াতটি পাঠ করলেন : 'হাজ্জের সময়ে (ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ তালাশ করলে দোষের কিছু নেই। (২ : ১৯৮)। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, (অন্যায় মনে করে) মিনায় কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতো না। তাদেরকে আরাফাত হতে ফেরার পর মিনায় ব্যবসা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।^{১৭৩১}

সহীহ।

৬- باب

অনুচ্ছেদ - ৬ :

১৭৩২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ " .

حسن

১৭৩২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ হাজ্জের ইচ্ছা করলে যেন তাড়াতাড়ি সম্পাদন করে।^{১৭৩২}

হাসান।

৭- باب الْكَرِيِّ

অনুচ্ছেদ - ৭ : পশু ভাড়ায় খাটানো

১৭৩৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ التَّيْمِيُّ، قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ

^{১৭৩১} সুয়ুতীর দূররে মানসুর।

^{১৭৩২} আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

عَمَرَ النَّيْسُ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلَى . قَالَ فَإِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَقَالَ " لَكَ حَجٌّ " .

صحیح

১৭৩৩। আবু উমামাহ আত-তাইমী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন লোক যে, হাজ্জের সময় আমার পশু ভাড়ায় খাটাতাম। তাই কতিপয় লোক বললো, তোমার হাজ্জ হয়নি। ফলে আমি ইবনু 'উমারের (রা) সাথে সাক্ষাত করে বললাম, হে আবু 'আবদুর রহমান! আমি এমন ব্যক্তি যে, হাজ্জের সফরে পশু ভাড়ায় খাটাই। কতিপয় লোক বলে, তোমার হাজ্জ হয় না। তখন ইবনু 'উমার (রা) বললেন, তুমি কি ইহরাম বেঁধেছো, তালবিয়া পাঠ করেছেো, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেো, আরাফাত থেকে ঘুরে এসেছো এবং কংকর নিক্ষেপ করেছেো? আমি বললাম হাঁ! তিনি বললেন, তোমার হাজ্জ হয়ে গেছে। একদা এক ব্যক্তি নাবী ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে প্রশ্ন করলো যে রূপ তুমি আমাকে প্রশ্ন করলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন বক্তব্য না দিয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। অবশেষে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : “ এ ব্যাপারে তোমাদের কোন দোষ নেই যদি (হাজ্জের মওসুমে) তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের রবের অনুগ্রহ তালশ করো। ” অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে এ আয়াত পড়ে শুনালেন এবং বললেন, তোমার হাজ্জ হয়েছে।^{১৭৩৩}

সহীহ।

১৭৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّاسَ، فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنَى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرْمٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ . قَالَ فَحَدَّثَنِي عُيَيْنُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمَصْحَفِ

صحیح

১৭৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। প্রাথমিক কালে লোকেরা হাজ্জের মওসুমে মিনা, আরাফাত, যুল-মাজাযির বাজারে এবং হাজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্থানগুলোতে

^{১৭৩৩} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ, হাকিম। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ।

ব্যবসা করতো, কিন্তু ইহরাম অবস্থায় এসব স্থানে ব্যবসা করা (জাযিয় কিনা) তাদের সংশয় হলো। তখন মহিয়ান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “তোমাদের কোনো অপরাধ নেই যদি (হাজ্জের সময়) তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের রবের অনুগ্রহ তালাশ করো, বিশেষ করে হাজ্জের অনুষ্ঠানের স্থানগুলোতে। ইবনু আবু যিব বলেন, ‘উবাইদ ইবনু উমাইর আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রা) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ এ বাক্যটি মূল কুরআনের মধ্যেই পাঠ করতেন।’^{১৭০৪}

সহীহ।

১৭৩৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ،

- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَلَامًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّاسَ، فِي أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوا يَبِيعُونَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ .

صحيح بما قبله (১৭৩৫)

১৭৩৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। প্রথম দিকে লোকেরা হাজ্জের মওসুমে কেনা-বেচা করতো। অতঃপর বর্ণনাকারী الْحَجِّ مَوَاسِمِ পর্যন্ত পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন।^{১৭৩৫}

সহীহ, পূর্বেরটির দ্বারা।

৮- باب فِي الصَّبِيِّ بِحُجِّ

অনুচ্ছেদ ৮ : শিশুদের হাজ্জ

১৭৩৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالرُّوْحَاءِ فَلَقِيَ رَجُلًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ " مَنْ الْقَوْمُ " . فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ . فَقَالُوا فَمَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَفَزَعَتْ امْرَأَةً فَأَخَذَتْ بِعَصِيدِ صَبِيٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ حِفْظِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .

صحيح

১৭৩৬। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আর-রাওহা’ নামক স্থানে এক কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলে তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা

^{১৭০৪} বায়হাক্বী, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৭৩৫} পূর্বের হাদীস দেখুন।

কোন কাফেলা? তারা বললো, আমরা মুসলিম। তারা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা? লোকেরা বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ। এ কথা শুনে এক মহিলা অস্থির হয়ে উঠলো এবং 'হাওদা' থেকে একটি শিশুর বাহু ধরে বের করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ শিশুর হাজ্জ আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব তুমি পাবে।^{১৭৩৬}

সহীহ।

৭- باب في المواقيت

অনুচ্ছেদ - ৯ : ইহরাম বাঁধার মীক্বাত সমূহ

১৭৩৭ - حَدَّثَنَا الْقُعْنِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا وَيَلْغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ.

صحیح

১৭৩৭। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহবাসীদের জন্য 'উলহ্লাইফা', শামবাসীদের জন্য 'আল-জুহফা' এবং নজদবাসীদের জন্য 'কারণ' মীক্বাত হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইবনু 'উমার (রা) বলেন, এবং আমার কাছে এটাও পৌঁছেছে যে, তিনি ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' পর্বতকে মীক্বাত নির্দিষ্ট করেছেন।^{১৭৩৭}

সহীহ।

১৭৩৮ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَحَدُهُمَا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ. وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَلْلَمَ قَالَ " فَهِنَّ هُنَّ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ يَمِّنَ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ. - قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ - مِنْ حَيْثُ أُنْشَأَ قَالَ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا."

صحیح

১৭৩৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) ও ত্বাউস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীক্বাত নির্দিষ্ট করেন। এরপর বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের দু'জনের একজন বলেন, ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম', একজন বলেছেন 'আলামলাম'। অতঃপর তিনি ﷺ বলেছেন : এ স্থানগুলো সেখানকার অধিবাসীদের জন্য এবং যারা হাজ্জ ও 'উমরাহর উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও এ স্থানগুলো মীক্বাত গণ্য হবে, তারা এখানকার অধিবাসী না হলে। আর যারা মীক্বাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী,

^{১৭৩৬} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, মালিক।

^{১৭৩৭} বুখারী, মুসলিম।

ইবনু তাউস বলেন, তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই আরম্ভ করবেন। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে মাক্কাহবাসীগণ মাক্কাহ থেকেই ইহরাম বাঁধবে।^{১৭৩৮}

সহীহ।

১৭৩৭ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ هَرَامٍ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَعْفَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَفْلَحَ، - يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ

- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَتْ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِزْقٍ .

صحیح

১৭৩৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইরক'-কে মীক্বাত নির্দিষ্ট করেছেন।^{১৭৩৯}

সহীহ।

১৭৪২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَقَفَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ .

ضعيف // المشكاة (২০৩০) ، ضعيف سنن الترمذي (১৪০ / ৪৪০) //

১৭৪০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাচ্যবাসীদের জন্য 'আল-আক্বীক'-কে মীক্বাত নির্দিষ্ট করেছেন।^{১৭৪০}

দুর্বল : মিশকাত ৯২৫৩০, যঈফ সুনান তিরমিযী (৮৪০/১৪০)।

১৭৪১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى،

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْشَسِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، حُكَيْمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَهْلٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ " . أَوْ " وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . شَكََّ عَبْدُ اللَّهِ أَيُّهُمَا قَالَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَرْحَمُ اللَّهُ وَكِيعًا أَخْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (৫৪৭৩) ، سلسلة الأحاديث الضعيفة (২১১) ، المشكاة)

(২০৩২) ، ضعيف ابن ماجه (৬৬৬) //

১৭৪১। নাবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? যে ব্যক্তি হাজ্জ অথবা 'উমরাহর জন্য বায়তুল মাকদিস হতে মাসজিদুল হারাম পর্যন্ত গমনের ইহরাম বাঁধে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে অথবা তার জন্য

^{১৭৩৮} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৩৯} নাসায়ী, দারাকুতনী, বায়হাক্বী।

^{১৭৪০} তিরমিযী, আহমাদ, বায়হাক্বী। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ। কিন্তু শায়খ আলবানী দুটি দোষের কারণে এটিকে দুর্বল বলেছেন। এক, সানাদের ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ সম্পর্কে হাফিয বলেন, যঈফ। দুই, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনে 'আবদুল্লাহ তার দাদার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেনি, যেমন আত-তাহযীব গ্রন্থে রয়েছে।

জান্নাত ওয়াজিব। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুর রহমানের সন্দেহ বর্ণনাকারী কোন শব্দটি বলেছেন। আবু দাউদ (রা) বলেন, আল্লাহ ওয়াকী (র)-কে ক্ষমা করুন। তিনি বাইতুল মাকদিস হতে ইহরাম বেঁধে মাক্কাহয় পৌঁছেন।^{১৭৪১}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি‘উস সাগীর (৫৪৮৩), সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ (২১১), মিশকাত (২৫৩২), যঈফ ইবনু মাজাহ (৬৪৬)।

১৭৪২ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي زُرَّارَةُ بْنُ كُرَيْمٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو السَّهْمِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِمِنَى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَتَجِيءُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ. قَالَ وَوَقَّتْ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ.

حسن

১৭৪২। হারিস ইবনু ‘আমর আস-সাহমী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসলাম, তখন তিনি মিনা অথবা আরাফাতে ছিলেন। এ সময় কিছু লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় কতিপয় বেদুঈন এসে তাঁর চেহারা মোবারক দেখে স্তম্ভভাবে বলে উঠলো, ‘সত্যি এটা বরকতময় চেহারা। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ সময় ইরাকবাসীর জন্য ‘যাতু ইরক’ কে মীক্বাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।^{১৭৪২}

হাসান।

১০- باب الحائضِ نُهْلٍ بِالْحُجِّ

অনুচ্ছেদ-১০ : হায়িয অবস্থায় হাজ্জের ইহরাম বাঁধা

১৭৪৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ نَفَسْتُ أَسْمَاءَ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ فَتُهْلَ.

صحيح

১৭৪৩। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা’ বিনতু উমাইস (রা) যুল-হলায়ফায় আবু বাকর (রা) এর ছেলে মুহাম্মাদকে প্রসব করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা)-কে আদেশ দিলেন তিনি যেন গোসল করে ইহরাম বাঁধে।^{১৭৪৩}

সহীহ।

^{১৭৪১} ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী, বায়হাকী। সানাদের হুকাইমাহ মাশহুর নয় এবং ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে সিক্বাহ বলেননি। আর আত-তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে : মাক্বুল অর্থাৎ মুতাবাআতের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে তার কোন মুতাবাআত নেই। সুতরাং তার হাদীসটি যঈফ এবং গাইরে মাক্বুল।

^{১৭৪২} নাসায়ী, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, বায়হাকী।

^{১৭৪৩} মুসলিম, ইবনু মাজাহ।

১৭৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الْحَائِضُ وَالنُّفْسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ " . قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى تَطْهَرُ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عِيسَى " كُلَّهَا " . قَالَ " الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ " .

صحیح

১৭৪৪। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত নারীরা মীকাত পৌঁছার পর গোসল করবে, ইহরাম বাঁধবে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবে। আবু মা'মার তার হাদীসে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত' বাক্যটি বলেছেন। ইবনু ইসা বলেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া হাজ্জ ও 'উমরাহর অন্যান্য কাজ করবে। তিনি 'কুল্লাহা' শব্দটি বলেননি।^{১৭৪৪}

সহীহ।

১১ - باب الطَّيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ - ১১ : ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মাখা

১৭৪৫ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِإِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

صحیح

১৭৪৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম ইহরাম বাঁধার সময়, ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার সময় বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে।^{১৭৪৫}

সহীহ।

১৭৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِّ الْمَسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

صحیح

^{১৭৪৪} তিরমিযী, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৭৪৫} বুখারী, মুসলিম।

১৭৪৬। 'আয়িশাহ (রা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, তাঁর সিঁথির চাকচিক্য যেন আমি এখনও দেখছি।'^{১৭৪৬}
সহীহ।

১২- باب التَّلبيد

অনুচ্ছেদ-১২ : (মাথার) চুল জট পাকানো

১৭৪৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، - يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَهْلُ مُلَبَّدًا.

صحیح

১৭৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর চুল জট পাকানো অবস্থায় ইহরাম বাঁধতে অথবা 'তালবিয়া' পড়তে শুনেছি।'^{১৭৪৭}
সহীহ।

১৭৪৮ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ.

ضعيف // ، المشكاة (٢٥٤٨) //

১৭৪৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ মধু দিয়ে তাঁর মাথার চুল জট পাকিয়েছেন।'^{১৭৪৮}

দুর্বল : মিশকাত (২৫৪৮)।

১৩- باب في الهدى

অনুচ্ছেদ-১৩ : হাজ্জীদের কুরবানীর পশুর বর্ণনা

১৭৪৯ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، - الْمُعْنَى - قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَغْنِي ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ - حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَّةٌ فَضَّةٌ. قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ بُرَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ رَادَ الثَّقَلِيُّ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمَشْرِكِينَ.

حسن بلفظ " فضة " // ، المشكاة (٢٦٤٠) //

^{১৭৪৬} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৪৭} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৪৮} বায়হাকী। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

১৭৪৯। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর কুরবানীর জন্য যেসব পশু পাঠান তাতে আবু জাহলের উটটিও ছিলো যার নাকে রৌপ্য নোলক লাগানো ছিলো। ইবনু মিনহাল বলেন, স্বর্ণ নোলক ছিলো। নুফাইলী বর্ণিত করেছেন যে, এর দ্বারা মুশরিকদের প্রতি রাগ প্রকাশ উদ্দেশ্য।^{১৭৪৯}

হাসান “রৌপ্য” শব্দে। মিশকাত (২৬৪০)।

১৫- باب في هدي البقر

অনুচ্ছেদ-১৪ : গরু কুরবানী প্রসঙ্গ

১৭৫০ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقْرَةً وَاحِدَةً.

صحیح

১৭৫০। নাবী ﷺ এর স্ত্রী মা ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জে তাঁর পরিবারের পক্ষ হতে একটি গাভী কুরবানী করেছেন।^{১৭৫০}

সহীহ।

১৭৫১ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقْرَةً بَيْنَهُنَّ.

صحیح

১৭৫১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্বীয় স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন, যারা ‘উমরাহ করেছেন।^{১৭৫১}

সহীহ।

১৫- باب في الإشعار

অনুচ্ছেদ-১৫ : ইশ‘আর বা উটের কুঁজের পার্শ্বদেশ চিড়ে ফেলা

১৭৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، - قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

^{১৭৪৯} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ।

^{১৭৫০} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, নাসায়ী।

^{১৭৫১} ইবনু মাজাহ, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা, ইবনু খুযাইমাহ।

ثُمَّ دَعَا يَدَّيْهِ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتْ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ أَرَى بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلَ الْحَجِّ .

صحیح

১৭৫২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ থেকে (হাজ্জের উদ্দেশ্যে) মাঝাহুয় যাওয়ার সময় যুল-হলাইফাতে যুহরের সলাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি কুরবানীর উট আনালেন এবং তার কুঁজের ডান পাশে জখম করে রক্ত প্রবাহিত করলেন, তারপর একজোড়া জুতা তার গলায় বেঁধে দিলেন। পরে তাঁর সওয়ারী আনা হলে তিনি তার পিঠে উপবিষ্ট হলেন এবং তা আল-বায়দায় তাকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি হাজ্জের 'তালবিয়া' পাঠ করলেন।^{১৭৫২}

সহীহ।

১৭৫৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ ثُمَّ سَلَتْ الدَّمَ بِيَدِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ سَلَتْ الدَّمَ عَنْهَا بِإِصْبَعِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِي تَقَرَّرُوا بِهِ .

صحیح

১৭৫৩। শু'বাহ (র) হতে উক্ত হাদীসটি আবুল ওয়ালীদেদের বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, অতঃপর তিনি ﷺ নিজ হাতে রক্ত প্রবাহিত করলেন। আবু দাউদ বলেন, হাম্মাম বর্ণনা করেছেন, নিজের আঙ্গুল দ্বারা রক্ত প্রবাহিত করেছেন। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি কেবলমাত্র বাসরাহর বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেছেন।^{১৭৫৩}

সহীহ।

১৭৫৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِبَيْتِ الْحَلِيفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ .

صحیح

১৭৫৪। আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ ইবনুল হাকাম (রা) ও মারওয়ান সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদয়বিয়ার বছর রওয়ানা হয়ে যখন 'যুল-হলাইফায়' পৌঁছেন তখন কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধে তাকে ইশ'আর করে ইহরাম বাঁধলেন।^{১৭৫৪}

সহীহ।

^{১৭৫২} মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{১৭৫৩} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{১৭৫৪} বুখারী, নাসায়ী, ইবনু খুযাইমাহ।

১৭৫০ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى غَنًا مُقْلَدَةً .

صحیح

১৭৫৫। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মেষের গলায় মালা পরিয়ে তা
কুরবানীর জন্য (মাক্কাহয়) পাঠিয়ে দেন।^{১৭৫৫}
সহীহ।

১৬- باب تبديل الهدى

অনুচ্ছেদ-১৬ : কুরবানীর পশু পরিবর্তন

১৭৫৬ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ خَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ، حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيًّا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثِيَّةٌ دِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ
ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيًّا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثِيَّةٌ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِشَمَنِهَا بُدْنًا قَالَ "
لَا أَنْحَرُهَا إِلَّا هَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَهَا .

ضعيف

১৭৫৬। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব
(রা) একটি ‘বুখতী উট’ কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলেন। অতঃপর তিনশো দীনারে তা কেনার
প্রস্তাব এলে তিনি নাবী ﷺ এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বুখতী উট
কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করেছি। এখন আমাকে এর বিনিময়ে তিনশো দীনার প্রদানের প্রস্তাব দেয়া
হয়েছে। আমি কি তা বিক্রি করে সেই মূল্যে অন্য কোনো উট কিনতে পারি? তিনি বললেন : না,
বরং সেটাই যাবাহ করো। আবু দাউদ বলেন, কেননা তিনি ওটাকে ইশ‘আর করেছিলেন।^{১৭৫৬}
দুর্বল।

১৭- باب مَنْ بَعَثَ بِهِدْيِهِ وَأَقَامَ

অনুচ্ছেদ-১৭ : কুরবানীর পশু (মাক্কাহয়) পাঠিয়ে আবাসে অবস্থান করা

১৭৫৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ فَتَلْتُ فَلَا تَبْدُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَيْدَى ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ قَمَا
حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا .

صحیح

^{১৭৫৫} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৫৬} আহমাদ, বায়হাক্বী, ইবনু খুযাইমাহ। সানাদের খালিদ ইবনু আবু ইয়াযীদ সম্পর্কে হাফিয আত-তাক্বরীব
গ্রন্থে বলেন : মাক্বূল। আর আত-তাহযীব গ্রন্থে রয়েছে : ইমাম বুখারী বলেন, সালিম থেকে তার শ্রবণের
বিষয়টি জানা যায়নি। ইমাম যাহাবী বলেন : তার মধ্যে জাহালাত রয়েছে।

১৭৫৭। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ কুরবানীর পশুর গলায় বাঁধার মালা পাকিয়ে দিয়েছি। আর তিনি নিজ হাতে তাকে ইশ‘আর করে তার গলায় ঐ মালা বেঁধে দিয়েছেন, পরে তা খানায়ে কা‘বাতে পাঠিয়ে দেন। তিনি মাদীনাহয় অবস্থান করেছেন। কিন্তু এতে স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর জন্য যা কিছু হালাল ছিলো সেসবের কিছুই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।^{১৭৫৭}

সহীহ।

১৭৫৮ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ الْهُمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَقْتُلُ فَلَائِدَ هَدِيهِ ثُمَّ لَا يَخْتَبِ شَيْئًا مِمَّا يَخْتَبِ الْمُعْخَرُ.

صحیح

১৭৫৮। ‘উরওয়াহ ও ‘আমরাহ বিনতু ‘আবদুর রহমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। ‘আয়িশাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ হতে (মাক্কাহতে) কুরবানীর পশু পাঠাতেন, আর আমি সেটির গলায় বাঁধার জন্য মালা তৈরি করে দিতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণ করার পর হাজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামধারী ব্যক্তিকে যা কিছু পরিহার করতে হয় তিনি তার কিছুই পরিহার করতেন না।^{১৭৫৮}

সহীহ।

১৭৫৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا، جَمِيعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا وَلَا حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا - قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَدْيِ فَأَنَا قَتَلْتُ فَلَائِدَهَا بِيَدِي مِنْ عَيْنِ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.

صحیح

১৭৫৯। উম্মুল মুমিনীন ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিতেন। আমি নিজ হাতে আমাদের ঘরের তুলা দিয়ে সেটির গলায় বাঁধার জন্য মালা পাকিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে (ইহরামহীন) হালাল অবস্থায় থাকলেন এবং কেউ স্বীয় স্বীর সাথে যা করে থাকে তিনিও তা করতেন।^{১৭৫৯}

সহীহ।

^{১৭৫৭} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৫৮} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৫৯} বুখারী, মুসলিম।

১৮- باب في رُكُوبِ البُذْنِ

অনুচ্ছেদ-১৮ : কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা সম্পর্কে

১৭৬০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً . فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . فَقَالَ " ارْكَبْهَا وَبَلَدُكَ " . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ .

صحیح

১৭৬০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট নিয়ে যেতে দেখে বললেন : এটির পিঠে চড়ে যাও। লোকটি বললো, এটা কুরবানীর পশু। তিনি বললেন : তুমি এর পিঠে চড়ে। তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বললেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি এর পিঠে চড়ে।^{১৭৬০}

সহীহ।

১৭৬১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُجِلَّتْ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " .

صحیح

১৭৬১। আবুয যুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা)-কে কুরবানীর পশুর পিঠে চড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তুমি নিরুপায় হলে অন্য সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত সদয়ভাবে তার উপর চড়তে পারো।^{১৭৬১}

সহীহ।

১৯- باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ

অনুচ্ছেদ-১৯ : কুরবানীর পশু গন্তব্যে পৌঁছার আগেই অচল হয়ে গেলে

১৭৬২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ هَدْيٍ فَقَالَ " إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرُهُ ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ " .

صحیح

^{১৭৬০} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৬১} মুসলিম, নাসায়ী।

১৭৬২। নাজিয়াতুল আসলামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তাঁর কুরবানীর পশুর সাথে (মাক্কাহতে) প্রেরণের সময় বলেছেন : এগুলোর কোনটি অচল হয়ে পড়লে তা যাবাহ করে সেটির গলায় বাঁধানো জুতা রক্তের মধ্যে ফেলে দিবে এবং মুসাফিরদের আহ্বারের জন্য রেখে দিবে।^{১৭৬২}

সহীহ।

১৭৬৩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، - وَهَذَا حَدِيثٌ مُسَدَّدٌ - عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَانَا الْأَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ بَيْتَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةٍ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أُرْجِفَ عَلَى مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ " تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبُغُ نَعْلَهَا فِي دِمَهِهَا ثُمَّ اضْرِبْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ " . أَوْ قَالَ " مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ " وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ " ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا " . مَكَانَ " اضْرِبْهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الْإِسْنَادَ وَالْمَعْنَى كَفَاكَ .

صحیح

১৭৬৩। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আসলামের জনৈক ব্যক্তিকে আঠারটি কুরবানীর পশু সহ (মাক্কাহয়) প্রেরণ করলেন। লোকটি বললো, (পথে) কোনো জন্তু অচল হয়ে পড়লে তখন আমি কি করবো? তিনি বললেন : তা যাবাহ করবে এবং তার গলায় বাঁধা জুতা রক্তে মেখে তার ঘাড়ে রেখে দিবে। কিন্তু তুমি নিজে এবং তোমার কোন সাথী এর গোশত খাবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আবদুল ওয়ারিসের হাদীসে اضْرِبْهَا এর স্থলে اجْعَلْهُ শব্দ রয়েছে।^{১৭৬৩}

সহীহ।

২০- باب مَنْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِيَدِهِ وَاسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ- : নিজ হাতে কুরবানী করা এবং অন্যের সহযোগিতা নেয়া

১৭৬৪ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَعْلَى، ابْنَا عُيَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَنَةً فَتَحَرَ ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَنِي فَتَحَرْتُ سَائِرَهَا .

منكر

^{১৭৬২} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{১৭৬৩} মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু খুযাইমাহ।

১৭৬৪। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজ হাতে ত্রিশটি কুরবানীর পশু (উট) যাবাহ করেছেন। পরে তার নির্দেশ মোতাবেক অবশিষ্ট পশুগুলো আমি যাবাহ করেছি।^{১৭৬৪}

মুনকার।

১৭৬৫ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ لُحْيٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمَ الْقَرِّ " . قَالَ عِيسَى قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي . قَالَ وَقُرْبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيْتِهِنَّ يَبْدَأُ فَلَمَّا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا - قَالَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ - قَالَ " مَنْ شَاءَ افْتَطَعَ " .

صحیح

১৭৬৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু কুরত (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিন হলো কুরবানীর দিন, তারপর মেহমানদারীর দিন, সেটি হলো দ্বিতীয় দিন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পাঁচটি বা ছয়টি কুরবানীর পশু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনা হলো। যে পশুকে তাঁর কাছে আনা হতো তিনি প্রথমে সেটিই যাবাহ করলেন। এভাবে যাবাহ শেষ হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হালকা একটি কথা বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। পরে আমি আমার (কাছের ব্যক্তিকে) জিজ্ঞেস করলে সে বললো, তিনি বলেছেন : 'কারো ইচ্ছে হলে এখান থেকে গোশত কেটে নিতে পারবে'^{১৭৬৫}

সহীহ।

১৭৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَزْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنِّي بِالْبُدْنِ فَقَالَ " ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنِ " . فَدَعَا لِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَهُ " خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَزْرَةِ " . وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَعْلَاهَا ثُمَّ طَعَنَ بِهَا فِي الْبُذْنِ فَلَمَّا فَرَعَ رَكِبَ بَعْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

ضعيف

১৭৬৬। গারাফা ইবনুল হারিস আল-কিনদী (রা) বলেন, আমি বিদায় হাজ্জের দিন রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ছিলাম। তাঁর কাছে কুরবানীর উট আনা হলে তিনি বললেন : হাসানের পিতাকে ডাকো। সুতরাং 'আলী (রা)-কে ডাকা হলো। তিনি তাকে বললেন : তুমি অস্ত্রের

^{১৭৬৪} আহমাদ। সানাদে ইবনু ইসহাক্ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। ডক্টর সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ বলেন : তবে তার মুতাবাআত করেছেন অন্যরা।

^{১৭৬৫} আহমাদ, বায়হাক্বী।

নিম্নভাগে ধরো, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে উপরিভাগ ধরলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে ধারালো অস্ত্রে পশুটি যাবাহ করলেন। অতঃপর যাবাহ শেষে তাঁর খচ্চরে আরোহন করে 'আলীকে তাঁর পেছনে বসিয়ে চলে গেলেন।^{১৭৬৬}

দুর্বল।

২১- باب كَيْفَ تُنَحْرُ الْبُذْنُ

অনুচ্ছেদ-২১ : উট কিভাবে যাবাহ করতে হয়

১৭৬৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبُذْنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا.

صحیح

১৭৬৭। জাবির ও 'আবদুর রহমান ইবনু সাবিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ উটের বাম পা বেঁধে, অবশিষ্ট (তিন) পায়ের উপর খাড়া অবস্থায় তা যাবাহ করতেন।^{১৭৬৭}

সহীহ।

১৭৬৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنِي زَيْدَادُ بْنُ جَبْرِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَنَى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَذْنَةً وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْنُهَا فِيمَا مَقِيدَةُ سَنَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

صحیح

১৭৬৮। যিয়াদ ইবনু জুবাইর (রা) বলেন, আমি ইবনু 'উমারের (রা) সাথে মিনাতে ছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার উটকে বসানো অবস্থায় যাবাহ করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। তিনি বললেন, এটিকে ছেড়ে দাও এবং বেঁধে দাঁড় করিয়ে যাবাহ করো। এটাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাত।^{১৭৬৮}

সহীহ।

১৭৬৯ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَاهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدَنَا"

صحیح

^{১৭৬৬} বায়হাক্কী। সানাদের আবদুল্লাহ বিন হারিস আযদী সম্পর্কে হাফিয় বলেন : মাকবুল অর্থাৎ মুতাবাআতের ক্ষেত্রে। কিন্তু তার কোন মুতাবাআত নেই। সুতরাং তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

^{১৭৬৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{১৭৬৮} বুখারী, মুসলিম।

১৭৬৯। ‘আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কুরবানীর পশুর দেখাশোনা, চামড়া বিতরণ ও তার আচ্ছাদন সদাকাহ করতে নির্দেশ দেন এবং কসাইকে তা থেকে কিছু না দেয়ার নির্দেশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তবে কসাইকে আমরা নিজেদের পক্ষ হতে আলাদাভাবে পারিশ্রমিক দিতাম।^{১৭৬৯}

সহীহ।

২২- اب في وقت الإحرام

অনুচ্ছেদ-২২ : ইহরাম বাঁধার সময়

১৭৭০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُوجِبَ . فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْهِ أُوجِبَ فِي مَجْلِسِهِ فَأَهْلَلَ بِالْحُجِّ حِينَ فَرَعَ مِنْ رَكَعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهْلَلَ وَأَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يَهْلُ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهْلَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهْلَلَ وَأَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهْلَلَ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَإِنَّمَا لَقَدْ أُوجِبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَهْلَلَ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهْلَلَ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ . قَالَ سَعِيدٌ فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَهْلَلَ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَعَ مِنْ رَكَعَتَيْهِ .

ضعيف // ضعيف سنن الترمذي (١٣٥ / ٨٢٥) و بلفظ مختصر : إن النبي صلى الله عليه و سلم أهل في دبر الصلاة ، و كذلك ضعيف سنن النسائي (١٧٥ / ٢٧٥٤) //

১৭৭০। সাঈদ ইবনু জুবাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রা)-কে বললাম, হে আবুল ‘আব্বাস! রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ইহরাম বাঁধার মুহূর্ত বিষয়ে যে মতভেদ করছেন তাতে আমি স্তম্ভিত। ইবনু ‘আব্বাস (রা) বলেন, আমি এ বিষয়ে অন্যদের চেয়ে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু একবারই হাজ্জ করেছেন, আর এটাই তাদের মতভেদের মূল উৎস। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি যুল-হলাইফাতে তাঁর মাসজিদে ‘দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করলেন এবং ঐ বসাবস্থায় ‘দু’

^{১৭৬৯} বুখারী, মুসলিম।

রাক'আত শেষ করেই নিজের জন্য হাজ্জ ওয়াজিব করে নিয়ে 'তালবিয়া' পাঠ করলেন। সুতরাং এখানে কিছু লোক তাঁকে 'তালবিয়া' পড়তে শুনে তারা তাই স্বরণ রেখেছে। অতঃপর তিনি আরোহণ করলেন এবং উষ্ট্রী তাঁকে পিঠে তুলে নিতে দাঁড়ানোর সময়ও তিনি 'তালবিয়া' পড়লেন। সুতরাং আরো কিছু লোক এখানে তাঁকে 'তালবিয়া' পড়তে শুনলো। বস্তুত লোকজন পৃথক পৃথকভাবে দলে দলে আসছিলো। আর তারা তখন তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনলো যখন তিনি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় তালবিয়া পড়লেন। ফলে তারা একথাই বললো যে, উষ্ট্রী তাঁকে তার পিঠে তোলার সময় তিনি তালবিয়া পড়েছেন'। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ সম্মুখে অগ্রসর হলেন। এবার তিনি 'আল-বায়দার' উচ্চভূমিতে চড়লেন এবং এখানেও 'তালবিয়া' পড়লেন। কিছু লোক তাঁকে এখানে তালবিয়া পড়তে শুনে তারা বললো, তিনি তখনই ইহরাম বৈধে তালবিয়া পড়েছেন এবং পরে উষ্ট্রীর পিঠে ও আল-বায়দার উচ্চভূমিতে, সর্বত্র সর্বাবস্থায় তালবিয়া পড়েছিলেন। অতঃপর সাঈদ ইবনু জুবাইর (র) বলেন, যে ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাসের বর্ণনানুযায়ী কাজ করে, সে যেন দু' রাক'আত সালাত শেষে স্বীয় মুসাল্লাতেই ইহরাম বাঁধে।^{১৭৯০}

দুর্বল : যঈফ সুনান তিরমিযী (৮২৫/১৩৫) সংক্ষিপ্তভাবে এ শব্দে : 'নাবী ﷺ প্রত্যেক সলাতের পর তালবিয়া পড়তেন।' অনুরূপ যঈফ সুনান নাসায়ী (২৭৫৪/১৭৫)।

১৭৭১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ

بَيِّدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

صحیح

১৭৭১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এই হচ্ছে তোমাদের 'বায়দা' যেখানে তোমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে অনুমানে কথা বলছো। রাসুলুল্লাহ ﷺ যুলহুলাইফার মাসজিদ থেকেই ইহরাম বেঁধেছেন।^{১৭৭১}

সহীহ।

১৭৭২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبيدِ بْنِ جَرْجِجٍ، أَنَّهُ

قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جَرْجِجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمْسُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْيِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْنَعُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ وَلَمْ تُهَلِّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّوْبَةِ .

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْيِيَّةُ فَإِنِّي

^{১৭৭০} আহমাদ। সানাদের খুসাইফ ইবনু আবদুর রহমান সম্পর্কে হাফিয আত-তাকুরী বর্ণনা করেন : স্বরণশক্তি ভাল নয়, তিনি শেষ বয়সে হাদীসে সংমিশ্রণ করতেন এবং তার ব্যাপারে মুরজিয়া হওয়ার আরোপ রয়েছে।

^{১৭৭১} বুখারী, মুসলিম।

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِيلُ حَتَّى تَنْبُعَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

صحیح

১৭৭২। ‘উবাইদ ইবনু জুরাইজ (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা)-কে বলেন, হে আবু ‘আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারটি আমল করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোনো সাথীকে করতে দেখি না। তিনি বললেন, হে ইবনু জুরাইজ! সেগুলো কি? তিনি বললেন, আপনি দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করেন না। আপনি সিবতী চামড়ার জুতা পড়েন। আপনি হলুদ রঙ ব্যবহার করেন এবং আপনি মাঝাহতে থাকাবস্থায় লোকজন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধে, কিন্তু আপনি ‘তারবিয়ার দিন’ না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেন না। অতঃপর এর জবাবে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা) বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পশমহীন জুতা পরতে দেখেছি, তিনি সেটা পরা অবস্থায় উষুও করতেন। সুতরাং আমি তা পরতে পছন্দ করি। হলুদ রং- আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হলুদে রং ব্যবহার করতে দেখেছি। কাজেই আমি তা পছন্দ করি। আর ইহরাম বাঁধা- আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সওয়ারী সফরের উদ্দেশ্যে না দাঁড়ানো পর্যন্ত ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।^{১৭৭২}

সহীহ।

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهْلٌ .

صحیح

১৭৭৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহয় যুহরের চার রাক‘আত সলাত আদায় করেন এবং যুলহুলাইফায় পৌঁছে ‘আসরের সলাত আদায় করেন দুই রাক‘আত। তিনি সেখানেই রাত যাপন করেন এবং সকালে সওয়ারীতে চড়ে সফর শুরু করার সময় ‘তালবিয়া’ পাঠ করেন।^{১৭৭৩}

সহীহ।

^{১৭৭২} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৭৩} বুখারী, আহমাদ।

১৭৭৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهْلًا .

صحیح

১৭৭৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ (মাদীনাহয়) যুহরের সালাত আদায় করে সওয়ারীতে চড়েন। অতঃপর তিনি আল-বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণের সময় 'তালবিয়া' পাঠ করেন।^{১৭৭৪}

সহীহ।

১৭৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، - يَغْنِي ابْنَ جَرِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتْ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهْلًا إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ أُحُدٍ أَهْلًا إِذَا أَشْرَفَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ .

ضعيف

১৭৭৫। সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নাবী ﷺ যখন আল-ফুর'আ নামক স্থানের দিকে যেতেন তখন সওয়ারীর পিঠে চড়া মাত্রই তালবিয়া পড়তেন। তিনি যখন উহদের পথে রওয়ানা হতেন, তখন আল-বায়দা পর্বতে উঠার সময় তালবিয়া পড়তেন।^{১৭৭৫}

দুর্বল।

২৩- باب الإِشْرَاطِ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-২৩ : হাজ্জের মধ্যে শর্ত যোগ করা প্রসঙ্গে

১৭৭৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضَبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَشْرَطُ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَتْ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ " قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَحَيَّيْ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي " .

حسن صحيح

১৭৭৬। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা যুবাইর ইবনু আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে-দবা'আহ (রা) রাসুলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজ্জের ইচ্ছা

^{১৭৭৪} নাসায়ী, দারিমী, আহমাদ।

^{১৭৭৫} বায়হাক্বী। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের হাদীস শ্রবণ সুস্পষ্ট নয়।

করেছি। এতে কোনো শর্ত করতে পারবো কি? তিনি বললেন : হাঁ। দবা'আহ বলেন, তা কিভাবে? তিনি বলেন : তুমি বলো : 'আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, পথে যেখানেই তুমি আমাকে আটক করবে সেটাই আমার ইহরাম ভঙ্গের স্থান।^{১৭৭৬}

হাসান সহীহ।

২৫- باب في إفراد الحج

অনুচ্ছেদ-২৪ : হাজ্জ ইফরাদ

১৭৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

صحیح
১৭৭৭। 'আযিশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ হাজ্জ ইফরাদ করেছেন।^{১৭৭৭}
সহীহ।

১৭৭৮ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِيَدِي الْخَلِيفَةِ قَالَ " مَنْ شَاءَ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيَهْلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلْ بِعُمْرَةٍ ". قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِ وَهَيْبٍ " فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ". وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ " وَأَمَّا أَنَا فَأَهْلُ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِيَ الْهُدَى ". ثُمَّ اتَّفَقُوا فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا يُبْكِيكَ ". قُلْتُ وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ . قَالَ " ارْزُقِي عُمَرَتَكَ وَانْقُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي ". قَالَ مُوسَى " وَأَهْلِي بِالْحَجِّ ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ " وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجَّتِهِمْ ". فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الصَّدْرِ أَمَرَ - يَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ . زَادَ مُوسَى فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمَرَتِهَا وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللَّهُ عُمَرَتَهَا وَحَجَّهَا . قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهَّرَتْ عَائِشَةُ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

صحیح

^{১৭৭৬} মুসলিম, আহমাদ।

^{১৭৭৭} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

১৭৭৮। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহাজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের কিছু আগে আমরা রাসুলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তিনি যুল-হুলাইফায় পৌঁছে বললেন : কেউ হাজ্জের ইহরাম বাঁধতে চাইলে বাঁধুক। আর কেউ ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধতে চাইলে সে যেন ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধে। উহাইব হতে মূসা বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন : যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না আনতাম তাহলে ‘উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধতাম। হাম্মাদ ইবনু সালামাহর হাদীসে রয়েছে, আমি হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছি, কারণ আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। তারপর উভয় বর্ণনাকারী একইরূপ বর্ণনা করেন। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, যারা শুধু ‘উমরাহর ইহরাম বেঁধেছিলো, আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম। পথিমধ্যে আমি হয়েয আরম্ভ হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন, এ সময় আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, কতই না ভালো হতো যদি আমি এ বছর (ঘর থেকে) বের না হতাম। তিনি বললেন : তুমি ‘উমরাহ ত্যাগ করো, মাথার খোপা খুলে ফেলো, চুল আঁছড়িয়ে নাও। মূসা বর্ণনায় রয়েছে : এবং হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধো। সুলাইমান বলেন, মুসলিমরা হাজ্জে যেসব অনুষ্ঠান পালন করে তুমিও তা করো। অতঃপর (মাক্কাহ থেকে) ফেরার রাত এলো ‘আবদুর রহমানকে নির্দেশ করলে তিনি ‘আয়িশাহ (রা)-কে ‘তানঈমে’ নিয়ে যান। মূসার বর্ণনায় আরো রয়েছে : তিনি পূর্বের ‘উমরাহর স্থানে ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধলেন, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। ফলে আল্লাহ তাঁর ‘উমরাহ ও হাজ্জ উভয়টিই পূর্ণ করলেন। হিশামের বর্ণনায় রয়েছে : কিন্তু এরূপ করার কারণে তাকে কাফফারাহ হিসেবে কুরবানী দিতে হয়নি। আবু দাউদ বলেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহর হাদীসে মূসা বর্ণিত করেছেন যে, অতঃপর ‘বাতহা’ উপত্যকায় প্রবেশের রাতে ‘আয়িশাহ (রা) পবিত্র হন।^{১৭৭৮}

সহীহ।

১৭৭৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ .

صحیح

১৭৭৯। নাবী ﷺ এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হাজ্জের বছরের রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যকার কেউ ‘উমরাহর ইহরাম বেঁধেছিলো, কেউ হাজ্জ ও ‘উমরাহ দুটির ইহরাম বেঁধেছিলো এবং কেউ শুধুমাত্র হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলো। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ শুধু হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। যারা শুধু হাজ্জ কিংবা হাজ্জ ও ‘উমরাহ উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারেননি।^{১৭৭৯}

সহীহ।

^{১৭৭৮} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৭৯} বুখারী, মুসলিম।

১৭৮০ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ .

صحیح

১৭৮০। আবুল আসওয়াদ (র) হতে পূর্ব বর্ণিত সানাদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে এতে আরো আছে : যারা কেবল 'উমরাহর ইহরাম বাঁধেন তারা 'উমরাহ সমাপন করে ইহরামমুক্ত হন।^{১৭৮০}
সহীহ।

১৭৮১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " . فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " انْقِضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ " . قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاغْتَمَرْتُ فَقَالَ " هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكَ " . قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

صحیح

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرُوا طَوَافَ الَّذِينَ أَهْلُوا بِعُمْرَةٍ وَطَوَافَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .

১৭৮১। নাবী ﷺ স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা 'উমরাহর ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা যেন 'উমরাহর সাথে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে এবং উভয়টির যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত ইহরাম না খুলে। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, আমি হায়য অবস্থায় মাঝাহয় উপস্থিত হলাম। সুতরাং আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করলাম না। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলে তিনি বললেন : চুলের খোপা খুলে ফেলো, মাথায় চিরুনি করো, 'উমরাহর নিয়্যাত বর্জন করে কেবল হাজ্জের ইহরাম বাঁধো। তিনি বলেন, সুতরাং আমি তাই করলাম। অতঃপর আমাদের হাজ্জ সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে 'আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরের সাথে 'তানঈম'- এ প্রেরণ করলেন

এবং আমি সেখান থেকে 'উমরাহ করলাম। তিনি বললেনঃ এটা তোমার পূর্বের 'উমরাহর পরিপূরক। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, যারা 'উমরাহর ইহরাম বেঁধেছিলো তারা মাক্কাহয় পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলে তার পর মিনা থেকে ফিরে এসে হাজ্জের জন্য আরেকবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে। আর যারা হাজ্জ ও 'উমরাহ একত্রে আদায় করেছে তারা শুধুমাত্র একবার তাওয়াফ করেছে।^{১৭৮১}

সহীহ।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবরাহীম ইবনু সা'দ এবং মা'মার (র) ইবনু শিহাব (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে এতে "যারা শুধু 'উমরাহর ইহরাম বেঁধেছিল এবং যারা হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়টির ইহরাম বেঁধেছে তাদের তাওয়াফের কথা" বর্ণিত হয়নি।

১৭৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَبَيْنَا بِالْحُجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسِرَفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ " . فَقُلْتُ حِضْتُ لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَاجِبَتُ . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ " . فَقَالَ " انْسُكِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " . فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهُدْيُ " . قَالَتْ وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرِ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهَّرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحُجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحُجِّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ .

صحیح دون قوله : " من شاء أن يجعلها عمرة ... " و الصواب : " اجعلوها عمرة " : م و يأتي

برقم (١٧٨٨) //

১৭৮২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলে, আমরা হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম কিন্তু 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আমার হাযিয় আরম্ভ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন : হে আয়িশাহ! তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, গত রাতে আমি ঋতুবতী হয়েছি, আমি তো হাজ্জ করতে পারলাম না। তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ! এতো সেই বস্তু যা মহান আল্লাহ আদমের কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের অন্যান্য সব কাজ সম্পন্ন করো। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, অতঃপর আমরা মাক্কাহয় প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে ছাড়া যে কেউ তার ইহরাম 'উমরাহতে পরিণত করতে পারে। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন। অতঃপর 'বাতহা'র রাতে 'আয়িশাহ (রা) হাযিয় থেকে পবিত্র হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

^{১৭৮১} বুখারী, মুসলিম।

আমার সাথীরা হাজ্জ ও 'উমরাহ সম্পন্ন করে ফিরে যাবে, আর আমি কি শুধু হাজ্জ করেই ফিরবো? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরকে নির্দেশ দিলে তিনি 'আয়িশাহ (রা) কে 'তানঈম' নামক স্থানে নিয়ে যান এবং তিনি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে 'উমরাহ করেন।^{১৭৮২}

সহীহ, তবে এ কথাটি বাদে : "من شاء أن يجعلها عمرة ..."। সঠিক হলো : اجعلوها عمرة " : মুসলিম । যা সামনে আসছে এ গ্রন্থের হা/১৭৮৮ ॥

১৭৮৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحُجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيِ .

صحیح

১৭৮৩। আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে রওয়ানা হলাম। তাতে হাজ্জ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা মাক্কাহয় পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইহরাম মুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন যারা কুরবানীর পশু সাথে আনেনি। সুতরাং যারা কুরবানীর পশু সাথে আনেনি তারা ইহরাম মুক্ত হলো।^{১৭৮৩}

সহীহ।

১৭৮৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَّا سُفِّتُ الْهَدْيِ . قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسِبُهُ قَالَ " وَلَحَلَّتْ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ " . قَالَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا

صحیح

১৭৮৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যা পরে জানতে পেরেছি তা যদি আগে জানতে পারতাম তাহলে আমি কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, আমার ধারণা, আমার শায়খ ('উসমান ইবনু 'উমার) বলেছেন, 'আয়িশাহ (রা) বলেছেন, যারা 'উমরাহ সমাপ্ত করে ইহরাম খুলেছে আমিও তাদের দলভুক্ত ছিলাম। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকলের কার্যক্রম যেন একইরূপ হয়।^{১৭৮৪}

সহীহ।

^{১৭৮২} মুসলিম, আহমাদ।

^{১৭৮৩} বুখারী, মুসলিম।

^{১৭৮৪} বুখারী, আহমাদ।

১৭৮৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَقْبَلْنَا مُهْلَيْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَأَقْبَلْتُ عَائِشَةَ مُهْلَةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرَفٍ عَرَكْتُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالْصَّفَا وَالْمُرَّةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا فَقَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ " . فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَطَطَيْنَا بِالطَّيِّبِ وَلَبَسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ " مَا شَأْنُكَ " . قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحِلِّ وَلَمْ أَطْفِ بِالنِّبْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ . فَقَالَ " إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَغْتَسِلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ " . فَفَعَلْتُ . وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَّرْتُ طَافْتُ بِالنِّبْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمُرَّةِ ثُمَّ قَالَ " قَدْ حَلَلْتَ مِنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ جَمِيعًا " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطْفِ بِالنِّبْتِ حِينَ حَجَجْتُ . قَالَ " فَادْهَبِي يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرِيهَا مِنَ التَّنْعِيمِ " . وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَضْبَةِ .

صحیح

১৭৮৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ-সাথে হাজ্জে ইফরাদের ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হই। আর 'আয়িশাহ (রা) এলেন 'উমরাহর ইহরাম বেঁধে। তিনি 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছে ঋতুবতী হলেন। আমরা (মাক্কাহয়) পৌঁছে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ সমাপ্ত করি। আমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইহরাম খুলে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা বললাম, হালাল হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন : সবকিছু জন্য হালাল হওয়া। ফলে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম এবং গায়ে সুগন্ধি মেখে আমাদের স্বাভাবিক পোশাক পরলাম। অথচ আমাদের ও 'আরাফাহ দিবসের মাঝে মাত্র চার দিনের ব্যবধান আছে। অতঃপর আমরা যিলহাজ্জ মাসের অষ্টম তারিখে হাজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ (রা) এর কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ঋতুবতী হয়েছি। অথচ সকল লোক ('উমরাহ সম্পন্ন করে) ইহরাম খুলে ফেলেছে, আর আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারিনি। আর লোকজন এখনই হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। তিনি বললেন : মহান আল্লাহ তো এটা আদমের সকল কন্যাদের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তুমি গোসল করো এবং হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধো। সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন, পরে যখন পবিত্র হলেন তখন বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন : তুমি তোমার হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়টি হতে হালাল হয়েছো। তখন 'আয়িশাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে

(খটকা) হচ্ছে, আমি হাজ্জের সময় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিনি। সুতরাং তিনি বললেন : হে 'আবদুর রহমান! তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তাকে 'তানঈম' থেকে এর 'উমরাহ করাও। এটা ছিল মুহাসসাৰ উপত্যকার রাতের ঘটনা (অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের চৌদ্দ তারিখ)।^{১৭৮৫}

সহীহ।

১৭৮৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ بَعْضَ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَأَهْلِي بِالْحُجِّ " . " ثُمَّ حُجِّي وَأَصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي " .

صحیح

১৭৮৬। আবুয যুবাইর (রা) জাবির (রা) হতে এ ঘটনার অংশবিশেষ শুনেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা : এবং তুমি হাজ্জের ইহরাম বাঁধো অতঃপর হাজ্জ করো এবং অন্যান্য হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করো', কিন্তু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না এবং সলাত আদায় করবে না।^{১৭৮৬}

সহীহ।

১৭৮৭ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَفْنَا وَسَعَيْنَا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ " لَوْلَا هَذِي لَحَلَلْتُ " . ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مُتَعَتْنَا هَذِهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَيْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَلْ هِيَ لِلْأَيْدِ " . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ .

صحیح

১৭৮৭। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শুধুমাত্র হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধি, এতে অন্য কিছু ছিল না। যিলহাজ্জ মাসের চার তারিখে আমরা মাক্কাহয় উপস্থিত হয়ে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ এবং (সাফা-মারওয়া) সাঈ করি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইহরাম খুলে হালাল হবার নির্দেশ দিয়ে বললেন : আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম। তখন সুরাক্বাহ ইবনু মালিক (রা) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এই 'হাজ্জ তামাত্তু' কি শুধু এ বছরের জন্য, নাকি সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, বরং এটা সর্বকালের জন্য। ইমাম আওয়াঈ বলেন,

^{১৭৮৫} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

^{১৭৮৬} মুসলিম, আহমাদ।

আমি এ হাদীস 'আত্বা ইবনু আবু রাবাহকে বলতে শুনেছি, কিন্তু তা স্মরণ রাখতে পারিনি। অবশেষে ইবনু জুরাইজের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে তা যথাযথভাবে স্মরণ করিয়ে দেন।^{১৭৮৭}

সহীহ।

১৭৮৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهُدْيُ" . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

صحیح

১৭৮৮। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথরা যিলহাজ্জ মাসের চার তারিখে (মাক্কাহয়) আসেন। তাঁরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাঈ সম্পন্ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে ব্যতীত তোমরা সকলেই এ কাজগুলোকে 'উমরাহ' গণ্য করো। অতঃপর (অষ্টম তারিখ) তারবিয়ার দিন এলে তারা হাজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। অতঃপর (কুরবানীর দিন) দশ তারিখে তারা (মাক্কাহয়) এসে শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাঈ) করলেন না।^{১৭৮৮}

সহীহ।

১৭৮৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، - يَغْنِي الْمَعْلَمَ - عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَطَلْحَةُ وَكَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهُدْيُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَّلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يَقْضُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهُدْيُ فَقَالُوا أَنْتَ طَلِقَ إِلَى مِنَى وَذُكُورُنَا تَقْطُرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهُدْيَ لَأَخْلَلْتُ" .

صحیح

১৭৮৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ও তাঁর সাথরা ইহরাম বেঁধে হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। নাবী ﷺ এবং ত্বালহা (রা) ব্যতীত কারো সাথেই কুরবানীর পশু ছিলো না। 'আলী (রা) ইয়ামান দেশ থেকে আসলেন, তখন তাঁর সাথে কুরবানীর পশু

^{১৭৮৭} বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ।

^{১৭৮৮} আহমাদ।

ছিলো। 'আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও ঐ উদ্দেশ্যেই ইহরাম বেঁধেছি। অতঃপর নাবী ﷺ যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো না তাদের হাজ্জকে উমরাহ্য় রূপান্তরিত করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দেন এবং মাথা মুণ্ডন করে হালাল হতে বললেন। কিন্তু যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো তারা ব্যতীত। তারা বললেন, আমরা কিভাবে মিনার দিকে রওয়ানা হবো অথচ আমাদের কেউ কেউ স্ত্রী সহবাস করেছে। এসব কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : আমার ব্যাপারে আমি যা পরে জেনেছি তা যদি আগে জানতাম, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সাথে করে আনতাম না। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম।^{১৭৮৯}

সহীহ।

১৭৭০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَذِي فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحُجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

صحیح

১৭৯০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : এ সেই 'উমরাহ যার থেকে আমরা উপকৃত হয়েছি। কাজেই যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে। আর 'উমরাহ কিয়ামাত পর্যন্ত হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি মুনকার এবং এগুলো ইবনু 'আব্বাসের (রা) বক্তব্য।^{১৭৯০}

সহীহ।

১৭৭১ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَهَلَ الرَّجُلُ بِالْحُجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ وَهِيَ عُمْرَةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُهْلِينَ بِالْحُجِّ خَالِصًا فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَةً .

صحیح

১৭৯১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি হাজ্জের ইহরাম বেঁধে মাক্কাহ্য় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ করলে সে অবশ্যই হালাল হয়ে গেল। আর এটাই হচ্ছে 'উমরাহ। আবু দাউদ বলেন, ইবনু জুরাইজ এক ব্যক্তি হতে

^{১৭৮৯} বুখারী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৭৯০} মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, দারিমী।

‘আত্মা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ এর সাহাবীগণ শুধুমাত্র হাজ্জের ইহরাম বেঁধে (মাক্কাহয়) প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু নাবী ﷺ তা ‘উমরাহয় রূপান্তরিত করেন।’^{১৭৯১}

সহীহ।

১৭৭২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شُوكِرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، - قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْمَعْنَى، - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - وَقَالَ ابْنُ شُوكِرٍ وَلَمْ يَقْصُرْ ثُمَّ اتَّفَقَا - وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُقْصِرَ ثُمَّ يَحِلَّ . زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ أَوْ يَحِلُّ ثُمَّ يَحِلَّ .

صحیح

১৭৯২। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ হাজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে (মাক্কাহয়) পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করলেন। ইবনু শাওকার বলেন, কুরবানীর পশু সাথে থাকার কারণে তিনি চুল খাট করেননি এবং ইহরাম থেকেও মুক্ত হননি। তবে যারা সাথে করে কুরবানীর পশু আনেননি তাদেরকে তাওয়াফ ও সাঈ করার পর চুল ছেঁটে ইহরাম মুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। ইবনু মানী‘ বর্ণিত করেছেন যে : অথবা মাথা মুগুন করে যে হালাল হয়।’^{১৭৯২}

সহীহ।

১৭৭৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عِيسَى الْخُرَّاسَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٦٠٥١) //

১৭৯৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এর এক সাহাবী ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কাছে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুশয্যা হাজ্জের পূর্বে ‘উমরাহ করতে নিষেধ করতে শুনেছেন।’^{১৭৯৩}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি‘উস সাগীর (৬০৫১)।

^{১৭৯১} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{১৭৯২} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৭৯৩} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে আবু ঈসা আল-খুরাসানী মাজহুল (অজ্ঞাত)। আর আবদুল্লাহ বিন কাসিম : মাকবুল। যেমন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে।

১৭৭৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَيْخٍ الْهَمَّانِيِّ، خِيَوَانَ بْنِ خَلْدَةَ مِمَّنْ قَرَأَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالُوا أَمَّا هَذَا فَلَا . فَقَالَ أَمَّا إِنَّمَا مَعَهُنَّ وَلَكِنَّكُمْ تَسِيئُمْ .
 صحيح ، إلا النهي عن القران فهو شاذ // ضعيف الجامع الصغير (٦٠٢٣) //

১৭৯৪। মু'আবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান (রা) নাবী ﷺ এর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক অমুক কাজ করতে এবং চিতা বাঘের চামড়ার উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। মু'আবিয়াহ বললেন, আপনারা কি জানেন যে, তিনি হাজ্জ ও 'উমরাহকে একত্র করতে নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, এটা আমাদের জানা নেই। অতঃপর তিনি বললেন, এটাকেও ঐসব নিষিদ্ধ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আপনারা ভুলে গেছেন।^{১৭৯৪}

সহীহ : তবে হাজ্জ ও 'উমরাহ একত্র করা নিষেধ কথাটি শায। যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬০২৩)।

২৫- باب في الإقتران

অনুচ্ছেদ-২৫ : হাজ্জের কিরান

১৭৭৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحَمِيدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُبَلِّغُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" .
 صحيح

১৭৯৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়টির জন্যে একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমি 'উমরাহ ও হাজ্জের জন্যে আপনার দরবারে উপস্থিত। আমি 'উমরাহ ও হাজ্জের জন্যে আপনার দরবারে উপস্থিত।^{১৭৯৫}

সহীহ।

১৭৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِهَا - يَعْنِي بِيَدِي الْحُلَيْفَةِ - حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهْلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهْلَ النَّاسَ بِهَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى

^{১৭৯৪} আহমাদ।

^{১৭৯৫} মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلُوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ - يَغْنِي أَنْسَا - مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ .

صحیح

১৭৯৬। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যুল-হলাইফাতে রাত যাপন করেন। অতঃপর সকালে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করলেন এবং তাকবীর দিলেন। তারপর তিনি হাজ্জ ও 'উমরাহর 'তালবিয়া' পাঠ করলে লোকেরাও হাজ্জ ও 'উমরাহর জন্য তালবিয়া পড়ে। পরে আমরা মাক্কাহয় পৌঁছলে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক লোকেরা তাদের ইহরাম খুলে ফেলে। অতঃপর (অষ্টম তারিখ) 'তারবিয়ার' দিনে সবাই হাজ্জের জন্য তালবিয়া পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন সাতটি উট দাঁড়ানো অবস্থায় নিজ হাতে কুরবানী করেছেন। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, তার ভাষা হলো : "তিনি ﷺ আল্লাহর প্রশংসা, গুনগান ও তাকবীর পাঠের পর হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন।" ১৭৯৬

সহীহ।

১৭৭৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِي فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَدْ لَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتْ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ فَقَالَتْ مَا لَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحْلُوا قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّي أَهْلَكْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي " كَيْفَ صَنَعْتَ " . فَقَالَ قُلْتُ أَهْلَكْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ " فَإِنِّي قَدْ سَقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ " . قَالَ فَقَالَ لِي " انْخُزْ مِنَ الْبُذْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ وَأَمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَأَمْسِكْ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً " .

صحیح

১৭৯৭। আল বারআ ইবনু 'আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'আলী (রা)-কে ইয়ামান দেশে শাসক করে প্রেরণ করেন তখন আমিও তার সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, আমি তার সাথে কয়েক 'আওকিয়া সেনার' অধিকারী হয়েছিলাম। তিনি বলেন, যখন 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আসলেন তখন 'আলী বলেন, আমি ফাতিমাহ (রা)-কে দেখি রসিন কাপড় পরে আছে এবং ঘরকে সুগন্ধময় করে রেখেছে। সে আমাকে বললো, আপনার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ

১৭৯৬ বুখারী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

দিয়েছেন, সেজন্য সবাই ইহরাম খুলে ফেলেছেন। ‘আলী (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি নাবী ﷺ এর ইহরামের মতই ইহরাম বেঁধেছি, এ বলে আমি নাবী ﷺ এর কাছে এলে তিনি আমাকে বললেন : তুমি কি জন্য ইহরাম বেঁধেছো? আমি বললাম, নাবী ﷺ যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও ঐ উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন : ‘আমি কুরবানীর পশু সাথে এনেছি এবং ‘কিরান’ হাজ্জের নিয়্যাত করেছি। অতঃপর তিনি বললেন : আমার জন্য সাতষষ্টিটি উট কুরবানী করবে এবং তোমার নিজের জন্য তেত্রিশ বা চৌত্রিশটি রেখে দিবে আর প্রত্যেকটি উট থেকে আমার জন্য এক টুকরা করে গোশত রেখে দিবে।’^{১৭৯৭}

সহীহ।

১৮৭৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ الصُّبِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا . فَقَالَ عُمَرُ هَدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ .

صحیح

১৭৯৮। আবু ওয়াইল (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস সুবাই ইবনু মা'বাদ (র) বলেন, আমি হাজ্জ ও 'উমরাহর জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধায় 'উমার (রা) বললেন, তুমি তোমার নাবী ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করেছো।^{১৭৯৮}

সহীহ।

১৮৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغَيْنٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، فَلَا حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ الصُّبِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هَذِيمُ بْنُ ثُرْمَلَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَنَاهُ إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَى فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا قَالَ أَجْمَعُهُمَا وَادْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعَدَنَ لِقَيْنِي سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أَهْلُ بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَةٍ مِنْ بَعِيرِهِ . قَالَ فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَى جَبَلٍ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَى فَاتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَقَالَ لِي أَجْمَعُهُمَا وَادْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا . فَقَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ .

صحیح

^{১৭৯৭} নাসায়ী।

^{১৭৯৮} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

১৭৯৯। আবু ওয়াইল (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস্-সুবাই ইবনু মা'বাদ (র) বলেছেন, আমি খৃষ্টান বেদুঈন ছিলাম। ইসলাম কবুলের পর আমি আমার গোত্রের হুযাইম ইবনু সুরমুলা নামীক এক ব্যক্তির কাছে এসে তাকে বললাম, হে অমুক! আমি জিহাদে যোগদান করতে চাই। আমি দেখছি, আমার উপর হাজ্জ ও 'উমরাহ ফারয হয়ে গেছে। কাজেই এ দু'টাকে আমি কিভাবে একত্র করবো? সে বললো, তুমি উভয়টি একত্রে আদায় করো এবং তোমার জন্য সহজলভ্য কুরবানী করো। সুতরাং আমি উভয়টির জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধি। আমি যখন আল-উযাইব নামক স্থানে পৌঁছি তখন সালমান ইবনু রবী'আহ এবং যায়িদাহ ইবনু সূহার (রা) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আর আমি উভয়টির একত্রে ইহরাম বেঁধেছি। তাদের একজন আরেকজনকে বললেন, এ ব্যক্তি তার উটের চেয়ে অধিক জ্ঞানী নয়। বর্ণনাকারী বলেন, এই মন্তব্য যেন আমার উপর পাহাড় পতিত হলো। শেষে আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি ছিলাম খৃষ্টান বেদুঈন। আমি ইসলাম কবুল করেছি। আমি জিহাদে অংশ গ্রহণে আগ্রহী। আমি আমার উপর হাজ্জ ও 'উমরাহ ফারয দেখতে পাচ্ছি। কাজেই আমি আমার গোত্রের এক লোকের কাছে গেলে সে আমাকে বললো, তুমি একত্রে উভয়টির ইহরাম বাঁধো এবং তোমার জন্য সহজলভ্য কুরবানী করো। ফলে আমি একত্রে উভয়টির ইহরাম বেঁধেছি। 'উমার (রা) আমাকে বললেন, তুমি তোমার নাবী ﷺ এর সুন্নাহের হিদায়াত পেয়েছো।^{১৭৯৯}

সহীহ।

১৮০০ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ " وَقَالَ صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي الْمَبَارَكِ وَقَالَ عُمَرَةُ فِي حَجَّةٍ "

صحیح ، خ بلفظ : " و قل عمره في حجة " و هو الأولى ،

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ " وَقُلَّ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ " وَقُلَّ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ " .

১৮০০। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : রাতে আমার মহান পরাক্রমশালী প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক আগমনকারী এসে আমাকে বললেন, এ কল্যাণময় উপত্যকায় সলাত আদায় করুন এবং বলেছেন, 'উমরাহকে হাজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

সহীহ : বুখারী। 'উমরাহ হাজ্জের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা অগ্রগণ্য।

বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ তখন আল-‘আক্বীক উপত্যকায় অবস্থানরত ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম আওয়াঈ হতে বর্ণনা করেছেন ‘এবং বলুন, ‘উমরাহ হাজ্জের সাথে সংযুক্ত হলো’। ইমাম আবু দাউদ বলেন, অনুরূপভাবে এ হাদীসে ‘আলী ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন, ‘বলুন, হাজ্জের মধ্যে ‘উমরাহ অন্তর্ভুক্ত হলো।’^{১৮০০}

১৮০১ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمَذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَى لَنَا قَضَاءُ قَوْمٍ كَاتِبًا وَلِدُوا الْيَوْمَ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَذْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجَّكُمْ هَذَا عُمْرَةً فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ " .

صحیح

১৮০১। আর-রাবী‘ ইবনু সাবরাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে রওয়ানা হলাম। যখন ‘উসফান’ নামক স্থানে উপনীত হলাম তখন সুরাকাহ ইবনু মালিক আল-মুদলিজী (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে হাজ্জের নিয়ম নীতি এমনভাবে (উত্তমরূপে) বুঝিয়ে দিন যেভাবে কোন নবীন দলকে বুঝানো হয়। তিনি বললেন : মহাশক্তিশালী আল্লাহ তোমাদের হাজ্জের মধ্যে ‘উমরাহকে প্রবেশ করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা (মাক্কাহয়) পৌঁছে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে সে হালাল হয়ে যাবে, কিন্তু যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে ব্যতীত।^{১৮০১}

সহীহ।

১৮০২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - الْمُغْنَى - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ . أَوْ رَأَيْتُهُ يَقْصُرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمَشْقَصٍ . قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَخْبَرَهُ .

صحیح ق ، و ليس عند خ قوله : " أو رأيتہ ... " و هو الأصح

১৮০২। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। মু‘আবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মারওয়ার পাশে নাবী ﷺ এর চুল কাঁচি দিয়ে ছোট করে দিয়েলাম অথবা তিনি বলেছেন, আমি নাবী ﷺ-কে মারওয়াতে কাঁচি দ্বারা তাঁর চুল ছাঁটতে দেখেছি।^{১৮০২}

সহীহ : বুখারী ও মুসলিম। তবে বুখারীতে তার এ কথাটি নেই : (أَوْ رَأَيْتُهُ)। এটাই অধিক বিশ্বস্ত।

^{১৮০০} বুখারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৮০১} দারিমী, আহমাদ।

^{১৮০২} বুখারী, মুসলিম।

১৮০৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَخَلْدُ بْنُ خَالِدٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، - الْمُعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي فَصَرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَعْرَابِيٍّ عَلَى الْمُرْوَةِ - زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ - لِحِجَّتِهِ .

সহীহ , دون قوله : " لحجته " فإنه شاذ

১৮০৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। মু'আবিয়াহ (রা) তাকে বলেছেন, আপনি কি জানেন, মারওয়ার উপর এক বেদুঈনের কাঁচি দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ হাজের সময় তাঁর চুল ছোট করেছিলাম? ১৮০৩

সহীহ : তার এ কথাটি বাদে : "তাঁর হাজের সময়।" কেননা তা শায।

১৮০৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَيْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهْلَ أَصْحَابِهِ بِحَجٍّ .

সহীহ

১৮০৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, নাবী ﷺ 'উমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন এবং তাঁর সাথীরা হাজের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। ১৮০৪

সহীহ।

১৮০৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، { عَنْ جَدِّي، } عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهُدَى مِنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهُدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطْفِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهْلَ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدَ فَمَنْ لَمْ يُهْدَ هَذَا فَلْيَضْمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ " . وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّعْيِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا

১৮০৩ নাসায়ী।

১৮০৪ মুসলিম, নাসায়ী।

وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَقَاصَ
فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْدَى وَسَاقِ
الْهُدَى مِنَ النَّاسِ .

صحیح ، لكن قوله : " و بدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج " // شاذ //

১৮০৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জে হাজ্জ ও ‘উমরাহ একত্রে সম্পন্ন করে তামাত্তু ‘ হাজ্জ করেছেন। তিনি যুল-হুলাইফাহ থেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যান। সকলকে তামাত্তু ‘ করার নির্দেশ দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে ‘উমরাহর জন্য তালবিয়া পড়েন, তারপর হাজ্জের জন্য তালবিয়া পড়েন (ইহরাম বাঁধেন)। তাঁর সাথে লোকজনও হাজ্জের সাথে ‘উমরাহর নিয়্যাত করে তামাত্তু ‘ করলো। কেউ কেউ সাথে কুরবানীর পশু এনেছিলো আবার কেউ কেউ আনেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহয় পৌঁছে লোকদেরকে বললেন : ‘ যারা সাথে করে কুরবানীর পশু এনেছো, তাদের জন্য হাজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত (ইহরাম অবস্থায়) নিষিদ্ধকৃত কাজ বৈধ নয়। আর তোমাদের যারা সাথে করে কুরবানীর পশু আনেনি, তারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ করে, চুল খাট করে, ইহরাম খুলে ফেলবে এবং হাজ্জের জন্য (নতুন করে) ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর কুরবানী করবে। কিন্তু যারা কুরবানী দিতে অক্ষম তারা হাজ্জের মওসুমে তিনটি সওম এবং বাড়িতে ফিরে সাতটি সওম (মোট দশটি সওম) পালন করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহয় পৌঁছে প্রথমে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, তারপর ‘হাজ্জের আসওয়াদ’ চুম্বন করলেন। তিনি তাওয়াফের সাত চক্করের প্রথম তিন চক্করে দ্রুত পায়ে চললেন এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেন। বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাক‘আত সলাত আদায় করলেন, সলাতের সালাম ফিরিয়ে উঠে সাফা পাহাড়ে গিয়ে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন। অতঃপর হাজ্জ সমাপণ করে কুরবানীর দিন (দশম তারিখে) কুরবানী করা পর্যন্ত তিনি ইহরাম অবস্থায় থাকলেন। অতঃপর ফিরে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং ইহরাম খুলে যেসব জিনিস এ সময় নিষিদ্ধ ছিলো তা হালাল করলেন। আর যারা সাথে করে কুরবানীর পশু এনেছিলো তারাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করলো।^{১৮০৫}

সহীহ : কিন্তু তার এ কথাটি শায় : “রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে ‘উমরাহর জন্য তালবিয়া পড়েন, তারপর হাজ্জের জন্য তালবিয়া পড়েন।”

১৮০৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ

ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ يَحْلِلْ أَأَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ " إِنِّي كَبَدْتُ رَأْسِي
وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَجِلُ حَتَّى أَنْحَرَ الْهُدَى " .

صحیح

^{১৮০৫} বুখারী, মুসলিম।

১৮০৬। নাবী ﷺ এর স্ত্রী হাফসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি হলো, লোকজন ইহরাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি এখনো 'উমরাহর ইহরাম খুলেননি? তিনি বললেন : আমি আমার মাথার চুলে জট পাকিয়েছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়েছি। সুতরাং কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারবো না।^{১৮০৬}

সহীহ।

২৬- باب الرَّجُلُ يُهْلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

অনুচ্ছেদ-২৬ : হাজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা 'উমরাহয় পরিবর্তিত করা

১৮০৭ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، - يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ - عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

صحیح موقوف شاذ

১৮০৭। সুলাইম ইবনুল আসওয়াদ (র) সূত্রে বর্ণিত। আবু যার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি হাজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা 'উমরাহতে পরিবর্তন করে এরূপ করা ঠিক নয়। এরূপ করা কেবল তাঁদের জন্যই জাযিয় ছিলো, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে (বিদায় হজ্জে) ছিলেন।^{১৮০৭}

সহীহ মাওকুফ শায়।

১৮০৮ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَخَ الْحَجَّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ " بَلْ لَكُمْ خَاصَّةٌ ".

ضعيف // ضعيف سنن ابن ماجه (٦٤٤) ، ضعيف سنن النسائي (١٧٧ / ٢٨٠٨) //

১৮০৮। আল-হারিস ইবনু বিলাল ইবনুল হারিস (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জের ইহরাম ভেঙ্গে তা 'উমরাহয় পরিবর্তন করা কি কেবল আমাদের জন্যই নির্ধারিত না আমাদের পরবর্তীদের জন্যও? তিনি বললেনঃ না, শুধু তোমাদের জন্যই নির্ধারিত।^{১৮০৮}

দূর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ (৬৪৪), যঈফ সুনান নাসায়ী (২৮০৮/১৭৭)।

^{১৮০৬} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮০৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{১৮০৮} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী। সানাদে আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে হাফিয বলেন : তিনি অন্যের কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করতেন। আর হারিস ইবনু বিলাল সম্পর্কে বলেন : তিনি মাক্কাবুল। যেমন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে।

২৭- باب الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ : কারো পক্ষ হতে হাজ্জ করা

১৮০৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَفِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

صحیح

১৮০৯। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাদল ইবনু আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে তাঁর সওয়ারীতে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় খাস্‌আম গোত্রীয় এক মহিলা এসে তাঁর কাছে বিধান জানতে চাইলেন। ফাদল মহিলাটির দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদলের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকলেন। মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর হাজ্জ ফারয করেছেন। কিন্তু আমার পিতা খুব বৃদ্ধ, তিনি সওয়ারীর উপর স্থির থাকতে পারেন না। কাজেই আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ করবো? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। এটা বিদায় হাজ্জের সময়ের ঘটনা।^{১৮০৯}

সহীহ।

১৮১০ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، - بِمَعْنَاهُ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عُمَرَوِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، - قَالَ حَفْصُ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ. قَالَ "أَحُجُّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ".

صحیح

১৮১০। আবু রাযীন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হাজ্জ এবং উমরাহ আদায় করতে তিনি অক্ষম এবং সওয়ারীতে সফর করতেও অসমর্থ। তিনি বললেন : তোমার পিতার পক্ষ হতে তুমি হাজ্জ ও উমরাহ আদায় করো।^{১৮১০}

সহীহ।

^{১৮০৯} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮১০} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

১৮১১ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّائِفِيُّ، وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، - الْمُعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ إِسْحَاقُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ . قَالَ " مَنْ شُبْرُمَةَ " . قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبِي . قَالَ " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ " . قَالَ لَا . قَالَ " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " .

صحیح

১৮১১। ইবনু 'আব্বাস' (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেনঃ 'লাব্বাইকা আন শুবরুমা'। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ শুবরুমা কে? লোকটি বললো, আমার ভাই কিংবা আমার বন্ধু। তিনি বললেনঃ তুমি কি নিজের হাজ্জ করেছো? সে বললো, না। তিনি বললেনঃ প্রথমে তোমার নিজের হাজ্জ আদায় করে নাও, তারপর শুবরুমার পক্ষ হতে হাজ্জ করো।^{১৮১১}

সহীহ।

২৮- باب كَيْفَ التَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ-২৮ : তালবিয়া কিরূপ?

১৮১২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ تَلْبِيَةَ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ " . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَتِهِ " لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ " .

صحیح

১৮১২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তালবিয়া ছিলোঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা।" নাফি' (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) তার তালবিয়ার মধ্যে বর্ধিত করতেনঃ হে রব! আমি উপস্থিত (তিনবার) এবং সৌভাগ্য ও করুণা আপনার হাতেই এবং আকর্ষণ আপনাতেই। আমাদের কাজের প্রতিদানও আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।^{১৮১২}

সহীহ।

^{১৮১১} ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৮১২} বুখারী, মুসলিম।

১৮১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ "ذَا الْمَعَارِجَ" وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ هُمْ شَيْئًا.

صحیح و سیاتی فی حدیثه الطویل (۱۹ۦۦ)

১৮১৩। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী ইবনু ‘উমার বর্ণিত হাদীসের তালবিয়ার উল্লেখ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা তালবিয়াতে ‘যাল-মা‘আরিজ’ ইত্যাদি বাক্য বলতো। নাবী ﷺ তা শুনতেন, অথচ তিনি তাদেরকে কিছুই বলতেন না।^{১৮১৩}

সহীহ। সামনে এর দীর্ঘ হাদীস আসছে (১৯০৫)।

১৮১৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَتَانِي جَبْرِيلُ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ - أَوْ قَالَ - بِالتَّلْبِيَةِ " . يُرِيدُ أَحَدَهُمَا .

صحیح

১৮১৪। খাল্লাদ ইবনুস সাযিব আল-আনসারী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) এসে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আমার সাহাবী এবং যারা আমার সাথে রয়েছে তাদেরকে আদেশ করি, তারা যেন তাদের ‘ইহলাল’ বা ‘তালবিয়া’ যে কোনো একটি উচু আওয়াযে পাঠ করে।^{১৮১৪}

সহীহ।

২৯- باب مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

অনুচ্ছেদ-২৯ : তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে?

১৮১৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

صحیح

^{১৮১৩} মুসলিম, ইবনু মাজাহ।

^{১৮১৪} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, মালিক, দারিমী, ইবনু খুযাইমাহ, আহমাদ।

১৮১৫। আল-ফাদল ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পড়েছেন।^{১৮১৫}

সহীহ।

১৮১৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مَنَا الْمَلْيَ وَمَنَا الْمَكْبَرُ.

صحیح

১৮১৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সকালে মিনা থেকে আরাফাহর দিকে রওয়ানা হই। তখন আমাদের মধ্যে কেউ তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং কেউ তাকবীর পাঠ করেছেন।^{১৮১৬}

সহীহ।

৩০- باب مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

অনুচ্ছেদ-৩০ : 'উমরাহ্কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে?

১৮১৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يُلْبِي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٦٤٤٣) ، المشكاة (٢٦١٥) ، ضعيف سنن الترمذي (١٥٨) //

১৮১৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : 'উমরাহ আদায়কারী 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করা পর্যন্ত 'তালবিয়া' পড়তে থাকবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'আবদুল মালিক ইবনু সুলাইমান এবং হাম্মাম (র) 'আত্বা (র) হতে ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে এটি 'মাওকুফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।^{১৮১৭}

দূর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬৪৪৩), মিশকাত (২৬১৫), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৫৮/৯২৮)

^{১৮১৫} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮১৬} মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু খুযাইমাহ, দারিমী।

^{১৮১৭} তিরমিযী। হাদীসের সানাদে মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবু ইয়ালা সমালোচিত। হাফিয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : তার স্মরণশক্তি খুবই মন্দ।

৩১- باب المَحْرَمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

অনুচ্ছেদ-৩১ : আদব শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে মুহরিম কর্তৃক

নিজ চাকরকে শাস্তি প্রদান

১৮১৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَزْمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْيَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرَجِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلْنَا فَجَلَسْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ زِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَزِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ قَالَ أَيْنَ بَعِيرُكَ قَالَ أَضَلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ . قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تَضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ " انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمَحْرَمِ مَا يَصْنَعُ " . قَالَ ابْنُ أَبِي رَزْمَةَ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَقُولَ " انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمَحْرَمِ مَا يَصْنَعُ " . وَيَتَبَسَّمُ .

حسن

১৮১৮। আসমা বিনতু আবু বাকর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা আল-আরজ নামক স্থানে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রাবিরতি করেন এবং আমরাও যাত্রাবিরতি করি। ‘আয়িশাহ (রা) রাসূলুল্লাহর ﷺ পাশে বসলেন আর আমি আমার পিতা আবু বাকর (রা)-এর পাশে বসি। আবু বাকর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মালপত্র একত্রে একটি উটের পিঠে আবু বাকর (রা) এর এক ক্রীতদাসের নিকট ছিলো। আবু বাকর (রা) তার আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় সে হাথির হলো, কিন্তু তার সাথে উট ছিলো না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট কোথায়? সে বললো, গত রাতে তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বাকর (রা) বললেন, একটিমাত্র উট, সেটাও হারিয়ে ফেললে? এই বলে তিনি তাকে মারধর করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন : তোমরা এ ইহরামধারী লোকটির দিকে দেখো, সে কি করছে? ইবনু আবু রিয়মা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে শুধু বললেন, তোমরা এ মুহরিম লোকটির দিকে দেখো, সে কি করছে”।^{১৮১৮}

হাসান।

^{১৮১৮} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বায়হাকী, হাকিম। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৩২- باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

অনুচ্ছেদ-৩২ : কেউ পরনের কাপড়ে ইহরাম বাঁধলে

১৮১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجُعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خُلُقٍ - أَوْ قَالَ صُفْرَةٍ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ " أَتَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ " . قَالَ " اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرُ الْخُلُقِ - أَوْ قَالَ أَثَرُ الصُّفْرَةِ - وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ " .

صحیح

১৮১৭। সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল-জি'ইররানা নামক স্থানে নাবী ﷺ এর খিদমতে উপস্থিত হলো। ঐ ব্যক্তির শরীরে খালুক কিংবা হলুদ রংয়ের কিছুটা চিহ্ন ছিলো এবং পরণে ছিলো জুব্বা। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমায় 'উমরাহ কিভাবে করতে বলেন? এ সময় মহান আল্লাহ নাবী ﷺ এর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ করেন। তাঁর থেকে ওয়াহী অবতীর্ণ হবার অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেন : যে লোকটি 'উমরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো সে কোথায়? তোমার শরীর থেকে খালুক অথবা হলুদ রংয়ের চিহ্ন ধুয়ে ফেলো; তোমার পরিহিত জুব্বাটি খুলে ফেলো এবং হাজ্জের মধ্যে যা কিছু করেছে 'উমরাতেও তাই করো।^{১৮১৭}

সহীহ।

১৮২০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، وَهَشِيمٍ، عَنِ الْحُجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " اخْلَعْ جُبَّتَكَ " . فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

صحیح دون قوله : " من رأسه " فإنه منكر

১৮২০। সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা (র) হতে তার পিতার সূত্রে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত। তাতে আরো রয়েছে : অতঃপর নাবী ﷺ তাকে বললেন : তোমার জুব্বাটি খুলে ফেলো। ফলে সে তার মাথার দিক থেকে জুব্বাটি খুলে ফেললো। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।^{১৮২০}

সহীহ, তবে তার এ কথাটি বাদে : “তার মাথার দিক থেকে।” কেননা এ অংশটুকু মুনকার।

^{১৮১৭} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮২০} তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

১৪২১ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهُمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنِيَّةٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْخَرِّ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

صحیح

১৮২১। সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা ইবনু মুনাবিহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জুব্বাটি খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সুগন্ধির স্থান দুই বা তিনবার ধুয়ে ফেলতে বললেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।^{১৮২১}

সহীহ।

১৪২২ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْجُعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفَّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ.

صحیح

১৮২২। সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ (র) তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি আল-জি'ইররানা নামক স্থানে নাবী ﷺ এর নিকট আসলো। সে 'উমরাহর জন্য এমন অবস্থায় ইহরাম বেঁধেছে যে, তার গায়ে জুব্বা ছিলো এবং তার চুল ও দাঁড়ি ছিলো হলুদ রংয়ে রঞ্জিত। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।^{১৮২২}

সহীহ।

৩৩- باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ- ৩৩ : মুহরিম ব্যক্তি কেমন পোশাক পরিধান করবে?

১৪২৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْئُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا رَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا لِنَ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَشْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ".

صحیح

১৮২১ বুখারী, মুসলিম।

১৮২২ মুসলিম।

১৮২৩। সালিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরিহার করবে? তিনি বললেন : মুহরিম ব্যক্তি জামা, টুপি, পায়জামা, পাগড়ী, জাফরান অথবা ওয়ারাস মাথা কোন কাপড় ও মোজা পরবে না। তবে যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে। কিন্তু মোজা দু'টি সে এমনভাবে কেটে নিবে যাতে তা গোছাধয়ের নীচে থাকে।^{১৮২৩}

সহীহ।

১৮২৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ .

صحیح

১৮২৪। ইবনু 'উমার (রা) নাবী ﷺ সূত্রে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।^{১৮২৪}

সহীহ।

১৮২৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ . رَأَى "وَلَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْحُرَّامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "الْمَحْرَمَةُ لَا تَتَّقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ .

صحیح

১৮২৫। ইবনু 'উমার (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। তাতে অতিরিক্ত রয়েছে : 'মুহরিম নারী মুখাবরণ পরিধান করতে পারবে না, হাতমোজাও পরতে পারবে না।^{১৮২৫}

সহীহ।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি হাতিম ইবনু ইসমাঈল...বিভিন্ন সূত্রে ইবনু 'উমার (রা) হতে মাওকুফভাবে বর্ণিত আছে এবং মারফুভাবেও। নাবী ﷺ বলেন : মুহরিম নারী মুখাবরণ এবং হাতমোজা পরবে না।

^{১৮২৩} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮২৪} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮২৫} বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

১৪২৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمَحْرَمَةُ لَا تَتَغَيَّبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ " .

صحیح

১৮২৬। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : মুহরিমা মুখাবরণ ও হাতমোজা পরবে না।^{১৮২৬}

সহীহ।

১৪২৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ فَإِنْ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقَفَّازِينَ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرُسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعْضَفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرُسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ . وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ .

حسن صحيح

১৮২৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহরাম অবস্থায় নারীদের হাতমোজা ও মুখমণ্ডলে নিকাব ঝুলাতে এবং 'ওয়ারস' ঘাস ও জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরতে নিষেধ করতে শুনেছেন। তবে এগুলো বাদে অন্য কাপড় পরতে পারবে, যদিও তা রেশমী, কারুকার্য খচিত পায়জামা বা জামা কিংবা মোজা হয়।^{১৮২৭}

হাসান সহীহ।

১৪২৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرْآنَ فَقَالَ أَلْقِ عَلَى نَوْبًا يَا نَافِعُ . فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِي عَلَى هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمَحْرَمُ

صحیح

^{১৮২৬} পূর্বেরটির অনুরূপ এবং বায়হাক্বী।

^{১৮২৭} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

১৮২৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি খুব শীত অনুভব করায় নাফি'কে বললেন : আমাকে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমি বোরকা সুদৃশ একটি জুকা তঁর উপর বিছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, তুমি এটা আমার উপর বিছালে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম ব্যক্তিকে এটা পরতে নিষেধ করেছেন।^{১৮২৮}

সহীহ।

১৮২৯ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ذِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَحِدُ الْإِزَارَ وَالْخُفُّ لِمَنْ لَا يَحِدُ النَّعْلَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَرْجِعُهُ إِلَى الْبَصْرَةِ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذَكَرُ السَّرَاوِيلِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ فِي الْخُفِّ .

صحیح

১৮২৯। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মুহরিম ব্যক্তির লুঙ্গি না থাকলে সে পায়জামা পরবে, জুতা না থাকলে সে মোজা পরবে।^{১৮২৯}

সহীহ।

১৮৩০ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَتُضَمَّدُ جِبَاهُنَا بِالسُّكِّ الْمَطْيَبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرَفَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَنْهَاهَا .

صحیح

১৮৩০। 'আয়িশাহ বিনতু ত্বালহা (রা) সূত্রে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাহ (রা) তাকে বলেছেন, আমরা নাবী ﷺ এর সাথে (মাদীনাহ থেকে) মাক্কাহয় সফর করেছি এবং ইহরামের সময় আমরা আমাদের পরিধেয় বস্ত্রে উত্তম সুগন্ধি মেখেছি। আমাদের কেউ ঘর্মান্ত হলে তা মুখমণ্ডল বেয়ে পড়তো, নাবী ﷺ তা দেখতেন কিন্তু তা ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন না।^{১৮৩০}

সহীহ।

১৮২৮ আহমাদ, হুমাইদীর মুসনাদ।

১৮২৯ বুখারী, মুসলিম।

১৮৩০ আহমাদ।

১৮৩৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ - يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمَحْرَمَةِ - ثُمَّ حَدَّثَنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ .

حسن

১৮৩১। সালিম (র) সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) মুহরিম নারীর জন্য মোজার উপরের অংশ কেটে ব্যবহারের অনুমতি দিতেন। পরে সাফিয়্যাহ বিনতু আবু 'উবাইদ (র) তাকে বর্ণনা করেন যে, 'আয়িশাহ (রা) তাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদেরকে মোজা পরার অনুমতি দিয়েছেন। এরপর তিনি তা কর্তন করা বাদ দেন।^{১৮৩১}

হাসান।

৩৪- باب المَحْرَمِ يَحْمِلُ السَّلَاحَ

অনুচ্ছেদ- ৩৪ : মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্র বহন প্রসঙ্গে

১৮৩২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْخُدَيْيَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانٍ . السَّلَاحِ فَسَأَلَتْهُ مَا جُلْبَانُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ .

صحيح

১৮৩২। আবু ইসহাক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ' (রা)- কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়াবাসীর সাথে সন্ধি করার সময় তাদের সাথে এই সন্ধি করলেন যে, নাবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীরা কেবল কোষবদ্ধ তলোয়ার নিয়ে (মাক্কাহয়) প্রবেশ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জুলবানুসসলাহ' কি? তিনি বললেন, কোষবদ্ধ তলোয়ার।^{১৮৩২}

সহীহ।

^{১৮৩১} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৮৩২} বুখারী, মুসলিম।

৩৫- باب في المحرمية تُغطي وجهها

অনুচ্ছেদ- ৩৫ : ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা

১৮৩৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْرُؤَانِ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

ضعيف // ، المشكاة (٢٦٩٠) ، الإرواء (١٠٢٤) ، ضعيف سنن ابن ماجه بمعناه (٦٣٧) //

১৮৩৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। তখন আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। তারা আমাদের সামনা-সামনি আসলে আমাদের নারীরা নিজ মুখাবরণ মাথা থেকে নামিয়ে নিজ মুখমণ্ডলে ঢেকে ফেলতেন। অতঃপর তারা অতিক্রম করে চলে গেলে আমরা মুখ খুলতাম।^{১৮৩৩}

দুর্বল : মিশকাত (২৬৯০), ইরওয়া (১০২৪), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৬৩৭)।

৩৬- باب في المحرم يُظلل

অনুচ্ছেদ- ৩৬ : মুহরিম ব্যক্তিকে ছায়া প্রদান

১৮৩৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ، حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أَسَامَةَ وَبِلَالَ وَأَحَدَهُمَا أَخَذُ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ تَوْبَهُ لِيَسْرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

صحیح

১৮৩৪। উম্মুল হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ এর সঙ্গে বিদায় হাজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি উসামাহ ও বিলাল (রা)- কে দেখলাম, তাদের একজন নাবী ﷺ এর উদ্বীর লাগাম ধরে আছেন এবং অপরজন 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তার কাপড় উঠিয়ে নাবী ﷺ -কে রোদের তাপ থেকে ছায়া দিতে করেছেন।^{১৮৩৪}

সহীহ।

^{১৮৩৩} ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদের ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ সম্পর্কে হাফিয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : যঈফ, বৃদ্ধ বয়সে তার স্মৃতি লোপ পেয়েছিল। ফলে তিনি তালকীন করতেন।

^{১৮৩৪} মুসলিম, আহমাদ।

৩৭- باب المَحْرَمِ يَحْتَجِمُ

অনুচ্ছেদ - ৩৭ : মুহরিম ব্যক্তির শিংগা লাগানো

১৮৩৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

صحیح

১৮৩৫। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।^{১৮৩৫}

সহীহ।

১৮৩৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ.

صحیح

১৮৩৬। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোনো রোগের কারণে মুহরিম অবস্থায় তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।^{১৮৩৬}

সহীহ।

১৮৩৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُرْوَةَ أَرْسَلَهُ يَعْنِي عَنْ قَتَادَةَ.

صحیح

১৮৩৭। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যাথার কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর পায়ের উপরিভাগে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। ইবনু আবু আরুবাহ (র) ক্বাতাদাহ (র) হতে এটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন।^{১৮৩৭}

সহীহ।

^{১৮৩৫} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৩৬} বুখারী।

^{১৮৩৭} নাসায়ী, তিরমিযী, আহমাদ।

৩৮- باب يَكْتَحِلُ الْمَحْرَمُ

অনুচ্ছেদ- ৩৮ : মুহরিম ব্যক্তির সুরমা লাগানো

১৮৩৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ - قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤَسِمِ - مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اضْمُدَّهُمَا بِالصَّبْرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

صحیح

১৮৩৮। নুবাইহ ইবনু ওয়াহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। 'উমার ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মা'মারের চোখের অসুখ হলো। তিনি আবান ইবনু 'উসমানের (রা) কাছে জানতে চেয়ে পাঠালেন, এখন কি করণীয়? সুফিয়ান বলেন, তিনি (আবান) ছিলেন আমীরুল হজ্জ। তিনি বললেন, 'সাবার' নামক তিতা গাছের রস চোখে লাগাও। কেননা আমি 'উসমান (রা)-কে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।^{১৮৩৮}

সহীহ।

১৮৩৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ابْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

১৮৩৯। নাকি' (র) হতে নুবাইহ ইবনু ওয়াহাব (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{১৮৩৯}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৩৯- باب الْمَحْرَمُ يَغْتَسِلُ

অনুচ্ছেদ- ৩৯ : মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা

১৮৪০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْتَسِلُ الْمَحْرَمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمُسَوَّرُ لَا يَغْتَسِلُ الْمَحْرَمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُّ ثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ

^{১৮৩৮} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

^{১৮৩৯} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

اللَّهُ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَاهُ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ . قَالَ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ﷺ .

صحیح

১৮৪০। ইবরাহীম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হুনাইন (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও আল-মিসওয়্যার ইবনু মাখরামাহ (রা)-এর মধ্যে আল-আবওয়া নামক স্থানে মতবিরোধ দেখা দিলে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারবে। আর মিসওয়্যার (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারবে না। সুতরাং এ বিষয়ে জানার জন্য 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) 'আবদুল্লাহ ইবনু হুনাইনকে আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে তাকে দুই খুঁটির মাঝখানে একখানা কাপড়ের আড়ালে গোসল করতে দেখলেন। তিনি বলেন, আমি তাকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু হুনাইন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) আমাকে আপনার কাছে জানতে পাঠিয়েছেন যে, মুহরিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা কিভাবে ধুতেন? ইবনু হুনাইন বলেন, আবু আইয়ুব (রা) তার হাত কাপড়ের উপর রেখে তা নিচু করলেন, এমনকি আমি তার মাথা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি এক ব্যক্তিকে তার মাথায় পানি ঢালতে বললে সে পানি ঢালতে থাকলো। তখন তিনি মাথার চুলে দুই হাত দিয়ে একবার সামনে আনলেন, আবার পিছনে নিলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূল ﷺ এরূপ করতে দেখেছি।^{১৮৪০}

সহীহ।

৪০- باب المَحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

অনুচ্ছেদ-৪০ : মুহরিম বিয়ে করতে পারবে কি?

١٨٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يُؤَمِّنُهُ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتُكَحَّ طَلْحَةَ بِنْتُ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانٌ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَتُكَحُّ الْمَحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ " .

صحیح

১৮৪১। নুবাইহ ইবনু ওয়াহব (র) সূত্রে বর্ণিত। 'উমার ইবনু উবাইদুল্লাহ এক ব্যক্তিকে আবান ইবনু 'উসমানের নিকট প্রেরণ করলেন এটা জিজ্ঞেস করার জন্য যে, আমি (আমার পুত্র)

^{১৮৪০} বুখারী, মুসলিম।

ত্বাহা ইবনু 'উমারকে শাইবাহ ইবনু জুবাইরের মেয়ের সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছি। তখন আবান ছিলেন আমীরুল হাজ্জ এবং তারা উভয়েই মুহরিম ছিলেন। আমার আশা করি আপনি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। আবান 'উমারের এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বললেন, আমি আমার পিতা 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করতে পারবে না এবং কাউকে বিয়ে করাতেও পারবে না।^{১৮৪১}

সহীহ।

১৮৪২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ "وَلَا يَخْطُبُ".

صحیح

১৮৪২। 'উসমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতঃপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ বর্ণনায় আরো রয়েছে : 'বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না'।^{১৮৪২}

সহীহ।

১৮৪৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي، مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرَفٍ.

صحیح

১৮৪৩। মায়মূনাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে 'সারিফ' নামক স্থানে বিয়ে করেছেন। তখন আমরা উভয়ে হালাল অবস্থায় ছিলাম।^{১৮৪৩}

সহীহ।

১৮৪৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

صحیح

১৮৪৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় মায়মূনাহ (রা)-কে বিয়ে করেছেন।^{১৮৪৪}

সহীহ।

^{১৮৪১} মুসলিম, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{১৮৪২} মুসলিম, নাসায়ী।

^{১৮৪৩} মুসলিম, তিরমিযী, দারিমী।

^{১৮৪৪} বুখারী, মুসলিম।

১৮৪৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ وَهَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

صحیح مقطوع

১৮৪৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় নাবী ﷺ-এর সাথে মায়মূনাহ (রা)-এর বিয়ে হওয়ার বিষয়ে ইবনু 'আব্বাস (রা) সন্দেহে পড়েছেন।^{১৮৪৫} 'সহীহ মাক্কতু'।

৪১- باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرَمُ مِنَ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ- ৪১ : মুহরিম ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারবে

১৮৪৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرَمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْخِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".

صحیح

১৮৪৬। সালিম (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারবে। তিনি বললেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করতে দোষ নেই, চাই ইহরাম অবস্থায় বা ইহরাম ব্যতিরেকে অথবা হেরেম এলাকায় বা হেরেমের বাইরে হোক। তা হলো : বিছা, কাক, ইঁদুর, চিল ও পাগলা কুকুর।^{১৮৪৬}

সহীহ।

১৮৪৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبُ وَالْخِدَاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".

حسن صحیح

১৮৪৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাপ, বিছা চিল, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর- এ পাঁচ প্রকারের প্রাণী হারাম এলাকায় হত্যা করা জাযিয়।^{১৮৪৭} হাসান সহীহ।

১৮৪৫ ইবনু হাজারের ফাতহুল বারী (৯/৭১)।

১৮৪৬ মুসলিম, নাসায়ী।

১৮৪৭ ইবনু খুযাইমাহ।

১৮৪৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ " الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَوْسِقَةُ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِي " .

ضعيف وقوله : " يرمي الغراب ولا يقتله " منكر // الإرواء (١٠٣٦) ، ضعيف سنن ابن ماجه (٦٦٠) ، وليس في روايته : " يرمي الغراب ولا يقتله " //

১৮৪৮। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারবে। তিনি বললেন : সাপ, বিছা, ইদুর, খ্যাপা কুকুর, চিল এবং হিংস্র জন্তু। আর কাক তাড়িয়ে দিবে, হত্যা করবে না।^{১৮৪৮}

দুর্বল, এবং তার কথা : “কাক তাড়িয়ে দিবে, হত্যা করবে না” এ অংশটুকু মুনকার। ইরওয়া (১০৩৬), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৬৬০), তার বর্ণনায় “কাক তাড়িয়ে দিবে, হত্যা করবে না” কথাটুকু নেই।

৪২- اب لحم الصيد للمحرم

অনুচ্ছেদ- ৪২ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া

১৮৪৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَسْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ الْحَارِثُ، خَلِيفَةَ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْبَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ قَالَ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ لِأَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبْطَ عَنْ يَدِهِ فَقَالُوا لَهُ كُلْ . فَقَالَ أَطْعَمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا فَإِنَّا حُرْمٌ . فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَشُدُ اللَّهَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعٍ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارًا وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ قَالُوا نَعَمْ .

صحیح

১৮৪৯। ইসহাক ইবনু আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আল-হারিস (রা) ছিলেন তায়িফে ‘উসমানের (রা) প্রতিনিধি গভর্ণর। হারিস উসমানের (রা) জন্যে খাবার তৈরী করালেন, তন্মধ্যে হুযাল ও ইয়াকীব পাখির গোশত এবং বন্য গাধার গোশত ছিলো। অতঃপর তিনি ‘আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রা)-কে ডেকে আনতে লোক পাঠান। লোকটি যখন তার (আলীর) কাছে এলো তখন তিনি (আলী) উটের জন্য গাছ থেকে পাতা জড়ো করছিলেন। তিনি হাত থেকে পাতা ঝাড়তে ঝাড়তে দাওয়াতে আসলেন। তারা তাকে বললেন,

^{১৮৪৮} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘এই হাদীসটি হাসান।’ হাদীসের সানাদে ইয়াযীদ বিন আবু যিয়াদ যঈফ।

খাওয়া শুরু করলেন। তিনি বললেন, এটা এমন ব্যক্তিদেরকে খেতে দিন যারা ইহরামমুক্ত। কেননা আমরা মুহরিম। অতঃপর ‘আলী (রা) উপস্থিত আশজা’ গোত্রীয় লোকদেরকে শপথ দিয়ে বলেন, তোমরা কি জানো না, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জংলী গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিলেন, তখন তিনি মুহরিম ছিলেন এবং তিনি তা খেতে চাননি? তারা বললো, হ্যাঁ।^{১৮৪৯}

সহীহ।

১৮৫০ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدِيَ إِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ " إِنَّا حُرْمٌ " . قَالَ نَعَمْ .

صحیح

১৮৫০। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে যায়িদ ইবনু আরকাম! তুমি কি জানো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি শিকারী প্রাণীর এক টুকরা গোশত হাদিয়া দেয়া হলে তিনি সেটা গ্রহণ না করে এই বলে ফেরত পাঠালেন যে, আমরা মুহরিম? তিনি বললেন : হ্যাঁ।^{১৮৫০}

সহীহ।

১৮৫১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَغْنِي الْإِسْكَندَرَانِي الْقَارِي - عَنْ عَمْرِو، عَنْ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدَّ لَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٣٥٢٤) ، المشكاة (٢٧٠٠) ، ضعيف سنن الترمذي (١٤٧) /

(১৫৫)

১৮৫১। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : স্থলভাগের শিকার করা পশুর গোশত তোমাদের জন্য খাওয়া হালাল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তোমরা (ইহরামের অবস্থায়) তা শিকার না করে থাকো কিংবা শুধু তোমাদের জন্যই কেউ শিকার না করে থাকে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, নাবী ﷺ হতে পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত হলে সাহাবীরা যেটা গ্রহণ করেছেন সেটাই প্রাধান্য পাবে।^{১৮৫১}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি’উস সাগীর (৩৫২৪), মিশকাত (২৭০০), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৪৭/৮৫৪)।

১৮৪৯ আহমাদ।

১৮৫০ মুসলিম।

১৮৫১ তিরমিযী, নাসায়ী। সানাদের আবু আবদুর রহমান ইবনু উমার বিন আবু ‘আমর হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নন। যদিও তার থেকে মালিক বর্ণনা করেছেন।

১৪৫২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ قَالَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَازِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُحْمَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ تَعَالَى " .

صحیح

১৮৫২। আবু ক্বাতাদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সফর সঙ্গী ছিলেন। মাক্কাহর কোনো রাস্তা অতিক্রমের সময় তিনি তার কিছু মুহরিম সাথীসহ পেছনে রয়ে যান। তিনি ছিলেন ইহরামমুক্ত। অতঃপর তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়লেন। তাঁর চাবুকটি নীচে পড়ে গেলে তিনি তার সঙ্গীদেরকে তা তুলে দেয়ার অনুরোধ জানালে তারা তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর তার তীরটি তুলে দেয়ার অনুরোধ জানালে তাও দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে তিনি নিজেই তা তুলে নিলেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সাহাবী তার গোশত খেলেন, আর কিছু সাহাবী খেতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মিলিত হলেন, তখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এটা তো খাদ্য, যা মহান আল্লাহ তোমাদেরকে খাইয়েছেন।^{১৮৫২}

সহীহ।

৪৩ - باب في الجرادِ للمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ- ৪৩ : মুহরিম ব্যক্তির পঙ্গপাল শিকার করা প্রসঙ্গে

১৪৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ " .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٢٦٤٧) ، المشكاة (٢٧٠١) ، الإرواء (١٠٣١) //

১৮৫৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : পঙ্গপাল হলো সামুদ্রিক শিকার।^{১৮৫৩}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (২৬৪৭), মিশকাত (২৭০১), ইরওয়া (১০৩১)।

^{১৮৫২} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৫৩} বায়হাকীর সুনানুল কুবরা। সানাদের মায়মুনকে যদিও ইবনু হিব্বান এবং আজালী সিক্বাহ বলেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন : তিনি পরিচিত নন। আল্লামা মুনযিরী ও ইমাম আযদী বলেন : তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। উকায়লী বলেন : তার হাদীস সহীহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে যুআফা গ্রহে উল্লেখ করেছেন।

১৮৫৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ مَنَا يَضْرِبُهُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ " . سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ أَبُو الْمُهَزَّمِ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَهَمَّ .

ضعيف جدا // الإرواء (১০৩১) //

১৮৫৪। আবু হুরাইরা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফড়িংয়ের একটি বিরাট দলের মধ্যে পৌঁছলে জনৈক মুহরিম ব্যক্তি তার চাবুক দিয়ে সেগুলোকে মারতে লাগলো। কেউ বললো, মুহরিমের জন্যে এরূপ করা উচিত নয়। অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-কে তা অবহিত করালে তিনি বলেন : এটা হচ্ছে সামুদ্রিক শিকার।^{১৮৫৪}

খুবই দুর্বল : ইরওয়া (১০৩১)।

(বর্ণনাকারী বলেন), আমি ইমাম আবু দাউদকে বলতে শুনেছি, আবুল মুহাযযিম হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তার বর্ণিত হাদীসদ্বয় সন্দেহযুক্ত।

১৮৫৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ .

ضعيف

১৮৫৫। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফড়িং সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।^{১৮৫৫}

দুর্বল।

৪৪- باب في الفدية

অনুচ্ছেদ- ৪৪ : ফিদয়া (ক্ষতিপূরণ) সম্পর্কে

১৮৫৬ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدِ الطَّحَّانِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحَدْيِيَّةِ فَقَالَ " قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ

^{১৮৫৪} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, আহমাদ। সানাদের আবু মুহাযযিম সম্পর্কে হাফয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : মাতরুক।

^{১৮৫৫} এটি গত হয়েছে হা/১৮৫৩। সানাদের মায়মুনকে যদিও ইবনু হিব্বান এবং আজালী সিকাহ বলেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী বলেন : তিনি পরিচিত নন। আল্লামা মুনিযরী ও ইমাম আযদী বলেন : তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। উকায়লী বলেন : তার হাদীস সহীহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

رَأْسِكَ " . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اَخْلِقْ ثُمَّ اَذْبَحْ شاةً تُسَكَّا أَوْ صُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ " .

صحیح

১৮৫৬। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদয়বিয়ার সময় তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে বললেন : তোমার মাথার উকুন তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নাবী ﷺ বললেন : মাথা মুণ্ডন করে ফেলো, অতঃপর একটি বকরী কুরবানী করো অথবা তিন দিন সওম পালন করো অথবা তিন সা' খেজুর ছয়জন মিসকীনকে বিতরণ করো।^{১৮৫৬}

সহীহ।

১৮৫৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ " إِنْ شِئْتَ فَأَنْتُكَ نَسِيكَةٌ وَإِنْ شِئْتَ فَصُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ " .

صحیح

১৮৫৭। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি চাইলে একটি কুরবানী করো অথবা তিন দিন সওম রাখো অথবা তিন সা' খেজুর ছয়জন মিসকীনকে দান করো।^{১৮৫৭}

সহীহ।

১৮৫৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُنْثَى - عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ " أَمَعَكَ دَمٌ " . قَالَ لَا . قَالَ " فَصُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بَيْنَ كُلِّ مَسْكِينَيْنِ صَاعٌ " .

صحیح

১৮৫৮। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদয়বিয়ার সময় তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তোমার সাথে কুরবানীর পশু আছে কি? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন : তাহলে তিন দিন সওম পালন করো অথবা তিন সা' খেজুর ছয়জন মিসকীনকে বিতরণ করো, যেন প্রত্যেক দু'জন মিসকীন এক সা' করে পায়।^{১৮৫৮}

সহীহ।

^{১৮৫৬} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৫৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{১৮৫৮} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

১৪৫৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، - وَكَانَ قَدْ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ أَدَى فَحَلَقَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُهْدِيَ هَدْيًا بَقَرَةً. **ضعيف وقوله : " بقرة " منكر**

১৮৫৯। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তার মাথায় (উকুনের উপদ্রবের কারণে) কষ্ট হওয়ায় তিনি মাথা মুড়ে ফেলেন। নাবী ﷺ তাকে একটি গরু কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন। ১৮৫৯

দুর্বল, এবং তার 'গরু' কথাটি মুনকার।

১৪৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبَانُ، - يَغْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ أَصَابَنِي هَوَامٌ فِي رَأْسِي وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ } الْآيَةَ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي " اخْلُقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعَمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَيْبٍ أَوْ أَنْسُكَ شَاةً " . فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ .

حسن، لكن ذكر الزيب منكر، و المحفوظ : التمر كما في أحاديث الباب

১৮৬০। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হৃদয়বিয়ার বছরে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ছিলাম। আমার মাথায় উকুনের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলো। এমনকি আমি আমার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে আশংকায় পড়লাম। এ সময় মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : “তবে যে ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার কারণে অথবা মাথায় কোনো প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয়, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার সওম পালন বা ফিদ্যা প্রদান বা কুরবানী করা বিধেয়” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৯৬)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে বললেন : মাথা মুগুন করো এবং তিন দিন সওম পালন করো অথবা এক ফারাক কিশমিশ ছয়জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করো অথবা একটি বকরী কুরবানী করো। কা'ব বলেন, সূতরাং আমি আমার মাথা মুগুন করি এবং কুরবানী করি। ১৮৬০

হাসান। কিন্তু কিশমিশের উল্লেখ মুনকার। মাহফুয হলো : খেজুর।

১৪৬১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ رَأَى " أَيْ ذَلِكَ فَعَلْتُ أَجْزَأَ عَنْكَ " .

১৮৫৯ এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

১৮৬০ এটি গত হয়েছে হা/১৮৫৬।

صحیح

১৮৬১। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে রয়েছে :
তুমি এসবের কোন একটি করলেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।^{১৮৬১}

সহীহ।

৪৫- باب الإحصار

অনুচ্ছেদ- ৪৫ : যদি পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়

১৮৬২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ
حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحُجُّ مِنْ قَابِلٍ ". قَالَ عِكْرِمَةُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ .

صحیح

১৮৬২। 'ইকরিমাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনু 'আমর আল-
আনসারী (রা) -কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কারো চলার পথে পা ভেঙ্গে
যায় বা খোঁড়া হয়ে যায় তবে সে ইহরাম খুলতে পারবে। অবশ্য পরবর্তীতে বছরে তাকে হাজ্জ
করতে হবে। 'ইকরিমাহ (র) বলেন, পরে এ বিষয়ে আমি ইবনু 'আব্বাস ও আবু হুরাইরাহ
(রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তারা উভয়ে বললেন, (হাজ্জাজ) সত্যই বলেছেন।^{১৮৬২}

সহীহ।

১৮৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَسَلَمَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ
كَسِرَ أَوْ عَرَجَ أَوْ مَرَضَ ". فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ .

صحیح

১৮৬৩। আল-হাজ্জাজ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কারো পা ভেঙ্গে
গেলে অথবা খোঁড়া হয়ে গেলে অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হলে..; অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অর্থানুযায়ী
বর্ণিত।^{১৮৬৩}

সহীহ।

^{১৮৬১} দেখুন, হা/১৮৫৬।

^{১৮৬২} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{১৮৬৩} ইবনু মাজাহ।

১৮৬৪ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمَيْرِيَّ، يُحَدِّثُ أَبِي مَيْمُونٍ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصِرِ أَهْلِ الشَّامِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِيَ رِجَالَ مِنْ قَوْمِي يَهْدِي فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ فَتَحَرَّتُ الْهُدَى مَكَانِي ثُمَّ أَخْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَبْدِلِ الْهُدَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهُدَى الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحَدِيثِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ .

ضعيف

১৮৬৪। আবু মায়মুন ইবনু মিহরান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বছর সিরিয়াবাসীরা ইবনু যুবাইর (রা)-কে মাক্কাহয় অবরোধ করেছিলো আমি সেই বছর 'উমরাহ করতে বের হই। আমার কওমের কতিপয় লোক আমার সাথে তাদের কুরবানীর পশুও প্রেরণ করলো। আমি সিরিয়াবাসীদের নিকট পৌঁছলে তারা আমাদেরকে হেরেমের এলাকাতে যেতে নিষেধ করলো। সুতরাং আমি ঐ স্থানেই সাথের পশুগুলি কুরবানী করি এবং ইহরাম খুলে ফিরে আসি। পরের বছর আমি আমার 'উমরাহ পূরণের জন্য রওয়ানা হই এবং ইবনু 'আব্বাস (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে সিরিয়াবাসীরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কুরবানীর পরিবর্তে কুরবানী করো। কেননা হুদাইবিয়ার বছর লোকেরা যে কুরবানী করেছিলো রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে তার পরিবর্তে 'উমরাতুল কাযার সময় কুরবানী করতে আদেশ করেছিলেন।^{১৮৬৪}

দুর্বল।

৬-৬-৬- باب دُخُولِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ- ৪৬ : মাক্কাহয় প্রবেশ করা

১৮৬৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ .

صحيح

১৮৬৫। নাকি' (র) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'উমার (রা) মাক্কাহয় এসে যি-তুয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করতেন এবং গোসল করে পরে দিনের বেলা মাক্কাহয় প্রবেশ করতেন। আর তিনি বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ এরূপই করেছেন।^{১৮৬৫}

সহীহ।

^{১৮৬৪} সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

^{১৮৬৫} বুখারী, মুসলিম।

১৮৬৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا - قَالَا عَنْ يَحْيَى إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ ثَنِيَّةِ الْبَطْحَاءِ - وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى .

صحیح

رَأَى الْبَرْمَكِيُّ يَعْنِي ثَنِيَّتِي مَكَّةَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَثْمٌ .

১৮৬৬। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সানিয়াতুর উলইয়া দিয়ে মাক্কাহয় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়াতুস সুফলা দিয়ে মাক্কাহ হতে বের হতেন।^{১৮৬৬}

সহীহ।

'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর আল-বারমাকীর বর্ণনায় আছে : এ দুটি স্থান মাক্কাহর দু'টি উঁচু টিলা।

১৮৬৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْرَسِ .

صحیح

১৮৬৭। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যুল-হলাইফার বৃক্ষের পথ দিয়ে মাক্কাহ হতে বের হতেন এবং যুল-হলাইফার মু'আররাসের (মাসজিদের) পথে প্রবেশ করতেন।^{১৮৬৭}

সহীহ।

১৮৬৮ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدَى قَالَ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهَا جَمِيعًا وَكَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدَى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ .

صحیح

১৮৬৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের বছর 'কাদা' নামক স্থানে দিয়ে মাক্কাহয় প্রবেশ করেছিলেন এবং 'উমরাহ করার সময় 'কুদা' নামক স্থানের পথে প্রবেশ করেছেন। আর 'উরওয়াহ (র) এ দুটি স্থান দিয়েই মাক্কাহয় প্রবেশ করতেন

^{১৮৬৬} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৬৭} বুখারী, মুসলিম।

এবং অধিকাংশ সময় কুদা নামক স্থান দিয়েই প্রবেশ করতেন, যা তার বাড়ির অধিক নিকটবর্তী ছিলো।^{১৮৬৮}

সহীহ।

১৮৬৯ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَثْنَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .
صحیح

১৮৬৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন মাক্কাহুয় প্রবেশ করার সময় এর উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।^{১৮৬৯}
সহীহ।

৬৭ - باب في رفع اليدين إذا رأى البَيْتَ

অনুচ্ছেদ- ৪৭ : বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে দু'হাত তোলা

১৮৭০ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قُرْعَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمَهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ وَقَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ .
ضعيف // ، المشكاة (٢٥٧٤) ، ضعيف سنن الترمذي (١٥٠ / ٨٦٣) ، ضعيف سنن النسائي (٢٨٩٥ / ١٨٥) //

১৮৭০। আল-মুহাজির আল-মাক্কী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো, যে বায়তুল্লাহ দেখলে দুই হাত উত্তোলন করে। তিনি বলেন, ইয়াহুদী ছাড়া অন্য কাউকে আমি এরূপ করতে দেখিনি। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হাজ্জ করেছি, কিন্তু তিনি এরূপ করেননি।^{১৮৭০}

দুর্বল : মিশকাত (২৫৭৪), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৫০/৮৬৩), যঈফ সুনান নাসায়ী (১৮৫/২৮৯৫)।

১৮৭১ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ مُسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ يَغْنِي يَوْمَ الْفَتْحِ .
صحیح

^{১৮৬৮} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৬৯} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৭০} তিরমিযী, নাসায়ী, দারিমী। সানাদের মুহাজির সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্কুল। আবু হাতিম বলেন : তিনি মশহুর নন। ইমাম খাতাবী বলেন : তাকে সাওরী, ইবনুল মুবারক ও আহমাদ যঈফ বলেছেন। কারণ তাদের নিকট তিনি মাজহুল।

১৮৭১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী ﷺ মাক্কাহয় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সলাত আদায় করলেন।^{১৮৭১}

সহীহ।

১৮৭২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي سَرْجٍ، وَهَاشِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ قَالَ وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ قَالَ هَاشِمٌ فَدَعَا وَحْدَهُ اللَّهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو.

صحیح

১৮৭২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মাদীনাহ থেকে) আগমন করে মাক্কাহয় প্রবেশ করলেন, এরপর 'হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তাতে চুমু খেলেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। অতঃপর সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন এবং সেখান থেকে বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলেই তিনি দুই হাত উত্তোলন করে যতক্ষণ ইচ্ছে মহান আল্লাহর যিকির করলেন এবং দু'আ করলেন। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, এ সময় সিঁড়ির পাথর তাঁর নীচে ছিলো। হাশিম (র) বলেন, সেখানে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁ ইচ্ছামত দু'আ করেন।^{১৮৭২}

সহীহ।

৪৮ - باب في تَقْيِيلِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ- ৪৮ : হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

১৮৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رِبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

صحیح

১৮৭৩। 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তাতে চুমা দিয়ে বললেন, আমি জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র, তোমার মধ্যে উপকার বা ক্ষতি করার কোন

^{১৮৭১} মুসলিম।

^{১৮৭২} ইবনু খুযাইমাহ।

ক্ষমতা নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুমা দিতাম না।^{১৮৭০}

সহীহ।

৬৭- باب استِلام الأركان

অনুচ্ছেদ-৪৯ : রুকনগুলোকে চুম্বন করা

১৮৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا كَيْثُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

صحیح

১৮৭৪। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'টি রুকনে ইয়ামানী ছাড়া বায়তুল্লাহর অন্য কিছুকে স্পর্শ করতে দেখিনি।^{১৮৭৪}

সহীহ।

১৮৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَخْبَرَ بِقَوْلِ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ الْحَجَرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُظَنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأُظَنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتْرُكْ اسْتِلامَهُمَا إِلَّا أَتَيْنَاهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلَا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحَجَرِ إِلَّا لَذَلِكَ .

صحیح

১৮৭৫। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'হাতীমের' কিছু অংশ বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই ইবনু 'উমার (রা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমার বিশ্বাস, এ কথা 'আয়িশাহ (রা) রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজরে আসওয়াদের নিকটস্থ দু'টি (শামী) রুকনে চুমা খাওয়া বর্জন করেছিলেন এজন্য যে, তা ঘরের মূল ভিত্তির অংশ ছিলো না। আর লোকেরাও এ কারণেই হাতীমের পিছন দিয়ে তাওয়াফ করেন।^{১৮৭৫}

সহীহ।

^{১৮৭০} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৭৪} মুসলিম।

^{১৮৭৫} বুখারী, মুসলিম।

১৮৭৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

حسن

১৮৭৬। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক তাওয়াফে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদে চুমা খাওয়া পরিত্যাগ করেননি। তিনি (নাফি') বলেন, তাই ইবনু 'উমার (রা) এরূপ করতেন।^{১৮৭৬}
হাসান।

৫০- باب الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

অনুচ্ছেদ- ৫০ : ফারয তাওয়াফের বর্ণনা

১৮৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِ.

صحيح

১৮৭৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উটে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেছেন এবং লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন।^{১৮৭৭}
সহীহ।

১৮৮৮ - حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو الْيَامِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ لَمَّا أَطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِ فِي يَدِهِ. قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

حسن

১৮৭৮। সাফিয়াহ বিনতু শাইবাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরাপদ হওয়ার পর তাঁর উটে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং তাঁর

^{১৮৭৬} নাসায়ী, আহমাদ।

^{১৮৭৭} বুখারী, মুসলিম।

হাতের লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন। সাফিয়াহ বলেন, আমি এ দৃশ্য তাকিয়ে দেখছিলাম।^{১৮৭৮}

হাসান।

১৮৭৭ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفٍ، - يَعْنِي ابْنَ خَرْبُودَ الْمَكِّيَّ - حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمُحَجِّبِهِ ثُمَّ يَقْبَلُهُ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ.

صحیح

১৮৭৯। আবুত তুফাইল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে তাঁর সওয়ারীতে চড়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার পর তাতে চুমু দিয়েছেন। মুহাম্মদ ইবনু রাফি'র বর্ণনায় রয়েছে : অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ায় যান এবং ন্বীয় বাহনে আরোহীত অবস্থায়ই সাতবার তাওয়াফ (সাই) করেন।^{১৮৭৯}

সহীহ।

১৮৮০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِرَأَاهُ النَّاسَ وَلَيْسَ رَفَّ وَلَيْسَ أَلَوْهُ فَإِنَّ النَّاسَ عَشَوْهُ.

صحیح

১৮৮০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, বিদায় হাজ্জে নাবী ﷺ নিজের বাহনে চড়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাই করেন, যাতে লোকেরা তাঁকে দেখে, তাঁর কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞেস করে নেয়। কারণ লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।^{১৮৮০}

সহীহ।

১৮৮১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمُحَجِّبٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

ضعيف

^{১৮৭৮} ইবনু মাজাহ।

^{১৮৭৯} মুসলিম।

^{১৮৮০} মুসলিম, নাসায়ী।

১৮৮১। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ অবস্থায় মাক্কাহুয় আসেন। এ সময় তিনি তাঁর সাওয়ারীতে চড়ে তাওয়াফ করেন। তিনি রুকনের নিকট আসলে লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন। তাওয়াফ শেষ করার পর তিনি উটকে বসিয়ে দেন এবং দুই রাক'আত সলাত আদায় করেন।^{১৮৮১}

দুর্বল।

১৮৮২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ " طَوِّفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " . قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِ { الطَّوْرِ } * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ { .
صحیح

১৮৮২। নাবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আমার অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন, তুমি সওয়ারীতে চড়ে লোকদের পেছনে থেকে তাওয়াফ করবে। তিনি বলেন, আমি একরূপেই তাওয়াফ করি। আর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর এক পাশে সলাত আদায় করছিলেন এবং তিনি “ওয়াত-তুরি ওয়া কিতাবিম মাসতুর” সূরাটি পাঠ করছিলেন।^{১৮৮২}

সহীহ।

৫১- باب الإِضْطِباعِ فِي الطَّوَّافِ

অনুচ্ছেদ-৫১ : তাওয়াফের সময় কাঁধের উপর চাদর রাখা

১৮৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ .
حسن

১৮৮৩। ইয়া'লা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সবুজ রঙের একখানা চাদর বগলের নীচ থেকে নিয়ে কাঁধের উপর রাখা অবস্থায় (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেছেন।^{১৮৮৩}

হাসান।

^{১৮৮১} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ। কিন্তু সানাদের ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন : 'তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।' তার স্মরণশক্তি মন্দ। হাদীসে وَهُوَ يَسْتَكِي কথাটি মুনকার।

^{১৮৮২} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৮৩} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

১৮৮৪ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْذَيْتَهُمْ تَحْتَ آبَائِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيَسْرَى .

صحیح

১৮৮৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁ সাহাবীগণ আল-জিহ'ররানা নামক স্থান হতে 'উমরাহর ইহরাম বাঁধেন এবং তাঁরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় রমল করেন (দ্রুতপদে হাঁটেন)। এ সময় তাঁরা নিজেদের চাদর বগলের নীচে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দেন।^{১৮৮৪}

সহীহ।

৫২- باب في الرَّمَلِ

অনুচ্ছেদ- ৫২ : 'রমল' করার পদ্ধতি

১৮৮৫ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْغَنَوِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ . قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا . قُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَّبُوا قَالَ صَدَقُوا قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَّبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّ فُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ دَعَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّعْفِ . فَلَمَّا صَلَّاهُ عَلَى أَنْ يَحْيُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيَقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمَشْرُكُونَ مِنْ قَبْلِ فُعَيْفَعَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ "ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا" . وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ . قُلْتُ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا . قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَّبُوا قَالَ صَدَقُوا قَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَذَّبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يُدْفَعُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ .

صحیح

১৮৮৫। আবুত তুফাইল (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা)-কে বললাম, আপনার সম্প্রদায়ের ধারণা, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় দ্রুতপদে হেঁটেছেন এবং এরূপ করা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে।

^{১৮৮৪} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

আমি বললাম, তারা কি সত্য বলেছে এবং কি মিথ্যা বলেছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'রমল' করেছেন, এ কথা সত্য কিন্তু একে সুন্নাত বলা মিথ্যা। হুদায়বিয়ার সময় কুরাইশগণ মুসলিমদেরকে তিরস্কারস্বরূপ বলেছিলো যে, মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সাথীদের এভাবেই থাকতে দাও। এমনকি তারা উট ও বকরীর মত মৃত্যুবরণ করে নিঃশেষ হবে। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সন্ধি চুক্তি করলো, মুসলিমরা আগামী বছর এসে মাক্কাহয় তিন দিন অবস্থান করবে। সুতরাং পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন। মুশরিকরা 'কুয়াইকিয়ান পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো (মুসলিমদের অবস্থান লক্ষ্য করতে)। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন যে, তাওয়াফের মধ্যে তিনবার রমল করো। সুতরাং তারা তাই করলেন। এরূপ করা মূলতঃ সুন্নাত নয়। আমি আবার বললাম, আপনার শ্রদ্ধাযের ধারণা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে চড়েই সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাদ্দি) করেছেন, আর এরূপ নাকি সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্যও বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে। আমি বললাম, তারা কি সত্য বলেছে এবং কি মিথ্যা বলেছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে সওয়ারী হয়ে সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাদ্দি) করেছেন, তাদের এ কথা সত্য। কিন্তু এটাকে সুন্নাত বলা মিথ্যা। প্রকৃত ব্যাপার হলো, তখন লোকদের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে সরানো যেতো না এবং তিনিও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারতেন না। সুতরাং তিনি উটে আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ (সাদ্দি) করেছেন, যাতে প্রতিটি লোক তাঁর কথা শুনতে পায়, তাঁকে সরাসরি দেখতে পায় এবং তাদের হাত তাঁর শরীরে না লাগে।^{১৮৮৫}

সহীহ।

১৮৮৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَّتَهُمْ حُمَى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمَشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَّتَهُمُ الْحُمَى وَلَقُوا مِنْهَا سَرًّا فَأَطْلَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى مَا قَالُوهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْسُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَى قَدْ وَهَّتَهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ إِلَّا إِنْقَاءَ عَلَيْهِمْ .

صحیح

১৮৮৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন অবস্থায় মাক্কাহয় এলেন যে, ইয়াসরিবের ভাইরাস জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিলো। মুশরিকরা বললো, তোমাদের কাছে এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ভাইরাস জ্বর দুর্বল করেছে। কাজেই এখন তারা (মুসলিমরা) বিপদগ্রস্থ। মহান আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে মুশরিকদের কথাগুলো জানিয়ে দিলেন। তাই তিনি মুসলিমদেরকে তাওয়াফের সময় তিন চক্করে রমল করতে এবং উভয় রুকন (ইয়ামানী ও হাতীম)-এর মাঝে স্বাভাবিক গতিতে চলার নির্দেশ দিলেন।

^{১৮৮৫} মুসলিম, আহমাদ।

মুশরিকরা যখন দেখলো যে, মুসলিমগণ ‘রমল’ করছেন তখন তারা বলাবলি করলো, এরাই তো তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা মন্তব্য করেছিলে যে, ইয়াসরিবের ভাইরাস জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে! অথচ এরা তো আমাদের চাইতেও শক্তিশালী। ইবনু ‘আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তাদেরকে (মুসলিমদের) সমস্ত চক্রে ‘রমল’ করতে নির্দেশ দেননি।^{১৮৮৬}

সহীহ।

১৮৮৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ فِيهِمَ الرَّمْلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاقِبِ، وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَتَقَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ مَعَ ذَلِكَ لَا تَدْعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

حسن صحيح

১৮৮৭। যায়িদ ইবনু আসলাম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রমল করা এবং কাঁধ খোলা রাখা এখন তেমন গুরুত্ববহ নয়। কেননা মহান আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী ও শক্তিশালী করেছেন এবং কুফর ও কাফির দুটোই নির্মূল করেছেন। তথাপি আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে যে কাজ করেছি তা কখনো বর্জন করবো না।^{১৮৮৭}

হাসান সহীহ।

১৮৮৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمَى الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ".

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٢٠٥٦) ، المشكاة (٢٦٢٤) ، ضعيف سنن الترمذي (١٥٤) //

(٩١٠) //

১৮৮৮। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মূলতঃ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়েছে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।^{১৮৮৮}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি‘উস সাগীর (২০৫৬), মিশকাত (২৬২৪), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৫৪/৯১০)।

^{১৮৮৬} বুখারী, মুসলিম।

^{১৮৮৭} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৮৮৮} তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : ‘সানাদ সহীহ।’ কিন্তু সানাদের উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ সম্পর্কে হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : ‘তিনি শক্তিশালী নন।’ উবাইদুল্লাহ হাদীসের সানাদে ইয়তিরাব করেছেন। কখনো এটিকে মারফু আবার কখনো মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আজরী বলেন : তার হাদীসসমূহ মুনকার।

১৮৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِي وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ تَقُولُ قُرَيْشُ كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَتْ سُنَّةً .

صحیح

১৮৮৯। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ স্বীয় বগলের নীচ দিয়ে চাদর নিয়ে কাঁধের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়েছেন, তাকবীর বলেছেন অতঃপর তিন চক্রে রমল করেছেন। তাঁরা যখন রুকনে ইয়ামানীর কাছে পৌছতেন এবং কুরাইশদের চোখের আড়াল হতেন, তখন স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতেন। আর যখন তাদের সম্মুখে এসে যেতেন তখন আবার রমল করতেন। তাঁদেরকে দেখে কুরাইশরা বলতো, ওরা যেন হরিণ। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, ফলে রমল করা সুন্নাতে পরিণত হয়।^{১৮৮৯}

সহীহ।

১৮৯০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا .

صحیح

১৮৯০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ আল-জিঈররানা নামক স্থান হতে ইহরাম বেঁধে 'উমরাহ করেছেন এবং বায়তুল্লাহর তিন চক্রে রমল এবং চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটেছেন।^{১৮৯০}

সহীহ।

১৮৯১ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ بْنُ أَحْضَرَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ .

صحیح

১৮৯১। নাবী (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'উমার (রা) হাজরে আসওয়াদ হতে আরম্ভ করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করতেন এবং তিনি উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।^{১৮৯১}

সহীহ।

^{১৮৮৯} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৮৯০} পূর্বেরটি দেখুন।

^{১৮৯১} মুসলিম।

৫৩- باب الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ- ৫৩ : তাওয়াফকালে দু'আ পাঠ করা

১৮৯২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا يَبْنِي الرُّكْنَيْنِ { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } .

حسن

১৮৯২। আবদুল্লাহ ইবনুস সাযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুই রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি : “হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দিন, আখিরাতের কল্যাণ দিন এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে রক্ষা করুন” (সূরাহ আল- বাক্বারাহ : ২০১) ১৮৯২

হাসান।

১৮৯৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمِشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ .

صحيح

১৯৯৩। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহয় আসার পর হাজ্জ ও ‘উমরাহর জন্য সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করেছিলেন, তার প্রথম তিন চক্রে রমল করেছেন এবং বাকী চার চক্রে ধীরগতিতে চলেছেন, তারপর দুই রাক‘আত সলাত আদায় করেছেন। ১৯৯৩

সহীহ।

৫৪- باب الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ- ৫৪ : আসর সলাতের পর তাওয়াফ করা

১৮৯৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَالْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَتْلُو بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ " لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ هَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَى سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " . قَالَ الْفَضْلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا " .

صحيح

১৮৯২ নাসায়ী, বায়হাক্বী, ইবনু খুযাইমাহ।

১৮৯৩ বুখারী, মুসলিম।

১৮৯৪। জুবাইর ইবনু মুত্ত্ব'ইম (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কাউকে রাত বা দিনের যে কোনো সময়ে এই ঘরের তাওয়াফ করতে ও সলাত আদায় করতে বাধা দিবে না। আল-ফাদলের বর্ণনায় রয়েছে : হে 'আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা কাউকে বাধা দিবে না।^{১৮৯৪}

সহীহ।

৫৫- باب طَوَافِ الْقَارِنِ

অনুচ্ছেদ- ৫৫ : কিরান হাজ্জকারীর তাওয়াফের বর্ণনা

১৮৯৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.

صحیح

১৮৯৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নাবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে একবারই তাওয়াফ করেছেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথমবারের তাওয়াফ।^{১৮৯৫}

সহীহ।

১৮৯৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوْا الْجُمْرَةَ.

صحیح، و هو طرف من حديثها المتقدم (۱۷۸۱)

১৮৯৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। (বিদায় হাজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থাকা সাহাবীগণ জামরায় কংকর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তাওয়াফ করেননি।^{১৮৯৬}

সহীহ।

১৮৯৭ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّنُ، أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا " طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ . وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

صحیح

১৮৯৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে বলেছেন : বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে তোমার তাওয়াফ তোমার হাজ্জ ও 'উমরার জন্য যথেষ্ট। ইমাম শাফিঈ (র)

^{১৮৯৪} নাসায়ী, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{১৮৯৫} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : জাবিরের হাদীসটি হাসান।

^{১৮৯৬} বুখারী, মুসলিম।

বলেন : সুফিয়ান কখনো ‘আত্বা (র) হতে ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে, আবার কখনো ‘আত্বা (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ ‘আয়িশাহ (রা)- কে এরূপ বলেছেন।^{১৮৯৭}
সহীহ।

৫৬- باب الملتزم

অনুচ্ছেদ-৫৬ : ‘মুলতায়াম’ (কা‘বার দরজা হতে হাতীম পর্যন্ত
মধ্যবর্তী স্থানকে জড়িয়ে ধরা)

১৭৭৭৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قُلْتُ لِأَبْنَسِ بْنِ يَابِي - وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ - فَلَا نَظْرَانَ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحُطَيْمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطُهُمْ .
ضعيف

১৮৯৮। ‘আবদুর রহমান ইবনু সাফওয়ান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাক্কাহ বিজয় করলেন তখন আমি (মনে মনে) বললাম, আমি আমার পোশাক পরবো, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কাজ করেন তাও দেখবো। আমার ঘরও ছিলো পথের পাশেই। সুতরাং আমি চলে গেলাম এবং আমি নাবী ﷺ- কে দেখলাম, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ কা‘বা ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে, তার দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত চুমু খেয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের গাল ও চোয়াল রেখেছেন কা‘বা ঘরের উপর। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাঝখানে ছিলেন।^{১৮৯৮}

দুর্বল।

১৭৭৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْمُنْثَى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ أَلَا تَتَعَوَّذُ . قَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ . ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحُجْرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَ يَدَيْهِ بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .
ضعيف

১৮৯৯। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা)-এর সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করি। আমরা যখন

^{১৮৯৭} মুসলিম, আহমাদ।

^{১৮৯৮} আহমাদ। সানাদের ইয়াযীদ বিন আবু যিয়াদের স্মরণশক্তি খারাপ। ইমাম বায়হাকী ও আল্লামা মুনিযীরী বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

কা'বার পিছনে যাই তখন আমি বলি, আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছেন না কেন? তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি সম্মুখে গিয়ে হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন, রুকনে ইয়ামানী এবং দরজার মাঝখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন, তার বুক, চেহারা, উভয় বাহু এবং হাতের তালু স্থাপন করে তা বিছিয়ে রাখলেন। এই বলে তিনি দুই হাত প্রসারিত করে দেখালেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একরূপ করতে দেখেছি।^{১৮৯৯}

দুর্বল।

১৭০০ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ الْمُخَزُومِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيَقِيمُهُ عِنْدَ الشَّقَةِ الثَّلَاثَةِ يَمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ يَمَّا يَلِي الْبَابَ فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أُتَيْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مَا هُنَا فَيَقُولُ "نَعَمْ". فَيَقُومُ فَيُصَلِّي.

ضعيف // ضعيف سنن النسائي (٢٩١٨ / ١٨٨) //

১৯০০। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনুস সাযিব (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনু আব্বাস (রা) এর (দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার পর) হাত ধরে নিয়ে যেতেন এবং বায়তুল্লাহর দরজা সংলগ্ন রুকনের সাথে মিলিত তৃতীয় অংশে দাঁড় করিয়ে দিতেন। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর ইবনু আব্বাস (রা) সেখানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন।^{১৯০০}

দুর্বল : যঈফ সুনান নাসায়ী (১৮৮/২৯১৮)।

৫৭- باب أمر الصفا والمروة

অনুচ্ছেদ- ৫৭ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাক্ষি) করা

১৭০১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنِّ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِنَّ . قَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا إِنَّمَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ

^{১৮৯৯} ইবনু মাজাহ। সানাদে মুসান্না ইবনু সাব্বাহ যঈফ। হাফিয বলেন : তিনি যঈফ, শেষ বয়সে হাদীসে সংমিশ্রণ করতেন। ইমাম বায়হাক্বী বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। শায়খ আলবানী বলেন : তবে রুকনে ইয়ামানী ও দরজার মাঝখানে লেগে থাকা অংশটুকু প্রমাণিত আছে।

^{১৯০০} নাসায়ী। সানাদে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন সাযিব অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী ও মুনিযীরী তাকে মাজহুল বলেছেন।

الآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهْلُونَ لِمَنَاءَ وَكَانَتْ مَنَاءُ حَذَوُ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } .

صحیح

১৯০১। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা)-কে আমার ছেলে বেলায় জিজ্ঞেস করলাম, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? “নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।” আমি মনে করি, কেউ এই দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ (সাক্ষি) না করলে তার কোন গুনাহ হবে না। 'আয়িশাহ (রা) বললেন, 'কখনো নয়, তুমি এ আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করলে তা ঠিক হলে আয়াতটি হতো এরূপ : “তার কোনো গুনাহ নেই যদি সে এই দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ না করে।” মূলতঃ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আনসারদের সম্পর্কে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা 'মানাত' মূর্তির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো। আর এ মানাত মূর্তি 'কুদাইদ' পাহাড় বরাবরে অবস্থিত ছিলো। সুতরাং তারা সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাক্ষি) করাকে আপত্তিকর ভাবতো। ইসলাম গ্রহণের পর এ বিষয়ে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলো। তখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : “নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৫৮)।^{১৯০১}

সহীহ।

১৯০২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا .

صحیح

১৯০২। 'আবদুল্লাহ ইবন আবু 'আওফা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরাহ করতে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। কাফিরদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষার্থে এ সময় তার সাথে তাঁর রক্ষীবাহিনী সাহাবীরা ছিলেন। কেউ 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন কিনা? তিনি বললেন, না।^{১৯০২}

সহীহ।

১৯০১ বুখারী, মুসলিম।

১৯০২ বুখারী, মুসলিম।

১৭০৩ - حَدَّثَنَا نَعِيمُ بْنُ الْمُتَصِّرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَهَذَا الْحَدِيثَ زَادَ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ .

صحیح ، دون الحلق

১৯০৩। ইসমাইল ইবনু আবু খালিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু 'আওফা হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনেছি। এতে আরো রয়েছে : অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ায় এসে এর মাঝে সাতবার সাঈ করেন, অতঃপর মাথা মুগুন করেন।^{১৯০৩}

সহীহ। তবে মুগুন কথাটি বাদে।

১৭০৪ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُهَانَ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ إِنْ أَمْشَيْ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى وَأَنَا سَيِّحٌ كَبِيرٌ .

صحیح

১৯০৪। কাসীর উবনু জুমহান (র) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝখানে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু 'আবদুর রহমান! আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি সাফা-মারওয়ার মাঝে স্বাভাবিক গতিতে চলছেন, অথচ অন্য লোকেরা দৌড়াচ্ছে। তিনি বললেন, যদি আমি হাঁটি তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এখানে হাঁটিতে দেখেছি। আর যদি আমি দৌড়াই (সাঈ করি), তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এখানে দৌড়াতেও দেখেছি। আর এখন তো আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি।^{১৯০৪}

সহীহ।

৫৪ - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ- ৫৮ : নাবী ﷺ-এর বিদায় হাজ্জের বিবরণ

১৭০৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَلْيَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيِّانِ، - وَرَبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ . فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَتَرَاعَ زَرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زَرِّي

^{১৯০৩} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৯০৪} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ . فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ . فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِي ثَوْبًا مُلَفَّقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا فَصَلَّى بِنَا وَرَدَّأُوهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ . فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا . ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَخُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ " اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَخْرِمِي " . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ . قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَاهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّوْحِيدِ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ " . وَاهْلَ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهْلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيسَهُ . قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنُوي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ سُلَيْمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَبِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفا قَرَأَ { إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } " تَبَدُّأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . فَبَدَأَ بِالصَّفا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهُ وَوَحَّدهُ وَقَالَ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدهُ أَنْجَزَ وَعدهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحدهُ " . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى

إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمُرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمُرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمُرْوَةِ قَالَ " إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ وَاجْعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ". فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّروا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَقَامَ سُرَاقَهُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَيْدِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعُهُ فِي الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ". هَكَذَا مَرَّتَيْنِ " لَا بَلْ لَا بَلْ أَبَدٌ لَا بَلْ لَا بَلْ أَبَدٌ أَبَدٌ ". قَالَ وَقَدِمَ عَلَيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنَ الْيَمَنِ بَيْدَنُ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاسْتَحَلَّتْ فَأَنْكَرَ عَلَيَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا فَقَالَتْ أَبِي . فَكَانَ عَلَيَّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي صَنَعْتَهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرْتُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا . فَقَالَ " صَدَقْتَ صَدَقْتَ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ". قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلُ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحْلِلْ ". قَالَ وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّروا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى أَهْلُوا بِالْحَجِّ فَكَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنَى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقَبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعَرٍ فَضَرِبَتْ بِنَمْرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمَزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ فَتَزَلَّ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَكَرَبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا دَمٌ ". قَالَ عُثْمَانُ " دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ " دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ". وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَيْتِ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هَذِيلٌ " وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ

وَأَوَّلُ رَبِّا أَصْعُهُ رَبَّانَا رَبَّا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ .

قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِحُهَا إِلَى النَّاسِ " اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ " . ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنُ نَاقَتِهِ الْقُصُوءَ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةُ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَتَّى لِلْقُصُوءِ الزَّمَامَ حَتَّى إِنْ رَأَسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى " السَّكِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ " . كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَضَعَدَ حَتَّى أَتَى الْمَزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ - قَالَ عُثْمَانُ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوا - ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ - قَالَ سُلَيْمَانُ بِنْدَاءً وَإِقَامَةً ثُمَّ اتَّفَقُوا - ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَ حَتَّى أَتَى الْمُشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَفِيَ عَلَيْهِ قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ زَادَ عُثْمَانُ وَوَحْدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّ الظُّعْنُ يُجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسَّرًا فَحَرَكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى الْجُمَرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجُمَرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ بُكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذَفِ فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ -

يَقُولُ مَا بَقِيَ - وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَبُغِلَتْ فِي قَدْرِ فَطَبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا
وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهَرَ ثُمَّ أَتَى
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ " انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَعْلِبُكُمْ النَّاسُ
عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ " . فَنَاقَوْهُ دَلُّوا فَشَرِبَ مِنْهُ .

صحیح

১৯০৫। জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (র) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) এর নিকট যাই। আমরা তার নিকটবর্তী হলে তিনি (অন্ধ হওয়ার কারণে) আগন্তুকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং এক পর্যায়ে আমার কাছাকাছি এলে আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু হুসাইন ইবনু 'আলী (রা)। আমার কথা শুনে তিনি আমার মাথার দিকে হাত বাড়ান, আমার জামার উপরের ও নিচের বোতাম খুলে তার হাতের তালু আমার বুকের উপর রাখলেন। তখন আমি ছিলাম যুবক। তিনি বললেন, মারহাবা! মোবারক হোক তোমার আগমন, স্বাগতম হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যা ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে পারো। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি ছিলেন অন্ধ। সলাতের সময় উপস্থিত হলে তিনি কাপড় পেঁচিয়ে নিজের জায়নামাযের উপর সলাতে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার কাপড় ছোট হওয়ায় তিনি যখনই তা কাঁধের উপর রাখছিলেন তখনই এর দু' পাশ তার দিকে ফিরে আসছিলো। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন, অথচ তার (বড়) চাদরটি আলনার উপর রক্ষিত ছিলো। আমি বললাম, আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাজ্জ সম্বন্ধে বলুন। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে নয় সংখ্যাটির কথা বললেন, অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় বছর মাদীনাহয় ছিলেন, এ সময় একবারও হাজ্জ করেননি। অতঃপর দশম বছরে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জ করবেন। ফলে অসংখ্য লোক মাদীনাহয় আসলো এবং প্রত্যেকেই চাইলো যে, তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসরণ করবে এবং তিনি যেসব কাজ করেন তারাও তাই করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলে আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হই। 'যুল-হুলাইফা' পর্যন্ত পৌঁছলে আসমা' বিনতু উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনু আবু বাকরকে প্রসব করেন। কাজেই তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে লোক মারফত জানতে চাইলেন, এখন আমার কি করণীয়? তিনি বললেন : তুমি গোসল করে (লজ্জাস্থানে) কাপড় বেঁধে ইহরাম বেঁধে নাও। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে সলাত আদায় করেন, অতঃপর উষ্ট্রী 'কাসওয়া'র উপর চড়েন। উষ্ট্রীটি যখন আল-বায়দা' উপত্যকায় দাঁড়ালো তখন জাবির (রা) বলেন, তাঁর সম্মুখে আমার চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দেখতে পেলাম শুধু আরোহী ও পদাতিক জনসমুদ্র, তাঁর ডানে, বামে এবং পিছনে সর্বত্রই একই অবস্থা। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন এবং তখন তাঁর ওপর আহকাম সম্বলিত কুরআনের আয়াত নাযিল হচ্ছিল আর তিনিই এর ব্যাখ্যা জানতেন। তিনি যা কিছু করতেন আমরাও অনুরূপ করতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে ইহরাম বেঁধে উচ্চস্বরে পড়লেন : "লাব্বায়িক আল্লাহুমা লাব্বায়িক। লা শারীকা লাকা লাব্বায়িক

ইল্লাল- হামদা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল-মুলক লা শারীকা লাকা”। তিনি যেভাবে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়েছেন, লোকেরাও সেভাবে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়লো। তাদের কোনো কাজকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকৃতি দেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা শুধু হাজ্জের নিয়্যাত করেছিলাম। ‘উমরা’ সম্পর্কে আমরা জানতাম না। পরে আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহয় এসে পৌঁছলে তিনি রুকন অর্থাৎ হাজ্জের আসওয়াদে চুমু খেলেন এবং তিনবার রমল এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে (তাওয়াফ) সম্পন্ন করলেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হয়ে পড়লেনঃ “এবং ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে তোমরা সলাতের স্থানরূপে নির্ধারণ করো” (সূরাহ আল- বাক্বারাহ : ১২৫) এবং তিনি মাকামে ইবরাহীম ও বায়তুল্লাহকে সামনে রাখলেন। জা‘ফর ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, ইবনু নুফাইল এবং ‘উসমান বলেছেন, আমার মনে হয়, এ কথাটি নাবী ﷺ বলেছেন। সুলাইমান বলেন, আমার ধারণা, জাবির বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক‘আত সলাত ‘কুল হুআল্লাহ আহাদ’ এবং ‘কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন’ দিয়ে পড়েছেন। আবার তিনি বায়তুল্লাহর নিকট গিয়ে রুকনে (হাজ্জের আসওয়াদ) চুমু খেলেন। অতঃপর (বায়তুল্লাহর) দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন। তিনি সা‘ফার কাছে গিয়ে পাঠ করলেন : “নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৫৯)। সুতরাং আমরা সেখান থেকে সাঈ শুরু করবো আল্লাহ যেখান থেকে শুরু করেছেন (অর্থাৎ প্রথমে সাফা হতে এবং পরে মারওয়া হতে) এ বলে তিনি সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। সেখান থেকে বায়তুল্লাহ দেখে তাকবীর বললেন এবং তাঁর তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে বললেন : “তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁর। তিনিই জীবন-মৃত্যু দানকারী। তিনিই সকল প্রশংসার প্রকৃত হকদার এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একাই তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল (বিদ্রোহী) বাহিনীকে বিতাড়িত ও পরাভূত করেছেন”।

তিনি এর মধ্যে অনুরূপ তিনবার দু‘আ করলেন। অতঃপর সেখান থেকে নেমে মারওয়ায় গেলেন, তাঁর পদদ্বয় নিম্নভূমি স্পর্শ করলো, তিনি সমতল ভূমিতে রমল করলেন। সমতল ভূমি অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ের নিকটে এসে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেন। তারপর মারওয়া পাহাড়ে উঠে তাই করলেন যেরূপ করেছিলেন সাফা পাহাড়ে। পরে মারওয়ার সর্বশেষ তাওয়াফ সম্পন্ন করে বললেন : আমি যা পরে জেনিনি তা যদি আগে জানতাম তাহলে কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না এবং (হাজ্জের) ইহরামকে ‘উমরাহয় পরিণত করতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের সাথ কুরবানীর পশু নেই, তারা যেন ‘উমরাহ করার পর ইহরাম খুলে ফেলে এবং (তাওয়াফ, সাঈ ইত্যাদিকে) ‘উমরাহর কাজ হিসেবে করে নেয়। ফলে নাবী ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো তারা ব্যতীত সকল লোক তাদের ইহরাম খুলে মাথার চুল ছেঁটে ফেললো। এ সময় সুরাক্বাহ ইবনু জ‘শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ কি শুধু আমাদের এ বছরের জন্য প্রযোজ্য, নাকি সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাতের

আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন : ‘উমরাহ হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এভাবে তিনি দু’বার বললেন, সর্বকালের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় ‘আলী (রা) নাবী ﷺ এর কুরবানীর পশু নিয়ে ইয়ামান থেকে এলেন। তিনি দেখলেন, ফাতিমাহ (রা) ইহরাম খুলে রঙ্গিন পোশাক পরে সুরমা লাগিয়েছেন। ‘আলী (রা) এটা অপছন্দ করে বললেন, তোমাকে এরূপ করতে কে বলেছে? তিনি বললেন, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় ‘আলী (রা) ইরাকে একথা বলেছেন, আমি ফাতিমাহর কৃতকর্মের জন্য রাগ করে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট গিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলাম। আমি তাঁকে জানালাম, আমি ফাতিমাহর এ কাজ অপছন্দ করেছি এবং সে বলেছে, আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। তিনি আমার কথা শুনে বললেনঃ সে সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। (হে আলী!) তুমি হাজ্জ ও ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধার সময় কি বলেছিলে? তিনি বলেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন, আমার ইহরামও অনুরূপ। তিনি বললেন : আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। সুতরাং (আমার মত) তুমিও ইহরাম খুলে হালাল হতে পারবে না। অপরদিকে ‘আলী (রা) এর ইয়ামান থেকে নিয়ে আসা কুরবানীর পশু এবং মাদীনাহ থেকে নাবী ﷺ এর নিয়ে আসা কুরবানীর পশু, এগুলোর মোট সংখ্যা ছিলো একশ’টি। নাবী ﷺ এবং তাঁর ঐসব সাহাবী যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো তারা ব্যতীত সকলেই ইহরাম খুলে হালাল হয়ে মাথার চুল খাট করলো। বর্ণনাকারী বলেন, তারা যখন (অষ্টম তারিখ) তারবিয়ার দিনে মিনা দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তারা হাজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে চড়লেন এবং মিনায় পৌঁছে আমাদেরকে যুহর, ‘আসর, মাগরিব, ‘ইশা এবং ফাজর, মোট পাঁচ ওয়াক্ত সলাত সেখানে আদায় করলেন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর জন্য একখানা পশমের তাঁবু টানাতে নির্দেশ দিলেন এবং ‘নামিরা’ নামক স্থানে তা টানান হলো নাবী ﷺ সেখানে গেলেন। যাতে কুরাইশদের এরূপ সংশয় না করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাশ‘আরুল হারামের নিকটবর্তী মুযদালিফায় অবস্থান করবেন, যেরূপ কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আরাফাতে আসলেন। এখানে এ দেখলেন ‘নামিরা’ তাঁর জন্য তাঁবু টানান হয়েছে। পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত তিনি ঐ তাঁবুতে অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্য ঢলে পড়লে তিনি ‘কাসওয়া’ উষ্ট্রটি উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। তা আনা হলে তিনি তাতে চড়ে বাতনুল ওয়াদীতে আসলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন : নিশ্চয় তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (পরস্পরের জন্য) আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের মতই সম্মানিত। সাবধান! জাহিলী যুগের সমস্ত কাজ ও প্রথা আমার দুই পায়ের নিচে পতিত হলো। জাহিলী যুগের রক্তের সকল দাবি বাতিল। আমি সর্বপ্রথম আমাদের (বনী হাশিমের) রক্তের দাবি পরিত্যাগ করলাম। বর্ণনাকারী ‘উসমানের বর্ণনায় রয়েছে : আমি ইবনু রবী‘আহর রক্তের দাবি আর সুলইমানের বর্ণনায় রয়েছে : আমি রবী‘আহ ইবনু হারিস ইবনু ‘আবদুল মুভালিবের রক্তের দাবি পরিত্যাগ করলাম। আর রবী‘আহ সা‘দ গোত্রের দুগ্ধপুষ্য থাকাকালীন হযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিলো। জাহিলী যুগের সুদও বাতিল

হলো। আমি সর্বপ্রথম ‘আব্বাস ইবনু ‘আবদুল মুত্তালিবের সুদের দাবি পরিহার করলাম। তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হলো। তোমরা নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদেরও অধিকার আছে, তারা যেন তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে তোমার ঘরে স্থান না দেয়। তারা এরূপ করলে তাদেরকে খুবই হালকা মারধর করো। তাদের ভরণ-পোষনের দায়িত্বও তোমাদের উপর। তোমরা তা স্বাভাবিকভাবে আদায় করবে। সর্বোপরি আমি তোমাদের মধ্যে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব। (ক্বিয়ামাতের দিন) তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিবো, আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন, আপনার আমানতের হক্ আদায় করেছেন এবং ভালো কাজের উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে তর্জনী তুলে ধরেন এবং মানুষের প্রতি ইঙ্গিত করে (তিনবার) বললেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

অতঃপর বিলাল (রা) আযান অতঃপর ইক্বামাত দিলেন। তিনি যুহরের সলাত আদায় করলেন, পুনরায় ইক্বামাত দিলে ‘আসরের সলাত আদায় করলেন। কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অন্য (নফল) সলাত পড়েননি। অতঃপর তিনি কাসওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করে আরারফাতে অবস্থানের স্থানে এলেন এবং কাসওয়া উষ্ট্রীকে ‘জাবালে রহআতের’ পাদদেশে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে তিনি পাহাড়কে সামনে রেখে ক্বিবলাহুমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য ডুবে আকাশের লালিমা কিছুটা মুছে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। সূর্যের লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি ‘উসামাকে তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে রওয়ানা হলেন এবং উষ্ট্রীর লাগাম শক্ত করে ধরলেন, ফলে উটের মাথা হাওদার সম্মুখভাগের সাথে ছুটতে লাগলো। এ সময় তিনি ডান হাতের ইশারায় বলতে লাগলেন : ধীরস্থিরভাবে পথ চলো, হে লোকেরা, ধীরস্থিরভাবে চলো, হে লোকজন! তিনি কোনো বালির টিলার নিকট এলে উষ্ট্রীর লাগাম সামান্য টিলা করতেন যাতে তা সহজে টিলায় উঠে সামনে অগ্রসর হতে পারে। অবশেষে তিনি ‘মুযদালিফায়’ উপস্থিত হলেন। এখানে এসে এক আযান ও দুই ইক্বামাতে মাগরিব ও ‘ইশার সলাত একত্রে আদায় করেন। এ দুই সলাতের মাঝখানে তিনি অন্য কোনো (নফল) সলাত পড়েননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করেন। ফাজরের সময় হলে তিনি ফাজরের সলাত আদায় করেন। তিনি এ সলাত আদায় করেছেন এক আযান ও এক ইক্বামাতে।

অতঃপর তিনি কাসওয়া উষ্ট্রীর উপর চড়ে মাশ‘আরুল হারামে এসে তার উপর উঠেন। তারপর তিনি ক্বিবলাহকে সামনে রেখে মহান আল্লাহর প্রশংসা, তাকবীর এবং তাহলীল পাঠ করেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদেরও ঘোষণা করেন এবং তিনি ভোর হওয়া পর্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদল ইবনু ‘আব্বাস (রা)-কে তাঁর বাহনের পেছনে বসিয়ে রওয়ানা হলেন। ফাদল ছিলেন কালো চুল ও সুন্দর চেহারার অধিকারী

যুবক। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চলার পথে জন্তুযানের অবস্থানকারী একদল মহিলাও তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। আর ফাদল বারবার তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদলের মুখের উপর হাত রাখলেন। ফাদল অন্যদিকে ঘুরে তাদের দিকে দেখছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদলের মুখের উপর হাত দিয়ে তা অন্যদিকে ফিরালেন। এবার তিনি ‘মুহাসসার’ নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং তিনি উষ্ট্রিকে কিছুটা দ্রুত চালালেন। অতঃপর এখান থেকে রওয়ানা হয়ে জামরাতুল কুবরার দিকের মধ্যবর্তী পথ ধরে চললেন এবং সেখানে বৃক্ষের নিকটবর্তী জামরায় এসে উপস্থিত হয়ে তাতে সাতটি কংকর মারলেন আর প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বললেন। কংকরগুলো ছিলো পাথরের ক্ষুদ্র টুকরার মতো এবং তা সমতল ভূমি থেকে নিক্ষেপ করেছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পশু কুরবানীর স্থানে উপস্থিত হলেন এবং নিজ হাতে তেষটিটি উট কুরবানী করলেন। অতঃপর ‘আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি অবশিষ্টগুলো যাবাহ করলেন। তিনি ‘আলী (রা)-কে তাঁর কুরবানীতে অংশীদারও করেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেকটি যাবাহকৃত পশু হতে এক টুকরা করে গোশত তাঁকে দেয়ার আদেশ করলেন। সুতরাং তা নিয়ে একটি হাড়িতে পাকানো হলো। তাঁরা দু’জনেই এ গোশত খেলেন এবং এর ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উষ্ট্রিতে চড়ে খুব তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহয় উপস্থিত হলেন। তিনি মাঝাহয় এসেই যুহরের সলাত আদায় করলেন। পরে তিনি বনী ‘আবদুল মুত্তালিবের নিকট গেলেন। এ সময় তারা (লোকদের) যমযমের পানি পান করাচ্ছিলো। তিনি তাদেরকে বললেন : হে বনী ‘আবদুল মুত্তালিব! পানি উত্তোলন করতে থাকো। লোকদের অত্যাধিক ভিড় হওয়ার আশংকা যদি না থাকতো তাহলে আমিও তোমাদের সাথে পানি উত্তোলনে অংশগ্রহণ করতাম। এরপর লোকেরা তাঁকে পানির বালতি সরবরাহ করলে তিনি ﷺ তা থেকে পান করেন।^{১৯০৫}

সহীহ।

১৯০৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَغْنِيٍّ ابْنُ بِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، - الْمُعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا.

صحيح، م عن جابر و هو الصواب و هو الذي قبله (١٩٠٥)

^{১৯০৫} মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী, ইবনু খুযাইমাহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَسَنَّهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَافَقَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ .

ضعيف

১৯০৬। জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ আরাফাহর ময়দানে এক আযান ও দুই ইক্বামাতে যুহর ও 'আসরের সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু এ দুই সলাতের মধ্যখানে কোনো তাসবীহ পড়েননি। অনুরূপভাবে তিনি মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইক্বামাতে মাগরিব ও 'ইশার সলাত আদায় করেছেন এবং দুই সলাতের মাঝখানে কোন তাসবীহ পড়েননি।^{১৯০৬}

সহীহ : মুসলিম, জাবির সূত্রে। এটাই সঠিক। এর পূর্বের ১৯০৫ নং হাদীস।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, জাবির হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : “অতঃপর নাবী ﷺ মাগরিব ও 'ইশা এক আযান ও এক ইক্বামাতে আদায় করেছেন”।

দুর্বল।

১৯০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قَدْ نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَى كُلِّهَا مَنَحَرٌ " . وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ " قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةَ كُلِّهَا مَوْقِفٌ " . وَوَقَفَ فِي الْمَزْدَلِفَةِ فَقَالَ " قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَمِزْدَلِفَةَ كُلِّهَا مَوْقِفٌ " .

صحیح

১৯০৭। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ বলেছেন : আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি। আর মিনার পুরো এলাকাই কুরবানীর স্থান। তিনি আরাফাহর এক স্থানে অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন : আমি এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর আরাফাহর সম্পূর্ণ এলাকাই অবস্থানের স্থান। তিনি মুযদালিফার এক স্থানে অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন : আমি এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর মুযদালিফার পুরো এলাকাই অবস্থানের স্থান।^{১৯০৭}

সহীহ।

১৯০৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ زَادَ " فَأَنَحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ " .

صحیح

১৯০৮। জা'ফর (র) হতে একই সানাদে বর্ণিত। এতে আরো আছে : সুতরাং তোমরা নিজ নিজ অবস্থান স্থলে কুরবানী করো।^{১৯০৮}

সহীহ।

১৯০৬ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

১৯০৭ মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

১৯০৮ মুসলিম।

১৭০৭ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ قَوْلِهِ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } قَالَ فَقَرَأَ فِيهَا بِالتَّوْحِيدِ وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَقَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْكُوفَةِ قَالَ أَبِي هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ فَذَهَبْتُ مُحَرَّشًا . وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

صحیح

১৯০৯। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার হাদীসে একথাও রয়েছে : “আর তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে দাঁড়াবার স্থানকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো”। জা'ফর ইবনু মুহম্মাদ বলেন, নাবী ﷺ এ স্থানে সলাত আদায়কালে সূরাহ ইখলাস ও সূরাহ কাফিরুন পাঠ করেছেন।^{১৯০৯}

সহীহ।

باب الْوُفُوفِ بِعَرَفَةَ - ৫৯

অনুচ্ছেদ- ৫৯ : ‘আরাফাহ ময়দানে অবস্থান সম্পর্কে

১৭১০ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، عَنْ أَبِي مُعَلُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ قَرِيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقْفُونَ بِالْمَزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقْفُونَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهٖ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ } .

صحیح

১৯১০। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা এবং তাদের ধর্মের অনুসারীরা মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং নিজেদের এরূপ আচরণকে বীরত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করতো। অথচ আরবের অন্যান্য লোকেরা আরাফাহয় অবস্থান করতো। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর মহান আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে আরাফাহয় গমনের ও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী : “তোমরাও সেখান থেকে ফিরে যাও যেখান থেকে অন্যান্য লোক ফিরে আসে।”^{১৯১০}

সহীহ।

^{১৯০৯} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{১৯১০} বুখারী, মুসলিম।

৬০- باب الخُروجِ إِلَى مِنَى

অনুচ্ছেদ- ৬০ : মিনায় গমন প্রসঙ্গ

১৯১১ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَابِ الضَّبِّيِّ، حَدَّثَنَا عَمَارُ بْنُ رَزَيْقٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنَى .

صحیح

১৯১১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তারবিয়ার দিনে যুহরের সলাত এবং আরাফাহর দিনে ফাজরের সলাত মিনাতেই পড়েছেন।^{১৯১১}

সহীহ।

১৯১২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَسَّ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ، عَقَلْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ بِمِنَى . قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفَرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ

صحیح

১৯১২। 'আবদুল 'আযীয ইবনু রুফায়্য (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা)-কে বললাম, আপনি আমাকে এমন কিছু জানান যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে স্মরণ রেখেছেন। তারবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনাতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন 'আসরের সলাত কোথায় পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আল-আবতাহ উপত্যকায়। অতঃপর বললেন, তোমাদের আমীরগণ যে রূপ করেন তোমরাও অনুরূপ করো।^{১৯১২}

সহীহ।

৬১- باب الخُروجِ إِلَى عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ- ৬১ : আরাফাহ ময়দানে গমন

১৯১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ غَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِنَى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمٍ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَتَزَلَّ

^{১৯১১} তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৯১২} বুখারী, মুসলিম।

بَنِمْرَةَ وَهِيَ مَنَزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بَعْرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُهْجَرًا
فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ .
حسن

১৯১৩। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাহর দিন ভোরে ফাজ্রের সলাত আদায় করেই (মিনা হতে) রওয়ানা করে আরাফাহতে এসে পৌঁছে 'নামিরাহ' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এটা আরাফাহর সেই স্থান যেখানে ইমাম (আরাফাহর দিন) অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর যুহর সলাতের ওয়াক্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাড়াতাড়ি সলাতের জন্য রওয়ানা হলেন এবং যুহর ও 'আসরের সলাত একত্রে আদায় করে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, তাম্বুকের সেখান থেকে প্রস্থান করে আরাফাহর ময়দানের অবস্থান স্থলে অবস্থান গ্রহণ করেন।^{১৯১৩}

হাসান।

৬২- باب الرَّوَّاحِ إِلَى عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬২ : 'আরাফাহু অভিমুখে রওয়ানা হওয়া

১৯১৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ لَمَّا أَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ آيَةُ سَاعَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرُوحُ فِي هَذَا
الْيَوْمِ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا . فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ قَالُوا لَمْ تَرِغِ الشَّمْسُ . قَالَ أَرَاغَتْ قَالُوا لَمْ
تَرِغْ - أَوْ رَاغَتْ - قَالَ فَلَمَّا قَالُوا قَدْ رَاغَتْ . ازْتَحَلَّ .

حسن

১৯১৪। সাঈদ ইবনু হাসসান হতে ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যে বছরে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-কে শহীদ করলো, তখন হাজ্জাজ ইবনু 'উমার (রা) এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলো যে, আজকের এই (আরাফাহর) দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সময় আরাফাহর দিকে রওয়ানা করেছেন? তিনি বললেন, যাত্রার সময় হলে রওয়ানা করবো। অতঃপর ইবনু 'উমার (রা) যখন রওয়ানা করার ইচ্ছা করলেন, তখন লোকেরা তাকে বললো, এখনো সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েনি। অতঃপর ইবনু 'উমার আবার জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য ঢলে পড়েছে কি? তার সাথীরা বললো, এখনো ঢলে পড়েনি। সাঈদ বলেন, যখন তার সাথীরা বললো, এখন সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়েছে, তখন তিনি রওয়ানা হলেন।^{১৯১৪}

হাসান।

^{১৯১৩} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৯১৪} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৬৩- باب الخطبة على المنبر بعرفة

অনুচ্ছেদ-৬৩ : আরাফাহ ময়দানে খুত্ববাহ

১৭১০ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ .

ضعيف

১১১৫। দামরাহ গোত্রীয় জৈনিক ব্যক্তি হতে তার পিতা অথবা চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরাফাহর ময়দানে মিম্বারের উপর (খুত্ববাহ দিতে) দেখেছি।^{১১১৫}

দুর্বল।

১৭১৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ بَيْبُطٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْحَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، يُبَيْطُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ .

صحيح

১১১৬। নুবাইত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে আরাফাহর ময়দানে একটি লাল রংয়ের উষ্ট্রের উপর সওয়ার অবস্থায় খুত্ববাহ দিতে দেখেছেন।^{১১১৬}

সহীহ।

১৭১৭ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ، - قَالَ هَنَادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرٍو، - قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْعَدَاءِ بْنِ هُوْدَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٍ فِي الرِّكَائِيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْعَلَاءِ عَنْ وَكِيعٍ كَمَا قَالَ هَنَادٌ .

صحيح

১১১৭। খালিদ ইবনুল 'আদাআ ইবনু হাওয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরাফাহর দিন একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তার দুই পাদানীতে পা রেখে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি।^{১১১৭}

সহীহ।

১১১৫ আহমাদ।

১১১৬ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী।

১১১৭ বুখারী, আহমাদ।

১৭১৮ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُجِيدِ أَبُو عَمْرٍو، عَنِ

الْعَدَاءِ، بِمَعْنَاهُ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

১৯১৮। আবু 'আমর 'আবদুল মাজীদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আল-আদাআ ইবনু খালিদ (রা) হতে এই সানায়ে পূর্বোক্ত হাদীসটির ভাবার্থে বর্ণনা করেছেন।^{১৯১৮}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৬৫- باب مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৪ : আরাফাহয় অবস্থানের জায়গা

১৭১৯ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، - يَغْنِي ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ أَتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ عَمْرُو عَنْ الْإِمَامِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ " قِفُوا عَلَى مَسَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ " .

صحيح

১৯১৯। ইয়াযীদ ইবনু শাইবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু মিরবা' আল-আনসারী (রা) আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা আরাফাহর এই স্থানে অবস্থান করছিলাম। আমরা বলেন, তাদের অবস্থান স্থলটি ইমামের হতে কিছু দূরে ছিলো। তিনি এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন দূত। তিনি তোমাদের জন্য ফরমান দিয়েছেন, তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে অবস্থান গ্রহণ করো। কারণ তোমরা ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারী ও বংশধর।^{১৯১৯}

সহীহ।

৬৫- باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ- ৬৫ : আরাফাহ হতে প্রত্যাবর্তন

১৭২০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَزِيدٍ، حَدَّثَنَا

عَمِيْدَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، - الْمُعْنَى - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَفَاضَ

^{১৯১৮} আহমাদ।

^{১৯১৯} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيْفُهُ أُسَامَةُ وَقَالَ " أَتَيْهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيْحَافِ الْحَيْلِ وَالْإِيْلِ ". قَالَ فَمَا رَأَيْتَهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا . زَادَ وَهَبٌ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ . وَقَالَ " أَتَيْهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيْحَافِ الْحَيْلِ وَالْإِيْلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ". قَالَ فَمَا رَأَيْتَهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنَى .

صحیح

১৯২০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ধীরস্থিরভাবে প্রশান্ত অবস্থায় আরাফাহ হতে ফিরে আসেন। তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসা ছিলেন 'উসামাহ (রা)। তিনি লোকদেরকে বললেন : হে লোক সকল! ধীরস্থিরভাবে চলো! কেননা ঘোড়া ও উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঘোড়া ও উটগুলোকে তাদের দুই হাত (অর্থাৎ সামনের দুই পা) তুলে দ্রুত চলতে দেখিনি। এভাবে তিনি মুযদালিফায় আসলেন। ওয়াহব ইবনু বাযানের বর্ণনায় রয়েছে : পথিমধ্যে তিনি ফাদল ইবনু 'আব্বাস (রা)- কে সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। এখানেও তিনি বললেন : হে লোকেরা! ঘোড়া ও উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কাজেই তোমরা ধীরস্থিরভাবে চলো। বর্ণনাকারী বলেন, এখানেও আমি পশুগুলোকে তাদের হাত (পা) তুলে দ্রুত চলতে দেখিনি। এভাবেই তিনি মিনায় পৌছেন।^{১৯২০}

সহীহ।

১৯২১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زُهَيْرٍ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ، فَعَلْتُمْ - أَوْ صَنَعْتُمْ - عَشِيَّةَ رَدَفَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جِئْنَا الشَّعْبَ الَّذِي يُبَيْخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمُعَرَّسِ فَأَنَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ - وَمَا قَالَ زُهَيْرٌ أَهْرَاقَ الْمَاءِ - ثُمَّ دَعَا بِالْوُضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ . قَالَ " الصَّلَاةُ أَمَامَكَ " . قَالَ فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاحَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ . زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصَبَحْتُمْ قَالَ رَدَفَهُ الْفَضْلُ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سَبَاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رَجُلٍ .

صحیح

^{১৯২০} বুখারী, নাসায়ী, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

১৯২১। কুরাইব (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, যে দিন সন্ধ্যায় আপনি রাসূলুল্লাহর ﷺ পেছনে আরোহণ করে ফিরছিলেন, তখন আপনারা কি করেছিলেন? তিনি বললেন, আমরা ঐ পাহাড়ী পথে যাই যেখানে রাত যাপনের জন্য লোকেরা অবতরণ করে। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উষ্ট্রী বসিয়ে পেশাব করলেন। বর্ণনাকারী এখানে পানি প্রবাহের কথা বলেননি। অতঃপর উয়ুর পানি চাইলেন, তিনি হালকাভাবে উয়ু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সলাত আদায় করবেন? তিনি বললেন : সলাত সামনে গিয়ে (পড়বো)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সওয়ারীতে চড়ে মুযদালিফায় আসেন এবং ইক্বামাত হলে মাগরিবের সলাত আদায় করেন। এদিকে লোকেরা উটের পিঠ থেকে মালপত্র না নামিয়েই তাদের উটগুলো নিজ নিজ তাঁবুতে বসিয়ে দিলেন। এরপর ইক্বামাত দিয়ে 'ইশার সলাত আদায় করলেন। অতঃপর লোকেরা তাদের উটের পিঠের মালপত্র নামালো। মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর তার হাদীসে বৃদ্ধি করেছেন যে, আমি (কুরাইব) জিজ্ঞেস করলাম, পরবর্তী সকালে আপনারা কি করেছেন? উসামাহ বলেন, আজ ফাদল তাঁর বাহনের পেছনে চড়লেন এবং আমি কুরাইশদের অগ্রগামী দলটির সাথে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম।^{১৯২১}

সহীহ।

১৯২২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ ثُمَّ أَرْدَفَ أَسَامَةَ فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى نَاقَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ الْإِبِلَ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ "السَّكِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ" . وَدَفَعَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ .

حسن دون قوله : " لا يلتفت " و المحفوظ : " يلتفت " و صححه الترمذي

১৯২২। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি উসামাহকে বাহনের পেছনে বসিয়ে মধ্যম গতিতে উষ্ট্রী চালিয়ে গেলেন। এ সময় লোকেরা তাদের উটকে ডানে-বামে মারধর করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দিকে ভ্রক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন : শান্ত গতিতে চলো হে লোকেরা! অতঃপর সূর্য ডুবার পরই তিনি আরাফাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।^{১৯২২}

হাসান, তার এ কথাটি বাদে : 'তিনি ভ্রক্ষেপ করলেন না।' মাহফূয হলো : তিনি লক্ষ্য করলেন।' ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।

^{১৯২১} বুখারী, মুসলিম।

^{১৯২২} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

১৭২৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَتَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجَوْهَةً نَصَّ . قَالَ هِشَامُ النَّصُّ فَوْقَ الْعَتَقِ .

صحیح

১৯২৩। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ (র) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামাহর (রা) কাছে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জে কিভাবে পথ চলেছেন সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যম গতিতেই চলেছেন। তিনি প্রশস্ত পথে উপনীত হলে একটু দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। হিশাম (র) বলেন, এরূপ গতিকে 'আন-নাচ্ছ' 'আনাকু বলে।^{১৯২৩}

সহীহ।

১৭২৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ، قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

حسن صحيح

১৯২৪। উসামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর বাহনের পেছনে ছিলাম। যখন সূর্য অস্ত গেলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফাত থেকে রওয়ানা হলেন।^{১৯২৪}

হাসান সহীহ।

১৭২৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الْوُضُوءَ قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ . فَقَالَ " الصَّلَاةُ أَمَامَكَ " . فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمَزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

صحیح

১৯২৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা)- এর মুক্তদাস কুরাই (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাহ হতে রওয়ানা করলেন। তিনি পাহাড়ী পথে পৌছে পেশাব করার পর হালকা উষু করলেন, পূর্ণাঙ্গ উষু করলেন না।

^{১৯২৩} বুখারী, মুসলিম।

^{১৯২৪} আহমাদ।

উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি সলাত আদায় করবেন? তিনি বললেন, আরো সামনে এগিয়ে সলাত আদায় করবো। তিনি পুনরায় বাহনে চড়লেন এবং মুযদালিফায় এসে বাহন থেকে নেমে উত্তমরূপে উযু করলেন। তারপর সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে তিনি মাগরিবের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সকল লোক নিজ নিজ স্থানে নিজেদের উট বসালো। অতঃপর 'ইশার সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে তিনি 'ইশার সলাত পড়লেন, কিন্তু এ দুই সলাতের মাঝখানে আর কোনো সলাত পড়েননি।^{১৯২৫}

সহীহ।

৬৬- باب الصَّلَاةِ بِجَمْعٍ

অনুচ্ছেদ-৬৬ : মুযদালিফায় সলাত আদায়

১৯২৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمَرْذَلَةِ جَمِيعًا.

صحیح

১৯২৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব এবং 'ইশার সলাত একত্রে আদায় করেছেন।^{১৯২৬}

সহীহ।

১৯২৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ بِإِقَامَةِ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكَيْفَ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ.

(رواية وكيع) صحیح

১৯২৭। আয-যুহরী (র) হতে তার নিজস্ব সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক সলাতের জন্য পৃথক ইক্বামাত দ্বারা উভয় সলাত একত্রে আদায় করেছেন। আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র) বলেছেন, প্রতিটি সলাত আদায় করেছেন এক ইক্বামাতে।^{১৯২৭}

ওয়াকী'র বর্ণনাটি সহীহ।

১৯২৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، - الْمُعْنَى - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِي الْأُولَى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى آثَرٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. قَالَ مُحَمَّدٌ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

صحیح خ دون قوله : " لم يناد " و هو الصواب

^{১৯২৫} বুখারী, মুসলিম।

^{১৯২৬} বুখারী, মুসলিম।

^{১৯২৭} বুখারী, নাসায়ী, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

১৯২৮। আহমাদ ইবনু হাম্বালের (র) সানাদ দ্বারা আয যুহরী (র) হতে হাম্মাদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। বর্ণনাকারী ‘উসমান ইবনু ‘উমার বলেছেন, প্রত্যেক সলাতের জন্য এক ইক্বামাত দিয়ে এবং প্রথম সলাতে আযান দেয়া হয়নি। আর এ উভয় সলাতের কোনটির পরে অন্য কোনো সলাত আদায় করেননি। মাখলাদ (র) বলেন, উভয় সলাতের কোনটির জন্য আযান দেননি।^{১৯২৮}

সহীহ : তার এ কথাটি বাদে : “আযান দেয়া হয়নি...”। এটাই সঠিক।

১৯২৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّى مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .
صحيح بزيادة : " لكل صلاة " كما في الذي قبله (١٩٢٨)

১৯২৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মালিক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘উমারের (রা) সাথে মাগরিবের তিন এবং ‘ইশার দুই রাক‘আত সলাত আদায় করেছি। মালিক ইবনুল হারিস (র) তাকে বললেন, এ আবার কেমন সলাত? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আমি এ দুটি সলাত এই স্থানে এক ইক্বামাতে আদায় করেছি।^{১৯২৯}

সহীহ “প্রত্যেক সলাত” অতিরিক্তসহ। যেমন পূর্বের হাদীসে রয়েছে।

১৯৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَا صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمَرْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ .
صحيح ، بالزيادة المذكورة آنفا

১৯৩০। সাঈত ইবনু যুবাইর ও ‘আবদুল্লাহ ইবনু মালিক (র) সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেছেন, আমরা ইবনু ‘উমারের (রা) সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও ‘ইশার সলাত এক ইক্বামাতে আদায় করেছি। অতঃপর ইবনু কাসীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।^{১৯৩০}

সহীহ “প্রত্যেক সলাত” অতিরিক্তসহ।

১৯৩১ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ أَفْضَنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَانْتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ .
صحيح ، لكن قوله : " بإقامة واحدة " شاذ إلا أن يزداد " لكل صلاة " كما تقدم

^{১৯২৮} বুখারী, নাসায়ী, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৯২৯} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : সুফিয়ানের হাদীসটি সহীহ হাসান। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৯৩০} এর পূর্বের হাদীসদ্বয় দেখুন।

১৯৩১। সাঈদ উবনু জুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনু 'উমারের (রা)-সাথে আরাফাহ হতে ফিরে যখন মুযদালিফায় আসলাম তখন তিনি এক ইক্বামাতে মাগরিব ও 'ইশার সলাত যথাক্রমে তিন ও দুই রাক'আত পড়ালেন। সলাত শেষে ইবনু 'উমার (রা) আমাদেরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ স্থানে এভাবেই সলাত পড়িয়েছেন।^{১৯৩১}

সহীহ। কিন্তু "প্রত্যেক সলাতের জন্য 'কথাটি বৃদ্ধি না করে "এক ইক্বামাতে" বলাটা শায। যেমন গত হয়েছে।

১৯৩২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ، قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا وَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ .
صحيح ، وفيه الشذوذ المذكور في الذي قبله (١٩٣١)

১৯৩২। সালামাহ ইবনু কুহাইল (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনু জুবাইর (র)-কে দেখেছি, তিনি মুযদালিফায় ইক্বামাত দিয়ে মাগরিবের তিন রাক'আত এবং 'ইশার দুই রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-কে এ স্থানে এমনটি করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এখানে একরূপ করতে দেখেছি।^{১৯৩২}

সহীহ। তবে এতে শুযুয বিদ্যমান। যা ১৯৩১ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

১৯৩৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَافَاتٍ إِلَى الْمَزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتَرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكَّدًا .

صحيح ، لكن قوله : " فقال : الصلاة " شاذ و المحفوظ : " فأقام " كما في الحديثين (١٩٢٧) و (١٩٢٨)

১৯৩৩। আশ'আস ইবনু সুলাইম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমারের (রা) সাথে আরাফাহ হতে মুযদালিফা পর্যন্ত আসি। মুযদালিফায় আসা পর্যন্ত তিনি তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করেছেন। এরপর তিনি আযান ও ইক্বামাত দেন অথবা এক ব্যক্তিকে নির্দেশ করলে সে আযান ও ইক্বামাত দিলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে মাগরিবের তিন রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, সলাত। অতঃপর

^{১৯৩১} মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আহমাদ।

^{১৯৩২} মুসলিম, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

আমাদেরকে নিয়ে তিনি দুই রাক'আত 'ইশার সলাত আদায় করলেন। এরপর রাতের খাবার আনতে বললেন। বর্ণনাকারী আশ'আস বলেন, 'ইলাজ ইবনু 'আমর, ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে আমার পিতা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে ইবনু 'উমার (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে এভাবেই সলাত আদায় করেছি।^{১৯৩৩}

সহীহ। তবে তার কথা : “তিনি বললেন, সলাত”- এটি শায। মাহফূয হচ্ছে : “অতঃপর ইক্বামাত দিলেন।” যেমন পূর্বের ১৯২৭ ও ১৯২৮ নং হাদীসদ্বয়ে রয়েছে।

১৭৩৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زَيْدٍ، وَأَبَا، عَوَانَةَ وَأَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لَوْفَتَهَا إِلَّا بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَفْتِهَا.

صحیح

১৯৩৪। ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইশা ও মাগরিবের সলাতকে মুযদালিফায় একত্রে আদায় করা এবং পরের দিন ফাজ্রের সলাত ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করে নেয়া, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই দুই সলাত ছাড়া কোন সলাত ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করতে দেখিনি।^{১৯৩৪}

সহীহ।

১৭৩৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - وَوَقَفَ عَلَى قَرْحٍ فَقَالَ " هَذَا قَرْحٌ وَهُوَ الْمُوقِفُ وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ "

حسن صحیح

১৯৩৫। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মুযদালিফায় রাত যাপনের পর সকালে 'কুযাহ' পাহাড়ে অবস্থান করেন এবং বললেনঃ এটি 'কুযাহ' এবং এটাই অবস্থানস্থল। মুযদালিফার গোটা এলাকাই অবস্থানের স্থান। (তারপর মিনায় এসে বললেন) আমি এ স্থানে

^{১৯৩৩} বায়হাক্বী।

^{১৯৩৪} বুখারী, মুসলিম।

কুরবানী করেছি। মিনার পুরো এলাকাই কুরবানী স্থান। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে কুরবানী করো।^{১৯৩৫}

হাসান সহীহ।

১৯৩৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَتَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ " .
صحيح، مضى (١٩٠٧ و ١٩٠٨)

১৯৩৬। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : আমি আরাফাহর এ স্থানে অবস্থান করেছি। কিন্তু পুরো আরাফাহই অবস্থানের স্থান। আর আমি মুযদালিফার এ স্থানে অবস্থান করেছি। তবে মুযদালিফার পুরো এলাকাটিই অবস্থান স্থল। আমি মিনার এ স্থানে কুরবানী করেছি। মিনার পুরো এলাকাই কুরবানীর স্থান। কাজেই তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে কুরবানী করো।^{১৯৩৬}

সহীহ। এটি গত হয়েছে (হা/১৯০৭ ও ১৯০৮)

১৯৩৭ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فَجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ " .

حسن صحيح

১৯৩৭। 'আত্বা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরাফাহর পুরো এলাকাই অবস্থানের জায়গা। মিনার সম্পূর্ণ এলাকা কুরবানীর স্থান এবং মুযদালিফার বিস্তৃত এলাকা অবস্থানের স্থান এবং মাক্কাহর প্রতিটি অলি-গলি চলাচলের পথ এবং কুরবানীর স্থান।^{১৯৩৭}

হাসান সহীহ।

১৯৩৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوْا الشَّمْسَ عَلَى بَيْتٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .

صحيح

^{১৯৩৫} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : আলীর হাদীসটি হাসান সহীহ।

আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৯৩৬} মুসলিম, ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাকী।

^{১৯৩৭} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, মালিক, দারিমী।

১৯৩৮। ‘আমর ইবনু মায়মুন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, জাহিলী যুগের লোকেরা (মুযদালিফা থেকে) সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা হতো না। কিন্তু নাবী ﷺ তাদের বিপরীত করেছেন। তিনি সূর্য উঠার পূর্বেই রওয়ানা করেছেন।^{১৯৩৮} সহীহ।

৬৭- باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

অনুচ্ছেদ- ৬৭ : মুযদালিফা থেকে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা

১৯৩৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ، قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَزْدَلِفَةَ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ .

صحیح

১৯৩৯। ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু ইয়াযীদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনু ‘আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের যেসব দুর্বল লোককে মুযদালিফার রাতে আগেই প্রেরণ করেছিলেন, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম।^{১৯৩৯} সহীহ।

১৯৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَيْيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَزْدَلِفَةَ أَغْلِيَمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمَرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ "أُبَيِّنِي لَا تَرْمُوا الْجُمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّطُّحُ الضَّرْبُ اللَّيْنُ .

صحیح

১৯৪০। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী ‘আবদুল মুত্তালিবের অল্প বয়স্কদেরকে মুযদালিফার রাতে গাধার পিঠে চড়িয়ে আগেভাগেই (মিনায়) পাঠান এবং তিনি আমাদের উরুতে হালকা আঘাত করে বলেন : হে আমার প্রিয় সন্তান! সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা জামরায় কংকর মারবে না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ‘আল- লাতহ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃদু আঘাত করা।^{১৯৪০}

সহীহ।

^{১৯৩৮} বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{১৯৩৯} বুখারী, মুসলিম।

^{১৯৪০} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ দুর্বল ইনকিতা হওয়ার কারণে। হাসান বসরী ও ইবনু আব্বাসের মাঝে। আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

১৭৪১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمْرَةُ الرَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِعَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ بِعَنِي لَا يَزِيمُونَ الْجُمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

صحيح

১৯৪১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে রাতের অন্ধকারেই মিনায় প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরায় কংকর নিক্ষেপ না করে।^{১৯৪১}

সহীহ।

১৭৪২৪ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الصَّحَّاحِ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجُمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - تَعْنِي - عِنْدَهَا .

ضعيف

১৯৪২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কুরবানীর রাতেই উম্মু সালামাহ (রা)-কে মিনায় প্রেরণ করেন এবং তিনি ফাজরের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি (বায়তুল্লাহ) যিয়ারাতে গিয়ে 'তাওয়াফে ইফাদা' সম্পন্ন করেন। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, ঐ দিনটি ছিলো এমন দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন তার কাছে অবস্থান করবেন।^{১৯৪২}

দুর্বল।

১৭৪৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهَا رَمَتْ الْجُمْرَةَ قُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجُمْرَةَ بِلَيْلٍ . قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحيح

^{১৯৪১} নাসায়ী।

^{১৯৪২} বায়হাকী। সানাদে যাহ্যাক বিন উসমান সম্পর্কে হাফিয় আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : সত্যবাদী তবে সন্দেহভাজন। ইবনুল কাইয়িম বলেন : হাদীসটি মুনকার। অনুরূপ বলেছেন ইমাম আহমাদ ও অন্যরা। ইমাম যাহাবী তাকে যুআফা ওয়াল মাতরুকীন কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

১৯৪৩। আসমা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর মেরেছেন। বর্ণনাকারী বললেন, আমরা রাতেই জামরায় কংকর মেরেছি। আসমা (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে এরূপ করেছি।^{১৯৪৩}

সহীহ।

১৯৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ. صحيح

১৯৪৪। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়দালিফা হতে শান্তভাবে রওয়ানা হলেন এবং লোকদেরকে ছোট কংকর মারার নির্দেশ দিলেন। তিনি দ্রুত গতিতে মুহাসসির উপত্যকা অতিক্রম করেন।^{১৯৪৪}

সহীহ।

৬৮ - باب يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ- ৬৮ : বড় হাজ্জের দিন

১৯৪৫ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْغَزَارِ - حَدَّثَنَا نَافِعٌ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمْرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ " أَيُّ يَوْمٍ هَذَا . قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ . قَالَ " هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ " .

صحيح

১৯৪৫। ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (জিলহাজ্জের ১০ তারিখ) নহরের দিন তিনটি জামরার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জিঞ্জেস করেন : এটি কোন দিন? লোকেরা বললো, আজ কুরবানীর দিন। তিনি বললেন : আজ হাজ্জের বড় দিন।^{১৯৪৫}

সহীহ।

১৯৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ

الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَدُّ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنَى أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ غُرَبَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ

صحيح.

^{১৯৪৩} নাসায়ী।

^{১৯৪৪} মুসলিম সংক্ষেপে, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{১৯৪৫} বুখারী, ইবনু মাজাহ।

১৯৪৬। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) নহরের দিন আমাকে এরূপ ঘোষণা দিতে পাঠালেন যে, 'এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।' আর এই কুরবানীর দিনই হচ্ছে হাজ্জে আকবার এবং হাজ্জে আকবার হলো হাজ্জ।^{১৯৪৬}

সহীহ।

৬৭- باب الأشهر الحرم

অনুচ্ছেদ- ৬৯ : হারাম (সম্মানিত) মাসসমূহ

১৯৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ " إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ " .

صحیح

১৯৪৭। আবু বাকরাহ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেন : মহান আল্লাহ যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কালচক্র একইভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বার মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এ চারটি মাসের মধ্যে যুল-কা'দাহ, যুল-হিজ্জা ও মুহাররম এ তিনটি মাস পরপর রয়েছে। চতুর্থ মাসটি হলো রজবে মুদার, যা জুমাদা ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাস।^{১৯৪৭}

সহীহ।

১৯৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قِيَّاضٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَأَهُ ابْنُ عَوْنٍ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

لم أجده في الصحيح و لا في الضعيف

১৯৪৮। আবু বাকরাহ (রা) নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, যদিও পূর্বের হাদীসে 'ইবনু আবু বাকরাহ বলা হয়েছে' তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এ হাদীসে ইবনু 'আওন তার নাম উল্লেখ করেছেন 'আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরাহ'।^{১৯৪৮}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

^{১৯৪৬} বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী।

^{১৯৪৭} বুখারী, মুসলিম।

^{১৯৪৮} ডক্টর সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ বলেন : এর সানাদ সহীহ।

৭০- باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ- ৭০ : যে ব্যক্তি (নয় তারিখে) আরাফাহুয় উপস্থিত হতে পারেনি

১৭৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ - أَوْ نَفَرٌ - مِنْ أَهْلِ تَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ الْحُجُّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَنَادَى " الْحُجُّ الْحُجُّ يَوْمَ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمَعَ فَتَمَّ حَجَّهُ أَيَّامَ مِنِّي ثَلَاثَةً فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ " . قَالَ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ " الْحُجُّ الْحُجُّ " . مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ " الْحُجُّ " . مَرَّةً .

صحیح

১৯৪৯। 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়া'মুর আদ-দীলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর নিকট এমন সময় এলাম যখন তিনি আরাফাহুয় ছিলেন। এ সময় নাজ্দ এলাকার কতিপয় লোক বা একদল লোক এলো। তারা তাদের একজনকে নির্দেশ দিলে সে উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, হাজ্জ কেমন? এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হলে সেও উচ্চস্বরে বললো, 'হাজ্জ- হাজ্জ হচ্ছে (নয় তারিখে) আরাফাহুর ময়দানে উপস্থিত হওয়া। যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ফাজ্রের সলাতের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আরাফাহুয় উপস্থিত হতে পেরেছে সে তার হাজ্জকে পূর্ণ করেছে। মিনায় তিন দিন অবস্থান করতে হয়। কেউ সেখানে দুই দিনে কাজ সমাপ্ত করতে চাইলে করতে পারে, এতে দোষ নেই। আর কেউ বিলম্ব করতে চাইলে করতে পারে, এতেও দোষ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে তাঁর পেছনে সওয়ারীর উপর বসালেন এবং সে উক্ত কথাগুলো ঘোষণা দিতে থাকলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মিহরান সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল-হাজ্জ আল-হাজ্জ শব্দটি দু'বার উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান সুফিয়ান হতে আল-হাজ্জ শব্দটি শুধু একবার উচ্চারণ করেছেন।^{১৯৪৯}

সহীহ।

১৭০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مَرْثَسٍ الطَّائِيُّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْمَوْقِفِ - يَعْنِي بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلٍ طَبِئِي

১৯৪৯ তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

أَكَلْتُ مَطِيئِي وَأَتَعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَقَاتُهُ".

صحیح

১৯৫০। 'উরওয়াহ ইবনু মুদারিস আত-তায়ী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুযদালিফায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 'তায়ী' পাহাড় থেকে আগমন করেছি। আমার সওয়ারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং আমি নিজেও ক্লান্ত। আল্লাহর শপথ! চলার পথে আমি যে পাহাড়ই পেয়েছি, তার উপর ক্ষনিক অবস্থান করেছি। আমার হাজ্জের কিছু অবশিষ্ট আছে কি? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের সাথে (কুরবানীর দিন) এ স্থানে ফাজ্জের সলাত আদায় করেছে এবং এর পূর্ব রাতে বা দিনে আরাফাহয় উপস্থিত হয়েছে, তার হাজ্জ পরিপূর্ণ হয়েছে এবং সে তার আবাসস্থিত জিনিসগুলো দূর করেছে।^{১৯৫০}

সহীহ।

৭১- باب النزولِ بِمِنَى

অনুচ্ছেদ- ৭১ : মিনায় অবতরণ

১৭০১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بِمِنَى وَتَرَكَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ "لَيَنْزِلَ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا". وَأَشَارَ إِلَى مِثْمَةِ الْقِبْلَةِ وَالْأَنْصَارُ هَا هُنَا". وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ "ثُمَّ لَيَنْزِلَ النَّاسُ حَوْكُهُمْ".

صحیح

১৯৫১। 'আবদুর রহমান ইবনু মুয়ায (র) হতে নাবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং তাদের অবস্থানস্থল নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি কিবলাহর ডানদিকে ইঙ্গিত করে বললেন : এখানে মুহাজিরগণ অবস্থান করবে এবং কিবলাহর বামদিকে ইঙ্গিত করে বলেন : এখানে আনসারগণ অবস্থান করবে। আর অন্যান্য লোক তাদের আশেপাশে অবস্থান করবে।^{১৯৫১}

সহীহ।

^{১৯৫০} তিরমিযী, নাসায়ী, দারিমী, হাকিম।

^{১৯৫১} আহমাদ, বায়হাকী।

৭২- باب أَيُّ يَوْمٍ يُخْطَبُ بِمِنَى

অনুচ্ছেদ- ৭২ : মিনায় কোন দিন খুত্ববাহ দিতে হবে?

১৭০২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلَيْنِ، مِنْ بَنِي بَكْرِ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُخْطَبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي خُطِبَ بِمِنَى .

صحیح

১৯৫২। ইবনু আবু নাজীহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বনী বাকরের দুই ব্যক্তি সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আইয়্যামে তাশরীকের' মধ্যের দিন (১২ তারিখে) খুত্ববাহ দিতে দেখেছি। এ সময় আমরা তাঁর সওয়ারীর নিকটেই ছিলাম। মিনাতে এটাই ছিলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পেশকৃত খুত্ববাহ।^{১৯৫২}

সহীহ।

১৭০৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا رِبْعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حِصْنٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، سَرَاءُ بِنْتُ بَهَّانَ - وَكَانَتْ رَبَّةً بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَتْ خُطِبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ " أَيُّ يَوْمٍ هَذَا " . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ " أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ إِنَّهُ خُطِبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

ضعيف

১৯৫৩। সাররা বিনতু নাবহান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি জাহিলী যুগে প্রতীমা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আইয়্যামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বললেন : এটা কি আইয়্যামে তাশরীকের দিন নয়?

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, অনুরূপভাবে আবু হাররাহ আর-রাব্বাশীর চাচাও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﷺ আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিন খুত্ববাহ দিয়েছেন।^{১৯৫৩}

দুর্বল।

^{১৯৫২} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{১৯৫৩} ইবনু খুযাইমাহ। সানাদে রবী'আহ বিন আবদুর রহমান মাজহল।

৭৩- باب مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ- ৭৩ : যিনি বলেন, তিনি ﷺ কুরবানীর দিন খুত্ববাহ দিয়েছেন

১৭০৪ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعُضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنَى .
حسن

১৯৫৪। আল-হিরমাস ইবনু যিয়াদ আল-বাহিলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে কুরবানীর দিন মিনায় তাঁর আল-আদবা নামক উষ্ট্রের উপর চড়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি।^{১৯৫৪}

হাসান।

১৭০০ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، - يَغْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - الْحَرَّانِيُّ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ خُطْبَةَ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ .
صحيح

১৯৫৫। আবু উমামাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরবানীর দিন মিনায় খুত্ববাহ দিতে শুনেছি।^{১৯৫৫}

সহীহ।

৭৪- باب أَيِّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ- ৭৪ : কুরবানীর দিন কখন খুত্ববাহ প্রদান করবে?

১৭০৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ الْمَزْنِيِّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ عَمْرِو الْمَزْنِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَى حِينَ أَرْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَعْلَةِ شُهَبَاءَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ .

صحيح

১৯৫৬। রাফি ইবনু 'আমর আল-মুযানী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিনাতে দ্বি-প্রহরে শাহ্বা নামক খচ্চরে উপবিষ্ট হয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি। এ সময় 'আলী (রা) তাঁর ভাষণের পুনরাবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন। তখন লোকদের কেউ দাঁড়ানো এবং কেউ বসা অবস্থায় ছিল।^{১৯৫৬}

সহীহ।

^{১৯৫৪} ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৯৫৫} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{১৯৫৬} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৭৫- باب مَا يَذْكُرُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمَنَى

অনুচ্ছেদ- ৭৫ : মিনার খুত্ববাহয় ইমাম কি আলোচনা করবেন

১৭০৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التِّيمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التِّيمِيِّ، قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمَنَى فَفَتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجَهَارَ فَوَضَعَ أَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ " بِحَصَى الْحَذَفِ " . ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَتَزَلُّوا فِي مَقْدَمِ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَتَزَلُّوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ .

صحیح ، مضى مختصراً

১৯৫৭। 'আবদুর রহমান ইবনু মুয়ায আত-তাইমী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। এ সময় আমরা ছিলাম উৎকর্ণ, যাতে তার বক্তব্য (ভাল করে) শুনতে পাই। আমরা আমাদের নিজ নিজ অবস্থানেই ছিলাম। তিনি তাদের হাজ্জের যাবতীয় বিধি-বিধান শিখালেন, এমনকি কংকর মারা সম্পর্কেও। তিনি তাঁর উভয় শাহাদাত আঙ্গুল নিজের দু' কানের মধ্যে রেখে বললেন : কংকরগুলো খুবই ক্ষুদ্র হওয়া চাই। তারপর মুহাজিরদেরকে নির্দেশ দিলে তারা মাসজিদের পেছনে গিয়ে অবস্থান করলেন। অতঃপর অন্যান্য লোক তাদের অবস্থান গ্রহণ করে।^{১৯৫৭}

সহীহ। সংক্ষিপ্তভাবে এটি গত হয়েছে।

৭৬- باب يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيْلًا مِّنَى

অনুচ্ছেদ- ৭৬ : মিনার রাতগুলো মাক্কাহুয় যাপন করা

১৭০৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي حَرِيزٌ، أَبُو حَرِيرٍ - الشَّكُّ مِنْ يَحْيَى - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ فَرْوَحَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّا نَتَّبَاعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَاتَ بِمَنَى وَظَلَّ .

ضعيف

১৯৫৮। 'আবদুর রহমান ইবনু ফাররুখ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনু 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমরা লোকদের মালপত্র ক্রয় করি এবং তা সংরক্ষণের জন্য আমাদের কেউ

মাক্কাহুয় গিয়ে রাত যাপন করে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনাতেই রাত যাপন করতেন এবং দিনেও সেখানেই থাকতেন।^{১৯৫৮}

দুর্বল।

১৭০৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَئِتَ بِمَكَّةَ لَيْلًا مِّنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

صحیح

১৯৫৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-'আব্বাস (রা) হাজ্জীদেরকে পানি পান করানোর জন্য মিনায় অবস্থানের রাতগুলোতে মাক্কাহুয় অবস্থান করার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে অনুমতি দেন।^{১৯৫৯}

সহীহ।

৭৮- باب الصَّلَاةِ بِمِنَى

অনুচ্ছেদ- ৭৭ : মিনাতে সলাত আদায়

১৭১০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ، حَدَّثَاهُ - وَحَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُمْ - عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنَى أَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكَعَتَيْنِ زَادَ عَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِّنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَمَّهَا . زَادَ مِنْ هَا هُنَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ رَكَعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ . قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ عُبَيْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا قَالَ الْخِلَافُ شَرٌّ .

صحیح

১৯৬০। 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান (রা) মিনাতে চার রাক'আত সলাত আদায় করেছেন (কুসর করেননি)। 'আবদুল্লাহ বলেন, আমি নাবী ﷺ এর সাথে এবং আবু বাকুর ও 'উমারের (রা) সাথে দুই রাক'আত সলাত আদায় করেছি। হাফস ইবনু গিয়াছের বর্ণনায় রয়েছে : এবং 'উসমানের (রা) খিলাফাতের শুরুতে তার সাথেও দুই রাক'আত সলাত আদায় করেছি। অতঃপর 'উসমান (রা) চার রাক'আত পড়েছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী আবু মু'আবিয়াহ হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে : পরে এ নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমি নিজের জন্য চার রাক'আতের চেয়ে দুই রাক'আত মাক্কাহুয় সলাতই পছন্দ করি।

^{১৯৫৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে আবু হারীয সম্পর্কে হাফিয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : মাজহুল।

^{১৯৫৯} বুখারী, মুসলিম।

আ'মাশ (র) বলেন, মু'আবিয়্যাহ ইবনু কুররাহ তাঁর শায়খদের সূত্রে আমাকে বলেছেন, পরে 'আবদুল্লাহ (রা) 'উসমান (রা) এর সাথে চার রাক'আতই পড়েছেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'উসমান (রা) চার রাক'আত সলাত আদায়ের কারণে আপনি তার সমালোচনা করেছেন। অথচ দেখছি আপনিও চার রাক'আত আদায় করছেন। তখন তিনি বললেন, মতপার্থক্য করা মন্দ কাজ।^{১৯৬০}

সহীহ।

১৭৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، إِنَّمَا صَلَّى بِمَنْى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ .

ضعيف

১৯৬১। আয-যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত। 'উসমান (রা) মিনাতে চার রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। কারণ তিনি হাজ্জের পর সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।^{১৯৬১}

দুর্বল।

১৭৬২ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا .

ضعيف

১৯৬২। ইবরাহীম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান (রা) সলাত চার রাক'আত পড়েছেন। কারণ তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বাসস্থান বানিয়েছিলেন।^{১৯৬২}

দুর্বল।

১৭৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا قَالَ ثُمَّ اتَّخَذَ بِهِ الْأُئِمَّةُ بَعْدَهُ .

ضعيف

১৯৬৩। আয-যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান (রা) যখন তাদের এলাকায় কিছু সম্পদ পেলেন তখন তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থানের ইচ্ছা করলেন। সেজন্যই তিনি সলাত চার রাক'আত আদায় করেন। অতঃপর (উমাইয়্যাহ) শাসকগণও সেখানে অনুরূপ করেছেন।^{১৯৬৩}

দুর্বল।

^{১৯৬০} বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী।

^{১৯৬১} এর সানাদ মুনকাতি হওয়ার কারণে যঈফ। আব্দুল্লাহ মুনযিরী বলেন : মুনকাতি। যুহরী 'উসমানকে পাননি। এজন্য হাফিয় ইবনু হাজার ফাতহুল বারী এছাে এটিকে মুরসাল বলেছেন।

^{১৯৬২} সানাদে ইবরাহীম ও 'উসমানের মাঝে ইনকিতা হয়েছে। এছাড়া সানাদের মুগীরাহ হলো ইবনু মুকসিম। তিনি একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

^{১৯৬৩} পূর্বেরটির অনুরূপ।

১৭৬৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ بَيْنِي مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامِيذَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ حَسَنٌ.

১৯৬৪। আয-যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত। 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা) আরববাসীদের অধিক উপস্থিতির কারণেই মিনাতে পূর্ণ চার রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। যাতে তারা জানতে পারে যে, (আসলে) সলাত চার রাক'আতই।^{১৯৬৪}

হাসান।

৭৮- باب القصر لأهل مكة

অনুচ্ছেদ- ৭৮ : মাক্কাহবাসীর জন্য সলাত ক্বাসর করার অনুমতি প্রসঙ্গে

১৭৬০ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخَزَاعِيُّ، - وَكَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ عُيَيْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَالنَّاسِ أَكْثَرَ مَا كَانُوا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَارِثَةُ مِنْ خَزَاعَةَ وَدَارُهُمْ بِمَكَّةَ .

صحیح

১৯৬৫। হারিসাহ ইবনু ওয়াহব আল-খুযাঈ (র) সূত্রে বর্ণিত। তার মা ছিলেন 'উমার (রা) এর স্ত্রী। তার গর্ভে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)-কে জন্ম হয়। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মিনায় সলাত আদায় করেছি। সে বছর লোকজনের সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিক ছিলো। সুতরাং বিদায় হাজ্জের দিন তিনি আমাদেরকে ক্বাসর সলাত পড়িয়েছেন।^{১৯৬৫}

সহীহ।

৭৯- باب في رمي الجمار

অনুচ্ছেদ- ৭৯ : জামরাতে কংকর মারা

১৭৬১ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْجُمَرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجُمَرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذَفِ " .

حسن

^{১৯৬৪} সানাদে যুহরী ও 'উমানের মাঝে ইনকিতা হয়েছে।

^{১৯৬৫} বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

১৯৬৬। সুলাইমান ইবনু 'আমর ইবনুল আহওয়াস (র) হতে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সওয়ারী অবস্থায় উপত্যকার কেন্দ্রস্থল থেকে কংকর মারতে দেখেছি। প্রত্যেক কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলেছেন। এ সময় এক লোক তাঁকে পেছন থেকে আড়াল করে রেখেছিলো। আমি লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বললো, তিনি আল-ফাদল ইবনু 'আব্বাস (রা)। লোকজনের ভীড় হচ্ছিল। নাবী ﷺ বললেন : হে লোকেরা! তোমরা (বড়) কংকর নিক্ষেপ করে একে অপরকে হত্যা করো। তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার সময় ছোট পাথর কুচি নিক্ষেপ করবে।^{১৯৬৬}

হাসান।

১৯৬৭ - حَدَّثَنَا أَبُو نُؤَيْرٍ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَمِيدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجْرًا فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ.

صحیح

১৯৬৭। সুলাইমান ইবনু 'আমর ইবনুল আহওয়াস (র) হতে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জামরাতে আকাবার নিকট বাহনে সওয়ার অবস্থায় দেখেছি এবং দেখেছি তাঁর আসুলের ফাঁকে কংকর রয়েছে। তিনি নিক্ষেপ করলে লোকেরাও নিক্ষেপ করলো।^{১৯৬৭}

সহীহ।

১৯৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا.

صحیح

১৯৬৮। ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ (র) উক্ত সানাদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আরো রয়েছে : তিনি (কংকর মেরে) সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেননি।^{১৯৬৮}

সহীহ।

১৯৬৯ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَا شِئَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

صحیح

১৯৬৬ হাদীস হাসান।।

১৯৬৭ ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বায়হাকী।

১৯৬৮ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৯৬৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি কংকর মারার জন্য (কুরবানীর পরের) তিন দিন জামরাতসমূহে পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ ও এরূপ করতেন।^{১৯৬৯}

সহীহ।

১৯৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي عَلَى رِاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي لَا أَحْجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ" .

صحیح

১৯৭০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বাহনে সওয়ার অবস্থায় কংকর মারতে দেখেছি। এ সময় তিনি বলছিলেন : তোমরা হাজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি শিখে নাও। তিনি আরো বলেন : আমি অবহিত নই আমার এই হাজ্জের পর আবার হাজ্জ করার সুযোগ পাবো কিনা।^{১৯৭০}

সহীহ।

১৯৭১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي عَلَى رِاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

صحیح

১৯৭১। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দ্বি-প্রহরে তাঁর বাহনে আরোহিত অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। আর এর পরের দিনগুলোতে তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর কংকর নিক্ষেপ করেছেন।^{১৯৭১}

সহীহ।

১৯৭২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا .

صحیح

^{১৯৬৯} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{১৯৭০} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{১৯৭১} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

১৯৭২। ওয়াবাহাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-কে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবো তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার ইমাম যখন নিক্ষেপ করেন তখন তুমিও নিক্ষেপ করবে। আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বলেন, সূর্য ঢলা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতাম। সুতরাং যখন সূর্য ঢলে পড়লেই আমরা কংকর নিক্ষেপ করতাম।^{১৯৭২}

সহীহ।

১৭৭৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، - الْمُغْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخِرَ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ الشَّارِقِ يَرْمِي الْجُمُرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلَّ جُمُرَةٍ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَصَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.

صحیح، إلا قوله : " حين صلى الظهر " فهو منكر

১৯৭৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কুরবানীর দিন) যুহরের সলাত আদায় করে দিনের শেষভাগে ফারুয তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। এরপর মিনায় আসেন এবং সেখানে তাশরীকের দিন রাতগুলো অতিবাহিত করেন। তিনি সূর্য ঢলার পর জামরায় কংকর মারেন। তিনি প্রত্যেক জামরায় সাতটি কংকর মারেন এবং প্রত্যেক কংকর মারার সময় তাকবীর বলেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে দু'আ করেন। অবশ্য তৃতীয় জামরাতে কংকর মারার পর সেখানে অবস্থান করেননি।^{১৯৭৩}

সহীহ; তার "যুহরের সলাত আদায় করে" কথাটি বাদে। কেননা এটি মুনকার।

১৭৭৪ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، - الْمُغْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْجُمُرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الْجُمُرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

صحیح

১৯৭৪। ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি জামরাতুল কুবরার নিকটবর্তী হয়ে বায়তুল্লাহকে তার বামদিকে এবং মিনাকে তার ডান দিকে রেখে জামরাতে সাতটি কংকর

^{১৯৭২} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান সহীহ।

^{১৯৭৩} বুখারী।

মারলেন এবং বললেন : যাঁর উপর সূরাহ আল-বাক্বারাহ অবতীর্ণ হয়েছে তিনি এভাবেই (কংকর) নিষ্ক্ষেপ করেছেন।^{১৯৭৪}

সহীহ।

১৯৭৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَزْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَزْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ يَوْمَيْنِ وَيَزْمُونَ يَوْمَ النَّفَرِ .

صحیح

১৯৭৫। আবুল বাদ্দাহ ইবনু 'আসিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের রাখালদেরকে মিনার বাইরে রাত যাপনের অনুমতি দেন। তারা কেবল কুরবানীর দিন কংকর মারবে এবং পরের দু'দিন ও প্রত্যাবর্তনের দিন (তের তারিখ) কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে।^{১৯৭৫}

সহীহ।

১৯৭৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحُمَيْدٍ، ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرَّعَاءِ أَنْ يَزْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا .

صحیح

১৯৭৬। আবুল বাদ্দাহ ইবনু 'আদী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ উটের রাখালদেরকে একদিন বাদ দিয়ে একদিন (অর্থাৎ ১১ ও ১২ তারিখ) কংকর মারার বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন।^{১৯৭৬}

সহীহ।

১৯৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُلَيْزٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَذْرِي أَرْمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَسِيتُ أَوْ بَسَنَ .

صحیح

^{১৯৭৪} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৯৭৫} বুখারী, মুসলিম।

^{১৯৭৬} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

১৯৭৭। আবু মিজলায (র) বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা)-কে (জামারাতের) কয়টি কংকর মারতে হবে তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি অবহিত নই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয়টি কংকর মেরেছেন নাকি সাতটি।^{১৯৭৭}

সহীহ।

১৭৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ حَجْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الْحَجَّاجُ لَمْ يَرِ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ .

صحیح

১৯৭৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি 'জামরায় আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করার পর স্ত্রীসহবাস ছাড়া তার জন্য সবই হালাল হয়ে যায়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি যঈফ। কারণ মুহরীর সাথে হাজ্জাজের সাক্ষাৎ হয়নি এবং তার থেকে তিনি হাদীসও শুনেনি।^{১৯৭৮}

সহীহ।

৮০- باب الحلق والتقصير

অনুচ্ছেদ- ৮০ : মাথার চুল কামানো এবং ছোট করা সম্পর্কে

১৭৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَقْصُرِينَ . قَالَ " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَقْصُرِينَ . قَالَ " وَالْمَقْصُرِينَ " .

صحیح

১৯৭৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! মাথা মুগুনকারীদের প্রতি রহমাত বর্ষণ করুন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীদের? তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুগুনকারীদের প্রতি রহমাত বর্ষণ করুন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীদের? এবার তিনি বললেন : এবং চুল খাটোকারীদের প্রতিও।^{১৯৭৯}

সহীহ।

^{১৯৭৭} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{১৯৭৮} নাসায়ী।

^{১৯৭৯} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

১৭৮০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي الإسْكَندَرَانِيَّ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

صحیح

১৯৮০। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জে তাঁর মাথার চুল মুণ্ডন করেছিলেন।^{১৯৮০}

সহীহ।

১৭৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمَنَى فَدَعَا بِذَبْحٍ فَذَبَحَ ثُمَّ دَعَا بِالْخِلَاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَخَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَخَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ " هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ " . فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ .

صحیح

১৯৮১। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় কংকর মেরে মিনায় তাঁর অবস্থান স্থলে ফিরে এসে কুরবানীর পশু আনিয়া তা যাবাহ করলেন। পরে নাপিত ডাকিয়ে প্রথমে তাঁর মাথার ডান দিকের চুল মুড়ালেন এবং তিনি উপস্থিত লোকদেরকে এক বা দুইগাছি করে চুল বিতরণ করলেন। তারপর মাথার বাম দিকের চুল মুড়ালেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আবু ত্বালহা আছে কিনা? অবশিষ্ট চুলগুলো তিনি আবু ত্বালহা (রা)- কে দিলেন।^{১৯৮১}

সহীহ।

১৭৮২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْخَلَبِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْمَعْنَى، - قَالَا - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ فِيهِ قَالَ لِلْخَالِقِ " ابْدَأْ بِشِقِّي الْأَيْمَنِ فَاخْلُقْهُ " .

صحیح

১৯৮২। হিশাম ইবনু হাসসান (র) হতে উপরোক্ত সানাদে পূর্বের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তাতে আরো আছে, তিনি ﷺ নাপিতকে বললেন : ডানদিক থেকে শুরু করো এবং তা মুণ্ডন করো।^{১৯৮২}

সহীহ।

১৯৮০ বুখারী, মুসলিম।

১৯৮১ বুখারী, মুসলিম।

১৯৮২ মুসলিম, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান সহীহ।

১৭৮৩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ فَيَقُولُ " لَا حَرَجَ " . فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ " أَذْبَحَ وَلَا حَرَجَ " . قَالَ إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَزِمَ . قَالَ " أَزِمَ وَلَا حَرَجَ " .

صحیح

১৯৮৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। মিনাতে অবস্থানকালে নাবী ﷺ-কে (হাজ্জের) বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জবাবে বলতে থাকেন : 'কোনো দোষ নেই।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা মুড়িয়েছি। তিনি বললেন : এখন কুরবানী করো, কোনো দোষ নেই। লোকটি বললো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ এখনো কংকর নিষ্ক্ষেপ করিনি। তিনি বললেন : এখন কংকর নিষ্ক্ষেপ করো, কোনো দোষ নেই।^{১৯৮৩}

সহীহ।

১৭৮৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عَثْمَانَ، قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ عَثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقُ إِنْتَاهَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " .

صحیح بما بعده (১৭৮৫)

১৯৮৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীদের মাথার চুল মুড়ানোর প্রয়োজন নেই। বরং তারা চুল কাটবে।^{১৯৮৪}

সহীহ, পরবর্তী হাদীস দ্বারা।

১৭৮৫ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ، ثِقَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ عَثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنْتَاهَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " .

صحیح

১৯৮৫। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীদের জন্য মাথা কামানোর দরকার নেই, তাদেরকে চুল ছাঁটতে হবে।^{১৯৮৫}

সহীহ।

১৯৮৩ মুসলিম।

১৯৮৪ বুখারী, নাসায়ী।

১৯৮৫ দারিমী, বায়হাকী।

৮১- باب العُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৮১ : 'উমরাহ সম্পর্কে

১৭৮৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، وَيَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْجَّ.

صحیح

১৯৮৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ (রা)-কে যিলহাজ্জ মাসে 'উমরাহ করিয়েছেন এজন্যই যে, যাতে মুশরিকদের কাজের বিরোধীতা হয়। কেননা কুরাইশদের এ গোত্র এবং তাদের অনুসারীরা বলতো : 'উটের পিঠের ঘা শুকিয়ে পশম গজলে এবং সফর মাস এলে 'উমরাহ করতে ইচ্ছুকদের 'উমরাহ করা বৈধ। মুশরিকরা যিলহাজ্জ এবং মুহাররম মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত 'উমরাহ করা হারাম মনে করতো।^{১৯৮৬}

সহীহ।

১৭৮৭ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشَّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبْرَ وَبَرَأَ الدَّبْرَ وَدَخَلَ صَفْرَ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ. فَكَانُوا يُحْرِمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمُ.

حسن

১৯৮৭। আবু বাকর ইবনু 'আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ানের যে দূতকে উম্মু মা'ক্বিলের নিকট প্রেরণ করা হয়, তিনি আমাকে জানিয়েছেন, উম্মু মা'ক্বিল (রা) বলেছেন, আবু মা'ক্বিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হাজ্জ গমনের ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি ঘরে এলে উম্মু মা'ক্বিল (রা) বললেন, আমি অবগত হয়েছি, আমার উপরও হাজ্জ ফারয হয়েছে। সুতরাং তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে পদব্রজে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট উপস্থিত হলেন। উম্মু মা'ক্বিল বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর হাজ্জ ফারয হয়েছে। আর আবু মা'ক্বিলের নিকট একটি উষ্ট্রী আছে। আবু মা'ক্বিল (রা) বললেন, সে সত্যই বলেছে, কিন্তু আমি তো সেটি আল্লাহর পথে যুদ্ধের কাজে সদাকাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি এটা তাকে দিয়ে দাও, সে হাজ্জ করে আসুক। কেননা এটাও আল্লাহর পথ। নির্দেশ মোতাবেক তিনি উষ্ট্রীটি তাকে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো বৃদ্ধ মহিলা এবং অসুস্থ। সুতরাং এমন কোনো কাজ

আছে কি যা আমার হাজ্জের বিকল্প হবে? তিনি বললেন : রমায়ান মাসের 'উমরাহ তোমার হাজ্জের জন্য যথেষ্ট' ^{১৯৮৭}

হাসান।

১৭৮৮ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلَى حَجَّةٍ فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَى حَجَّةٍ وَإِنِّي لَأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا . قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ صَدَقْتَ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَعْطَاهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" . فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبُرَتْ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِي عَنِّي مِنْ حَجَّتِي قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِي حَجَّةً" .

صحیح دون قول المرأة : "إني امرأة حجتی"

১৯৮৮। আবু বাকর ইবনু আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ানের যে দূতকে উম্মু মা'ক্বিলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো, তিতি আমাকে জানিয়েছেন যে, উম্মু মা'ক্বিল (রা) বলেছেন : আবু মা'ক্বিল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে হাজ্জ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি ঘরে এলে উম্মু মা'ক্বিল (রা) বলেন, আমার উপরও যে হাজ্জ ফারয হয়েছে তা আমি অবগত হয়েছি। কাজেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পায়ে হেঁটে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলেন। উম্মু মা'ক্বিল (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর হাজ্জ ফারয হয়েছে। আর আবু মা'ক্বিলের নিকট (বাহন উপযোগী) একটি উষ্ট্রী আছে। আবু মা'ক্বিল (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে, কিন্তু আমি তো সেটি আল্লাহর পথে সদাকাহ করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি ওটা (উষ্ট্রীটি) একে দাও, সে হাজ্জ করে আসুক। কারণ এটাও তো আল্লাহর পথ। ফলে তিনি তাকে তা দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা এবং অসুস্থ। কাজেই এমন কোন আমল আছে কি যা করলে আমার হাজ্জের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন : রমায়ানের একটি 'উমরাহ তোমার হাজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে' ^{১৯৮৮}

সহীহ, তবে মহিলার এ কথাটি বাদে : আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা।"

১৭৮৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ مَعْقِلٍ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ، - أَسَدُ خُزَيْمَةَ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ، قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ "يَا أُمُّ مَعْقِلٍ مَا

^{১৯৮৭} বুখারী, আহমাদ।

^{১৯৮৮} বুখারী, মুসলিম।

مَنْعَكَ أَنْ تَخْرُجَ مَعَنَا " . قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلْكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحْجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ " فَهَلَّا خَرَجْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكَ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَأَعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ " . فَكَأَنْتَ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَدْرِي أَلِيَّ خَاصَّةٌ .

صحیح دون قوله : " فكأنت تقول " الخ

১৯৮৯। উম্মু মা'ক্বিল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিদায় হাজ্জ গমন করেন তখন আমাদের একটি মাত্র উট ছিলো, সেটাও আবু মা'ক্বিল (রা) আল্লাহর পথে (জিহাদে) সদাকাহ করেছেন। এদিকে আমরা অসুস্থ হলাম এবং আবু মা'ক্বিলও মৃত্যুবরণ করলেন। আর নাবী ﷺ (হাজ্জে) চলে গেলেন। তিনি হাজ্জ সম্পন্ন করার পর আমি তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন : হে উম্মু মা'ক্বিল! আমাদের সাথে যেতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? তিনি বললেন, আমরা তো প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু আবু মা'ক্বিল মারা গেলেন। আমাদের যে উটটি ছিলো, যা দ্বারা আমি হাজ্জ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলাম, সেটাকেও আবু মা'ক্বিল আল্লাহর পথে দান করার ওয়াসিয়াত করেছেন। তিনি বললেন, তুমি সেটা নিয়েই বের হলে না কেন? কারণ 'হাজ্জ করাও আল্লাহর পথের সদৃশ! তুমি যখন আমাদের সাথে এ হাজ্জ করতে পারলে না সুতরাং রমযান মাসে 'উমরাহ আদায় করো। কেননা এ সময়ের 'উমরাহ হাজ্জের সমতুল্য। এরপর থেকে উম্মু মা'ক্বিল প্রায়ই বললেন, হাজ্জ হাজ্জই এবং 'উমরাহ উমরাহই। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা কেবল আমার জন্যই বলেছেন নাকি সবার জন্য তা আমি অবহিত নই।^{১৯৮৯}

সহীহ, তার এ কথাটি বাদে : "তিনি প্রায়ই বলতেন।"

১৭৭০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لَزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَمَلِكَ . فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكَ عَلَيْهِ . قَالَتْ أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فَلَايَ . قَالَ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ قَالَتْ أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقُلْتُ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكَ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فَلَايَ . فَقُلْتُ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ وَإِنَّهَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةَ مَعَكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفَرِئُهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةَ مَعِي " . يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ .
حسن صحيح

১৯৯০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জের ইচ্ছা করলেন। তখন জনৈক মহিলা (উম্মু মা'কিল) তার স্বামীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার হাজ্জে গমনের ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বললেন, তোমাকে হাজ্জে পাঠাবার মতো (বাহন) ব্যবস্থা আমার কাছে নেই। তিনি (উম্মু মা'কিল) বললেন, অমুক উটটি দ্বারা আমাকে হাজ্জে গমনের ব্যবস্থা করুন। তিনি বললেন, তাতো মহান শক্তিমান আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) আবদ্ধ। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার স্ত্রী আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমাত কামনা করেছে। সে আপনার সাথে হাজ্জে যেতে আমার কাছে অনুমতি চেয়ে বলেছে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হাজ্জে গমনের ব্যবস্থা করে দিন। আমি বলেছি, আমার কাছে তোমাকে হাজ্জে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা নেই। সে বললো, অমুক উট দ্বারা আমাকে হাজ্জে গমনের সুযোগ দিন। আমি বললাম, সেটি তো মহান শক্তিমান আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) আবদ্ধ। তিনি ﷺ বললেন : তুমি তাকে সেটির দ্বারা হাজ্জে গমনের ব্যবস্থা করে দিলে তাও আল্লাহর পথেই হতো। সে আমাকে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে বলেছে, আপনার সাথে হাজ্জ করার সমতুল্য সওয়াব পাওয়ার মত কোনো কাজ আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে আমার সালাম জানাবে, তার উপর আল্লাহর রহমাত ও বরকত বর্ষিত হোক। তাকে এ সংবাদও দিবে, রমযান মাসে 'উমরাহ করা আমার সাথে হাজ্জ করার সমতুল্য।^{১৯৯০}

হাসান সহীহ।

১৭৭১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ عُمَرَيْنِ عُمَرَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةَ فِي شَوَّالٍ .

صحيح لكن قوله : " في شوال " يعني ابتداء ، و إلا فهي كانت في ذي القعدة أيضا

১৯৯১। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইবার 'উমরাহ করেছেন। একটি যিলক্বাদ মাসে এবং অপরটি শাওয়াল মাসে।^{১৯৯১}

সহীহ : কিন্তু তার কথা : শাওয়াল অর্থাৎ প্রথমটি। অন্যতায় সেটিও যিলক্বাদ মাসে।

১৭৭২ - حَدَّثَنَا النَّفِيلُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ سُمِّلَ ابْنُ عُمَرَ كَمْ

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا

سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ .

ضعيف

১৯৯২। মুজাহিদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার 'উমরাহ করেছেন? তিনি বললেন, দুইবার। 'আয়িশাহ (রা) বললেন, ইবনু

^{১৯৯০} দারিমী, ইবনু খুযাইমাহ।

^{১৯৯১} ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু মাজাহ।

‘উমার (রা) অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জের সাথে যে ‘উমরাহ করেছেন সেটা ছাড়াও তিনবার ‘উমরাহ করেছেন।’^{১৯৯২}

দুর্বল ।

১৭৭৩ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، وَفُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرَةَ الْخُدَيْبِيَّةِ وَالثَّانِيَةِ حِينَ تَوَاطَّوْا عَلَى عُمَرَةَ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّلَاثَةَ مِنَ الْجُعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ .

صحیح

১৯৯৩ । ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার ‘উমরাহ করেছেন । প্রথমবার হুদায়বিয়ার সময়, দ্বিতীয় ‘উমরাহ এর পরবর্তী বছর, যেটির উপর তাদের সাথে সন্ধি হয়েছিলো । তৃতীয় ‘উমরাহ আল-জিহরানা হতে এবং চতুর্থ ‘উমরাহ তাঁর হাজ্জের সাথে ।^{১৯৯৩}

সহীহ ।

১৭৭৪ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَتَقْنْتُ مِنْ هَا هُنَا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلَمْ أَضْبِطْهُ - عُمَرَةَ زَمَنَ الْخُدَيْبِيَّةِ أَوْ مِنَ الْخُدَيْبِيَّةِ وَعُمَرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةَ مِنَ الْجُعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةَ مَعَ حَجَّتِهِ .

صحیح

১৯৯৪ । আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ মোট চারবার ‘উমরাহ করেছেন । বিদায় হাজ্জের সাথে ‘উমরাহ ছাড়া অবশিষ্ট ‘উমরাহগুলো তিনি যিলক্বাদ মাসে আদায় করেছেন ।^{১৯৯৪}

সহীহ ।

^{১৯৯২} বায়হাকী ।

^{১৯৯৩} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ । ইমাম তিরমিযী বলেন : ইবনু ‘আব্বাসের হাদীসটি হাসান গরীব ।

^{১৯৯৪} বুখারী, মুসলিম ।

باب الْمَهَلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحْيُضُ فَيَذَرُكُهَا الْحُجُّ

৮২- فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهْلُ بِالْحُجِّ هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

অনুচ্ছেদ-৮২ : যদি কোন মহিলা 'উমরাহুর জন্য ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয় এবং এমতাবস্থায় হাজ্জের সময় উপস্থিত হওয়ায় সে 'উমরাহুর ইহরাম ছেড়ে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে, তাহলে তাকে তার 'উমরাহ ক্বাযা করতে হবে কিনা?

১৭৭০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرَدَفَ أُخْتُكَ عَائِشَةُ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّعْمِيمِ فَإِذَا هَبَطَتْ بِهَا مِنَ الْأَكْمَةِ فَلْتَحْرِمِ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ " .

صحيح

১৯৯৫। হাফসাহ বিনতু 'আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকর (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুর রহমানকে বলেন : হে 'আবদুর রহমান! তোমার বোন 'আয়িশাকে তোমার সওয়াবীর পেছনে বসিয়ে নাও এবং আত-তানঈম থেকে তাকে 'উমরাহুর জন্য ইহরাম বাঁধাও। আর তুমি তাকে নিয়ে সেখানকার উঁচু টিলা থেকে নেমে সমতল ভূমিতে এলেই সে ইহরাম বাঁধবে, কারণ তা 'উমরাহ কবুল হওয়ার স্থান।^{১৯৯৫}

সহীহ।

১৭৭১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُزَاهِمٍ عَنْ أَبِي مُزَاهِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي مُزَاهِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَيْدٍ، عَنْ مُحَرَّشٍ الْكَنْعِيِّ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْجِعْرَانَةَ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرَفٍ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ .

صحيح دون ركوعه في المسجد فإنه منكر

১৯৯৬। মুহাররিশ আল-কা'বী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আল-জি'ইররানাহ স্থানে পৌঁছে সেখানকার মাসজিদে গিয়ে তথায় আল্লাহ যতটুকু চাইলেন তিনি (রুকু') সলাত আদায় করলেন, অতঃপর ইহরাম বাঁধলেন। তারপর সওয়াবীরে চড়ে 'বাতনে সারিফ' ভূমিতে এসে মাদীনাহগামী পথে উপনীত হলেন এবং রাত যাপনকারীর মতই তিনি মাক্কাহয় ভোর পর্যন্ত অবস্থান করলেন।^{১৯৯৬}

সহীহ, মাসজিদে রুকু' কথাটি বাদে। কেননা তা মুনকার।

^{১৯৯৫} বুখারী, মুসলিম।

^{১৯৯৬} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব।

৮৩- باب المقام في العمرة

অনুচ্ছেদ-৮৩ : উমরাহ আদায়ের পর সেখানে অবস্থান

১৭৭৭ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُسَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا.

صحیح

১৯৯৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্বাযা 'উমরাহ আদায়ের পর মাক্কাহয় তিন দিন অবস্থান করেছেন।^{১৯৯৭}

সহীহ।

৮৪- باب الإفاضة في الحج

অনুচ্ছেদ-৮৪ : হাজ্জে তাওয়াফে ইফাদা (যিয়ারাত)

১৭৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَنَى يَغْنِي رَاجِعًا.

صحیح

১৯৯৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কুরবানীর দিন মাক্কাহয় এসে তাওয়াফে যিয়ারাত সমাপ্ত করে পুনরায় মিনায়হফরে এসে সেখানে যুহরের সলাত আদায় করেন।^{১৯৯৮}

সহীহ।

১৭৭৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، - الْمُعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبيدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّهِ، زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، - يُحَدِّثَانِهِ جَمِيعًا ذَاكَ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَتْ لِيَلْتَنِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَهَبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ هَبَ " هَلْ أَفْضَتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ " . قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ ﷺ " انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ " . قَالَ فَتَرَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَتَرَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يَأْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ

^{১৯৯৭} হাদীসটি বারআ ইবনু 'আযিব থেকে বর্ণিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিমে।

^{১৯৯৮} মুসলিম, আহমাদ।

لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجُمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا " . يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمْتُ مِنْهُ إِلَّا النَّسَاءَ " فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتِ صِرْتُمْ حُرْمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجُمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ .

حسن صحيح

১৯৯৯। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আমার পালার রাতটি ছিলো কুরবানীর দিন সন্ধ্যায়। সুতরাং সেদিন তিনি আমার কাছে ছিলেন। এ সময় ওয়াহব ইবনু যাম‘আহ এবং তার সাথে আবু উমায়্যাহ পরিবারের জনৈক ব্যক্তি উভয়েই জামা পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহবকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আবু ‘আবদুল্লাহ! তুমি কি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছো? সে বললো, না, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি ﷺ বললেন : তুমি তোমার জামা খুলে ফেলো। উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, তিনি মাথার দিক থেকে তা খুললেন এবং তার সাথীও মাথার দিক থেকে তার জামা খুললো। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ করার কারণ কি? তিনি বললেন : আজকের দিনে তোমাদের জন্য বিধান শিথিল হয়েছে। তোমরা যখন জামরায় কংকর মেরে, কুরবানী সম্পন্ন করে চুল মুড়াবে, তখন একমাত্র স্ত্রীসহবাস ছাড়া এ পর্যন্ত ইহরামের কারণে যা কিছু তোমাদের জন্য হারাম ছিল তা হালাল হবে। আর যদি আজকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের আগে রাত হয়ে যায় তাহলে তাওয়াফ করা পর্যন্ত তোমরা অনুরূপভাবে ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবে, যেভাবে ছিলে জামরায় কংকর মারার আগে।^{১৯৯৯}

হাসান সহীহ।

২০০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزَّيْتَرِ، عَنْ عَائِشَةَ،

وَأَبْنِ، عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ .

ضعيف // ضعيف ابن ماجة (٦٥٤) ، المشكاة (٢٦٧٢) ، الإرواء (١٠٧٠) ، ضعيف سنن الترمذي (٩٢٩ / ١٥٩) بلفظ : " طواف الزيارة " //

২০০০। ‘আমিরাহ ও ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কুরবানীর দিন তাওয়াফকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন।^{২০০০}

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ (৬৫৪), মিশকাত (২৬৭২), ইরওয়া (১০৭০), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৫৯/৯২৯) এ শব্দে : “তাওয়াফে যিয়ারাহ।”

২০০১ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَقَاصَ فِيهِ .

صحيح

১৯৯৯ আহমাদ।

২০০০ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

২০০১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারাতের সাত চক্করের একটিতেও রমল করেননি।^{২০০১}
সহীহ।

৮৫- باب الوداع

অনুচ্ছেদ-৮৫ : শেষ তাওয়াফ

২০০২ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالنَّيْتِ " .

صحیح

২০০২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা তাওয়াফে যিয়ারাত সম্পন্ন করে মাক্কাহর চতুর্দিক দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তখন নবী ﷺ ঘোষণা করলেন : তোমাদের কেউ যেন শেষ বারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে চলে না যায়।^{২০০২}
সহীহ।

৮৬- باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

অনুচ্ছেদ-৮৬ : তাওয়ায়ে যিয়ারাতের পর ঋতুবতী মহিলার মাক্কাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করা

২০০৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُيٍّ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَعَلَّهَا حَابَسَتْنا " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ . فَقَالَ " فَلَا إِذَا " .

صحیح

২০০৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হুয়াই এর কন্যা সাফিয়্যাহর (রা) কথা উল্লেখ করেন। তখন বলা হলো, সে ঋতুবর্তী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সম্ভবত সে আমাদের যাত্রা-বিলম্বিত করবে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো তাওয়াফে ইফাদা করেছেন। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে সমস্যা নাই।^{২০০৩}
সহীহ।

২০০১ ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ।

২০০২ মুসলিম।

২০০৩ বুখারী, মুসলিম।

২০০৪ - حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرَبْتَ عَنْ يَدِيكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكَيْ لَا أُخَالَفَ .

صحیح و لكنه منسوخ بما قبله (২০০৩)

২০০৪। আল-হারিস ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আওস (রা) বলেন, আমি ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে জনৈক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, সে কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পর ঋতুবর্তী হয়েছে। ‘উমার (রা) বললেন, তার সর্বশেষ কাজ হওয়া চাই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ। বর্ণনাকারী (ওয়ালীদ) বলেন, তখন আল-হারিস (রা) ‘উমার (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আমাকে এরূপ ফাতাওয়াহ দিয়েছেন। ‘উমার (রা) বললেন, তোমার ব্যবহারে আমি দুঃখ পেলাম। তুমি আমাকে (না জানার ভান করে) এমন কথা জিজ্ঞেস করেছো যা তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আগেই জিজ্ঞেস করে জ্ঞাত আছো। যাতে আমি তাঁর বিপরীত কিছু বলি।^{২০০৪}

সহীহ, কিন্তু এটি মানসুখ পূর্বের (২০০৩) হাদীস দ্বারা।

৮৭- باب طَوَافِ الْوَدَاعِ

অনুচ্ছেদ-৮৭ : বিদায়ী তাওয়াফ

২০০৫ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ أَخْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَعْتُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ . قَالَتْ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ .

صحیح

২০০৫। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আত-তানঈম হতে ‘উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধলাম। এরপর মাক্কাহয় প্রবেশ করে ‘উমরাহ সম্পন্ন করলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আল- আবতাহ’ নামক স্থানে আমার অপেক্ষায় থাকলেন। পরে তিনি লোকদেরকে (মাদীনাহতে) যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহয় এসে বায়তুল্লাহ (বিদায়ী) তাওয়াফ করে রওয়ানা হলেন।^{২০০৫}

সহীহ।

^{২০০৪} আহমাদ।

^{২০০৫} পরবর্তী হাদীস দেখুন।

২০০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، - يَعْنِي الْحَنْفِيَّ - حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَهُ - تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - فِي النَّفْرِ الْآخِرِ فَتَزَلَّ الْمُحْصَبُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ بَشَّارٍ قِصَّةَ بَعْثِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - قَالَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِينَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ .

صحیح

২০০৬। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সর্বশেষ কাফেলায় (যিলহাজ্জের তের তারিখে) মাক্কাহ হতে মাদীনাহর পথে রওয়ানা হই। তিনি মুহাসসাৰ উপত্যকায় নামলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনু বাশ্শার এ হাদীসে তাকে আত-তানঈম প্রেরণের ঘটনা উল্লেখ করেননি। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, আমি ‘উমরাহ (সম্পন্ন করে) শেষ রাতে তাঁর কাছে আসি। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে রওয়ানা হবার ঘোষণা দিলেন এবং তিনি নিজেও রওয়ানা হলেন। আর তিনি ফাজ্জরের সলাতের পূর্বে যাত্রাকালে বায়তুল্লাহ গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ করার পর মাদীনাহর দিকে যাত্রা করলেন।^{২০০৬}

সহীহ।

২০০৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَارَ مَكَانًا مِنْ دَارٍ يَعْلَى - نَسِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ - اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا .

ضعيف

২০০৭। ‘আবদুর রহমান ইবনু জুরীক (র) হতে তার মাতা সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বারে ই‘য়ালা’র নিকটস্থ স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে বায়তুল্লাহকে সম্মুখে রেখে দু‘আ করেছেন। ‘উবাইদুল্লাহ স্থানটির নাম ভুলে গেছেন।^{২০০৭}

দুর্বল।

৪৪- باب التَّخَصُّيبِ

অনুচ্ছেদ- ৮৮ : মুহাসসাৰ উপত্যকায় অবতরণ সম্পর্কে

২০০৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحْصَبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِحُرُوجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ

صحیح

^{২০০৬} বুখারী, মুসলিম।

^{২০০৭} নাসায়ী, আহমাদ। সানাদের আবদুর রহমান বিন জুরীক ও তার মা সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্বূল।

২০০৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাস্সাবে অবতরণ করেছেন, যেন মাদীনাহ অভিমুখে রওয়ানা হওয়া সহজতর হয়। তবে সেখানে অবতরণ করা সুন্নাত নয়।^{২০০৮}

সহীহ।

২০০৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمُعَنَّى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَهُ وَلَكِنْ صَرَبْتُ فُبَّتُهُ فَتَزَلَّهُ . قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَلَى نَقْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عُثْمَانُ يَعْنِي فِي الْأَبْطَحِ .

صحیح

২০০৯। সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু রাফি' (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মুহাস্সাব উপত্যকায় অবতরণ করতে আদেশ করেননি। তবে আমি সেখানে তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করেছি। তাই তিনি সেখানে অবতরণ করেছেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আবু রাফি' (রা) রাসূলুল্লাহর ﷺ মালপত্র দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।^{২০০৯}

সহীহ।

২০১০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ غَدَا فِي حَجَّتِهِ قَالَ " هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنَزِلًا " . ثُمَّ قَالَ " نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ " . يَعْنِي الْمَحْصَبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ خَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُتَوَّوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي .

صحیح

২০১০। উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হাজ্জের সময় জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আগামী কাল সকালে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি বললেন : 'আক্বীল কি আমাদের জন্য কোনো বাড়ী রেখেছে? এরপর বললেন : আগামী কাল আমরা বনী কিনানার খাইফে (মুহাস্সাবে) অবতরণ করবো, যেখানে কুরাইশরা কুফরীর শপথ করেছিলো। অর্থাৎ বনী কিনানার লোকেরা কুরাইশদের সাথে এই মর্মে শপথ করেছিলো যে, বনী হাশিমের সাথে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, তাদেরকে কোনো ধরনের আশ্রয় দিবে না এবং তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করবে না। ইমাম যুহরী (র) বলেন, 'খায়ফ' শব্দের অর্থ উপত্যকা।^{২০১০}

সহীহ।

^{২০০৮} বুখারী, মুসলিম।

^{২০০৯} মুসলিম, হুমাইদীর মুসনাদ।

^{২০১০} বুখারী।

২০১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مَنَى " نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا ". فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ وَلَا ذَكَرَ الْخَيْفُ الْوَادِي .

صحیح

২০১১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন : আমরা আগামী কাল অবতরণ করবো। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি হাদীসের প্রথমাংশ বর্ণনা করেননি এবং এটাও উল্লেখ করেননি যে, ‘খাইফ’ অর্থ উপত্যকা।^{২০১১}

সহীহ।

২০১২ - حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَجْعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

صحیح

২০১২। নাবি (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু ‘উমার (রা) ‘বাতহাতে’ (মুহাসসাবে) সামান্য নিদ্রা যেতেন এবং পরে মাক্কাহয় প্রবেশ করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করতেন।^{২০১২}

সহীহ।

২০১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

صحیح

২০১৩। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বাতহায় যুহর, ‘আসর, মাগরিব ও ‘ইশার সলাত আদায় করে সামান্য ঘুমাতেন, তারপর মাক্কাহয় প্রবেশ করেন। নাবি বলে, ইবনু ‘উমার (রা)-ও অনুরূপ করতেন।^{২০১৩}

সহীহ।

^{২০১১} বুখারী, মুসলিম।

^{২০১২} বুখারী, আহমাদ।

^{২০১৩} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৮৭- باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

অনুচ্ছেদ- ৮৯ : যদি কেউ হাজ্জের কোন কাজ আগে-পরে করে

২০১৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " . وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ " ارمِ وَلَا حَرَجَ " . قَالَ قَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ أَوْ آخَرَ إِلَّا قَالَ " اصْنَعْ وَلَا حَرَجَ " .

صحیح

২০১৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবুল ‘আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় অবস্থান করলেন। সেখানে লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলো। এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার জানা ছিলো না, তাই আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেন : এখন যাবাহ করো, কোনো ক্ষতি নেই। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না, তাই কংকর নিষ্ক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করেছি। তিনি বললেন : এখন কংকর মেরে আসো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এ দিন তাঁকে আগে-পিছে করা যে কাজ সম্পর্কেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি জবাবে বলেছেন : ‘এখন করে নাও কো দোষ নেই।’ ২০১৪

সহীহ।

২০১৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا . فَكَانَ يَقُولُ " لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْصَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ " .

صحیح

২০১৫। উসামাহ ইবনু শারীক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর সাথে হাজ্জে গেলাম। এ সময় লোকেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাওয়াফ করার পূর্বেই সা’ঈ করেছি কিংবা কেউ এসে বললো, আমি কিছু কাজ আগে-পরে করে ফেলেছি। জবাবে তিনি বলতে থাকলেন : যাও কোনো অসুবিধা নেই, কোনো দোষ নেই। তবে

কেউ যদি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের ইজ্জত সম্মান নষ্ট করে, তার সম্পর্কে বলেছেন : সে পাপে লিপ্ত হয়েছে, সে ধ্বংস হয়েছে।^{২০১৫}

সহীহ।

৯০- باب في مكة

অনুচ্ছেদ-৯০ : মাক্কাহতে সলাতের সুতরাহ

২০১৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِمَا لِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُرَّةٌ . قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُرَّةٌ . قَالَ سُفْيَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ عَنْ جَدِّي .

ضعيف

২০১৬। কাসীর ইবনু কাসীর ইবনুল মুত্তালিব ইবনু আবু ওয়াদা'আহ (র) হতে তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে এবং তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি নবী ﷺ-কে বনী সাহমের দরজার কাছে সলাত আদায় করতে দেখেছেন। এ সময় লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করেছে। অথচ উভয়ের মাঝখানে সুতরাহ ছিলো না। সুফিয়ান বলেন, তাঁর এবং কা'বার মাঝখানে কোনো সুতরাহ ছিলো না।^{২০১৬}

দুর্বল।

৯১- باب تحريم حرم مكة

অনুচ্ছেদ-৯১ : মাক্কাহর পবিত্রতা

২০১৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُتَّقَرُ

^{২০১৫} ইবনু খুযাইমাহ।

^{২০১৬} আহমাদ। এর সানাদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।

صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا لِنُسَيْدٍ " . فَقَامَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِلَّا الْإِذْخِرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ الْمَصْفَى عَنِ الْوَلِيدِ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " . قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " . قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

২০১৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ যখন তাঁর রাসূলকে মাক্কাহয় বিজয়ী করলেন, তখন নাবী ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বললেন : মহান আল্লাহ মাক্কাহ থেকে হাতি বাহিনীকে প্রতিহত করেছেন এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে মাক্কাহর উপর আধিপত্য দিয়েছেন। আমার জন্য দিনের কিছু সময় বৈধ করা হয়েছিল। এরপর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে। সুতরাং এখানকার গাছপালা কাটা যাবে না। এখানের শিকার তাড়ানো যাবে না এবং এখানকার পড়ে থাকা বস্তু তুলে নেয়া যাবে না। তবে ঘোষকের জন্য তা তুলে নেয়া বৈধ। তখন 'আব্বাস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ইযখির' ঘাস কাটার অনুমতি দিন, কেননা এগুলো আমরা আমাদের কবর ও ঘরের চালায় ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঠিক আছে, ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি দেয়া হলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনুল মুসাফফা' ওয়ালীদ সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় আবু শাহ (রা) নামের জনৈক ইয়ামানবাসী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাকে লিখে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম বলেন, আমি আওয়াঈকে জিজ্ঞেস করি, আবু শাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি লিখে দিতে বললেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই ভাষণ যা তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন।^{২০১৭}

সহীহ।

২০১৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَلَا يُحْتَلَّ خِلَافَهَا " .

صحیح

২০১৮। মাক্কাহর মার্যাদা সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে এও বর্ণিত হয়েছে যে : সেখানকার ঘাসও কাটা যাবে না।^{২০১৮}

সহীহ।

^{২০১৭} বুখারী, মুসলিম।

^{২০১৮} বুখারী, মুসলিম।

২০১৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَبْنِي لَكَ بَيْنِي بَيْتًا أَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ " لَا إِنَّمَا هُوَ مَنَاحٌ مِّنْ سَبَقٍ إِلَيْهِ " .

ضعيف // ضعيف سنن ابن ماجه (٦٤٨ و ٦٤٩) ، ضعيف سنن الترمذي (١٥٣ / ٨٨٨) //

২০১৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনাতে একটি ঘর বা এমন বাসস্থান নির্মাণ করে দিবো না যা আপনাকে সূর্যের তাপ থেকে ছায়া দিবে? তিনি বললেন : না, কেননা মিনার পুরো অঞ্চল উট বসাবার জায়গা। যে আগে আসবে সে এখান তার হবে।^{২০১৯}

দুর্বল : যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৬৪৮-৬৪৯), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৫৩/৮৮৮)।

২০২০ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَازَانَ، قَالَ أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِحْلَادٌ فِيهِ " .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (١٨٤) ، المشكاة (٢٧٢٣) //

২০২০। মুসা ইবনু বাযান (র) বলেন, আমি ইয়া'লা ইবনু উমায়্যাহ (রা)-এর কাছে এলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হেরেম এলাকায় খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখা ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর।^{২০২০}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (১৮৪), মিশকাত (২৭২৩)।

৭২- باب في نبيذ السقاية

অনুচ্ছেদ-৯২ : নাবীয পানীয় সম্পর্কে

২০২১ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا النَّبْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ وَتَبُو عَمَّهُمْ يَسْقُونَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيقَ أَبْخُلَ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا بِنَا مِنْ بُخْلِ وَلَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَكِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَرَابٍ فَأَتَى بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

^{২০১৯} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। সানাদের ইবরাহীম ইবনু মুহাজির হাদীস বর্ণনায় শিখিল, এবং উম্মু ইউসুফ বিন মাহাকা অজ্ঞাত। হাফয বলেন : তাকে চেনা যায় নি।

^{২০২০} ইমাম যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে বলেন : এই হাদীসের সানাদ নিকৃষ্ট। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসের সানাদে মুসা ইবনু বাজান, উমারাহ বিন সাওবান এবং জা'ফার ইবনু ইয়াহইয়া-এরা সবাই মাজহুল (অজ্ঞাত)।

فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَحْسَنْتُمْ وَأَجَلْتُمْ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا". فَتَحَنُّ هَكَذَا لَا تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

صحیح

২০২১। বাকর ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাস (রা)-কে বললো, এই ঘরের লোকদের কি হলো, এরা হাজ্জীদেরকে শুধু 'নাবীয' পান করান কেন? অথচ তাদের চাচাতো ভাইয়ের সন্তানরা তো দুধ, মধু ও ছাতুও পান করান। এটা কি তাদের কৃপণতা না দরিদ্রতা? ইবনু 'আব্বাস (রা) বললেন, এটা আমাদের কৃপণতা বা দরিদ্রতা কোনাটাই নয়। বরং ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সওয়ারীতে চড়ে এবং উসামাহ ইবনু যায়িদকে তাঁর পিছনে বসিয়ে আমাদের কাছে এসে কিছু পানীয় পান করতে চাইলেন। তখন 'নাবীয' আনা হলে তিনি তা থেকে পান করলেন এবং বাকীটুকু উসামাহ ইবনু যায়িদকে দিলেন। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা খুব উত্তম কাজ করেছো। ভবিষ্যতেও এরূপ করতে থাকবে। তাই আমরা এরূপ পান করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যার প্রশংসা করেছেন আমরা তা পরিবর্তন করতে চাই না।^{২০২১}

সহীহ।

৭৩- باب الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৯৩ : মাক্কাহয় অবস্থান করা

২০২২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَزِيَّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ هَلْ سَمِعْتَ فِي الإِقَامَةِ، بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضَرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لِلْمُهَاجِرِينَ إِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا".

صحیح

২০২২। 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (র) সাযিব ইবনু ইয়াযীদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হাজ্জে আগত মুহাজিরদের মাক্কাহয় অবস্থান সম্পর্কে আপনি কিছু শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমাকে ইবনুল হাদরামী (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন : ফারয তাওয়াফ আদায়ের পর মাক্কাহয় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।^{২০২২}

সহীহ।

^{২০২১} মুসলিম, আহমাদ।

^{২০২২} বুখারী, মুসলিম।

৭৬- باب في دخول الكعبة

অনুচ্ছেদ-৯৪ : কা'বার অভ্যন্তরে সলাত আদায় করা .

২০২৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَضْرِيُّ وَبِلَالٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى .

صحیح

২০২৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভেতরে প্রবেশ করলেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন উসামাহ ইবনু যায়িদ, 'উসমান ইবনু ত্বালহা আল-হাজাবী ও বিলাল (রা)। তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) বলেন, দরজা খুলে বাইরে এলে আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে কি করেছেন? তিনি বললেন, তিনি একটি স্তম্ভ তাঁর বামদিকে, দুটি স্তম্ভ ডানদিকে এবং তিনটি স্তম্ভকে পিছনে রেখে সলাত আদায় করেছেন। এ সময় বায়তুল্লাহ মোট ছটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিলো।^{২০২৩}

সহীহ।

২০২৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِي قَالَ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةٌ أَذْرَعٍ .

صحیح

২০২৪। ইমাম মালিক (র) সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি সাওয়ারীর (স্তম্ভ) কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করলেন, এ সময় তাঁর ও সামনের দেয়ালের মধ্যে তিন গজের দূরত্ব ছিলো।^{২০২৪}

সহীহ।

২০২৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ . قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى .

صحیح

২০২৫। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ সূত্রে আল-কা'নাবীর বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি এও বলেন যে, আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি নাবী ﷺ কত রাক'আত সলাত আদায় করেছেন।^{২০২৫}

সহীহ।

২০২৩ বুখারী, মুসলিম।

২০২৪ বুখারী।

২০২৫ মুসলিম।

২০২৬ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ

صحیح

২০২৬। 'আবদুর রহমান ইবনু সাফওয়ান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভেতরে প্রবেশ করে কি করেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি দুই রাক'আত সলাত আদায় করেছেন।^{২০২৬}

সহীহ।

২০২৭ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْإِلَهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ قَالَتْ فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَفِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "قَاتِلُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَفْسَمُوا بِهَا قَطُّ". قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي تَوَاحِيهِ وَفِي زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

صحیح

২০২৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাক্কাহুয় আগমন করে কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা এ ঘরে তখন বহু দেবদেবী রাখা ছিলো। অতঃপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সেগুলো অপসারণ করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর মূর্তিও অপসারণ করা হলো। তাদের মূর্তির হাতে ছিলো ভাগ্য পরিক্ষার তীর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ! তারা নিশ্চিত জানতো যে, তাঁরা কখনো এ তীরের সাহায্যে ভাগ্য পরিক্ষা করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং এর কোণে তাকবীর ধ্বনি দিলেন, অতঃপর বাইরে আসলেন। কিন্তু তিনি সেখানে সলাত আদায় করেননি।^{২০২৭}

সহীহ।

৭৫- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْحَجْرِ

অনুচ্ছেদ - ৯৫ : হাতীমে সলাত আদায়

২০২৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحَجْرِ فَقَالَ "صَلِّي فِي الْحَجْرِ"

^{২০২৬} আহমাদ।

^{২০২৭} বুখারী, আহমাদ।

إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنْ قَوْمَكَ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخَّرْ جُوهَ مِنَ الْبَيْتِ " .

حسن صحيح

২০২৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহর ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে সলাত আদায় করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে হাতীমের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বললেন, তুমি যেহেতু বায়তুল্লাহর ভেতর সলাত পড়তে চেয়েছো তখন এখানেই সলাত পড়ে নাও। কেননা এটাও বায়তুল্লাহর অংশ। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ করছিলো, তখন তাদের অর্থের অনটন থাকায় তারা এ অংশটুকু মূল ঘর থেকে বাইরে রেখেছে।^{২০২৮}

হাসান সহীহ।

৭৬- بَابُ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ : কা'বা ঘরে প্রবেশ

২০২৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ كَيِّبٌ فَقَالَ " إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي " .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٢٠٨٥) ، ضعيف سنن الترمذي (١٥٢ / ٨٨٠) //

২০২৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর কাছ থেকে বাইরে গেলেন প্রফুল্ল চিত্তে, কিন্তু ফিরে আসলেন বিষন্ন মনে। তিনি বললেন : আমি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। আমি যা পরে জেনেছি তা যদি পূর্বেই জানতাম তাহলে আমি তাতে প্রবেশ করতাম না। আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমি আমার উম্মাতকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলাম কিনা।^{২০২৯}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (২০৮৫), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৫২/৮৮০)।

২০৩০ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ، حَدَّثَنِي خَالِي، عَنْ أُمِّي، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ الْأَسْلَمِيَّةَ، تَقُولُ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا قَالَ

^{২০২৮} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২০২৯} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَعَاكَ قَالَ " إِنِّي نَسِيتُ أَنْ أَمُرَكَ أَنْ تُحَمِّرَ الْفَرْزَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغُلُ الْمُصَلِّيَّ ". قَالَ ابْنُ السَّرْحِ خَالِي مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ .
صحیح

২০৩০। মানসূর আল হাজাবী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমার আন্মা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আন্মা) বলেছেন, আমি আসলাম গোত্রীয় জৈনিক মহিলাকে বলতে শুনেছি, আমি 'উসমান ইবনু ত্বালহা আল-হাজাবী (রা)- কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে ডেকে নিয়ে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, আমি আপনাকে জানাতে ভুলে গেছি যে, (ইসমাঈলের যাবাহকৃত দুম্বার) শিং দুইটি ঢেকে রাখুন (যা বায়তুল্লাহর দেয়ালে টাঙ্গানো ছিলো)। কারণ বায়তুল্লাহ্য় এমন জিনিস থাকা সমীচীন নয় যা মুসল্লীদের অন্যমনস্ক করে দেয়। ইবনুস সারহ বলেছেন, তার মামার নাম হলো মুসাফি' ইবনু শাইবাহ।^{২০৩০}

সহীহ।

৭৭- باب في مال الكعبة

অনুচ্ছেদ - ৯৭ : কা'বা ঘরের মালপত্র প্রসঙ্গে

২০৩১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْذَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ شَيْبَةَ، - يَغْنِي ابْنُ عُثْمَانَ - قَالَ قَعْدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالِ الْكُعْبَةِ . قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ بَلَى لَأَفْعَلَنَّ . قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ لَمْ قُلْتُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُمَا أَخْرُجَا مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُخْرِجَاهُ . فَقَامَ فَخَرَجَ .
صحیح

২০৩১। শাইবাহ ইবনু 'উসমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনি যে স্থানে বসা আছেন, একদা 'উমার ইবনুল খাত্তাব উক্ত স্থানে বসা অবস্থায় বললেন, কা'বার ভেতরে রক্ষিত সম্পদ বনটন না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে বের হবো না। শাইবাহ বলেন, আমি বললাম, আপনি এরূপ করতে পারেন না। 'উমার বলেন, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই এরূপ করবো। শাইবাহ বলেন, আমি আবার বললাম, আপনি এরূপ করতে পারেন না। 'উমার (রা) বললেন, কেন? আমি বললাম, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বাকর (রা) সম্পদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আপনার চেয়ে তাঁদের এ সম্পদের বেশি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা এ সম্পদে হস্তক্ষেপ করেননি। একথা শুনে তিনি উঠে বেরিয়ে যান।^{২০৩১}

সহীহ।

^{২০৩০} আহমাদ।

^{২০৩১} বুখারী, ইবনু মাজাহ।

২০৩২ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانَ الطَّائِفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ لَمَّا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السَّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَرْفِ الْقَرْنِ الْأَسْوَدِ حَذَوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَحْبًا بَبَصَرِهِ وَقَالَ مَرَّةً وَادِيَهُ وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِصَاهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ ". وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِتَقْيِيفٍ .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (١٨٧٥) ، المشكاة (٢٧٤٩) //

২০৩২। যুবাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে 'লিয়া' নামক স্থান হতে আস-সিদরাহ নামক জায়গাতে পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কালো পাথরের পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তায়েফের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি ﷺ উপত্যকায় থামলেন এবং সকল লোকেরাও থামলো। অতঃপর তিনি বললেন : 'সাইদু ওয়াজ্জ' ও 'ইযাহা' কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষের এলাকাটি আল্লাহর পক্ষ হতে হারাম। এ ঘটনা তাঁর তায়েফ অভিযান ও বনু সাক্কীফকে অবরোধ করার পূর্বেকার।^{২০৩২}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (১৮৭৫), মিশকাত (২৭৪৯)।

৯৮- باب في إتيان المدينة

অনুচ্ছেদ- ৯৮ : মাদীনাহুয় আগমন

২০৩৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى " .

صحیح

২০৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের প্রস্তুতি নেয়া যাবে না। মাসজিদুল হারাম, আমার এই মাসজিদ এবং মসজিদুল আকুসা।^{২০৩৩}

সহীহ।

^{২০৩২} আহমাদ। সানাদের মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : শিখিল (লাইয়ান)। আবু হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন, তার হাদীসে আপত্তি আছে। আবু ইয়াহইয়া বলেন : তার হাদীসের অনুসরণ করা হয় না।

^{২০৩৩} বুখারী, মুসলিম।

৭৭- باب في تحريم المدينة

অনুচ্ছেদ- ৯৯ : মাদীনাহর মর্যাদা

২০৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَّثًا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلَاهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ " .

صحیح

২০৩৪। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর এ সহীফার মধ্যে যা লিখিত আছে তা ব্যতীত অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাদীনাহ 'আয়ের' থেকে 'সাওর' পর্যন্ত হারাম এলাকা। এখানে যদি কেউ বিদ'আত করে কিংবা বিদ'আতিকে আশ্রয় দেয়, তবে তার উপর আল্লাহ, সকল ফিরিশতা ও মানবকুলের অভিষাপ। তার কোনো ফারয বা নাফল 'ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবেনা। তিনি আরো বলেছেন : সকল মুসলিমের নিরাপত্তা বিধান সমান গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি একজন সাধারণ ব্যক্তির নিরাপত্তাও। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের প্রদত্ত নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাবে তার উপর আল্লাহ, সকল ফিরিশতা ও মানবকুলের অভিষাপ। তার কোনো ফারয বা নাফল 'ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবেনা। আর যে ব্যক্তি কোন কওমের লোকদের অনুমতি ছাড়াই তাদের নেতা হয় তার উপর আল্লাহ, সকল ফিরিশতা ও মানবকুলের অভিষাপ। তার কোনো ফায বা নাফল 'ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবেনা।^{২০৩৪}

সহীহ।

২০৩৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يُحْتَلَى خِلَافَهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السَّلَاحَ لِقِتَالٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةً إِلَّا أَنْ يَغْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ " .

صحیح

২০৩৫। 'আলী (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : (মাদীনাহর) সবুজ ঘাস কাটা যাবে না, শিকার তাড়ানো যাবে না এবং পড়ে থাকা বস্তু উঠানো যাবে না। তবে ঘোষক ঘোষণার উদ্দেশ্যে তা তুলতে পারবে। কেউ সেখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো হাতিয়ার নিয়ে যেতে পারবে না এবং সেখানকার কোনো বৃক্ষও কাটা যাবে না, তবে কেউ তার উটের খাদ্য সংগ্রহ করলে তা ভিন্ন কথা।^{২০৩৫}

সহীহ।

২০৩৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لَا يُحْبَطُ شَجَرُهُ وَلَا يُعْضَدُ إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.

ضعيف

২০৩৬। 'আদী ইবনু যায়িদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহর চতুর্দিকে এক এক 'বারীদ' সম্মানিত ঘোষনা করেছেন। এখানকার গাছের পাতা পাড়া যাবে না, এবং কাটাও যাবে না। তবে উট যেটুকু খাদ্য হিসেবে বহন করে, তা কাটা যাবে।^{২০৩৬}

দুর্বল।

২০৩৭ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ مَوَالِيَهُ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَّمَ وَقَالَ " مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيُسَلِّبْهُ نِيَابَهُ ". فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَئِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.

صحيح، لكن قوله : " يصيد " منكر، و المحفوظ ما في الحديث التالي : " يقطعون " (٢٠٣٨)
// المشكاة (٢٧٤٧) //

২০৩৭। সুলাইম ইবনু আবু 'আবদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে এক ব্যক্তিকে আটক করতে দেখেছি, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কতর্ক মাদীনাহর হেরেম এলাকার মধ্যে শিকার করছিলো। তিনি তার সাথে মালপত্র কেড়ে নিলেন। অতঃপর তার মনিব এসে এ বিষয়ে তার সাথে কথা বললে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ এলাকাটি হারাম ঘোষণা করে বলেছেন : এ এলাকায় যদি কাউকে শিকার করতে দেখো তাহলে তার

^{২০৩৫} বায়হাকী।

^{২০৩৬} সানাদে আবদুল্লাহ বিন আবু সুফিয়ান রয়েছে। হাফিয আত-তাক্বীরি এছহে বলেন : মাক্বুল। এছাড়া সুলায়মান বিন কিনানাহ অজ্ঞাত (মাজহুলুল হাল)।

সাথের মালপত্র কেড়ে নিবে। সুতরাং আমি এমন দান ফেরত দেবো না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দিয়েছেন। অবশ্য তুমি চাইলে তার মূল্য তোমাদেরকে দিবো।^{২০৩৭}

সহীহ, কিন্তু তার “শিকার করছিলো” কথাটি মুনকার। মাহফুয হলো : গাছ কাটছিলো” যা পরবর্তী ২০৩৮) হাদীসে আসছে। মিশকাত (২৭৪৭)।

২০৩৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ مَوْلَى، لِسَعْدِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَدَ عَيْدًا مِنْ عَيْدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهَا وَكَأَنَّهُ يَقْطَعُ مِنْ شَيْءٍ فَلَمَنْ أَخَذَهُ سَلَبَهُ " - يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ " مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمَنْ أَخَذَهُ سَلَبَهُ " .

صحیح

২০৩৮। সা'দ (রা) এর মুক্তদাস সূত্রে বর্ণিত। সা'দ (রা) মাদীনাহর কতিপয় গোলামকে মাদীনাহর গাছপালা কাটতে দেখে তাদের মালপত্র কেড়ে নিলেন এবং তাদের মনিবদের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাদীনাহর গাছপালা কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি ﷺ আরো বলেছেন : কেউ এখানকার কিছু কাটলে তার মালপত্র সেই পাবে যে তা কেড়ে নিবে।^{২০৩৮}

সহীহ।

২০৩৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ الْخَارِثِ الْجُهَنِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يُحْبَطُ وَلَا يُعْصَدُ حَتَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ يُهْشُ هَشًّا رَفِيقًا " .

صحیح

২০৩৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যেন রাসূলুল্লাহর ﷺ সংরক্ষিত এলাকায় গাছের পাতা না পাড়ে এবং কর্তন না করে, তবে কোমলভাবে পাতায় আঘাত করা যাবে।^{২০৩৯}

সহীহ।

২০৪০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ .

صحیح

২০৩৭ আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

২০৩৮ মুসলিম।

২০৩৯ বায়হাকী।

২০৪০। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো বাহনে চড়ে, আবার কখনো পায়ে হেঁটে কুবা মাসজিদে আসতেন। ইবনু নুমাইরের বর্ণনায় রয়েছে : এবং তিনি সেখানে দুই রাক'আত সলাত আদায় করতেন।^{২০৪০}

সহীহ।

১০০- باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ

অনুচ্ছেদ-১০০ : কবর যিয়ারাত

২০৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَى رُوحِهِ حَتَّى أَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ " .

حسن

২০৪১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ আমার উপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ আমার 'রুহ' ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।^{২০৪১}

হাসান।

২০৪২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورَ عِبَادٍ وَصَلُّوا عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ " .

صحيح

২০৪২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে।^{২০৪২}

সহীহ।

২০৪৩ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدِينِيُّ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ، - يَعْنِي ابْنَ الْهَدَيْرِ - قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثِ وَاحِدٍ. قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ قُبُورَ

^{২০৪০} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৪১} আহমাদ, বায়হাকী।

^{২০৪২} আহমাদ, বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান।

الشَّهَدَاءِ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمَ فَلَمَّا تَذَلَّلْنَا مِنْهَا وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنَةٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ قَالَ " قُبُورُ أَصْحَابِنَا " . فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ الشَّهَدَاءِ قَالَ " هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا " .
صحیح

২০৪৩। রবী'আহ ইবনু হুদাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ত্বালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনি নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তা কি? তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে শহীদদের কবর যিয়ারাতে রওয়ানা হই। শেষ পর্যন্ত আমরা 'হাররা ওয়াকিমের' উঁচু টিলায় উঠি। আমরা সেখান থেকে নেমে উপত্যকার বাঁকে কিছু কবর দেখলাম। ত্বালহা (রা) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এগুলো কি আমাদের ভাইদের কবর? তিনি বললেন : আমাদের সাথীদের কবর? অতঃপর আমরা শহীদদের কবরের কাছে এলে তিনি বললেন : এগুলো আমাদের ভাইদের কবর।^{২০৪৩}

সহীহ।

২০৪৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبُطْحَاءِ الَّتِي يَذِي الْخُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
صحیح

২০৪৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলাইফার বিস্তীর্ণ এলাকায় উট বসিয়ে যাত্রাবিরতি করে সেখানে সলাত আদায় করলেন। নানি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)-ও অনুরূপ করতেন।^{২০৪৪}

সহীহ।

২০৪৫ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَجَاوِزَ الْمَعْرَسَ إِذَا فَقَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَأَ لَهُ لِأَنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَسَ بِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ قَالَ الْمَعْرَسُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ .
صحیح مقطوع

২০৪৫। আল-কা'নাবী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম মালিক (র) বলেছেন, যথাসম্ভব কিছু সলাত না পড়ে মাদীনাহ প্রত্যাবর্তনকারী কোন ব্যক্তির জন মু'আররাস নামক স্থান অতিক্রম করা উচিত নয়। কেননা আমার কাছে হাদীস পৌঁছেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে রাত যাপান করেছেন, সামান্য ঘুমিয়েছেন এবং সলাত আদায় করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আল-মাদানী (র)-কে বলতে শুনেছি, মু'আররাস মাদীনাহ থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।^{২০৪৫}

সহীহ মাক্কুত'।

২০৪৩ আহমাদ।

২০৪৪ বুখারী, মুসলিম।

২০৪৫ হাদীসটি সহীহ মাক্কুত'।

৬- কِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায়-৬ : বিবাহ

১- باب التَّحْرِيزِ عَلَى النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-১ : বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

২০৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ
إِنِّي لَأَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَنَى إِذْ لَفِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ
قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا تَزُوجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكَرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ
إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " .

صحیح

২০৪৬। 'আলক্বামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা) সাথে মিনায় হাঁটছিলাম। এ সময় 'উসমান (রা)-এর সাথে দেখা হলে তিনি 'আবদুল্লাহর (রা) সাথে নির্জনে আলাপ করেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ (রা) যখন দেখলেন, এ বিষয়ে তার কোন প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আলক্বামাহ! এদিকে এসো। আমি এলে 'উসমান (রা) তাকে বললেন, হে আবু 'আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সাথে একটি কুমারী মেয়ে বিয়ে দিবো, যাতে আপনি অতীতের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পান? 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি এরূপ এজন্যই বলেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ বিয়ের সামর্থ্য রাখলে সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যে ব্যক্তির বিয়ে করার সামর্থ্য নাই সে যেন অবশ্যই সওম পালন করে। কেননা সওম তার যৌনস্পৃহা দমনকারী। ২০৪৬

সহীহ।

২ - باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

অনুচ্ছেদ - ২ : ধার্মিক মহিলা বিয়ে করার নির্দেশ

২০৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ " .

صحیح

২০৪৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : নারীদেরকে (সাধারণত) চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, তার রূপসৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। তবে তুমি দীনদার নারী বিয়ে করো। অন্যথায় তুমি লাঞ্চিত হবে।^{২০৪৭}
সহীহ।

৩ - باب فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

অনুচ্ছেদ - ৩ : কুমারী মহিলা বিয়ে করা

২০৪৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنْتَ زَوَّجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " بِكَرٍّ أَمْ نِكَاحًا " . فَقُلْتُ نِكَاحًا . قَالَ " أَفَلَا بِكَرٍّ تَلَاَعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ " .

صحیح

২০৪৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, অকুমারী। তিনি বললেন : তুমি কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তার সাথে তুমি খেলতে পারতে সেও তোমার সাথে খেলাধুলা করতে পারতো।^{২০৪৮}
সহীহ।

৪ - باب النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ، مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ : যে মহিলা সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম তাকে বিয়ে করা নিষেধ সম্পর্কে

২০৪৯ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَى حُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثِ الْمُرْزِيِّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَمْرًا يَدَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ . قَالَ " غَرِبَهَا " . قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي . قَالَ " فَاسْتَمْنَعِ بِهَا " .

صحیح

^{২০৪৭} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৪৮} বুখারী, মুসলিম।

২০৪৯। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে অভিযোগ করলো, আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে নিষেধ করে না। তিনি বললেন : তুমি তাকে ত্যাগ করো। সে বললো, আমার আশংকা আমার মন তার পিছনে ছুটবে। তিনি বললেন : (যেহেতু ব্যভিচারের প্রমাণ নেই) তাহলে তুমি তার থেকে ফায়দা হাসিল করো। ২০৪৯

সহীহ।

২০৫০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ، مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَّارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنِّي لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ " لَا " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ "

حسن صحيح

২০৫০। মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদাসম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে বক্ষ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? তিনি বললেন : না। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে বললেন : এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো। ২০৫০

হাসান সহীহ।

৫- باب في قوله تعالى

{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً }

অনুচ্ছেদ - ৫ : মহান আল্লাহর বাণী : “ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করবে”

২০৫১ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيًّا يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْكِحُ عَنَاقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَتَرَلْتُ { وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ " لَا تَنْكِحُهَا " .

حسن صحيح

২০৪৯ নাসায়ী, বায়হাক্বী।

২০৫০ নাসায়ী।

২০৫১। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মারসাদ ইবনু আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা) মাক্কাহ থেকে বন্দীদেরকে বহন করতেন। সে সময় মাক্কাহতে 'আনাক' নাম্নী নামক এক ব্যভিচারিণী ছিলো। সে ছিল মারসাদের বান্ধবী। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি 'আনাক'-কে বিয়ে করবো? মারসাদ (রা) বলেন, তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হলো : 'ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে করবে না। (সূরাহ আন-নূর : ৩) তিনি আমাকে ডেকে এনে আয়াতটি শুনান এবং বলেন : তুমি তাকে বিয়ে করো না।^{২০৫১}

হাসান সহীহ।

২০৫২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ " . وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

صحیح

২০৫২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাজাপ্রাপ্ত ব্যভিচারী তার অনুরূপ কাউকে বিয়ে করবে।^{২০৫২}

সহীহ।

৬ - باب في الرجل يعتق أمتة ثم يتزوجها

অনুচ্ছেদ- ৬ : যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর বিয়ে করে

২০৫৩ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّزٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ " .

صحیح

২০৫৩। আবু মুসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিয়ে করে সে দু'টি পুরস্কারের অধিকারী।^{২০৫৩}

সহীহ।

২০৫৪ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا .

صحیح

^{২০৫১} নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাক্বী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

^{২০৫২} হাকিম, আহমাদ।

^{২০৫৩} বুখারী, মুসলিম।

২০৫৪। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সাফিয়াহ (রা)-কে মুক্ত করেন এবং এ মুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করেন।^{২০৫৪}

সহীহ।

৭ - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ- ৭ : রক্তের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম
তারা দুধপানের কারণেও হারাম

২০৫৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".

صحیح

২০৫৫। নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম, অনুরূপভাবে দুধপান জনিত সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম।^{২০৫৫}

সহীহ।

২০৫৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَتْ "فَأَفْعُلْ مَاذَا". قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا. قَالَ "أُخْتِكَ". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ "أَوْ تُحْيِيَنَّ ذَاكَ". قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَيْتُ فِي خَيْرِ أُخْتِي. قَالَ "فِيهَا لَا تَحِلُّ لِي". قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَحْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ دُرَّةَ شَكِّ زُهَيْرٍ - بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ "بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ "أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي جِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاها ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

صحیح

২০৫৬। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। উম্মু হাবীবাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোনের প্রতি কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি ﷺ বললেন : তাকে দিয়ে আমার কি দরকার? তিনি বললেন, তাকে বিয়ে করবেন। তিনি বললেন : তোমার বোন? উম্মু হাবীবাহ (রা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি এরূপ পছন্দ করো? তিনি বললেন, "আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী না। কাজেই আমার ইচ্ছা, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে শরীক হোক।"

^{২০৫৪} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৫৫} বুখারী, মুসলিম।

তিনি বললেন : আমার জন্য এরূপ হালাল নয়। উম্মু হাবীবাহ (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জেনেছি, আপনি আবু সালামাহর কন্যা ‘দোররাহ’-কে বিয়ে করতে আগ্রহী? তিনি বললেন : তুমি বলতে চাইছো আমি উম্মু সালামাহর কন্যাকে বিয়ে করতে চাই। উম্মু হাবীবাহ (রা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : সে আমার সপত্নী কন্যাও না হলেও তাকে বিয়ে করা আমার জন্য বৈধ হতো না। যেহেতু সে দুধ সম্পর্কের কারণে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমি এবং তার পিতা আবু সালামাহ উভয়কে সুয়াইবিয়্যাহ দুধ পান করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিকে আমার জন্য পেশ করো না।^{২০৫৬}

সহীহ।

৮ - باب في لبن الفحل

অনুচ্ছেদ- ৮ : দুধপিতা সম্পর্কে

২০৫৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ دَخَلَ عَلَى أَفْلَحَ بْنِ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَرْزَتْ مِنْهُ . قَالَ تَسْتَرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمٌّ قَالَتْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ أَرْضَعْتِكِ امْرَأَةً أَخِي . قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعْتِنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ " إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ " .

صحیح

২০৫৭। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কুয়াইসের পুত্র অফলাহ (রা) আমার কাছে এলে আমি তার থেকে পর্দা করলাম। তিনি বললেন, তুমি আমার থেকে পর্দা করছো? অথচ আমি তোমার চাচা। আমি বললাম, তা কেমন করে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছে। ‘আয়িশাহ (রা) বললেন, আমাকে তো একজন মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ তো নয়। এমন সময় আমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন : সে তোমার চাচা। সুতরাং সে তোমার নিকট আসতে পারে।^{২০৫৭}

সহীহ।

৯ - باب في رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

অনুচ্ছেদ- ৯ : বয়স্ক লোকের দুধপান সম্পর্কে

২০৫৮ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ الْمُغْنَى، وَاحِدٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا

^{২০৫৬} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৫৭} বুখারী, মুসলিম।

وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ - ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ . فَقَالَ " أَنْظِرُنْ مَنْ إِخْوَانُكَ فَإِنَّهَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ " .

صحیح

২০৫৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এমন সময় আসলেন যখন তার নিকট একটি লোক উপস্থিত ছিলো। হাফস-এর বর্ণনায় রয়েছে, এ দৃশ্য দেখে নাবী ﷺ অসুস্থ হলেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হলো। অতঃপর উভয় বর্ণনাকারী একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, 'আয়িশাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইনি তো আমার দুধভাই। তিনি ﷺ বললেন : যাচাই করে দেখো, কারা তোমার দুধ ভাই। কেননা দুধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে শুধুমাত্র ঐ সময় যখন শিশুর একমাত্র খাদ্য হবে দুধ।^{২০৫৮}

সহীহ।

২০৫৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمَغِيرَةِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ لَعْبَدٍ أَنَّ اللَّهَ بْنَ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمُ وَانْتَبَتِ اللَّحْمُ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ .

صحیح

২০৫৯। ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (দুধের দ্বারা) হাড় মজবুত করা এবং গোশত বৃদ্ধি করা ছাড়া দুধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। তখন আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) বললেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না, এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞাত।^{২০৫৯}

সহীহ।

২০৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمَغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْشَزَ الْعَظْمُ .

ضعيف و الصواب وقفه ، و هو الذي قبله // ، الإرواء (٢١٥٣) ، ضعيف الجامع الصغير (٦٢٩٠)

// (

২০৬০। ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় রয়েছে : যখন হাড় বিস্তৃত হয়।^{২০৬০}

দুর্বল : মাওকুফ হওয়াটা সঠিক। যা এর পূর্বেরটিতে রয়েছে। ইরওয়া (২১৫৩), যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬২৯০)।

২০৫৮ বুখারী, মুসলিম।

২০৫৯ বায়হাক্বী, দারাকুতনী, ইবনু 'আবদুল বার 'আত-তামহীদ'।

২০৬০ আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবু মূসা হিলালী ও তার পিতা উভয়ে মাজহুল (অজ্ঞাত)।

১০ - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

অনুচ্ছেদ - ১০ : ৪ বয়স্ক লোক দুধপান করলে যা নিষিদ্ধ হয়

২০৬১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنَ رِبْعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنَ رِبْعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُثِرَ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ { ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ } إِلَى قَوْلِهِ { فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سَهْلٍ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيُّ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُدَيْفَةَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِيَ وَمَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَبِرَائِي فَضْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ " أَرْضِعِيهِ " . فَأَرْضَعَتْهُ حَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا حَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمُهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَذْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُحْصَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ .

صحیح

২০৬১। নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ও উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। আবু হুযাইফাহ ইবনু 'উতবাহ ইবনু রাবী'আহ ইবনু 'আবদি শাম্স সালিমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে স্থায়ী ভাতিজী ওয়ালীদ ইবনু 'উতবাহ ইবনু রাবী'আহর মেয়ে হিন্দাকে বিয়ে দেন। সালিম এক আনসারী মহিলার ক্রীতদাস ছিলো। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়িদকে পালক পুত্র হিসাবে লালন করেছিলেন। জাহিলী যুগের নিয়ম ছিলো, কেউ কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবে সম্বোধন করতো এবং ঐ লোক মারা গেলে পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারীও তাকে করা হতো। কিন্তু যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “তাদেরকে (পালক পুত্রদেরকে) তাদের (প্রকৃত) পিতার নামে ডাকবে। তারা তোমাদের দীনি ভাই ও বন্ধু” (সূরাহ আহযাব : ৫)। অতঃপর তাদের প্রকৃত পিতার নাম ধরেই ডাকা আরম্ভ হয়। আর পিতার সন্ধান না পাওয়া গেলে তাকে বন্ধু ও দীনি ভাই বলে ডাকা

হতো। পরবর্তীতে আবু হুযাইফাহ ইবনু উত্বাহর স্ত্রী সাহলা বিনতু সুহাইল ইবনু 'আমর আল-কুরাইশী আল-'আমিরী (রা) এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালিমকে আমরা আমাদের পুত্র গণ্য করি। সে আমার ও আবু হুযাইফাহর সাথে একই ঘরে থাকে। আর সে আমাদের একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন আপনি তা ভালোভাবে অবহিত। এখন তার ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দেন? নাবী ﷺ বললেন : তাকে তোমার দুধ পান করাত। সুতরাং তিনি তাকে পাঁচ ঢোক দুধ পান করান। তখন থেকে সে তার দুধ পানকারী সন্তান গণ্য হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে 'আয়িশাহ (রা) তার ভাগ্নী ও ভতিজীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, 'আয়িশাহ (রা) নিজে যাদেরকে সাক্ষাত দান ও যাদের আগমন পছন্দ করতেন, তাদেরকে যেন পাঁচ ঢোক নিজেদের দুধ পান করানো হয়, তাদের বয়স দুধ পানের বয়সের (দু'বছরের) বেশী হয়েও। অতঃপর তারা 'আয়িশাহর কাছে সরাসরি আসতো। কিন্তু উম্মু সালামাহ (রা) এবং নাবী ﷺ এর অন্যান্য স্ত্রীগণ যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ দুধসন্তান বানিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি বর্জন করলেন, যতক্ষণ না শিশু বয়সে দুধ পান করা হয়। তারা 'আয়িশাহ (রা)-কে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের জানা নেই, সম্ভবত সালিমের বিষয়ে এটা নাবী ﷺ এর একটি বিশেষ অনুমোদন ছিলো যা অন্য কারোর জন্য প্রযোজ্য নয়।^{২০৬১}

সহীহ।

১১ - باب هل يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسٍ رَضَعَاتٍ

অনুচ্ছেদ- ১১ : পাঁচ ঢোকের কম দুধপানে নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিনা?

২০৬২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ وَهْنٌ بِمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

صحیح

২০৬২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ কুরআনে প্রথম অবতীর্ণ করেছিলেন যে, দশ ঢোক দুধ পান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। অতঃপর এ বিধান মানসুখ করে পাঁচ ঢোক পানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারামের বিধান বহাল করা হয়। কুরআনের এই বিধান পাঠ বহাল রেখেই নাবী ﷺ ইনতিকাল করেছেন।^{২০৬২}

সহীহ।

^{২০৬১} বুখারী, নাসায়ী।

^{২০৬২} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী।

২০৬৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُودٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تُحَرِّمُ الْمُصَّةَ وَلَا الْمُصَّتَانِ " .
صحیح

২০৬৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﷺ বলেছেন : একবার অথবা দুইবার চোষার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয় না।^{২০৬৩}
সহীহ।

১২ - باب في الرضخ عند الفصال

অনুচ্ছেদ- ১২ : দুধপান ছাড়ার সময় প্রতিদান দেয়া

২০৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهَبُ عَنِّي مَذْمَمَةُ الرِّضَاعَةِ قَالَ " الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ " . قَالَ النَّفِيلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ .

ضعيف // ، المشكاة (٣١٧٤) ، ضعيف سنن الترمذي (١٩٦ / ١١٦٩) ، ضعيف سنن النسائي (٢١٣ / ٣٣٢٩) //

২০৬৪। হাজ্জাজ ইবনু হাজ্জাজ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুধের হক কিভাবে পূর্ণরূপে আদায় হতে পারে? তিনি বললেন : একটি দাস বা দাসী প্রদানের দ্বারা।^{২০৬৪}

দুর্বল : মিশকাত (৩১৭৪), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৯৬/১১৬৯), যঈফ সুনান নাসায়ী (২১৩/৩৩২৯)।

১৩ - باب ما يُكره أن يُجمعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১৩ : যেসব মহিলাকে একত্রে বিয়ে করা জাযিয় নয়

২০৬৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْأَعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى " .
صحیح

^{২০৬৩} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{২০৬৪} নাসায়ী, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসের সানাদে হাজ্জাজ বিন হাজ্জাজ রয়েছে। হাফিয বলেন : তিনি মাক্বূল। অর্থাৎ মুতাবা'আতের ক্ষেত্রে। ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে সিক্বাহ বলেননি। যঈফ আবু দাউদ উম্ম হা/৩৫১।

২০৬৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﷺ বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে এবং কোন ফুফুকে তার ভাতিজীর সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার খালা এবং কোন খালা ও তার ভাগ্নীকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। অনুরূপ বড় (বোন)-কে ছোট (বোনের) সাথে এবং ছোটকে বড় (বোনের) সাথেও একত্রে বিয়ে করা যাবে না।^{২০৬৫}

সহীহ।

২০৬৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي رَافٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَيْصَةُ بْنُ دُوَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

صحیح

২০৬৬। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মহিলাকে তার খালার সাথে এবং কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।^{২০৬৬}

সহীহ।

২০৬৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَاتِ وَبَيْنَ الْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ.

ضعيف

২০৬৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এমন দুই মহিলাকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন যাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ফুফু ও ভাতিজী এবং খালা ও ভাগ্নী। অনুরূপভাবে তিনি এমন দু'জন মহিলাকেও একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন যারা পরস্পর খালা বা ফুফু।^{২০৬৭}

দুর্বল।

২০৬৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } قَالَتْ يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُحِبُّهُمَا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا هُنَّ وَيَلْغُوا بَيْنَ أَعْلَى سِتْنَتَيْنِ مِنْ

^{২০৬৫} বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২০৬৬} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৬৭} তিরমিযী, আহমাদ।

الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرُوءُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالَ فَتُهَوَّأُ أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } قَالَ يَقُولُ أَتُرْكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَخْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا .

صحیح

২০৬৮। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (র) আমাকে বলেন যে, তিনি নাবী ﷺ এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ (রা)-কে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন : “তোমরা যদি ভয় করো, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য মহিলা বিয়ে করো” (সূরাহ আন-নিসা : ৩)। তিনি বললেন, হে আমার ভাগ্নে! এ আয়াত ঐসব ইয়াতীম বালিকা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কারো তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং সে তার সম্পদের অংশীদার। সে তার সৌন্দর্য ও সম্পদকেও পছন্দ করে। এমতাবস্থায় সে তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী, কিন্তু অন্য মহিলাকে তার অনুরূপ মোহর আদায় করতে অনিচ্ছুক। এরূপ অভিভাবকদেরকে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা তাদের পূর্ণ মোহর দেয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর তাদেরকে নিজেদের পছন্দমতো অন্য মহিলা বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ‘উরওয়াহ (র) বলেন, ‘আয়িশাহ (রা) বলেছেন, পরবর্তীতে লোকেরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইয়াতীম বালিকাদের বিষয়ে ফাতাওয়াহ চাইলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ও আয়াত অবতীর্ণ করেন : “লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ফাতাওয়াহ জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে সমাধান দিয়েছেন। এ কিতাবের মাধ্যমে শুনানো হচ্ছে হুকুমগুলো এই যে, তাদের জন্য যে মোহর নির্ধারিত তোমরা তা আদায় করো না অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী।” (নিসা : ১২৭)। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, এ বিষয়ে মহান আল্লাহর কিতাবের মধ্যে তাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা হচ্ছে, প্রথমের সে আয়াতটি যেখানে আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা যদি ভয় করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা নিজেদের পছন্দ মোতাবেক অন্য নারী বিয়ে করো।” ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, ইয়াতীম বালিকা সুন্দরী এবং সম্পদশালী না হলে অভিভাবকরা

এর কমতি দেখিয়ে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য নারী বিয়ে করতো। সুতরাং তাদেরকে বলা হয়েছে, স্বার্থের বেলায় পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো এবং পুরো মোহর আদায় করা ছাড়া এসব ইয়াতীমকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তারা এসব ইয়াতীমের হক আদায় করতে চাইতো না। ইউনুস বলেন, রাবী 'আ, আল্লাহর বাণী - { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى }

-এর অর্থ বলেছেন, তোমরা যদি ভয় করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তবে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। কেননা আমি তোমাদের জন্য চারজন মহিলা পর্যন্ত বিয়ে করা হারাল করেছি।^{২০৬৮}

সহীহ।

২০৬৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّوْلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ، حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَقِيَهُ الْمِسُورُ بْنُ مَحْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا . قَالَ هَلْ أَنْتَ مُعْطِي سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى نَفْسِي إِنْ عَلِيَ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يُؤَمِّدُ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ " إِنْ فَاطِمَةُ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا " . قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَتَنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ " حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا " . صحيح

২০৬৯। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। 'আলী ইবনুল হুসাইন (র) তাকে বর্ণনা করেন যে, হুসাইন ইবনু 'আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর যখন তারা ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহর নিকট থেকে মাদীনাহুয় আসলেন, তখন আল-মিসওয়্যার ইবনু মাখরামাহ (রা) তার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনি আমার উপর কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবেন কি? তিনি বললেন, না। এরপর মিসওয়্যার বললেন, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ তলোয়ারখানি দিবেন? কেননা আমার আশংকা হচ্ছে, লোকেরা আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। আল্লাহর শপথ! আপনি আমাকে তা দান করলে কেউ আমার দেহকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। 'আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রা) ফাতিমাহ (রা) বর্তমান থাকতে আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আমি নাবী ﷺ-কে এই মিম্বারের উপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে

শুনেছি। তখন আমি যুবক ছিলাম। তিনি বলেছেন : ফাতিমাহ আমার দেহের একটি অংশ। আর আমার ভয় হচ্ছে, সে দীনী ফ্যাসাদে পতিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি ﷺ বনি 'আবদি শামসের সাথে শ্বশুর-জামাতার সম্পর্কের আলাপ করলেন। আর উক্ত শ্বশুর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ভূয়সী প্রশংসাই করলেন। তিনি বলেন : সে (জামাতা) আমার সাথে যে কথা দিয়েছিল তা সত্যে পরিণত করেছে এবং যে ওয়াদা করেছিল তাও পূরণ করেছে। কোন হালাল জিনিসকে হারাম এবং হারাম জিনিসকে হালাল করার অধিকার আমার নেই। তবে আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর দূশমনের কন্যা কখনো এক জায়গায় একত্র হতে পারে না।^{২০৬৯}

সহীহ।

২০৭০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، هَذَا الْخَبَرُ قَالَ فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ .
صحیح

২০৭০। ইবনু আবু মুলাইকাহ (র) এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, অতঃপর 'আলী (রা) সে বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করেন।^{২০৭০}

সহীহ।

২০৭১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ الْفَرَسِيُّ التَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمُسَوْرَ بْنَ غُرْمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْرِ يَقُولُ "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمَغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَذْنُ ثُمَّ لَا أَذْنُ ثُمَّ لَا أَذْنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا" . وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ .
صحیح

২০৭১। আল-মিসওয়্যার ইবনু মাখরামাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসজিদের মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি : হিশাম ইবনুল মুগীরাহর বংশের লোকেরা তাদের বংশের এক কন্যাকে 'আলী ইবনু আবু ত্বালিবের কাছে বিয়ে দিতে অনুমতি চাইছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিবো না, তারপরও আমি অনুমতি দিবো না, অনুমতি দিবো না। অবশ্য আবু ত্বালিবের পুত্র আমার কন্যাকে তালাক দিলে সে তাদের কন্যা বিয়ে করতে পারবে। কারণ আমার কন্যা আমার দেহেরই একটি অংশ। যেটা তার অপছন্দ, সেটা আমারও অপছন্দ এবং তাকে যা দুঃখ দেয়, তা আমাকেও দুঃখ দেয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের এই অংশটি ইমাম আহমদ (র) সূত্রে বর্ণিত।^{২০৭১}

সহীহ।

^{২০৬৯} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৭০} মুসলিম।

^{২০৭১} বুখারী, মুসলিম।

১৪ - باب في نكاح المتعة

অনুচ্ছেদ- ১৪ : মুত'আহ বিবাহ

২০৭২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رِبْعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
 شاذ و المحفوظ : " زمن الفتح " كما يأتي // ، الإرواء (١٩٠١) //

২০৭২। আয-যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীযের (র) নিকট ছিলাম। তখন আমরা নারীদের মুত'আহ (সাময়িক) বিয়ে নিয়ে আলাপ করলাম। রাবী' ইবনু সাবুরাহ নামক জনৈক ব্যক্তি বললেন, আমি আমার পিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মুত'আহ নিষিদ্ধ করে দেন।^{২০৭২}

শায়। মাহফুয হচ্ছে : মাক্কাহ বিজয়ের সময়। ইরওয়া (১৯০১)।

২০৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رِبْعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ .

صحیح

২০৭৩। রাবী' ইবনু সাবুরাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের সাথে মুত'আহ বিয়ে হারাম করেছেন।^{২০৭৩}

সহীহ।

১৫ - باب في الشغار

অনুচ্ছেদ- ১৫ : আশ-শিগার পদ্ধতির বিয়ে

২০৭৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كَلَامُهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ . زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشَّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةُ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ وَيُنْكِحُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .

صحیح

^{২০৭২} আহমাদ, বায়হাক্বী।

^{২০৭৩} মুসলিম।

২০৭৪। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। মুসাদ্দাদ (র) তার বর্ণনায় বলেন, আমি নাফি' (র)-কে জিজ্ঞেস করি, শিগার কি? তিনি বললেন, "কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবে এ শর্তে যে, ঐ ব্যক্তিও তার কাছে তার কন্যা বিয়ে দিবে মোহর ছাড়া। অথবা কোন ব্যক্তি নিজের বোনকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিবে এ শর্তে যে, তার বোনকে এ ব্যক্তি বিয়ে করবে মোহর ছাড়া"।^{২০৭৪}

সহীহ।

২০৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشَّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

حسن

২০৭৫। 'আবদুর রহমান ইবনু হুরমুয আল-আ'রাজ (র) সূত্রে বর্ণিত। আল-আব্বাস ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (র) তার কন্যাকে 'আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের সাথে বিয়ে দেন, আবার 'আবদুর রহমান তার কন্যাকে আল-আব্বাসের কাছে বিয়ে দেন। তারা উভয়ে এই পারস্পরিক বিয়েকে মোহর গণ্য করেন। এ খবর শুনে মু'আবিয়াহ (রা) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে মাওয়ানের কাছে নির্দেশনামা লিখে পাঠান। তিনি তার ফরমানে বলেন, এটা শিগার, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতে নিষিদ্ধ করেছেন।^{২০৭৫}

হাসান।

১৬- باب في التحليل

অনুচ্ছেদ-১৬ : তাহলীল প্রসঙ্গে

২০৭৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".

صحيح

^{২০৭৪} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৭৫} আহমাদ।

২০৭৬। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইসমাঈল বলেন, আমার ধারণা তিনি হাদীসটি নাবী ﷺ সূত্রে মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন। নাবী ﷺ বলেছেন : হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় তারা উভয়ে অভিশপ্ত।^{২০৭৬}

সহীহ।

২০৭৭ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْمَرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ.

صحیح

২০৭৭। হারিস আল-আ'ওয়ার (র) হতে নাবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী সূত্রে বর্ণিত। (বর্ণনাকারী বলেন) আমাদের ধারণা, তিনি 'আলী (রা), যিনি নাবী ﷺ সূত্রে উক্ত হাদীসের সমর্থক বর্ণনা করেছেন।^{২০৭৭}

সহীহ।

১৭ - بَابُ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

অনুচ্ছেদ- ১৭ : মনিবের বিনা অনুমতি ক্রীতদাসের বিয়ে করা

২০৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُمَرَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ - وَكِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ".

حسن

২০৭৮। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে সে ব্যভিচারী।^{২০৭৮}

হাসান।

২০৭৯ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

ضعيف

^{২০৭৬} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'হাদীসটি ক্রটিযুক্ত।' সানাদে হারিস আ'ওয়ার যঈফ। কিন্তু হাদীসটি ভিন্ন সানাদেও বর্ণিত হয়েছে এবং শাওয়াহিদও রয়েছে। সুতরাং হাদীসটি তার অন্যান্য সানাদ ও শাওয়াহিদ দ্বারা সহীহ।

^{২০৭৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{২০৭৮} তিরমিযী, আহমাদ, দারিমী।

২০৭৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কোন ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি যঈফ ও মাওকুফ। এটা ইবনু 'উমারের (রা) উক্তি।^{২০৭৯}

দুর্বল।

১৮ - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

অনুচ্ছেদ- ১৮ : কেউ তার অপর ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া
অপছন্দনীয়

২০৮০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .

صحیح

২০৮০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়।^{২০৮০}

সহীহ।

২০৮১ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " .

صحیح

২০৮১। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের উপর দর-দাম না করে, অবশ্য সে অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা।^{২০৮১}

সহীহ।

১৯ - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

অনুচ্ছেদ- ১৯ : বিয়ের উদ্দেশে পাত্রী দেখা প্রসঙ্গ

২০৮২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

^{২০৭৯} বায়হাক্বী। সানাদে আবদুল্লাহ বিন 'উমার আল-উমরী সম্পর্কে হাফিয বলেন : যঈফ। আলবানী বলেন : তার স্মরণশক্তি ভাল নয়।

^{২০৮০} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৮১} বুখারী, মুসলিম।

الله ﷺ " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ " . قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا .

حسن

২০৮২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে তখন সম্ভব হলে তার এমন কিছু যেন দেখে নেয় যা তাকে বিবাহে উৎসাহিত করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার পর তাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা-অন্তরে গোপন রেখেছিলাম। অতঃপর আমি তার মাঝে এমন কিছু দেখি যা আমাকে তাকে বিয়ে করতে আকৃষ্ট করলো। অতঃপর আমি তাকে বিয়ে করি।^{২০৮২}

হাসান।

২০ - باب في الولي

অনুচ্ছেদ- ২০ : ওয়ালী সম্পর্কে

২০৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بَيَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ " .

صحيح

২০৮৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার সে বিয়ে বাতিল। তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এজন্য তাকে মোহর দিবে। যদি উভয় পক্ষের (অভিভাবকদের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক শাসক।^{২০৮৩}

সহীহ।

২০৮৪ - حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لُحَيْعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ، - يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

^{২০৮২} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ।

^{২০৮৩} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

২০৮৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, জা'ফার সরাসরি যুহরী (র) হতে শুনেনি, বরং যুহরী তাকে লিখে পাঠিয়েছেন।^{২০৮৪}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

২০৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ .

صحیح

২০৮৫। আবু মূসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : অভিভাবক ছাড়া কোন বিয়েই হতে পারে না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটির সানাদ হলো : ইউনুস আবু বুরদাহ হতে, আর ইসরাঈল আবু ইসহাক হতে আবু বুরদাহ সূত্রে।^{২০৮৫}

সহীহ।

২০৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا - وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ - فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهُمْ .

صحیح

২০৮৬। উম্মু হাবীবাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ('উবাইদুল্লাহ) ইবনু জাহশের স্ত্রী ছিলেন। স্বামী মারা গেলে তিনি হিজরাতকারীদের সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর হাবশার বাদশা নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তাকে বিয়ে দেন। তিনি (অভিভাবক ছাড়া) তাদের কাছেই অবস্থান করেন।^{২০৮৬}

সহীহ।

২১ - باب في العُضْلِ

অনুচ্ছেদ- ২১ : নারীদেরকে বিয়েতে বাধা দেয়া নিষেধ

২০৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ تُحْطَبُ إِلَيَّ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنكَحْتُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ

^{২০৮৪} সানাদে ইবনু লাহিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া সানাদের জা'ফার বিন রবী'আহ হাদীসটি যুহরী থেকে শুনেনি। সুতরাং তা মুনকাতি।

^{২০৮৫} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

^{২০৮৬} নাসায়ী।

رَجْعَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا حُطِبَتْ إِلَيَّ أَنَايَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُهَا أَبَدًا . قَالَ
فَفِي تَرْكَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الْآيَةُ .
قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكِحْتُهَا إِنَاءً .

صحیح

২০৮৭। হাসান বাসরী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রা) আমাকে বর্ণনা করেন যে, আমার এক বোন ছিলো। আমার নিকট তার বিয়ের ব্যাপারে পয়গাম আসতো। একদা আমার এক চাচাত ভাই আমার কাছে এলে আমি তার সাথে আমার বোনকে বিয়ে দিলাম। পরে সে তাকে এক তালাক রাজঈ দিয়ে ফেলে রাখলো এমনকি তার ইদাতকাল শেষ হলো। অতঃপর যখন তার বিয়ের পয়গাম আসতে থাকলো। আমার চাচাত ভাইও পুনরায় আমার কাছে পয়গাম পাঠালে আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে তার কাছে কখনোই বিয়ে দিবো না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমাকে কেন্দ্র করেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : “যখন তোমরা নারীদের তালাক দিবে, ইদাতকাল শেষ হওয়ার পর যদি তারা তাদের পূর্ব-স্বামীকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না”... (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৩২)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি আমার শপথের কাফ্যারাহ দিয়ে বোনকে তার সাথে বিয়ে দেই।^{২০৮৭}

সহীহ।

২২- باب إِذَا أَنْكَحَ الْوَلَيَّانِ

অনুচ্ছেদ- ২২ : কোন নারীকে দু'জন ওয়ালী বিয়ে দিলে

২০৮৮ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمُعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَيْمَانُ امْرَأَةٍ زَوْجَهَا وَلَيَّانِ فِيهِ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْنَعَانٍ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " .
ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٢٢٢٤) ، ضعيف سنن الترمذي (١٨٩ / ١١٢٢) ، ضعيف سنن النسائي (٣١٦ / ٤٦٨٢) ، المشكاة (٣١٥٦) ، الإرواء (١٨٥٣) //

২০৮৮। সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কোন নারীকে যদি দুই অভিভাবক বিয়ে দেয়, তবে প্রথম ওয়ালীর বিয়ে কার্যকরী হবে। কোন ব্যক্তি যদি দুই লোকের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করে তাহলে দু'জনের মধ্যে প্রথম ক্রেতাই তার প্রাপক।^{২০৮৮}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (২২২৪), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৮৯/১১২২), যঈফ সুনান নাসায়ী (৩১৬/৪৬৮২), মিশকাত (৩১৫৬), ইরওয়া (১৮৫৩)।

^{২০৮৭} বুখারী, তিরমিযী।

^{২০৮৮} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'এই হাদীসটি হাসান।' সানাদে হাসান বাসরী একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

২৩-باب قَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }

অনুচ্ছেদ- ২৩ : মহান আল্লাহর বাণী : “জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদের অবরুদ্ধ করবে না” (সূরাহ আন-নিসা : ১৯)

২০৮৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَشْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السَّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، - فِي هَذِهِ الْآيَةِ { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِأَمْوَالِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ رَوَّجَهَا أَوْ رَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَزُوجُوهَا فَتَرَكْتُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ.

صحیح

২০৮৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। “জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদের অবরুদ্ধ করবে না” (সূরাহ আন-নিসা : ১৯)। এ আয়াতের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, (জাহিলী যুগে) কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃতের ওয়ারিসরা মৃতের স্ত্রীর অভিভাবকের পরিবর্তে নিজেরাই মালিক হতো। ইচ্ছে হলে তাদের কেউ তাকে বিয়ে করতো বা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিতো, অথবা বিয়ে দিতো না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।^{২০৮৯}

সহীহ।

২০৯০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتٍ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } لِيَتَذَهَّبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ { وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةً ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

حسن صحيح

২০৯০। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, “জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচার করে” (সূরাহ আন-নিসা : ১৯)। এ আয়াত অবতীর্ণের কারণ হলো, (জাহিলী যুগে) পুরুষরা তাদের নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীদেরও মালিক হয়ে যেতো এবং তাকে এমনভাবে অতিষ্ঠ করে

^{২০৮৯} বুখারী, নাসায়ী।

তুলতো যে, হয়তো সে মারা যেতো অথবা তার মোহরানা তাদেরকে দিতে বাধ্য হতো। ফলে আল্লাহ এরূপ কাজ নিষিদ্ধ করেন।^{২০৯০}

হাসান সহীহ।

২০৯১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُوبَةَ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ

اللَّهِ، مَوْلَى عُمَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ، بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَّظَ اللَّهُ ذَلِكَ .

صحيح بما قبله (২০৯০)

২০৯১। 'উমার (রা) এর মুক্তদাস 'উবাইদুল্লাহ হতে দহহাক (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, মহান আল্লাহ (এ আয়াতে) মানুষকে নসীহত করেছেন।^{২০৯১}

সহীহ। পূর্বেরটির (২০৯০) দ্বারা।

২৪ - باب في الاستئثار

অনুচ্ছেদ- ২৪ : মেয়েদের কাছে বিয়ের অনুমতি চাওয়া

২০৯২ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تُنْكَحُ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبَكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " .

صحيح

২০৯২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন বিধবা মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া এবং কোন কুমারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কি? তিনি বললেন : চুপ থাকা।^{২০৯২}

সহীহ।

২০৯৩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا

حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا " . وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ

. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .

حسن صحيح

^{২০৯০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{২০৯১} পূর্বেরটি দ্বারা সহীহ।

^{২০৯২} বুখারী, মুসলিম।

২০৯৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াতীম কুমারী মেয়ে থেকে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। তার চুপ থাকাই তার সম্মতি। সে অসম্মতি প্রকাশ করলে তার উপর কোন জবরদস্তি করা চলবে না।^{২০৯৩}

হাসান সহীহ।

২০৯৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ قَالَ " فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ " . زَادَ " بَكَتْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَيْسَ " بَكَتْ " . بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ وَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْوَهْمُ مِنْ ابْنِ إِدْرِيسَ أَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ذَكَوَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْبِكْرُ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ . قَالَ " سَكَتَاهَا إِفْرَارُهَا " .

(حديث أبي هريرة) شاذ ، (حديث عائشة) صحيح (حديث أبي هريرة) // ، الإرواء (١٨٣٤) ،

// (١٨٣٨)

২০৯৪। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীস উক্ত সানাদে বর্ণিত। তবে তাতে আরো রয়েছে : “তিনি ﷺ বলেছেন : ‘যদি সে কাঁদে অথবা নীরব থাকে’। এখানে ‘বাকাত’ শব্দটি অতিরিক্ত। আবু দাউদ (র) বলেন, ‘বাকাত’ শব্দটি নির্ভরযোগ্য নয়। এটি হাদীসের মধ্যে সংশয়। যা ইবনু ইদরীস থেকে হয়েছে। আর ‘আয়িশাহ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কুমারী (বিয়ের) কথাবার্তা বলতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বললেন : তার চুপ থাকা তার সম্মতি।^{২০৯৪}

আবু হুরাইরাহ বর্ণিত হাদীসটি শায। ‘আয়িশাহ বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। ইরওয়া (১৮৩৪, ১৮৩৮)

২০৯৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي الثَّقَفُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ " .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (١٤) //

২০৯৫। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীদের থেকে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ নাও।^{২০৯৫}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি‘উস সাগীর (১৪)।

^{২০৯৩} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : আবু হুরাইরাহর হাদীসটি হাসান।

^{২০৯৪} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৯৫} আহমাদ, বায়হাকী। সানাদে একজন অস্পষ্ট (মুবহাম) লোক রয়েছে যার থেকে ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মুনিযিরী বলেন : সানাদে একজন (মাজহুল) অজ্ঞাত লোক রয়েছে।

২৫ - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

অনুচ্ছেদ- ২৫ : যদি পিতা তার কুমারী কন্যাকে তার অমতে বিয়ে দেন

২০৭৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةَ، بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

صحیح

২০৯৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ এর নিকট এক যুবতী এসে বললো, তার অসম্মতিতে তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছে। নাবী ﷺ তাকে এখতিয়ার প্রদান করলেন (সে বিয়ে রাখতেও পারে অথবা বিচ্ছেদ ঘটাতেও পারে)।^{২০৯৬}

সহীহ।

২০৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ.

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

২০৯৭। 'ইকরিমাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি উক্ত হাদীস নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনু যায়িদ (র) 'ইবনু 'আব্বাসের (রা) নাম উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে অন্যরাও হাদীসটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এটাই প্রসিদ্ধ।^{২০৯৭}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

২৬ - باب في الثيب

অনুচ্ছেদ- ২৬ : স্বামীহীনা (তালাক্ প্রাপ্ত বা বিধবা) নারী প্রসঙ্গে

২১৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا". وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ.

صحیح

২০৯৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিধবা মহিলা (বিয়ের ব্যাপারে) তার অভিভাবকের চেয়ে নিজেই অধিক হকদার এবং কুমারীর বিয়ের

^{২০৯৬} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{২০৯৭} হাদীসটি মুরসাল।

ব্যাপারে তার সম্মতি নিতে হবে, তার নীরব থাকা তার সম্মতি গণ্য হবে। হাদীসের মূল পাঠ আল-কা'নাবীর।^{২০৯৮}

সহীহ।

২১৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ "الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ "أَبُوهَا" لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .

সহীহ : "تستامر" دون ذكر "أبوها" // الإرواء (১৮৩৩) //

২০৯৯। 'আবদুল্লাহ ইবনুল ফাদল (র) হতে উক্ত সানাদে অনুরূপ অর্থে বর্ণিত। বিধবা নারী (নিজের বিয়ের ব্যাপারে) তার অভিাবকের চাইতে নিজেই অধিক কর্তৃত্বসম্পন্ন। আর কুমারী মেয়ে থেকে তার পিতা সম্মতি নিবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের 'আবুহা' (তার পিতা) শব্দটি সংরক্ষিত নয়।^{২০৯৯}

সহীহ : পিতার কথা উল্লেখ বাদে "تستامر" শব্দে। ইরওয়া (১৮৩৩)।

২১০০ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمَتُهَا إِفْرَارُهَا" .

সহীহ

২১০০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিধবা নারীর উপর তার অভিভাবকের কোন কর্তৃত্ব নাই, আর ইয়াতীম কুমারী মেয়ে থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং তার চুপ থাকাই তার সম্মতি।^{২১০০}

সহীহ।

২১০১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَجُمُعٍ، ابْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خُنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا .

সহীহ

^{২০৯৮} মুসলিম, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২০৯৯} নাসায়ী, আহমাদ।

^{২১০০} নাসায়ী, আহমাদ, বায়হাকী।

২১০১। খানসাআ বিনতু খিয়াম আল-আনসারিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বিয়ে দেন তখন তিনি বয়স্কা (সাবালিকা)। তিনি এ বিয়ে অপছন্দ করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে অভিযোগ করলে তিনি তার এ বিয়ে বাতিল করে দেন।^{২১০১}
সহীহ।

২৭- باب في الأكفاء

অনুচ্ছেদ- ২৭ : সমতা

২১০২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدٍ، حَجَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْيَأْفُوخِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَا بَنِي يَاسَصَةَ ائْتِكُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" . قَالَ "وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ" . حسن

২১০২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা আবু হিন্দ নাবী ﷺ এর মাথার তালুতে শিংগা লাগান। নাবী ﷺ বললেন : হে বায়াদাহ গোত্রের লোকেরা! তোমাদের গোত্রের একটি মেয়ে আবু হিন্দের কাছে বিয়ে দাও। ফলে তারা তাদের একটি কন্যা তার কাছে বিয়ে দিলো। তিনি বললেন : তোমরা যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করো সেসবের কোনটিতে উপকার থাকলে তা শিংগা লাগানোতেই রয়েছে।^{২১০২}

হাসান।

২৮- باب في تزويج من لم يؤلد

অনুচ্ছেদ- ২৮ : জন্মগ্রহণের আগেই বিয়ে দেয়া

২১০৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ، - مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ - حَدَّثَنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ، قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ كَدْرَةَ الْكِتَابِ فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ الطَّبْطِيبَةَ الطَّبْطِيبَةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى جَيْشَ غِثْرَانَ - فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمَرْقَعِ مَنْ يُعْطِينِي رُحْمًا يَتَوَابَهُ قُلْتُ وَمَا تَوَابُهُ قَالَ أَرْوِجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي . فَأَعْطَيْتُهُ رُحْمِي ثُمَّ غِثْتُ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ . أَنَّهُ قَدْ وَلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَهْلِي جَهْزُهُنَّ إِلَيَّ . فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى

^{২১০১} বুখারী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{২১০২} হাকিম, বায়হাক্বী। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

أُصْدِقُهُ صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ لَا أُصْدِقُ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "وَيَقْرَنُ أَيْ النِّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ" . قَالَ فَذَرَأْتُ الْقَتِيرَ . قَالَ "أَرَى أَنْ تَتْرُكُهَا" . قَالَ فَرَأَعَنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي قَالَ "لَا تَأْتُمْ وَلَا يَأْتُمْ صَاحِبُكَ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْقَتِيرُ الشَّيْبُ .
ضعيف

২১০৩। সারা হ বিনতু মিকসাম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি মায়মূনা বিনতু কারদাম (র)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ হাজ্জের বছরে আমি আমার পিতার সাথে বের হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে আমার পিতা তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। এ সময় তিনি তাঁর উষ্ট্রীর উপর ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলো শিক্ষকদের হাতে যেরূপ দোররা থাকে সেরূপ দোররা। এ সময় আমি আরব ও অন্যান্যদের বলে শুনলাম, দোররা দূরে থাকো, দোররা থেকে দূরে থাকো, দোররা থেকে দূরে থাকো। অতঃপর আমার পিতা তাঁর কাছে গিয়েই তাঁর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে তাঁর রিসালাতের স্বীকৃতি দেন, তার কাছে অবস্থান করেন এবং তার কথা শুনে। আমার পিতা বলেন, আমি (জাহিলী যুগে) 'আসরান' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় রয়েছে 'গাসরান'। তখন তারিক ইবনুল মুরাক্কা' বললো, আমাকে এর বিনিময়ে কে একটি তীর দিবে? আমি বললাম, এর বিনিময় কি? সে বললো, আমার সর্বপ্রথম যে কন্যাটি জন্মগ্রহণ করবে তাকে তার সাথে বিয়ে দিবো। আমি আমার তীরটি তাকে দিলাম। এরপর আমি তাদের কাছ থেকে চলে গেলাম। পরে আমি জানতে পারলাম, তার কন্যা সন্তান জন্ম হয়েছে এবং সে সাবালিকাও হয়েছে। অতঃপর আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, আমার স্ত্রী আমাকে দিন। সুতরাং তারা তাকে আমার নিকট সোপর্দ করতে প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু সে (পিতা) শপথ করে বললো, অতিরিক্ত কিছু মোহর না দিলে কন্যাকে দিবো না। অপরদিকে আমিও শপথ করি, তাকে পূর্বে যা দিয়েছি, তা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু দিবো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বর্তমানে সে একজন মহিলা। হয়তো সে তোমাকে (বৃদ্ধ) দেখেছে। তিনি আরো বললেন : আমি ইচ্ছা, তুমি তাকে ত্যাগ করো। তিনি (কারদাম) বলেন, আমি আমার শপথের জন্য ভীত হলাম এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ দিকে তাকালাম। তিনি আমার অবস্থা অনুধাবন করে বললেন : (শপথের কারণে) তোমার কোন গুনাহ হবে না এবং তোমার প্রতিপক্ষেরও কোন গুনাহ হবে না।^{২১০৩}

দুর্বল।

২১০৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ امْرَأَةٍ، قَالَتْ هِيَ مُصَدِّقَةٌ امْرَأَةً صَدَّقِي قَالَتْ بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

^{২১০৩} আহমাদ, আবু নু'আইম 'হিলয়া'। সানাদে সারা বিনতু মিকসাম রয়েছে। হাফিয বলেন : তাকে চেনা যাননি। আল্লামা মুনযিরী বলেন : এই হাদীসের সানাদে গরমিল আছে, এবং সানাদে একজন অপরিচিত লোক রয়েছে।

إِذْ رَمَضُوا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحْهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَالْقَاهُمَا إِلَيْهِ فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَتِيرِ .

ضعيف

২১০৪। ইবরাহীম ইবনু মাইসারার (র) খালা হতে জনৈক মহিলা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমার পিতা এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং তাতে বালির গরমে চলাফেরা অসহনীয় হয়ে পড়ে। তখন এক ব্যক্তি বললো, কে আমাকে তার জুতাজোড়া দিবে? এর বিনিময়ে আমার সর্বপ্রথম যে কন্যাটি জন্ম লাভ করবে, তাকে তার সাথে বিয়ে দিবো। এ কথা শুনে আমার পিতা তার জুতাজোড়া তাকে দিলেন। অতঃপর তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো এবং সে সাবালিকাও হলো। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে এতে ‘আল-কাতির’ শব্দটি উল্লেখ নেই।^{২১০৪}

দুর্বল।

২৭ - باب الصَّدَاقِ

অনুচ্ছেদ- ২৯ : মোহরানা সম্পর্কে

২১০৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُثَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشْ . فَقُلْتُ وَمَا نَشْ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ .

صحيح

২১০৫। আবু সালামাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আযিশাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর (স্ত্রীদের) মোহরানা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘বারো উকিয়া ও এক নাস্‌স।’ আমি বললাম, ‘নাস্‌স’ কি? তিনি বললেন, এক উকিয়ার অর্ধেক।^{২১০৫}

সহীহ।

২১০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلْمِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تَعَالُوا بِصَدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً .

حسن صحيح

^{২১০৪} ডক্টর সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ বলেন : এই হাদীসের সানাদে একাধিক অজ্ঞাত লোক রয়েছে। আলবানী বলেন : এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ইবরাহীম ইবনু মাইসারার খালা মাজহল।

^{২১০৫} মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

২১০৬। আবুল আজফা আস্-সুলামী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উমার (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর নির্ধারণে সীমালঙ্ঘন করো না। কারণ যদি তা দুনিয়ার মর্যাদার বস্তু হতো এবং আল্লাহর নিকট পরহেযগারীর বস্তু হতো, তবে তোমাদের চেয়ে নাবী ﷺ হতেন এর যোগ্যতম ব্যক্তি। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীদের কারো মোহর এবং তাঁর কন্যাদের কারো মোহর বারো উকিয়ার অধিক ধার্য করেননি।^{২১০৬}

হাসান সহীহ।

২১০৭ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قِمَاتٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ شَرَحِبِيلِ بْنِ حَسَنَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَسَنَةٌ هِيَ أُمُّهُ.

صحیح

২১০৭। উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ছিলেন 'উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহশের স্ত্রী। অতঃপর 'উবাইদুল্লাহ হাবশায় মারা গেলে হাবশার বাদশা নাজ্জাশী নাবী ﷺ এর সাথে তাঁর বিয়ে দেন এবং তাঁর পক্ষ হতে মোহর আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাকে শুরাহবীল ইবনু হাসানাহর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট পাঠিয়ে দেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাসানাহ হলেন শুরাহবীলের মা।^{২১০৭}

সহীহ।

২১০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَرِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ، رَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَ.

ضعيف

২১০৮। আয-যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত। আন-নাজ্জাশী (র) আবু সুফিয়ানের-কন্যা উম্মু হাবীবাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বিয়ে দেন এবং এতে মোহর ধার্য করেন চার হাজার দিরহাম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করলে তিনি তা কবুল করেন।^{২১০৮}

দুর্বল।

^{২১০৬} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{২১০৭} আহমাদ।

^{২১০৮} হাদীসটি মুরসাল।

৩০- باب قِلَّةِ الْمَهْرِ

অনুচ্ছেদ- ৩০ : মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ

২১০৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَهْمٌ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَالَ "مَا أَصْدَقْتُهَا". قَالَ وَزَنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ "أَوْلَمْ وَلَوْ بِسَاءَةٍ".

صحیح

২১০৭। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফের (রা) শরীরে জা'ফরানের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তাকে কি পরিমাণ মোহর প্রদান করেছে? তিনি বলেন, খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ। নাবী ﷺ বললেন : বিবাহভোজের আয়োজন করো, যদিও তা একটি বকরী দ্বারাও হয়।^{২১০৭}

সহীহ।

২১১০ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَبْرِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ رُوْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلَّةً كَفَيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمَرًا فَقَدْ اسْتَحْلَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا

ضعيف، ضعيف الجامع الصغير (٥٤٥٣)، المشكاة (٣٢٠٥) //

وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْصَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمَتْعَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ.

صحیح

২১১০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি মোহর হিসেবে এক মুষ্টি ছাতু অথবা খোরমা দিলে তার বিয়ে বৈধ।

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৫৪৫৩), মিশকাত (৩২০৫)।

জাবির (রা) অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময় এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়ে ফায়দা ভোগ করতাম। এরূপ হতো মূত'আহ বিবাহের ক্ষেত্রে। আবু দাউদ

বলেন, ইবনু জুরাইজ আবুয-যুবাইরের উদ্ধৃতি দিয়ে জাবির (রা) সূত্রে আবু 'আসিমের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^{২১১০}

সহীহ।

৩১ - باب في التزويج على العمل يُعمل

অনুচ্ছেদ- ৩১ : কাজের বিনিময়ে বিয়ে

২১১১ - حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ ذِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ فَيَا مًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ " . فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا " . قَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا . قَالَ " فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ " . قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا . لِسُورَةٍ سَاءًا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " .

صحیح

২১১১। সাহল ইবনু সা'দ আস-সাদ্দী (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট জনৈক মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমাকে বিয়ে করার জন্য আপনার সমীপে সমর্পণ করলাম। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তখন এক (আনসারী) ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন, যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তাকে মোহরানা দেয়ার জন্য তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বললো, আমার এই পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার পরিধেয় বস্ত্র তাকে দিয়ে দিলে তো তোমাকে (ঘরেই) বসে থাকতে হবে। যেহেতু তোমার কাছে অন্য কোন বস্ত্র নেই। কাজেই খুঁজে দেখো, কিছু পাও কিনা? সে বললো, আমি কিছুই পাচ্ছি না। তিনি আবার বললেন : খুঁজে দেখো, যদিও একটি লোহার আংটিও হয়। সে খোঁজ করলো, কিন্তু কিছুই পেলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্থ জানো? সে বললো, হ্যাঁ, আমার অমুক অমুক সূরাহ, কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করে বললো, এগুলো মুখস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কুরআনের যেটুকু মুখস্থ জানো, তার বিনিময়ে আমি তোমার সাথে তাকে বিয়ে দিলাম।^{২১১১}

সহীহ।

^{২১১০} মুসলিম।

^{২১১১} বুখারী, মুসলিম।

২১১২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الْإِرَارَ وَالْحَاتِمَ فَقَالَ " مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ " . قَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوِ اللَّيْلِ تَلِيهَا . قَالَ " فَكَمْ فَعَلَمَهَا عَشْرِينَ آيَةً وَهِيَ أَمْرَاتُكَ " .

ضعيف

২১১২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে এতে পরিধেয় বস্ত্র ও আংটির কথা নেই। নাবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি কুরআনের কতটুকু মুখস্থ জানো? সে বললো, সূরাহ আল-বাক্বারাহ অথবা তার পরবর্তী সূরাহ। তিনি ﷺ বললেন : তুমি তাকে বিশটি আয়াত শিক্ষা দাও এবং সে তোমার স্ত্রী।^{২১১২}

দুর্বল।

২১১৩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، نَحْوَ خَيْرِ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ضعيف

২১১৩। মাকহুল (র) সূত্রে সাহল (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মাকহুল (র) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে কারোর জন্য মোহর ছাড়া বিয়ে জায়েয নয়।^{২১১৩}

দুর্বল।

৩২ - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

অনুচ্ছেদ- ৩২ : কেউ মোহর নির্ধারণ ছাড়া বিয়ে করার পর মারা গেলে

২১১৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَقْرَضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي بِهِ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .

صحيح

২১১৪। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণিত, যে কোন নারীকে বিয়ে করার পর মারা গেছে কিন্তু তার সাথে সঙ্গম করেনি এবং মোহরও ধার্য করেনি।

^{২১১২} নাসায়ী। সানাদের ইসল হলো আবু কুররা আত-তামীমী। তার সম্পর্কে হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : যঈফ। আল্লামা মুনযিরীও তাকে যঈফ বলেছেন।

^{২১১৩} এই সানাদটি মাকহুলের মাক্বূত্ মাওকুফ। আর মাকহুল থেকে বর্ণনাকারীর মাঝে দুর্বলতা আছে।

তিনি বললেন, সে পূর্ণ মোহরের হকদার, সে ইদ্দাত পালন করবে এবং স্বামীর সম্পদের মীরাসও পাবে। এ সময় মা'ক্বিল ইবনু সিনান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিরওয়াআ বিনতু ওয়াশিকের সম্পর্কে অনুরূপ ফয়সালা দিতে শুনেছি।^{২১১৪}

সহীহ।

২১১৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبْنُ، مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَاقٍ، عُثْمَانُ مِثْلَهُ.

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

২১১৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{২১১৫}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

২১১৬ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَأَبِي، حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَتَى فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْحَبْرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ هَذَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ . فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعٍ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَاهَا فِينَا فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هَلَالٌ بِنُ مَرَّةٍ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ . قَالَ فَقَرَحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

صحيح

২১১৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা) এর নিকট এক ব্যক্তি পূর্বোক্ত হাদীসের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ বিষয়ে এক মাস ধরে বা অনেকবার মতভেদ করেন। অতঃপর ইবনু মাসউদ বললেন, ঐ নারীর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, সে তার বংশের নারীর সমপরিমাণ মোহর পাবে, এতে কমবেশি করবে না, সে মীরাসের অংশও পাবে এবং তাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে। এ হলো আমার অভিমত, এটা নির্ভুল হলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে, আর ভুল হলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পূর্ণ নির্দোষ। অতঃপর আশজা' গোত্রের আল-জাররাহ ও আবু সিনান (রা)-সহ কতিপয় লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে ইবনু মাসউদ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'উতবাহ ইবনু মাসউদ আমাদের মাঝে হেলাল ইবনু মুররার স্ত্রী বিরওয়াআ' বিনতু ওয়াশিকের ব্যাপারে অনুরূপ ফাতাওয়াহ দিয়েছিলেন

^{২১১৪} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২১১৫} এর পূর্বেরটি দেখুন।

যে রূপ আপনি দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ যখন দেখলেন যে, তার ফাতাওয়াহ রাসূলুল্লাহর স) ফাতাওয়াহর অনুরূপ, তখন তিনি খুবই খুশি হলেন।^{২১১৬}

সহীহ।

২১১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الدَّهْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ الْجَزَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ " أَتَرْضَى أَنْ أَزُوجَكَ فُلَانَةً " . قَالَ نَعَمْ . وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَزُوجَكَ فُلَانًا " . قَالَتْ نَعَمْ . فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحَدِيثَ وَكَانَ مِنْ شَهِدِ الْحَدِيثِ لَهُ سَبْعُ بَخَيْرٍ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْرٍ فَأَخَذْتُ سَهْمًا فَبَاعْتُهُ بِهَائَةِ أَلْفٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " . وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَقِ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلَزَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا .

صحیح

২১১৭। 'উক্বাহ ইবনু 'আমির (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : আমি তোমার সাথে অমুক মহিলার বিয়ে দিতে চাই, তুমি কি এতে খুশি আছো? সে বললো, হ্যাঁ। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে বললেন : আমি তোমাকে অমুক পুরুষের সাথে বিয়ে দিলে তুমি কি রাজি হবে? সে বললো, হ্যাঁ। সুতরাং তারা একে অপরকে বিয়ে করলো। তারপর লোকটি তার সাথে সঙ্গম করলো, কিন্তু তার জন্য কোন মোহরানা নির্ধারণ করেনি এবং তাকে নগদ কিছু প্রদান করেনি। লোকটি হৃদয়বিয়াতে উপস্থিত ছিলো। হৃদয়বিয়ায় উপস্থিত সকলকে খায়বারের এক এক অংশ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর লোকটির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে অমুক মহিলার বিয়ে দিয়েছিলেন, অথচ আমি তার জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করিনি এবং তাকে নগদ কিছুই দেইনি। সুতরাং আমি আপনাদের সাক্ষী করছি যে, আমার খায়বারের অংশটুকু আমি তাকে মোহরানা বাবদ প্রদান করলাম। অতঃপর মহিলাটি (স্ত্রী) তা গ্রহণ করে এবং তা এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের শুরুতে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (র) অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বিবাহ সহজে সম্পন্ন হয় তাই উত্তম বিবাহ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ

ঐ লোককে বললেন,। অতঃপর বাকী অংশটুকু একইরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আশংকা, এ হাদীসে সংযোজন হয়েছে। কেননা বিষয়টি ব্যতিক্রম।^{২১১৭}
সহীহ।

৩৩- باب في خطبة النكاح

অনুচ্ছেদ- ৩৩ : বিবাহের খুত্ববাহ

২১১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ - الْمَعْنَى - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ "إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ سَتَعَيْنُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا { اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } . لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ إِنَّ

صحیح

২১১৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিবাহের খুত্ববাহ শিক্ষা দিয়েছেন : “সমস্ত প্রশংসার এক আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের দেহ ও আত্মার সকল অনিষ্ট হতে। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হিদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে চাওয়া-নেওয়া এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন”। “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মরো না” (সূরাহ আলে ‘ইমরান : ১০১) “হে ঈমানদারগণ! সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের

^{২১১৭} হাকিম, বায়হাকী, ইবনু হিব্বানের মাওয়ারিদ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

কাজকর্ম সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে মহাসাফল্য লাভ করবে” (সূরাহ আহযাব : ৭০-৭১)।^{২১১৮}

সহীহ।

২১১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَرَسُولُهُ " . " أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا " .

ضعيف

২১১৯। ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুত্ববাহ দিতেন। অতঃপর পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন : “তিনি তাঁকে সত্য সহ ক্বিয়ামাতের পূর্বে পাঠিয়েছেন সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে সঠিক পথের সন্ধান পাবে। আরে যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের অবাধ্য হবে সে শুধু নিজেই অমঙ্গল ডেকে আনবে, কিন্তু আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”^{২১১৯}

দুর্বল।

২১২০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَرَّرِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَخِي، شُعَيْبِ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَتَكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ .

ضعيف

২১২০। বনু সুলাইমের এক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর খেদমতে উমামাহ বিনতু ‘আবদুল মুত্তালিবকে প্রস্তাব পাঠালে তিনি খুত্ববাহ ছাড়াই আমাকে বিয়ে করান।^{২১২০}

দুর্বল।

^{২১১৮} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী।

^{২১১৯} বায়হাক্বী। সানাদে আবদে রব্বীহি রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয আত-তাহযীব গ্রন্থে বলেন : ‘আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, তিনি মাজহুল, ক্বাতাদাহ ছাড়া কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি। এছাড়া সানাদের আবু ইয়ায সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল। আলবানী বলেন : ইমাম নববী এর সানাদকে সহীহ বলে ভুল করেছেন।

^{২১২০} বুখারীর ‘আত-তারিখুল কাবীর’, বায়হাক্বী। সানাদে বনু সুলাইমের জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি আছে। সানাদের ইসমাঈল ও ‘আলার জাহালাত রয়েছে। তাছাড়া তাতে ইযতিরাব হয়েছে। যা ইমাম বুখারী বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন : এর সানাদ অজ্ঞাত (মাজহুল)।

৩৪ - باب في تزويج الصغار

অনুচ্ছেদ- ৩৪ : অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বিয়ে দেয়া

২১২১ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ - قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ سِتٍّ - وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ .
 صحيح ، سيأتي منه مطولا (٤٩٣٣)

২১২১। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিয়ে করেন। সুলাইমানের বর্ণনায় রয়েছে ছয় বছর। আর তিনি আমার সাথে বাসর যাপন করেন আমার নয় বছর বয়সে।^{২১২১}

সহীহ। এর দীর্ঘ মাতান সামনে আসছে (হা/৪৯৩৩)।

৩৫ - باب في المقام عند البكر

অনুচ্ছেদ- ৩৫ : কুমারী স্ত্রীর নিকট অবস্থান

২১২২ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ " لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتَ لَكَ وَإِنْ سَبَعْتَ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي " .
 صحيح

২১২২। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু সালামাকে বিয়ে করে তার কাছে তিনরাত অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বললেন : তুমি তোমার পরিজনের কাছে অবহেলিত নও। তুমি চাইলে আমি তোমার সাথে সাতরাত অবস্থান করবো। তবে তোমাকে সাত রাত দিলে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও সাত রাত অবস্থান করতে হবে।^{২১২২}

সহীহ।

২১২৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . زَادَ عُثْمَانُ وَكَانَتْ نُبِيًّا . وَقَالَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ .
 صحيح

^{২১২১} বুখারী, মুসলিম।

^{২১২২} মুসলিম, ইবনু মাজাহ, দারিমী, আহমাদ।

২১২৩। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাফিয়াহ (রা)-কে বিয়ে করলেন তখন তিনি তার সাথে তিন দিন অবস্থান করেন। বর্ণনাকারী 'উসমান বলেন, তিনি বিধবা ছিলেন।^{২১২৩}

সহীহ।

২১২৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبُكَرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السَّنَةُ كَذَلِكَ.

صحیح

২১২৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি স্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে সে যেন কুমারী স্ত্রীর কাছে সাত রাত অতিবাহিত করে। আর যদি কেউ বিধবাকে বিয়ে করে তাহলে সে বিধবার কাছে যেন তিন রাত অতিবাহিত করে। বর্ণনাকারী আবু ক্বিলাবাহ বলেন, আমি যদি বলি, আনাস (রা) হাদীসটি মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন, তা সঠিক হবে। তবে তিনি বলেছেন, এরূপ করাই সুন্নাত।^{২১২৪}

সহীহ।

৩৬- باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَمْرَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا

অনুচ্ছেদ- ৩৬ : যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে কিছু দেয়ার পূর্বে তার সাথে বসবাস করতে চায়

২১২৫ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَعْطَهَا شَيْئًا". قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ "أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةُ".

صحیح

২১২৫। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'আলী (রা) ফাতিমাহ (রা)-কে বিয়ে করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তাকে কিছু প্রদান করো। তিনি বললেন, আমার নিকট কিছুই নেই। তিনি ﷺ বললেন : তোমার হুতামীয়া বর্মটি কোথায়? (সেটাই দাও)^{২১২৫}

সহীহ।

^{২১২৩} আহমাদ।

^{২১২৪} বুখারী, মুসলিম।

^{২১২৫} নাসারী।

২১২৬ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْرَةَ - حَدَّثَنِي غِيلَانُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "أَعْطَاهَا دِرْعَكَ" . فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا .

ضعيف

২১২৬। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু সাওবান (র) হতে নাবী ﷺ এর জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। 'আলী (র) যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা ফাতিমাহ (রা)-কে বিয়ে করেন এবং তার সাথে বাসর যাপনের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কিছুই নেই। নাবী ﷺ বললেন : তাকে তোমার বর্মটি দাও। সুতরাং তিনি তাকে তার বর্মটি দিয়ে বাসর যাপন করলেন।^{২১২৬}

দুর্বল।

২১২৭ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ، - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ غِيلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ .

ضعيف

২১২৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{২১২৭}

দুর্বল।

২১২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَيْثَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ .

ضعيف // ضعيف ابن ماجه (٤٣٣) //

২১২৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আদেশ দিলেন, আমি যেন জনৈক মহিলাকে (স্বামীর পক্ষ হতে) কিছু প্রদানের আগেই সহবাসের অনুমতি দেই। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, খায়সামাহ (র) 'আয়িশাহ (রা) হতে হাদীস শুনেননি।^{২১২৮}

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ (৪৩৩)।

^{২১২৬} বায়হাকী। সানাদে আবু হাইওয়াকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ সিক্বাহ বলেননি। আর সানাদের গাইলান বিন আনাস সম্পর্কে হাফিয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : 'মাকবুল।' শায়খ আলবানী বলেন : গাইলানকে কেউ সিক্বাহ বলেননি, এবং তিনি সানাদে ইয়তিরাব (উলটপালট) করেছেন। সুতরাং সানাদে দুটি দোষ রয়েছে : জাহালাত ও ইয়তিরাব।

^{২১২৭} সানাদ দুর্বল। এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{২১২৮} ইবনু মাজাহ। সানাদ দুর্বল। সানাদে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে (ইনকিতা হয়েছে)। এছাড়া সানাদে শারীক এর স্মরণশক্তি মন্দ।

২১২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَيُّا امْرَأَةٍ تُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ جِئَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهِ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ".

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٢٢٢٩) ، ضعيف سنن ابن ملجة (٤٢٤ / ١٩٥٥) ، ضعيف سنن النسائي (٢١٤ / ٣٣٥٣) //

২১২৯। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন নারীকে বিয়ের পূর্বে মোহরানা বা দান হিসেবে কিংবা অন্য কোন প্রকারে পাত্রের পক্ষ হতে কিছু দেয়া হলে তা ঐ স্ত্রীলোকটির জন্যই। আর বিয়ের পরে যা কিছু দেয়া হবে সেটা তার যাকে তা দেয়া হয়েছে। আর বিয়ে উপলক্ষে কেউ নিজ কন্যা বা বোনকে কিছু দিলে সেটা অধিক সম্মানজনক।^{২১২৯}

দূর্বল : যঈফ আল-জামি‘উস সাগীর (২২২৯), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪২৪/১৯৫৫), যঈফ সুনান নাসায়ী (২১৪/৩৩৫৩)।

৩৭ - باب مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

অনুচ্ছেদ- ৩৭ : নব দম্পতির জন্য দু‘আ করা

২১৩০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَغْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ".

صحيح

২১৩০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কাউকে বিয়ের পর শুভেচ্ছা জানালে বলতেন : ‘আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় হোক’।^{২১৩০}

সহীহ।

^{২১২৯} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বায়হাকী। সানাদে ইবনু জুরাইজ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন : ইবনু জুরাইজ হাদীসটি ‘আমর থেকে শুনেছেন।

^{২১৩০} তিরমিযী, দারিমী, আহমাদ, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : আবু হুরাইরাহর হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ।

৩৮ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حُبلى

অনুচ্ছেদ- ৩৮ : যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করার পর তাকে গর্ভবতী পায়

২১৩১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، - الْمُعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ الْأَنْصَارِ - قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا - يُقَالُ لَهُ بَصْرَةٌ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكَرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " هَذَا الصَّدَاقُ بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدْتَ " . قَالَ الْحَسَنُ " فَاجْلِدْهَا " . وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ " فَاجْلِدُوهَا " . أَوْ قَالَ " فَحُدُّوهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَتَادَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ الْمَسِيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيَّبِ وَعَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيَّبِ أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ . وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بِنْتُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ .

ضعيف

২১৩১। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) হতে জৈনেক আনসারী সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাকারী আবুস-সারী বলেন, তিনি নাবী ﷺ এর জৈনেক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন এবং ‘আনসার’ শব্দটি বলেননি। অতঃপর সমস্ত বর্ণনাকারী একমত হয়ে বর্ণনা করেছেন। ‘বাসরা’ নামক এক ব্যক্তি বলেন, আমি জৈনেকা কুমারী মেয়েকে না দেখে বিয়ে করি। অতঃপর বাসর যাপনের সময় আমি দেখি সে গর্ভবতী। নাবী ﷺ বললেন : তুমি যেহেতু তার বিশেষ অঙ্গ উপভোগ করেছো সেজন্য তোমাকে মোহরানা দিতে হবে। আর যে সন্তানটি জন্ম নিবে সে তোমার গোলাম হবে। সন্তান প্রসবের পর তুমি বা তোমরা তাকে চাবুক মারবে অথবা বলেছেন : তার উপর ‘হদ্দ’ কার্যকর করবে। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি ক্বাতাদাহ (র) সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ হতে ইবনুল মুসাইয়্যাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাসীর ইয়াযীদ ইবনু নুয়াইমের মাধ্যমে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, এবং ‘আত্বা আল-খোরাসারনী সরাসরি সাঈদ ইনুল মুসাইয়্যাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এদের সকলের হাদীস মুরসাল। ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাসীরের হাদীসে রয়েছে : ‘বাসরা ইবনু আকসাম জৈনেকা মহিলাকে বিয়ে করেন।’ আর সমস্ত বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি সন্তানটিকে তার গোলাম বানিয়েছেন।^{২১৩১}

দূর্বল।

^{২১৩১} বায়হাকী, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী এতে নীরব থেকেছেন। কিন্তু হাদীসটি মুরসাল।

২১৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. وَرَأَدَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَحَدَّثَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ.

ضعيف

২১৩২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) সূত্রে বর্ণিত। বাসরা ইবনু আকসাম নামক এক ব্যক্তি জনৈক নারীকে বিয়ে করলো। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে বর্ণনা করেন। এতে আরো রয়েছে : 'এবং তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন'। তবে ইবনু জুরাইজের বর্ণিত হাদীসটি পরিপূর্ণ।^{২১৩২}

দূর্বল।

৩৯ - باب في القسم بين النساء

অনুচ্ছেদ- ৩৯ : স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা

২১৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَبِيبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالِ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ " .

صحيح

২১৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই জন স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়লো, কিয়ামাতের দিন সে পঙ্গু অবস্থায় উপস্থিত হবে।^{২১৩৩}

সহীহ।

২১৩৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيكَ وَأَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيكَ تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ " . يَعْنِي الْقَلْبَ .

ضعيف // ، المشكاة (٣٢٣٥) ، ضعيف سنن ابن ماجه (٤٢٧) ، الإرواء (٢٠١٨) ، ضعيف سنن الترمذي (١١٥٥ / ١٩٣) ، ضعيف سنن النسائي (٣٩٤٣ / ٢٦١) //

^{২১৩২} বায়হাক্বী, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী এতে নীরব থেকেছেন। সানাদের ইয়াযীদ ইবনু নু'আইম সম্পর্কে হাকিম বলেন : মাক্বূল। হাদীসটি মুরসাল।

^{২১৩৩} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী।

২১৩৪। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বণ্টন করে বলতেন : ‘হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ হতে ইনসাফ, যেটুকু আমার সম্ভব হয়েছে। আর যা আপনার নিয়ন্ত্রণে এবং আমার সাধ্যের বাইরে, সেজন্য আমাকে অভিযুক্ত করবেন না’।^{২১৩৪}

দুর্বল : মিশকাত (৩২৩৫), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪২৭), ইরওয়া (২০১৮), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৯৩/১১৫৫), যঈফ সুনান নাসায়ী (২৬১/৩৯৪৩)।

২১৩৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِسْمِ مِنْ مَكْنِيهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسْنَتُ وَفَرَّقْتُ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا } .

حسن صحيح

২১৩৫। হিশাম ইবনু ‘উরওয়াহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আয়িশাহ (রা) বলেছেন, হে ভাগ্নে! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। এমন দিন খুব কমই হয়েছে; যেদিন তিনি আমাদের সকলের কাছে আসতেন এবং সহবাস না করে সবার সাথে আলাপ করতেন। অতঃপর যার নিকট রাত যাপনের পালা হতো, তিনি সেখানে রাত যাপন করতেন। যখন সাওদা বিনতু যাম‘আহ (রা) বার্ষিক্যে পৌঁছলেন তখন আংশকা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়তো তাকে ত্যাগ করবেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পালার দিনটি ‘আয়িশাহকে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, আমরা বলতাম, এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন : “যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ হতে উপেক্ষিত হওয়ার আংশকা করে...” (সূরাহ আন-নিসা : ১২৮)^{২১৩৫}

হাসান সহীহ।

২১৩৬ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ

^{২১৩৪} তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী। হাদীসটিকে কেউ কেউ সহীহ বলেছেন এবং কেউ কেউ মুরসাল বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন, ইরওয়াউল গালীল হা/২০১৮।

^{২১৩৫} আহমাদ।

{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } قَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتَ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُؤْوِزْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي .

صحیح

২১৩৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মহান আল্লাহর বাণী :) “তুমি তাদের মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা (থাকতে) পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে থেকে দূরে রাখতে পারো” (সূরাহ আল-আহযাব : ৫১) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে অবস্থানের দিনের বিষয়ে অনুমতি চাইতেন। মু'আযা (র) বলেন, আমি 'আয়িশাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি বলতেন, তিনি বলেন, আমি বলতাম, পালার দিনটি আমার হলে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিব না।^{২১৩৬}

সহীহ।

২১৩৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى النَّسَاءِ - تَعْنِي فِي مَرَضِهِ - فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ "إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَكُونُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ" . فَأَذِنَ لَهُ .

صحیح

২১৩৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রোগে মৃত্যু বরণ করেন তখন সকল স্ত্রীকে ডাকলেন। তারা সকলে একত্র হলে তিনি বললেন : আমি পালাক্রমে তোমাদের সকলের মাঝে ঘুরে ঘুরে অবস্থানের শক্তি পাচ্ছি না। যদি তোমরা ভালো মনে করো, তাহলে আমাকে 'আয়িশাহর কাছে অবস্থানের অনুমতি দাও। তখন তারা সকলেই তাঁকে অনুমতি দিলেন।^{২১৩৭}

সহীহ।

২১৩৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ .

صحیح

২১৩৮। নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠতো

^{২১৩৬} বুখারী, মুসলিম।

^{২১৩৭} বায়হাক্বী।

তিনি তাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পালাক্রমে রাত ও দিন ভাগ করে নিতেন। তবে যাম'আহর কন্যা সাওদাহ (রা) তার পালার দিনটি 'আয়িশাহ (রা)-কে দিয়ে দেন।^{২১৩৮}

সহীহ।

৬০- باب في الرجل يشترط لها دارها

অনুচ্ছেদ- ৪০ : স্ত্রীর বাড়িতে সহাবস্থানের শর্তে বিয়ে করা

২১৩৯ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِنْ أَحَقَّ الشَّرْطُ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " .
صحیح

২১৩৯। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শর্তসমূহের মধ্যে যে শর্ত দ্বারা তোমরা স্ত্রীদের গুণাগুণ ব্যবহার হালাল করে থাকো তা পূরণ করা অধিক অগ্রগণ্য।^{২১৩৯}

সহীহ।

৬১- باب في حق الزوج على المرأة

অনুচ্ছেদ- ৪১ : স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

২১৪০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِرُزْبَانَ هُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِرُزْبَانَ هُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ . قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَزْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ " . قَالَ قُلْتُ لَا . قَالَ " فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ هُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ " .

صحیح ، دون جملة القبر // ضعيف الجامع الصغير (٤٨٤٢) ، الإرواء (١٩٩٨) ، المشكاة // (٣٢٦٦)

২১৪০। ক্বায়িস ইবনু সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (কুফার) 'আল-হীরা শহরে এসে দেখি, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সাজদাহ করছে। আমি ভাবলাম, (তাহলে তো) রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই সাজদাহ অধিক হকদার। অতঃপর আমি নাবী ﷺ খেদমতে এসে

^{২১৩৮} বুখারী, মুসলিম।

^{২১৩৯} বুখারী, মুসলিম।

বলি, আমি আল-হীরা শহরে দেখে এসেছি, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সাজদাহ করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই তো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সাজদাহ করি? তিনি বললেন : যদি (মৃত্যুর পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও তখন কি তুমি সেটাকে সাজদাহ করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : সাবধান! তোমরা এরূপ করবে না। আমি যদি কোন মানুষকে সাজদাহ করার অনুমতি দিতাম তবে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সাজদাহ করতে। কেননা আল্লাহ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিকার দিয়েছেন।^{২১৪০}

সহীহ। তবে কবর সম্পর্কিত বাক্যটি বাদে। যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৪৮৪২), ইরওয়া (১৯৯৮), মিশকাত (৩২৬৬)।

২১৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .

صحیح

২১৪১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় শোয়ার জন্য আহবান করার পর যদি স্ত্রী না আসে এবং স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশতাগণ ঐ স্ত্রীকে অভিসম্পাত করতে থাকেন।^{২১৪১}

সহীহ।

৪২ - باب في حق المرأة على زوجها

অনুচ্ছেদ- ৪২ : স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

২১৪২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " وَلَا تُقَبِّحَ " . أَنْ تَقُولَ قَبِّحَكَ اللَّهُ .

حسن صحيح

২১৪২। হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ আল-কুশাইরী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে?

^{২১৪০} দারিমী, বায়হাকী, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ।

^{২১৪১} বুখারী, মুসলিম।

তিনি বললেন : তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে।^{২১৪২}

হাসান সহীহ।

২১৪৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُمْ وَمَا نَذُرُ قَالَ " ائْتِ حَرَّتْكَ أُنَى شَيْتٍ وَأَطْعِمِهَا إِذَا طَعِمَتْ وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى شُعْبَةُ " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ " .

حسن صحيح

২১৪৩। বাহয ইবনু হাকীম (রা) তার পিতা হতে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের স্ত্রীদের কোন স্থানে সঙ্গম করবো, আর কোন স্থান বর্জন করবো? তিনি বললেন : তুমি যেভাবে ইচ্ছে করো তোমার ফসল উৎপাদন স্থানে (সম্মুখের লজ্জাস্থানে) সঙ্গম করো। আর তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধান করাবে। তাকে গালমন্দ করবে না এবং মারবে না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, শু'বাহ বর্ণনা করেছেন, যখন তুমি খাবে তাকেও দাওয়াবে। আর যখন তুমি পরিধান করবে তখন তাকেও পরাবে।^{২১৪৩}

হাসান সহীহ।

২১৪৪ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْمَهَلَبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ " أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ " .

صحيح

২১৪৪। মু'আবিয়াহ আল-কুশাইরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বললাম, আমাদের স্ত্রীদের (হক) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন : তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তা পরিধান করাবে। তাদেরকে প্রহার করবে না এবং গালিগালাজ করবে না।^{২১৪৪}

সহীহ।

^{২১৪২} ইবনু মাজাহ, নাসায়ী।

^{২১৪৩} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{২১৪৪} এটি গত হয়েছে হা/১১৪২।

৬৩ - بَابُ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৪৩ : স্ত্রীদেরকে প্রহার করা

২১৬৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ". قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي النِّكَاحَ.

حسن

২১৪৫। আবু হুরাইরাহ আর-রাব্বাশী (র) হতে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যদি তোমরা স্ত্রীদের অবাধ্য হওয়ার আশংকা করো, তাহলে তাদেরকে তোমাদের বিছানা থেকে পৃথক করে দাও। হাম্মাদ (র) বলেন, অর্থাৎ তাদের সাথে সহবাস বর্জন করো।^{২১৪৫}

হাসান।

২১৬৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ ". فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَرْنِ النَّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ . فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ".

صحيح

২১৪৬। ইয়াস ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবু যুবাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে মারবে না। অতঃপর 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বললেন, মহিলারা তাদের স্বামীদের অবাধ্য হচ্ছে। এরপর তিনি ﷺ তাদেরকে মৃদু আঘাত করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর অনেক মহিলা এসে নাবী ﷺ এর স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করলো। তখন নাবী ﷺ বললেন : মুহাম্মাদের পরিবারে কাছে অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সুতরাং যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়।^{২১৪৬}

সহীহ।

২১৪৫ বায়হাক্বী।

২১৪৬ ইবনু মাজাহ, দারিমী।

২১৪৭ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ " .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٦٢١٨) ، ضعيف سنن ابن ماجه (٤٣١) ، المشكاة (٣٢٦٨) ، الإرواء (٢٠٣٤) //

২১৪৭। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে (শালীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে) আঘাত করলে এজন্য সে দোষী হবে না।^{২১৪৭}
দূর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬২১৮), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪৩১), মিশকাত (৩২৬৮)।

৬৬ - باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

অনুচ্ছেদ- ৪৪ : যে বিষয়ে দৃষ্টি সংযত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে

২১৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرَةِ الْفَجَاءِ فَقَالَ " اضْرِفْ بَصْرَكَ " .

صحیح

২১৪৮। জারীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হঠাৎ কোন নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তোমার চোখ ফিরিয়ে নিবে।^{২১৪৮}
সহীহ।

২১৪৯ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأَوَّلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ " .

حسن

২১৪৯। ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী (রা)-কে বললেন : হে 'আলী! কোন নারীকে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার জাযিয় নয়।^{২১৪৯}
হাসান।

^{২১৪৭} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বায়হাকী। সানাদের দাউদ বিন 'আবদুল্লাহকে হাফিয আত-তাকুরী'ব গ্রন্থে বলেন :

মাকবুল। এছাড়া সানাদের মুসলী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায় নি।

^{২১৪৮} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২১৪৯} তিরমিযী, আহমাদ।

২১৫০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَبَاشِيرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ لِتَنَعَّهَا لِرُؤُوسِهَا كَأَنَّهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا " .

صحیح

২১৫০। ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মহিলা যেন অপর মহিলার দেহ স্পর্শ করে এমনভাবে তার বর্ণনা নিজের স্বামীর কাছে না দেয়, যেন সে তাকে চাক্ষুস দেখছে।^{২১৫০}

সহীহ।

২১৫১ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هُمْ " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ " .

صحیح

২১৫১। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ একটি অপরিচিতা নারীকে দেখে ফেললে তিনি তৎক্ষণাত যাইনাব বিনতু জাহশ (রা)-র নিকট গিয়ে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করেন। অতঃপর সাহাবীদের কাছে গিয়ে বলেন : নারী শয়তানের বেশে এসে যায়। সুতরাং তোমাদের কারো মনে এরূপ কিছু জাগ্রত হলে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে গমন করে। কেননা এতে তার আশ্বরের সুগু জাগ্রত হয় সে যেন অবশ্যই তার স্ত্রীর কাছে আসে। কেননা এতে মনের বাসনা দুর্বল হবে।^{২১৫১}

সহীহ।

২১৫২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ بِمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّوْنِ أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَزَنَا اللِّسَانِ الْمُنْطِقُ وَنَفْسُ تَمَى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ " .

صحیح

২১৫২। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাহ (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চাইতে সগীরাহ গুনাহ সম্পর্কিত কোন হাদীস দেখিনি। তিনি বলেছেন : মহান আল্লাহ প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যে যেনার একটি অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা সে অবশ্যই করবে। সুতরাং দৃষ্টি হচ্ছে চোখের যেনা, প্রেমালাপ হচ্ছে জিহ্বার

^{২১৫০} বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২১৫১} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

যেনা এবং অন্তরের যিনা হচ্ছে তা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, আর গুণস্থান তা সত্য কিংবা মিথ্যায় পরিণত করে।^{২১৫২}

সহীহ।

২১৫৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزَّانَا " . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَرِزَانَهُمَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلَانِ تَزْنِيَانِ فَرِزَانَهُمَا الْمُسِيُّ وَالْفَمُ يَزِي فَرِزَانَهُ الْقَبْلُ " .
حسن

২১৫৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যে যেনার একটি অংশ আছে। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেছেন : দুই হাত যেনা করে, হাতের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা। দুই পা যেনা করে, অঙ্গসর হওয়ারই হচ্ছে পায়ের যেনা। মুখও যেনা করে, মুখের যেনা হচ্ছে চুমু খাওয়া।^{২১৫৩}

হাসান।

২১৫৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَالْأُذُنُ زَانَاهَا الْإِسْتِغَاءُ " .
حسن صحيح

২১৫৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসের ঘটনায় উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেছেন : কানের যিনা হচ্ছে আলাপ শোনা।^{২১৫৪}

হাসান সহীহ।

৪৫ - باب في وطء السَّبَايَا

অনুচ্ছেদ- ৪৫ : বন্দী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা

২১৫৫ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا هُمُ سَبَايَا فَكَانَ أَنَا سَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَخَرَّجُوا مِنْ غُشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَرْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ { وَالْمُخَصَّنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أَيُّ فَهِنَّ هُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .
صحيح

^{২১৫২} বুখারী, মুসলিম।

^{২১৫৩} আহমাদ।

^{২১৫৪} মুসলিম, আহমাদ।

২১৫৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। হুলাইনের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে বন্দী করে আনেন। কিন্তু সেই বন্দী নারীদের মুশরিক স্বামীরা বর্তমান থাকায় রাসূলুল্লাহর কতিপয় সাহাবী তাদের সাথে সঙ্গম করাকে গুনাহ মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন : “যে মহিলাদের স্বামী আছে তারা তোমাদের জন্য হারাম। তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত” (সূরাহ আন-নিসা : ২৪)। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী দাসী যখন তাদের ইদাতকাল সমাপ্ত করবে তখন তারা তোমাদের জন্য বৈধ।^{২১৫৫}

সহীহ।

২১৫৬ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةٍ قَرَأَ امْرَأَةً مُحْجًا فَقَالَ "لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَ بِهَا". قَالُوا نَعَمْ. فَقَالَ "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَعْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ".

صحیح

২১৫৬। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক যুদ্ধে আসন্ন প্রসবা এক নারীকে দেখতে পেয়ে বলেন : সম্ভবত এর মালিক এর সাথে সহবাস করেছে। লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম সহবাসকারীকে এমন অভিসম্পাত করি যেন সে অভিশপ্ত অবস্থায় কবরে প্রবেশ করে। সে কিভাবে ঐ সন্তানটিকে তার উত্তরাধিকারী বানাবে যেটি তার জন্য হালাল নয়? আর সে কিভাবে এ সন্তানকে গোলাম বানাবে? অথচ তা তার জন্য বৈধ নয়।^{২১৫৬}

সহীহ।

২১৫৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ "لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُخَيِّضَ حَيْضَةً". صحیح

২১৫৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাস যুদ্ধের বন্দী দাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন : সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না। আর গর্ভবতী নয় এমন নারীর মাসিক ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেও সঙ্গম করা যাবে না।^{২১৫৭}

সহীহ।

২১৫৫ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

২১৫৬ মুসলিম, আহমাদ।

২১৫৭ দারিমী, আহমাদ, বায়হাকী।

২১৫৮ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنْشِلِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيْبًا قَالَ أَمَّا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ " . يَعْنِي إِيْتَانِ الْحَبَالَى " وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقَسِّمَ " .
حسن

২১৫৮। রুয়াইফি ইবনু সাবিত আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। হানাশ (র) বলেন, একদা রুয়াইফি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদানের সময় বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছি তোমাদেরকে শুধু তাই বলবো। তিনি হুনাইনের দিন বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য বৈধ নয় অন্যের ফসলে নিজের পানি সেচন করা। অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলার সাথে সঙ্গম করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে তার জন্য বৈধ নয় কোন বন্দী নারীর সাথে সঙ্গম করা যতক্ষণ না সে সন্তান প্রসব করে পবিত্র হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যও বৈধ নয় বন্টনের পূর্বে গনীমাত বিক্রয় করা।^{২১৫৮}

হাসান।

২১৫৯ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ " . زَادَ فِيهِ { بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهُمْ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ } " وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْبَجَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ " .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهُمْ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .
حسن

২১৫৯। ইবনু ইসহাক (র) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। এতে যতক্ষণ না হায়িয থেকে মুক্ত হয় কথাটি রয়েছে। এতে আরো রয়েছে : “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মুসলিমদের যুদ্ধলব্ধ পশুর পিঠে না চড়ে (বন্টনের পূর্বে); অবশেষে সে তা দুর্বল অবস্থায় ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মুসলিমদের গনীমাতের কাপড় না পরে, অবশেষে তা পুরাতন করে ফেরত দেয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের মধ্যে ‘ঋতুবতী নারী’ শব্দটি সংরক্ষিত নয়।^{২১৫৯}

হাসান।

^{২১৫৮} দারিমী, আহমাদ।

^{২১৫৯} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৬৬ - باب في جامع النكاح

অনুচ্ছেদ- ৪৬ : বিবাহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধান

২১৬০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَغْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ - عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَبُو سَعِيدٍ " ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ " . فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ .

حسن

২১৬০। ‘আমর ইবনু শুআইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিয়ে করে অথবা কোন দাসী ক্রয় করে তখন সে যেন বলে : “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই”। আর যখন কোন উট কিনবে তখন যেন সেটির কুঁজের উপরিভাগ ধরে অনুরূপ দু‘আ করে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সাঈদের বর্ণনায় রয়েছে : অতঃপর তার কপালের চুল ধরে বলবে। স্ত্রী এবং দাসীর ব্যাপারেও বরকতের দু‘আ করবে।^{২১৬০}

হাসান।

২১৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا " .

صحيح

২১৬১। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার সময় যেন বলে : “বিসমিল্লাহ! হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান আমাদেরকে দান করবে তাদেরকেও শয়তান থেকে দূরে রাখো।” অতঃপর এ সঙ্গমের মাধ্যমে যে সন্তান আসবে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।^{২১৬১}

সহীহ।

^{২১৬০} ইবনু মাজাহ।^{২১৬১} বুখারী, মুসলিম।

২১৬২ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا" .

حسن

২১৬২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।^{২১৬২}

হাসান।

২১৬৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } .

صحیح

২১৬৩। মুহাম্মাদ ইনুল মুনকাদির (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহুদীরা বলতো, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে তাহলে সন্তান টেরা হয়ে জন্মাবে। তখন এর প্রতিবাদে মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ। সুতরা যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন করো” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২২৩)।^{২১৬৩}

সহীহ।

২১৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَغْنِي ابْنُ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ ابْنَ عَمَرَ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثْنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - وَكَانُوا يَرَوْنَ هُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَفْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُوْتِي عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى شَرِي

২১৬২ ইবনু মাজাহ।

২১৬৩ বুখারী, মুসলিম।

أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
 أَىْ مُقْبِلَاتٍ وَمُذْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .

حسن

২১৬৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি ভুল করেছেন। আসল কথা হচ্ছে, আনসারদের এই জনপদের লোকেরা মূর্তিপূজারী ছিলো। তারা আহলে কিতাব ইয়াহুদীদের সাথে বসবাস করতো এবং ইয়াহুদীরা জ্ঞানের দিক দিয়ে মূর্তিপূজারীদের উপর নিজেদের মর্যাদা দিতো। সুতরাং তারা নিজেদের কাজকর্মে ইয়াহুদীদের অনুসারী ছিলো। আহলে কিতাবদের নিয়ম ছিলো, তারা স্ত্রীদেরকে কেবল চিৎ করে শুইয়ে সঙ্গম করতো এবং বলতো, মহিলাদের সতর এ নিয়মে অধিক সংরক্ষিত। আনসার সম্প্রদায়ও তাদের এ কাজে আহলে কিতাবদের নিয়ম অনুসরণ করতো। কিন্তু কুরাইশরা নারীদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সঙ্গম করতো এবং তাদেরকে সামনাসামনি, পেছনের দিকে এবং চিৎ করে শুইয়ে বিভিন্নভাবে সঙ্গম করতো। অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মাদীনাহুয় আসলেন তখন তাদের এক ব্যক্তি জৈনক আনসারী নারীকে বিয়ে করে তার সাথে ঐভাবে সঙ্গম করতে চাইলো যেভাবে তারা মাক্কাহুর নারীদের সাথে করতো। কিন্তু মহিলাটি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো, আমরা শুধু এক অবস্থায়ই সঙ্গম করি। সুতরাং তোমাকেও সেভাবেই সঙ্গম করতে হবে অন্যথায় আমার থেকে দূরে থাকো। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এ খবর পৌঁছলে মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, সুতরাং তোমরা যেভাবে ইচ্ছা করো তোমাদের ক্ষেতে গমন করো”। অর্থাৎ সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে বা চিৎ করে শুইয়ে তার লজ্জাস্থানেই সঙ্গম করো।^{২১৬৪}

হাসান।

৬৭ - باب في إتيان الحائض ومباشرتها

অনুচ্ছেদ- ৪৭ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ও একত্রে বসবাস

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةً أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْبَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرِ النِّكَاحِ " . فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ . فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ

^{২১৬৪} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

حُضِرَ وَعَبَادُ بْنُ يُسْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا تَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فْتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهُمَا .

صحیح ، مضی (۲۵۸) // ۲۳۰ //

২১৬৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইয়াহুদীদের কোন নারী ঋতুবতী হলে তারা তাকে ঘর থেকে বের করে দিতো এবং তাদের সাথে খানপিনায়ও শরীক করতো না এবং তাদের সাথে একই ঘরে অবস্থান করতে দিতো না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “লোকজন আপনাকে হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন, তা অপবিত্রতা। সুতরাং তোমরা হায়িয চলাকালে সঙ্গম বর্জন করো...।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তাদেরকে নিয়ে একই ঘরে থাকো এবং সঙ্গম ছাড়া সবই একত্রে করো। এ কথা শুনে ইয়াহুদীরা বললো, এ ব্যক্তি তো আমাদের কাজগুলোকে শুধুমাত্র বর্জনই করে না, বরং স্বেচ্ছায় এর বিরোধিতাও করে থাকে। তখন উসাইদ ইবনু হুদাইর ও ‘আব্বাদ ইবনু বিশর (রা) রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! (ইয়াহুদীরা) এরূপ বলেছে। সুতরাং আমরা কি হায়িয অবস্থায় সঙ্গম করবো? একথা শুনে রাসূলুল্লাহর ﷺ চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। আমরা মনে করলাম, তিনি এদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। এমন সময় তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক তখন তাদের সামনে দিয়ে কিছু দুধ উপটোকন হিসাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আসলে তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম, তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হননি।^{২১৬৫}

সহীহ। এটি গত হয়েছে হা/২৫৮।

২১৬৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ خَلِيسًا الْمَجْرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيتُ فِي الشَّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَغْدُهُ وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَغْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ .

صحیح ، مضی (২৬৯)

২১৬৬। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়িয অবস্থায় আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই কন্ডলে রাত কাটাতাম। আমার দেহের রক্ত তাঁর দেহে লাগলে তিনি শুধু ঐ স্থানটি ধুয়ে নিতেন। আর যদি রক্তের কিছু তাঁর কাপড়ে লাগতো তখনও তিনি শুধু তাই ধুয়ে নিতেন এবং সেই কাপড় পরেই সলাত আদায় করতেন।^{২১৬৬}

সহীহ। এটি গত হয়েছে হা/২৬৯।

^{২১৬৫} এটি গত হয়েছে হা/২৫৮।

^{২১৬৬} এটি গত হয়েছে হা/২৬৯।

২১৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ خَالَتِهِ، مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَزَرَّ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

صحیح

২১৬৭। মায়মূনাহ বিনতুল হারিস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে থাকতে চাইলে, তাকে ইয়ার শক্তভাবে বেঁধে পরিধান করার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তার সাথে ঘুমাতে।^{২১৬৭}

সহীহ।

৪৮- باب في كفارة من أتى حائضاً

অনুচ্ছেদ- ৪৮ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফ্যারাহ

২১৭৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، - غَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ، - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ يَنْصِفُ دِينَارٍ " .

صحیح ، مضى (২৬৪)

২১৬৮। ইবনু আব্বাস (রা) নাবী ﷺ এর সূত্রে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত, যে হাযিয় অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে। তিনি বলেন : সে এক অথবা অর্ধ দীনার সদাক্বাহ করবে।^{২১৬৮}

সহীহ। এটি গত হয়েছে হা/২৬৪।

২১৭৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فِدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

صحیح موقوف مضى (২৬৫)

২১৬৯। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ হাযিয় অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করে তবে তাকে এক দীনার এবং যদি রক্তস্রাব না থাকাকালীন সময়ে সহবাস করে তবে অর্ধ দীনার সদাক্বাহ করবে।^{২১৬৯}

সহীহ মাওকুফ। এটি গত হয়েছে হা/২৬৫।

^{২১৬৭} বুখারী, মুসলিম।

^{২১৬৮} এটি গত হয়েছে হা/২৬৪।

^{২১৬৯} সহীহ মাওকুফ।

www.waytojannah.com

أَبُو سَعِيدٍ خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَيِّئًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِينُ أَظْهَرَنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَاتِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَاتِنَةٌ " .

صحیح

২১৭২। ইবনু মুহাররিয (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসজিদে প্রবেশ করে সেখানে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসি এবং তাকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বনু মুসতালিকের যুদ্ধাভিযানে বের হই। তখন আমাদের হাতে কিছু মহিলা বন্দী হয়। ঐ সময় আমরা স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করায় নারী বন্দীদের প্রতি আমাদের আকাজক্ষা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর আমরা তাদেরকে অধিকমূল্যে বিক্রি করার ইচ্ছায় তাদের সাথে আযল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝেই আছেন। কাজেই তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে আযল করা উচিত হবে না। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তোমরা এরূপ না করলে কি ক্ষতি? কেননা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যারা সৃষ্টি হবে বলে নির্ধারিত তারা তো জন্মাবেই।^{২১৭২}

সহীহ।

২১৭৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ . فَقَالَ " اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا " . قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ . قَالَ " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا " .

صحیح

২১৭৩। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক আনসারী লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললো, আমার একটি দাসী আছে, আমি তার সাথে সঙ্গম করে থাকি, কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। তিনি বললেন : তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল করো। কিন্তু তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত, তা নিশ্চিত আসবেই। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় তাঁর কাছে এসে বললো, দাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত তা অবশ্যই আসবে।^{২১৭৩}

সহীহ।

^{২১৭২} বুখারী, মুসলিম।

^{২১৭৩} মুসলিম, আহমাদ।

৫০ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِبْصَابَةِ أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ- ৫০ : কোন ব্যক্তি স্বীয় স্বীর সাথে সঙ্গমের পর তা অন্যকে বর্ণনা দেয়া নিষেধ

২১৭৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، كُلُّهُم عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ تَوَيَّتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَمَ عَلَى صَنِيفٍ مِنْهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كَيْسٌ فِيهِ حَصَى أَوْ نَوَى - وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ - وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتَّى إِذَا أَتَقَدَّ مَا فِي الْكَيْسِ أَلْفَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعْتُهُ فَأَعَادْتُهُ فِي الْكَيْسِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلَى . قَالَ بَيْنَا أَنَا أُوْعَكُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ . فَقَالَ " مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ ذَا يُوْعَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا فَهَضُمْتُ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ فَقَالَ " إِنَّ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمَ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءَ " . قَالَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا . فَقَالَ " مَجَالِسُكُمْ مَجَالِسُكُمْ " . زَادَ مُوسَى " هَا هُنَا " . ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ " هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَالْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَرَّ بِسِتْرِ اللَّهِ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا " . قَالَ فَسَكَتُوا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ " هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ " . فَسَكَتْنَ فَجَثَّتْ فَتَاءٌ - قَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَدِيثِهِ فَتَاءٌ كَعَابٌ - عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُنَّ فَقَالَ " هَلْ تَذَرُونَ مَا مِثْلُ ذَلِكَ " . فَقَالَ " إِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيتُ شَيْطَانًا فِي السَّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَلَا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى

أَلَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ . وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأَنْسَيْتُهَا وَهُوَ فِي حَدِيثٍ مُسَدَّدٍ وَلَكِنِّي لَمْ أَتَقَنَّه كَمَا أُحِبُّ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطَّفَاوِيِّ .

ضعيف // الإرواء (২০১১) ، التعليق الرغيب (৩ / ৯৬) ، لكن كثير من قضاياه جاء مفرقا في أحاديث //

২১৭৪০। আবু নাদরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ত্বোফাওয়াত স্থানের এক বৃদ্ধ আমাকে বলেছেন, একদা আমি মাদীনাহুয় মেহমান হিসেবে আবু হুরাইরাহ (রা)-এর নিকট অবস্থান করি। এ সময় আমি নাবী ﷺ এর সাহাবীদের মধ্যে কাউকে তার চেয়ে অধিক ইবাদতকারী ও নিষ্ঠাবান অতিথি পরায়ণ দেখিনি। একবার আমি তার কাছে ছিলাম, তখন তিনি খাটের উপর বসা ছিলেন। তার সাথে পাথর বা খেজুরের আঁটির একটি থলি। এ সময় খাটের নীচে মেঝের উপর তার একটি কৃষ্ণবর্ণ দাসী বসা ছিল। তিনি ঐ গুটিগুলো দিয়ে তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। থলির গুটি শেষ হলে তিনি থলিটি দাসীর কাছে নিক্ষেপ করেন, আর সে তা ভর্তি করে পুনরায় তাকে প্রদান করে। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে আমার পক্ষ হতে এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনা করবো না? লোকটি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, একদা আমি জুরে আক্রান্ত হয়ে মাসজিদে পড়ে থাকি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন : দাওসী যুবকটির সংবাদ কে দিতে পারে? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো জুরে আক্রান্ত হয়ে মাসজিদের এক পাশে পড়ে আছেন। তিনি হেঁটে আমার কাছে আসলেন এবং তাঁর হাত আমার গায়ের উপর রেখে আমাকে কিছু উত্তম কথা বললেন। আমি উঠে বসলাম। এরপর তিনি এখান থেকে হেঁটে সলাত আদায়ের স্থানে গিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর সাথে দুই কাতার পুরুষ ও এক কাতার মহিলা অথবা দুই কাতার মহিলা ও এক কাতার পুরুষ ছিলো। অতঃপর তিনি বললেন : যদি শয়তান আমাকে সলাতে কিছু ভুলিয়ে দেয় তবে পুরুষেরা সুবাহানাল্লাহ বলবে, আর মহিলার হাতের উপর হাত মেরে আমাকে সতর্ক করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সলাত পড়ালেন, কিন্তু সলাতে কোথাও ভুল করেননি। তারপর তিনি বললেন : তোমরা নিজ অবস্থানে থাকো। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে পুরুষদের দিকে মুখ ফিরে বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে নিজ স্ত্রী সঙ্গমের সময় দরজা বন্ধ করে, নিজেকে পর্দায় আড়াল করে এবং আল্লাহর নির্দেশমত তা গোপন রাখে? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : পরে (মিলন শেষে) সে একথা বলে যে, আমার স্ত্রীর সাথে আমি এরূপ এরূপ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন নারী আছে কি যে তার সঙ্গমের কথা নারীদেরকে বলে বেড়ায়? নারীরাও সবাই চুপ হয়ে গেলো। এ সময় এক যুবতী নারী তার দুই পায়ে ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে বসলো, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। যুবতী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা বলেছেন, আসলেই তা ঘটে। পুরুষেরা পুরুষদের মধ্যে,

আর নারীরা নারীদের মধ্যে এরূপ কথা বলে থাকে। এরপর তিনি বললেন : তোমরা কি জানো, এদের উদাহরণ কি? তিনি বললেন : এদের উদাহরণ হচ্ছে, এমন এক শয়তানের যে স্ত্রী শয়তানের কাছে গিয়ে প্রকাশ্যে নিজেদের যৌনক্ষুধা মিটালো, এই এ দৃশ্য লোকেরা স্বচক্ষে দেখলো। সাবধান! জেনে রাখো, পুরুষের জন্য এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত, যার ঘ্রাণ আছে কিন্তু রং নেই। সাবধান! নারীদের জন্য এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত যেটার রং আছে, কিন্তু ঘ্রাণ নেই।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের এখান থেকে পরবর্তী অংশটুকু আমি আমার শায়খ মু'আম্মাল ও মূসা উভয় থেকে সংরক্ষণ করেছি। (এতে রয়েছে :) সাবধান! কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে এবং কোন নারী যেন অন্য নারীর সাথে একই বিছানায় না ঘুমায়। অবশ্য পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে একই বিছানায় ঘুমাতে পারে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, তাদের তৃতীয় উক্তিটি আমার মনে নেই। অবশ্য তা মুসান্নাদের হাদীসে আছে, কিন্তু আমি তার থেকে কথাটি দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করতে পারিনি।^{২১৭৪}

দুর্বল : ইরওয়া (২০১১), তা'লীকুর রাগীব (৩/৯৬)।

^{২১৭৪} তিরমিযী, আহমাদ, বায়হাকী। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'এই হাদীসটি হাসান। সানাদের তাফাওয়াকে এই হাদীস ছাড়া আমরা চিনতে পারিনি।' সানাদে তাফাওয়ার শায়খ অজ্ঞাত।

৭ - كتاب الطلاق

অধ্যায়- ৭ : তালাক

১ - باب فيمن خَبَبَ امرأةً على زوجها

অনুচ্ছেদ- ১ : যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে

২১৭৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ".

صحیح

২১৭৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।^{২১৭৫}

সহীহ।

২ - باب في المرأة تسأل زوجها طلاقاً امرأةً لَه

অনুচ্ছেদ- ২ : কোন মহিলার স্বামীর নিকট তার সতীনের তালাক দাবি করা

২১৭৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخِيهَا لِيَسْتَفْرِغَ صَخْفَتَهَا وَلِتَنْكُحَ فَإِنَّهَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا".

صحیح

২১৭৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন নারী যেন নিজ স্বার্থের জন্য এবং বিয়ে বসার জন্য তার বোনের তালাক না চায়। কেননা সে তাই পাবে যা তার জন্য নির্ধারিত আছে।^{২১৭৬}

সহীহ।

^{২১৭৫} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারীর শর্তে সহীহ।

^{২১৭৬} বুখারী, মুসলিম।

৩ - باب في كراهية الطلاق

অনুচ্ছেদ- ৩ : তালাক ঘণিত

২১৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ".

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٤٩٨٦) ، الإرواء (٢٠٤٠) //

২১৭৭। মুহারিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট হালাল বিষয়ের মধ্যে তালাকের চেয়ে অধিক ঘণিত কিছু নেই।^{২১৭৭}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৪৯৮৬), ইরওয়া (২০৪০)।

২১৭৮ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ".

ضعيف // ضعيف سنن ابن ماجه (٢٠١٨ / ٤٤١) ، الإرواء (٢٠٤٠) ، المشكاة (٣٢٨٠) //

২১৭৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘণিত হালাল হচ্ছে তালাক।^{২১৭৮}

দুর্বল : যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪৪১/২০১৮), ইরওয়া (২০৪০), মিশকাত (৩২৮০)।

৪ - باب في طلاق السنة

অনুচ্ছেদ- ৪ : নির্ধারিত নিয়মে তালাক প্রদান

২১৭৯ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بِكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ".

صحيح

২১৭৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগে তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে নিকট জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলা এবং তুহর' পর্যন্ত রেখে দিতে বলা। এরপর আবার হায়ি ও তার থেকে আবার পাক হওয়ার পর ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দিবে অন্যথায় সহবাসের আগেই তালাক দিবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইদাত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।^{২১৭৯}

সহীহ।

^{২১৭৭} বায়হাকী। এর সানাদ মুরসাল।

^{২১৭৮} ইবনু মাজাহ, হাকিম। হাদীসের সানাদ মুযতারিব।

^{২১৭৯} বুখারী, মুসলিম।

২১৮০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ

حَائِضٌ تَطْلُقُهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ .

صحیح

২১৮০। নাকি' (র) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়ি অবস্থায় এক তালাক দেন। অতঃপর ইমাম মালিক বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণিত।^{২১৮০}

সহীহ।

২১৮১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ

طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطْلِقْهَا إِذَا طَهَّرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ" .

صحیح

২১৮১। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীকে হায়ি অবস্থায় তালাক দিলেন। 'উমার (রা) এ বিষয়ে নাবী ﷺ-কে অবহিত করলে তিনি বললেন : তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো, পরে হায়ি থেকে পবিত্র হলে অথবা সে গর্ভবতী হলে তাকে তালাক দিবে।^{২১৮১}

সহীহ।

২১৮২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" .

صحیح

২১৮২। সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীকে হায়ি অবস্থায় তালাক দেয়ায় 'উমার (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-তে অবহিত করালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন : তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো। সে যেন তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়। অতঃপর আবার ঋতুবতী হয়ে পুনরায় পবিত্র হওয়ার পর ইচ্ছে হলে সঙ্গমের আগেই তাকে তালাক দিতে পারবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইদ্দাত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।^{২১৮২}

সহীহ।

^{২১৮০} মাসদারুস সাবিক।

^{২১৮১} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২১৮২} বুখারী, মুসলিম।

২১৮৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَتْ امْرَأَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً .

صحیح

২১৮৩। ইউনুস ইবনু জুবাইর (র) ইবনু 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কত তালাক দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, এক তালাক।^{২১৮৩}

সহীহ।

২১৮৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . قَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَأَتَى عُمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " . قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُ بِهَا قَالَ فَهِيَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ

صحیح

২১৮৪। ইউনুস ইবনু জুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছে, তার হুকুম কি? তিনি বললেন, তুমি কি ইবনু 'উমার (রা)-কে চিনো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলো। ফলে 'উমার (রা) নাবী ﷺ এর নিকট এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন : তাকে বলো, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। তারপর ইদতাকারের পূর্বেই যেন তাকে তালাক দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ তালাকটি কি গণ্য হবে? তিনি বললেন, কেন নয়? তোমার কি ধারণা, যদি সে এরূপ করতে অপারগ হয় তবে সে আহম্মকের মত কাজ করলো।^{২১৮৪}

সহীহ।

২১৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَى وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا

^{২১৮৩} হাদীসটি মাওকুফ। পরবর্তী হাদীসে এটি মুত্তাসিলভাবে আসছে।

^{২১৮৪} বুখারী, মুসলিম।

وَقَالَ " إِذَا طَهَّرْتَ فَلْيُطَلَّقْ أَوْ لِيُْمْسِكَ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ } فِي قُبُلٍ عِدَّتِهِنَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أُمْسَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ يَحْيِضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أُمْسَكَ وَرُويَ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافٍ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ .

صحیح

২১৮৫। 'উরওয়াহ (র)-এর মুক্তদাস 'আবদুর রহমান ইবনু আইমান (র) ইবনু 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আর আবু যুবাইর (র) তা শুনলেন, কেউ তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে তার হুকুম কি? তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রা) তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। ফলে 'উমার (রা) এ বিষয়ে জানতে চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলেছেন এবং এটাকে দোষণীয় বলেননি। তিনি বলেছেন : যখন সে ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন ইচ্ছে হলে তালাক দিবে অথবা রাখবে। ইবনু 'উমার (রা) বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন : "হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, তখন তাদের ইদাত আসার পূর্বে তালাক দিবে।"

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি ইউনুস ইবনু জুবাইর, আনাস ইবনু সীরীন, সাঈদ ইবনু জুবাইর, যায়িদ ইবনু আসলাম, আবু যুবাইর এবং মানসূর (র) আবু ওয়ায়িলের সূত্রে ইবনু 'উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের হাদীসের অর্থ হলো : নাবী ﷺ আদেশ দিয়েছেন, সে তার স্ত্রীকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দিবে। অতঃপর ইচ্ছে হলে তালাক দিবে, অথবা রেখে দিবে। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান (র) সালিম সূত্রে ইবনু 'উমার (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সালিম হতে তিনি নাবী হতে ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে ইমাম যুহরীর বর্ণনা হলো, নাবী ﷺ 'আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দাও, এরপর পুনরায় ঋতুবতী হয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দাও, অতঃপর ইচ্ছে হলে তালাক দিবে অথবা রেখে দিবে। আর 'আত্বা আল-খোরাসানী হতে হাসান বাসরীর মাধ্যমে ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে নাবী ও যুহরীর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উল্লেখিত সব হাদীস আবু যুবাইরের বর্ণনার বিপরীত। ২১৮৫

সহীহ।

৫ - باب الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهَدُ

অনুচ্ছেদ- ৫ : যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলো অথচ এর সাক্ষী রাখলো না

২১৮৬ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقَتْ لِعِزِّ سُنَّةٍ. وَرَاجَعَتْ لِعِزِّ سُنَّةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدُّ. صحيح

২১৮৬। মুতাররিফ ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়ার পর পুনরায় তার সাথে সহবাস করেছে, অথচ তার তালাক প্রদান ও পরে ফিরিয়ে আনার সময় কাউকে সাক্ষী রাখেনি। তিনি বললেন, তুমি সুন্নাতের পরিপন্থী তালাক দিয়েছো এবং সুন্নাত বিরোধী নিয়মে তাকে ফিরিয়ে এনেছো। ভবিষ্যতে তালাক প্রদান ও ফিরিয়ে আনার সময় সাক্ষী রাখবে। পুনরায় এরূপ করবে না।^{২১৮৬}

সহীহ।

৬ - باب فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ- ৬ : ক্রীতদাসের সুন্নাত পদ্ধতিতে তালাক প্রদান

২১৮৭ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعْتَبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنِ مَوْلَى بَنِي تَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

ضعيف // ضعيف سنن ابن ماجه (٤٥٣) ، ضعيف سنن النسائي (٢٢٥ / ٣٤٢٨) //

২১৮৭। বনী নাওফালের মুক্তদাস আবু হাসান (র) বলেন, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রা)-এর নিকট জনৈক ক্রীতদাস সম্পর্কে ফাতাওয়াহ চাইলেন, তার একজন দাসী স্ত্রী ছিলো যাকে সে দুই তালাক দেয়। পরে তারা উভয়ে দাসত্বমুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঐ মহিলাকে পুনরায় বিয়ের পয়গাম দেয়া তার জন্য ঠিক হবে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, পারবে। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।^{২১৮৭}

দূর্বল : যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪৫৩), যঈফ সুনান নাসায়ী (২২৫/৩৪২৮)।

^{২১৮৬} ইবনু মাজাহ।

^{২১৮৭} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদের 'উমার বিন মু'আত্তাব সম্পর্কে হাফিয বলেন : যঈফ। ইমাম যাহাবী ও অন্যরা বলেন : তাকে চেনা যায়নি। ইমাম আহমাদ ও আবু হাতিম বলেন : আমি তাকে চিনি না। ইবনুল মাদীনী বলেন : মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

২১৮৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحَادِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ. **ضعيف**

২১৮৮। ‘আলী ইবনুল মুবারক (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সানাদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমার জন্য আর একটি তালাক অবশিষ্ট আছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই ফায়সালা দিয়েছেন।^{২১৮৮}

দুর্বল।

২১৮৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " طَلَّاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرُوءُهَا خِيَصَتَانِ " . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ " وَعِدَّتَاهَا خِيَصَتَانِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ جَهْلٌ. **ضعيف**

২১৮৯। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : দাসীর তালাক দু’টি এবং তার ইন্দাতকাল দুই হচ্ছে হায়িয। আবু ‘আসিম বলেন, মুযাহির আম্মাকে ক্বাসিমের মাধ্যমে ‘আয়িশাহ (রা) হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন : দাসীর ইন্দাত হচ্ছে দুই হায়িয। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি অজ্ঞাত (মাজহুল)।^{২১৮৯}

দুর্বল।

৭ - باب في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ- ৭ : বিয়ের আগে তালাক প্রদান

২১৯০ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَا حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا

^{২১৮৮} এর সানাদ যঈফ। এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{২১৮৯} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘আয়িশাহ হাদীসটি গরীব। হাকিম বলেন : সহীহ। যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু সানাদে মুযাহির যঈফ। হাফিয ইবনু হাজার তাকে আত-তাক্বরীব গ্রন্থে যঈফ বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন : হাদীসটি মাজহুল। ইরওয়াউল গালীল হা/২০৬৬।

طَلَّاقٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ " . زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ " وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ " .

حسن

২১৯০। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে মহিলার উপর অধিকার নেই তাকে তালাক দেয়া যায় না, যে গোলামের উপর মালিকানা নেই তাকে আযাদ করা যায় না। তোমার মালিকানাধীন বস্তুই কেবল বিক্রয়যোগ্য। ইবনুস সাববাহ আরো বলেন, যে বস্তুর উপর তোমার মালিকানা নেই তার মান্নাত পূরণ করতে হবে না।^{২১৯০}

হাসান।

২১৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينُ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةٍ رَجِمَ فَلَا يَمِينُ لَهُ " .

حسن

২১৯১। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত। তাতে রয়েছে : যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের জন্য শপথ করে তার শপথ হয়নি এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করে তার শপথও হয়নি (এরূপ শপথ পূরণ করতে হবে না)।^{২১৯১}

হাসান।

২১৭২ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي هَذَا الْحَبْرِ زَادَ " وَلَا نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا ابْتِغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ " .

حسن

২১৯২। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো রয়েছে : মহান আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য যে মান্নাত করা হয় কেবল তাই পূরণ করতে হয়।^{২১৯২}

হাসান।

^{২১৯০} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২১৯১} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{২১৯২} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৮ - باب الطَّلَاقِ عَلَى غَيْظٍ

অনুচ্ছেদ- ৮ : রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া

২১৭৩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ الْحُمَيْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي، كَانَ يَسْكُنُ إِبِلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظْتُ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غَلَاقٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلَاقُ أَطْنَهُ فِي الْغَضَبِ .

حسن

২১৭৩। ইলিয়ার অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদ ইবনু আবু সালিহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আদী ইবনু 'আদী আল-কিনদীর সাথে সিরিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে মাক্কাহয় গেলাম। তিনি আমাকে সাফিয়াহ বিনতু শাইবার কাছে পাঠালেন। কেননা সাফিয়াহ 'আয়িশাহ (রা) থেকে হাদীস সংরক্ষন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাগের অবস্থায় কোন তালাক হয় না এবং দাসত্বমুক্ত করা যায় না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমার মতে 'আল-গিলাক' অর্থ রাগ।^{২১৭৩}

হাসান।

৯ - باب الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

অনুচ্ছেদ- ৯ : হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান

২১৭৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَغْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ " .

حسن

২১৭৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা বাস্তবিকই ধর্তব্য। তা হলো : বিবাহ, তালাক ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা।^{২১৭৪}

হাসান।

^{২১৭৩} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।^{২১৭৪} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

১০ - باب نَسْخِ الْمَرَاَجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

অনুচ্ছেদ- ১০ : তিন তালাকের পর স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ প্রসঙ্গ

২১৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّخْوِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الْآيَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ } .

حسن صحيح

২১৯৫। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী : “তালাকপ্রাপ্তা নারী যেন তিন কুরুপর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা বৈধ নয়...” এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ হলো, (ইসলামের প্রথম যুগে) কেউ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার অধিকারী হতো, এমনকি তাকে তিন তালাক দিতো। অতঃপর এ বিধান রহিত করে আল্লাহ বলেছেন : “তালাক দুই বার...”^{২১৯৫}

হাসান সহীহ।

২১৭১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ - أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مَزِينَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ . لِيَشْعُرَ أَخَذْتُهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حِمِيَّةً فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِحِلْسَائِهِ " أَتَرُونَ فَلَاتًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفَلَاتًا يُشْبِهُ مِنْهُ - كَذَا وَكَذَا " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ " طَلَّقَهَا " . فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ " . فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعَهَا " . وَتَلَا { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عَجْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَصَحُّ لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَاحِدَةً .

حسن

২১৯৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা 'আবদু ইয়াযীদ ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠী উম্মু রুকানাকে তলাক দেন এবং মুয়াহিনাহ গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। একদা ঐ মহিলা নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, তার স্বামী সহবাসে অক্ষম। যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসে না। সুতরাং আপনি আমার ও তার মাঝে বিচ্ছেদ করিয়ে দিন। নাবী ﷺ এতে অসন্তুষ্ট হন এবং রুকানা ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে ডেকে আনেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত লোকজনকে বলেন : তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের অপ্সের সাথে মিল রয়েছে? তারা বললো, হ্যাঁ। নাবী ﷺ 'আবদু ইয়াযীদকে বলেন : তুমি তাকে তলাক দাও। সুতরাং তিনি তাকে তলাক দিলেন। তিনি বলেন : তুমি রুকানার মা ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে পুনরায় গ্রহণ করো। তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন তলাক দিয়েছি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : আমি তা জানি, তুমি তাকে গ্রহণ করো।। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “হে নাবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তলাক দিবে তখন তাদের ইদাতকালের প্রতি লক্ষ্য রেখে তলাক দিবে” (সূরাহ আত্-তলাক : ১)

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, নাবী ইবনু উজাইর ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রুকানা হতে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : রুকানা তার স্ত্রীকে তলাক দিলে নাবী ﷺ তাকে পুনরায় ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করতে আদেশ দেন। এটা অধিকতর সঠিক। ২১৯৬

হাসান।

২১৭৭ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا. قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَاذِلًا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إِنَّهُ أَجَارَهَا قَالَ وَبَانَتْ مِنْكَ نَحْوُ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ. قَالَ أَبُو

دَاوُدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا " . يَفْصَحُ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ هَذَا قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ .

صحیح

২১৯৭। মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘আব্বাসের (রা) কাছে অবস্থান করছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথা শুনে চুপ রইলেন। তখন আমার মনে হলো, সম্ভবত তিনি মহিলাটিকে পুনরায় গ্রহণের নিদেশ দিবেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ আহমকের মতো কাজ করে এবং এসে বলে, হে ইবনু ‘আব্বাস! হে ইবনু ‘আব্বাস! অথচ আল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য একটা সমাধানে পথ দেখিয়ে দিবেন” (সূরাহ আত-তালাক : ২)। আর তুমি তো (তালাকের বিষয়ে) আল্লাহকে ভয় করোনি। সুতরাং আমি তোমার জন্য কোন পথ দেখছি না। তুমি তোমার প্রতিপালকের নাক্ষত্রমণী করেছেো এবং স্ত্রীকেও হারিয়েছো। মহান আল্লাহ তো বলেছেন : “হে নাবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে তখন তাদের ইদাতকালের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে।”

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি হুমাঈদ, আ’রাজ ও অন্যরা মুজাহিদ হতে ইবনু ‘আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও শু’বাহ, আইয়ুব, ইবনু জুরাইজ আ’মশ প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ সকলেই ইবনু ‘আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, ইবনু ‘আব্বাস (রা) একে তিন তালাক হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে হারালে’। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ আইয়ুব হতে ইকরিমার মাধ্যমে ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন : “যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দেয়, তা এক তালাক গণ্য হবে”। ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম (র) আইউব হতে ইকরিমা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, উক্ত কথাটি ইবনু ‘আব্বাসের নয়, বরং ইকরিমা কথা। তিনি ইবনু ‘আব্বাসের (রা) উল্লেখ করেননি এবং একে ইকরিমার (র) অভিমত গণ্য করেছেন।^{২১৯৭}

সহীহ।

২২৭৮ - وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، - وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَأَلُوا عَنِ الْبِكْرِ، يُطَلَّقُهَا زَوْجَهَا ثَلَاثًا فَكُلُّهُمْ قَالُوا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ

الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَكْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا
أَذْهَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ثُمَّ سَأَلَ هَذَا الْحَبْرَ . قَالَ
أَبُو دَاوُدَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبَيَّنَ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَا
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هَذَا مِثْلُ خَيْرِ الصَّرْفِ قَالَ فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ .

صحیح

২১৯৮। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়্যাস (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরাহ এবং
'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে এক যুবতী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যাকে
তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছে। তারা প্রত্যেকেই বললেন, "ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না
যতক্ষণ না তাকে অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে না দেওয়া হয়।" ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম
মালিক (র) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদের মাধ্যমে মু'আবিয়াহ ইবনু আবু আইয়াশ হতে বর্ণনা করেন
যে, তিনি ঐ ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যখন মুহাম্মাদ ইবনু ইয়্যাস ইবনুল বুকাইর
এসে ইবনু যুবাইর ও 'আসিম ইবনু 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছেন। তারা বলেছেন, তুমি
ইবনু 'আব্বাস ও আবু হুরাইরাহর নিকট যাও। আমি তাদের উভয়কে 'আয়িশাহ (রা)-এর নিকট
রেখে এসেছি। অতঃপর বর্ণনাকারী পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন,
ইবনু 'আব্বাসের (রা) বক্তব্য হলো, স্ত্রীর সাথে সহবাস হোক বা না হোক, তিন তালাকে সে
স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে তার জন্য বৈধ হবে না। এ
হাদীস সারফ সম্পর্কিত হাদীসের মতই। উক্ত হাদীসে বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রা)
তার মত পরিহার করেছেন।^{২১৯৮}

সহীহ।

২২৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرٍ، وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ أَبُو الصُّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ
تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ .

ضعيف

২১৯৯। তাউস (র) সূত্রে বর্ণিত। আবুস সাহবা নামে জনৈক ব্যক্তি, যিনি ইবনু 'আব্বাস
(রা)-কে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন। একদা তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ও 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের প্রথমদিকে কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে সাথে সহবাসের পূর্বেই তিন তালাক দিতো তাহলে তা এক তালাক গণ্য হতো? ইবনু 'আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগে, আবু বাকর (রা) এর পুরো খিলাফাতকালে এবং 'উমার (রা)-র খিলাফতের প্রথম দিকে কোন ব্যক্তি সহবাসের আগে স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তারা তা এক তালাক গণ্য করতেন। পরবর্তীতে যখন 'উমার (রা) দেখলেন যে, লোকেরা অধিকহারে একত্রে তিন তালাক দিচ্ছে, তখন তিনি বললেন, তাদের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করো।^{২১৯৯}

দুর্বল।

২২০০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

صحیح

২২০০। একদা আবুস সাহাবা (রা) ইবনু 'আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি কি জানেন, নাবী ﷺ -এর যুগে এবং আবু বাকর (রা) এর যুগে একত্রে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো এবং 'উমার (রা) এর যুগে তিন তালাক গণ্য করা হতো? ইবনু 'আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ।^{২২০০}

সহীহ।

১১- باب فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنِّيَّاتُ

অনুচ্ছেদ- ১১ঃ যে শব্দ দ্বারা তালাক হতে পারে বা এবং নিয়্যাত

২২০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

صحیح

২২০১। 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াককাস আল-লাইসী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সকল কাজ নিয়্যাত

^{২১৯৯} বায়হাক্বী। সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। এছাড়া সানাদের আবু সাহাবাকে কেউ সিক্বাহ বলেছেন এবং কেউ বলেছেন যঈফ।

^{২২০০} মুসলিম, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

অনুযায়ী হয়। কোন ব্যক্তি যা নিয়্যাত করে সেটা তাই হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরাত করলো, তার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই হলো এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বার্থে অথবা কোন নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে হিজরাত করলো, তার হিজরাত সেই উদ্দেশ্যেই হবে যা সে নিয়্যাত করেছে।^{২২০১}

সহীহ।

২২০২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، وَشَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ مَسَاقٍ قِصَّتُهُ فِي تَبُوكَ قَالَ حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخُمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ أَمْرَ أَتِكَ . قَالَ فَقُلْتُ أَطْلَقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلٍ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْنَهَا . فَقُلْتُ لِأَمْرَائِي الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَكُونِي عَنْدهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ .

صحیح

২২০২। ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু কা’ব ইবনু মালিক (র) সূত্রে বর্ণিত। কা’ব ইবনু মালিক (রা) যখন অন্ধ হয়ে যান, তখন তাঁর সন্তানদের মধ্য হতে ‘আবদুল্লাহ ইবনু কা’ব ছিলেন তার পথ প্রদর্শক। তিনি বর্ণনা করেন, আমি কা’ব ইবনু মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি। এরপর তারুক অভিযানের পূর্ব ঘটনা বর্ণনা করেন। কা’ব বলেন, যখন পঞ্চাশ দিন থেকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ দূত আমার কাছে এসে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন, তবে কি আমি তাকে তালাক দিবো, না কি রাখবো? সে বললো, না, বরং বিচ্ছিন্ন রাখুন এবং সহবাস মেলামেশা করবেন না। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও এবং তাদের সাথে অবস্থান করো যতক্ষণ না মহান আল্লাহ আমার এ বিষয়ে কোন ফায়সালা দেন।^{২২০২}

সহীহ।

১২ - باب في الخِيَارِ

অনুচ্ছেদ- ১২ : তালাক প্রয়োগের ব্যাপারে স্ত্রীকে এখতিয়ার প্রদান

২২০৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ شَيْئًا .

صحیح

^{২২০১} বুখারী, মুসলিম।

^{২২০২} বুখারী, মুসলিম।

২২০৩। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকেই এখতিয়ার করে গ্রহণ করলাম। তবে একে তালাক বা অন্য কিছু গণ্য করা হয়নি।^{২২০৩}

সহীহ।

১৩ - باب في أمرك بيدك

অনুচ্ছেদ- ১৩ : (স্ত্রীকে একরূপ বলা) তোমার ব্যাপার তোমার হাতে

২২০৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ لَأَيُّوبَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ يَقُولُ الْحَسَنُ فِي أَمْرِكَ بِيَدِكَ . قَالَ لَا إِلَّا شَيْءٌ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحْوَهُ قَالَ أَيُّوبُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ فَذَكَرْتُهِ لِقَتَادَةَ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ نَسِيَ .

ضعيف // ضعيف سنن الترمذي (٢٠٥ / ١١٩٤) ، ضعيف سنن النسائي (٢٢٢ / ٣٤١٠) //

২২০৪। হাস্মাদ ইবনু যায়িদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আইয়ুব (র)-কে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি এমন কাউকে জানেন যিনি হাসান বাসরীর মতো বলেন, তোমার ব্যাপার তোমার হাতে? তিনি বললেন, না। তবে ক্বাতাদাহ... আবু হুরাইরাহ (রা) হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে অনুরূপ বলেছেন।^{২২০৪}

দুর্বল : যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (২০৫/১১৯৪), যঈফ সুনান নাসায়ী (২২২/৩৪১০)।

২২০৫ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي أَمْرِكَ بِيَدِكَ . قَالَ

ثَلَاثٌ .

صحيح مقطوع

২২০৫। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাসান বাসরী (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, “তোমার ব্যাপার তোমার হাতে” বললে তিন তালাক বর্তাবে।^{২২০৫}

সহীহ মাক্কুতু’।

^{২২০৩} বুখারী, মুসলিম।

^{২২০৪} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব। ইমাম নাসায়ী বলেন : এই হাদীসটি মুনকার। আল্লামা মুনিযিরী ও ইবনুল কাইয়িম একে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

^{২২০৫} সহীহ মাক্কুতু’।

১৬ - باب في البتة

অনুচ্ছেদ-১৪ : ছিন্নকারী তালাক

২২০৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سَهْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً " . فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً . فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانٍ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانٍ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ .

ضعيف // المشكاة (৩২৪৩) ، ضعيف سنن ابن ماجه (৪৪৪ / ২০০১) ، الإرواء (২০৬৩) ،
(১৪২ / ৭) ، ضعيف سنن الترمذي (১১৭৩ / ২০৪) //

২২০৬। নাবি ইবনু উজাইর ইবনু আবদে ইয়াযীদ ইবনু রুকানা (র) সূত্রে বর্ণিত। রুকানা ইবনু আবদে ইয়াযীদ তার স্ত্রী সুহাইমাকে ‘আলবাত্তা’ শব্দের দ্বারা তালাক দিলেন। অতঃপর তিনি বিষয়টি নাবী ﷺ-কে জানালেন এবং বললেন, আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহর শপথ! তুমি কি এক তালাকের ইচ্ছা করেছিলে? রুকানা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কেবল এক তালাকেরই নিয়াত করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীকে তার কাছে ফেরত দিলেন। পরে তিনি তাকে ‘উমার (রা)-এর যুগে দ্বিতীয় এবং ‘উসমান (রা)-এর যুগে তৃতীয় তালাক দিয়েছেন।^{২২০৬}

দুর্বল : মিশকাত (৩২৮৩), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪৪৪/২০৫১), ইরওয়া (২০৬৩), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (২০৪/১১৯৩)।

২২০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

ضعيف

২২০৭। নাবি ইবনু উজাইর (র) হতে রুকানা ইবনু আবদু ইয়াযীদের মাধ্যমে নাবী ﷺ সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।^{২২০৭}

দুর্বল।

^{২২০৬} দারাকুতনী, তায়ালিসি। ইমাম বুখারী এটিকে মুযতারিব দোষে দোষী করেছেন। ইবনু আবদুল বার বলেন : একে হাদীসবিশারদগণ যঈফ বলেছেন। ইবনুল কাইয়িম বলেন : সানাদে নাবি ইবনু উজাইর মাজহুল। তার অবস্থা জানা যায়নি।

^{২২০৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

২২০৮ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَنْكَبِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مَا أَرَدْتُ " . قَالَ وَاحِدَةً . قَالَ " اللَّهُ " . قَالَ اللَّهُ . قَالَ " هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

ضعيف // الإرواء (২০৬৩) //

২২০৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রুকানা (র) হতে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তার দাদা নিজ স্ত্রীকে ‘আলবাত্তা’ শব্দের দ্বারা তালাক দিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কী ইচ্ছা করেছিলে? তিনি বললেন, এক তালাকের। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ? তিনিও বললেন, আল্লাহ শপথ। অতঃপর ﷺ বললেন : ‘তুমি যা নিয়্যাত করেছে তাই।’^{২২০৮}

দুর্বল : ইরওয়া (২০৬৩)।

১০ - باب في الوُسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

অনুচ্ছেদ- ১৫ : অন্তরে তালাকের কথা জাগা

২২০৯ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأُمْنِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ وَبِهَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا " .

صحیح

২২০৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতের মনে যা উদয় হয় তা যতক্ষণ না সে মুখে বলে অথবা কার্যে পরিণত করে ততক্ষণ তা উপেক্ষা করেন।^{২২০৯}

সহীহ।

^{২২০৮} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী, বায়হাকী, তায়ালিসি। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘আমি এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন : এতে ইযতিরাব হয়েছে।’ হাদীসটি দুর্বল। এর কয়েকটি ক্রটি রয়েছে। প্রথম ক্রটি : সানাদের যুবাইর ইবনু সাঈদ। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন : ‘আজালী বলেছেন, তিনি তালাক সম্পর্কে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ এই হাদীসটি।’ হাফিয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : তিনি হাদীস বর্ণনায় শিখিল (লাইয়িন)। দ্বিতীয় ক্রটি : সানাদে ‘আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদকে উকাইলী যু‘আফা গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন : তার হাদীসের অনুসরণ (মুতাবা‘আত) করা হয় না। তিনি সানাদ মুযতারিবি করেন। তৃতীয় ক্রটি : সানাদের ‘আলী ইবনু ইয়াযীদ এর জাহালাত।

^{২২০৯} বুখারী, মুসলিম।

১৬ - باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي

অনুচ্ছেদ- ১৬ : কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে আমার বোন

২২১০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَخَالِدُ الطَّحَّانُ، - الْمُعْنَى - كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِمَرْأَتِهِ يَا أُخِيَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أُخْتُكَ هِيَ" . فَكِرَهُ ذَلِكَ وَهَيَّ عَنْهُ .

ضعيف

২২১০। আবু তামীমাহ আল-হুজাইমী (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো, হে আমার বোন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে কি তোমার বোন? তিনি তার এরূপ সম্বোধনকে অপছন্দ করলেন এবং এরূপ করতে নিষেধ করলেন।^{২২১০}

দুর্বল।

২২১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، - يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ - عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا، يَقُولُ لِمَرْأَتِهِ " يَا أُخِيَّةُ " . فَنَهَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

ضعيف

২২১১। আবু তামীমাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্বগোষ্ঠীর এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, তিনি নাবী ﷺ এর কাছ থেকে শুনেছেন, তিনি এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে 'হে আমার আদুরে বোন' বলতে শুনে তাকে এরূপ সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন।^{২২১১}

দুর্বল।

২২১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ { إِنِّي سَقِيمٌ } وَقَوْلُهُ { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ إِذْ نَزَلَ مَنْرًا فَأَتَى الْجَبَّارَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ نَزَلَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِيَ أَحْسَنُ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّهَا أُخْتِي . فَلَمَّا

^{২২১০} বায়হাক্বী। এর সানাদ মুযতারিবি।

^{২২১১} বায়হাক্বী।

رَجَعَ إِلَيْهَا قَالَ إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكَ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكَ أُخْتِي وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرُكَ وَإِنَّكَ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تُكَذِّبْنِي عِنْدَهُ". وَسَأَقُ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَبَرُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

صحیح

২২১২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম (আঃ) সালাম কখনো মিথ্যা বলেননি, তিনবার মিথ্যা বলেছিলেন (যা মূলত মিথ্যা নয়)। তন্মধ্যে দু'টি আল্লাহর সত্ত্বা সম্পর্কে। যেমন তাঁর কথা : “নিশ্চয় আমি অসুস্থ” (সূরাহ আস-সাফফাত : ৮৯) এবং তাঁর কথা, “বরং এদের এই বড় (মুতিটাই), এ কাজ করেছে” (সূরাহ আল-আশিয়া : ৬৩)। (আর তৃতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তিগত) তা হলো : ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী সারাহকে নিয়ে এক অত্যাচারী শাসকের এলাকা সফর করছিলেন। তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলে এক দূত ঐ অত্যাচারী শাসকের কাছে এসে বললো, এ স্থানে এক ব্যক্তি সাথে এক সুন্দরী নিয়ে আগমন করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন ঐ (শাসক) ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে জানতে চেয়ে লোক পাঠালো যে, তার সাথে মহিলাটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। যখন তিনি তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন তখন তাঁকে বললেন, ঐ ব্যক্তি আমার কাছে তোমার পরিচয় জানতে চাইলে আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার বোন। বিষয় তাই, কেননা এ স্থানে আমি আর তুমি ছাড়া কোন মুসলিম নেই। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী (মুসলিমগণ পরস্পর ভাইবোন বিধায়) তুমি আমার দীনি বোন। সুতরাং তার কাছে আমার কথাকে মিথ্যা বলো না। এরপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।^{২২১২}

সহীহ।

১৭- باب في الظَّهَارِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : যিহার

২২১৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ ابْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ عِيَّاشٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَيَاضِيُّ - قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أَصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ

^{২২১২} বুখারী, মুসলিম।

نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالُوا لَا وَاللَّهِ . فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ " . قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ فَأَحْكُمُ فِي مَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ " حَرِّزْ رَقَبَةَ " . قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةَ غَيْرَهَا وَصَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي قَالَ " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " . قَالَ وَهَلْ أُصِيبْتُ الَّذِي أُصِيبْتُ إِلَّا مِنَ الصَّيَامِ قَالَ " فَاطْعِمِمْ وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَيْنِ مِسْكِينًا " . قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بَتْنَا وَخَشَيْنَ مَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ " فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَاطْعِمِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بِقِيَّتِهَا " . فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضُّيْقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَنِي - أَوْ أَمَرَ لِي - بِصَدَقَتِكُمْ زَادَ ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ بَيَاضَةً بَطْنٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ .

حسن

২২১৩। সালামাহ ইবনু সাখর আল-বায়দী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নারীদের প্রতি এতো অধিক আসক্ত প্রবণ ব্যক্তি যে অন্য কেউ এরূপ আসক্ত নয়। যখন রমায়ান মাস সমাগত হলো তখন আমার ভয় হলো যে, হয়তো আমি ভোর বেলায়ও স্ত্রীসঙ্গমে লিপ্ত থাকবো। তাই রমায়ান মাস অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত আমি তার সাথে 'যিহার' করি। এক রাতে সে আমার খেদমত করছিলো। এমন সময় তার শরীরের এমন কিছু আমার সামনে খুলে গেলো যে, আমি স্থির থাকতে পারলাম না। আমি সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়লাম। ভোর হলে আমি আমার বংশের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার ঘটনা জানিয়ে বললাম, তোমরা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে চলো। তারা বললো, না আল্লাহর শপথ! আমরা যাবো না। কাজেই আমি একাই নাবী ﷺ এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন : এরূপ কাণ্ড কি তুমি করেছো হে সালামাহ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমিই এরূপ করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! এভাবে দুইবার বলি। আর আপনি মহান আল্লাহর বিধান আমার উপর কার্যকর করুন, আমি ধৈর্যশীল হবো। তিনি বললেন : তুমি একটি দাস মুক্ত করো। আমি বলি, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমার কোন দাস নেই, আমার নিজকে ছাড়া। এ কথা বলে আমি আমার গর্দানের উপর হাত রাখি। তিনি বললেন : তাহলে একাধারে দু'মাস সওম পালন করো। সে বললো, সওম পালনের কারণেই তো এ সমস্যায় পড়েছি। তিনি বললেন : 'এক ওয়াসক' খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও। সে বললো, সেই সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! গত রাত আমি এবং আমার পরিবার উপোস কাটিয়েছি। কারণ আমাদের কাছে খাবার নেই। অতঃপর তিনি বললেন : তুমি বনু যুরাইকের যাকাত আদায়কারীর নিকট গিয়ে বলো, সে যেন তোমাকে তাদের সদাক্বাহ দেয়। তা থেকে 'এক ওয়াসক' খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে।

আর যা বাকী থাকবে তা তুমি ও তোমার পরিবার খাবে। অতঃপর আমি আমার কণ্ঠের লোকদের নিকট ফিরে এসে বলি, আমি তোমাদের কাছে পেয়েছি সংকর্ণতা ও মন্দ ব্যবহার, আর নাবী ﷺ এর কাছে পেয়েছি উদারতা ও উত্তম ব্যবহার। তিনি আমাকে তোমাদের সদাকাহ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। ইবনুল ‘আলা অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, ‘বায়াদাহ’ বনু যুরাইকের একটি শাখা।^{২২১০}

হাসান।

২২১৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ خُوَيْلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ ظَاهَر مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ " أَتَقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ " . فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا } إِلَى الْفَرْصِ فَقَالَ " يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ لَا يَجِدُ قَالَ " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ . قَالَ " فَلْيُطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا " . قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُ سَاعَتِيذَ يَعْزِقُ مِنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ . قَالَ " قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأُطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ " . قَالَ وَالْعَرَقُ سِتُونَ صَاعًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا إِنَّمَا كَفَرْتُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَخُو عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

حسن، دون قوله : " و العرق " // ، الإرواء (٢٠٨٧) //

২২১৪। খুওয়াইলাহ বিনতু মালিক ইবনু সা‘লাবাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে আমার স্বামী আওস ইবনুস সামিত (রা) যিহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে অভিযোগ করলাম। তিনি আমার স্বামীর পক্ষ হতে আমার সাথে বিতর্ক করলেন এবং বললেন : আল্লাহকে ভয় করো, সে তো তোমার চাচার ছেলে। মহিলাটি বলেন, আমি সেখান থেকে চলে না আসতেই কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “নিশ্চয় আল্লাহ ঐ মহিলার কথা শুনতে পেয়েছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করছে” (সূরাহ আল-মুজাদালা : ১) এখান থেকে কাফফারাহ পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। অতঃপর তিনি বললেন : সে একটি দাস মুক্ত করবে। মহিলাটি বলেন, তার সে সামর্থ নেই। তিনি বললেন : সে একাধারে দু’মাস সওম পালন করবে। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে খুবই বৃদ্ধ, সওম পালন করতে অক্ষম। তিনি বললেন : তবে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। মহিলাটি বললেন, সদাকাহ করার মত

^{২২১০} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী, ইবনু খুযাইমাহ।

পয়সা তার নেই। মহিলাটি বলেন, এ সময় সেখানে এক ঝুড়ি খুরমা আসলো। তখন আমি (মহিলা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ পরিমাণ আর এক ঝুড়ি খুরমা দিয়ে আমি তাকে সহযোগীতা করবো। তিনি বললেন : তুমি ভালই বলেছো। তুমি এর দ্বারা তার পক্ষ হতে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাও। ইয়াহইয়া ইবনু আদাম বলেন, ষাট সা'তে এক 'আরাক্ব হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মহিলাটি তার স্বামীর নির্দেশ ছাড়াই তার পক্ষ হতে কাফফারাহ আদায় করেছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আওস (রা) ছিলেন 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) এর ভাই।^{২২১৪}

হাসান, তার এ কথাটি বাদে : “ষাট সা'তে এক 'আরাক্ব।” ইরওয়া (২০৮৭)।

২২১৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرَقُ مِثْلُ ثَلَاثِينَ صَاعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ .

حسن ، دون قوله : " و العرق "

২২১৫। ইবনু ইসহাক্ব (র) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে আরো আছে, 'আরাক্ব হলো তিরিশ সা'-এর সমান। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু আদামের বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অধিকতর বিশ্বস্ত।^{২২১৫}

হাসান, তার এ কথাটি বাদে : “ষাট সা'তে এক 'আরাক্ব।”

২২১৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ يَغْنِي بِالْعَرَقِ زَنْبِيلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا .

صحيح

২২১৬। আবু সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আরাক্ব এমন থলে, যাতে পনের সা' পরিমাণ ধারণ হয়।^{২২১৬}

সহীহ।

২২১৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ هِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا قَالَ " تَصَدَّقْ بِهَذَا " . قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَفْقَرِ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ " .

حسن

২২১৪ আহমাদ।

২২১৫ এর পূর্বেটি দেখুন।

২২১৬ আহমাদ।

২২১৭। সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (র) হতে উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে কিছু খেজুর আসে। তিনি সবগুলো খেজুর ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেন, যার পরিমাণ ছিলো প্রায় পনের সা'। তিনি বললেন : এগুলো দান করে দাও। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ও আমার পরিবারের লোকদের চাইতে অধিক নিঃস্ব কেউ নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি ও তোমার পরিবারের লোকেরা তা খাও।^{২২১৭}

হাসান।

২২১৮ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ وَزِيرِ الْمَضَرِيِّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمْ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَوْسٍ، أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أَوْسًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَذْرِ قَدِيمِ الْمَوْتِ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ أَوْسًا .

صحیح

২২১৮। ইমাম আবু দাউদ (র) মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াযীর আল-মিসরী হতে 'উবাদাহ ইবনুস সামিতের ভাই আওস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে পনের সা' যব দিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী 'আতা'র সাথে আওসের সাক্ষাৎ ঘটেনি। কারণ 'আওস' (রা) বদরী সাহাবী, যিনি অনেক আগেই মারা গেছেন। সুতরাং হাদীসটি মুরসাল।^{২২১৮}

সহীহ।

২২১৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ جَمِيلَةَ، كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمْ يَكُنْ إِذَا اشْتَدَّ لَمُّهُ ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَائِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةً الظَّهَارِ .

صحیح

২২১৯। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ (র) সূত্রে বর্ণিত। খাওলাহ ছিলেন আওস ইবনুস সামিতের স্ত্রী। আর আওস (রা) সপ্তমে অধিক সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। এক সময় তার এ আসক্তি বৃদ্ধি পেলে তিনি তার স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করেন। এই প্রসঙ্গে মহান শক্তিশালী আল্লাহ যিহারের কাফফারাহ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করলেন।^{২২১৯}

সহীহ।

২২২০ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ .

صحیح

^{২২১৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{২২১৮} বায়হাকী।

^{২২১৯} বায়হাকী।

২২২০। 'আযিশাহ (রা) হতেও এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।^{২২২০}

সহীহ।

২২২১ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَافَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ " مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ " . قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِيهَا فِي الْقَمَرِ . قَالَ " فَاعْتَرِهَا حَتَّى تُكْفَرَ عَنْكَ " .

صحیح

২২২১। 'ইকরিমা (র) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে তার কাফফারাহ আদায়ের আগেই সহবাসে লিপ্ত হয়। সে নাবী ﷺ নিকট এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : কিসে তোমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বললো, চাঁদের আলোয় আমি তার দুই উরুর সৌন্দর্য দেখে। তিনি বললেন : তোমার যিহারের কাফফারাহ আদায় না করা পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাকো।^{২২২১}

সহীহ।

২২২২ - حَدَّثَنَا الرَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَرَأَى بَرِيقَ سَاقِيهَا فِي الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْفَرَ .

صحیح

২২২২। 'ইকরিমা (র) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলো। সে চাঁদের আলোয় স্ত্রীর উরুর উজ্জলতা দেখতে পেয়ে তার সাথে সঙ্গম করে। অতঃপর সে নাবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি তাকে কাফফারাহ দেয়ার নির্দেশ দেন।^{২২২২}

সহীহ।

২২২৩ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي بَرْ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ .

صحیح

২২২৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি 'উরু' কথাটি উল্লেখ করেননি।^{২২২৩}

সহীহ।

^{২২২০} বায়হাক্বী, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ।

^{২২২১} নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব।

^{২২২২} এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

^{২২২৩} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব।

২২২৪ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحُو حَدِيثِ سُفْيَانَ .

صحیح

২২২৪। 'ইকরিমা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ এর সূত্রে সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।^{২২২৪}

সহীহ।

২২২৫ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى، يُحَدِّثُ بِهِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

صحیح

২২২৫। আল-হাকাম ইবনু আবান (র) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী এই সানাদে ইবনু 'আব্বাসের (রা) নাম উল্লেখ করেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনু মূসা মা'মার হতে... ইকরিমার মাধ্যমে ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে নাবী ﷺ এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{২২২৫}

সহীহ।

১৮ - باب في الخلع

অনুচ্ছে-১৮ঃ খোলা'র বর্ণনা

২২২৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" .

صحیح

২২২৬। সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন মহিলা অহেতুক তার স্বামীর নিকট তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যায়।^{২২২৬}

সহীহ।

^{২২২৪} বায়হাক্বী।

^{২২২৫} পূর্বের হাদীসাবলী দেখুন।

^{২২২৬} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

২২২৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ هَذِهِ". فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ. قَالَ "مَا شَأْنُكِ". قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. لِرُؤُوسِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ". وَذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ "خُذْ مِنْهَا". فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

صحیح

২২২৭। হাবীবাহ বিনতু সাহল আল-আনসারিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি সাবিত ইবনু ক্বায়িস ইবনু শাম্মাসের (রা) স্ত্রী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাজরের সলাতে যাওয়ার পথে সাহলের কন্যা হাবীবাহকে ভোরের অন্ধকারে তাঁর ঘরের দরজায় দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : কে? তিনি বললেন, আমি সাহলের কন্যা হাবীবাহ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, সাবিত ইবনু ক্বায়িসের সাথেও আমার দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হবে না। যখন সাবিত ইবনু ক্বায়িস আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এই তো সাহলের কন্যা হাবীবাহ। অতঃপর মহিলাটি তার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিলো তা পেশ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন সবই আমার কাছে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবিত ইবনু ক্বায়িসকে বললেন : তুমি যা কিছু তাকে দিয়েছো তা গ্রহণ করো। সুতরাং তিনি স্ত্রী থেকে সব গ্রহণ করলেন এবং হাবীবাহ তার পরিজনের কাছে চলে গেলেন।^{২২২৭}

সহীহ।

২২২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو السَّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ، كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَّرَ بَعْضُهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثَابِتًا فَقَالَ "خُذْ بَعْضَ مَا لَهَا وَفَارِقْهَا". فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "نَعَمْ". قَالَ فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا يَبْدِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا". فَفَعَلَ.

صحیح

২২২৮। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। হাবীবাহ বিনতু সাহল ছিলেন (রা) সাবিত ইবনু ক্বায়িস ইবনু শাম্মাসের স্ত্রী। তিনি হাবীবাহকে প্রহার করলে তার শরীরের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায়। তাই তিনি সুবহে সাদেকের পর নাবী ﷺ এর নিকট এসে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। অতঃপর নাবী ﷺ সাবিতকে ডেকে এনে বললেন : তুমি তাকে যা কিছু দিয়েছো তার কিছু অংশ গ্রহণ করে তাকে তালাক দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা ফেরত নেয়া কি ঠিক হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ! সে বললো, আমি তাকে মোহরানা বাবদ দু’টি বাগান দিয়েছি এবং সেগুলো তার দখলে আছে। নাবী ﷺ বললেন : তুমি বাগান দু’টি নিয়ে নাও এবং তাকে ত্যাগ করো। ফলে তিনি তাই করলেন।^{২২২৮}

সহীহ।

২২২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

صحیح

২২২৯। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। সাবিত ইবনু ক্বায়িসের (রা) স্ত্রী তার কাছ থেকে খোলা‘ তালাক নিলেন। নাবী ﷺ তার ইদাতকাল নির্ধারণ করলেন এক হাযিয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীস ইকরিমা (র) নাবী ﷺ এর সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।^{২২২৯}

সহীহ।

২২৩০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ.

صحیح موقوف

২২৩০। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোলা‘ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদাতকাল হচ্ছে এক হাযিয়।^{২২৩০}

সহীহ মাওকুফ।

১৭ - بَابُ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

অনুচ্ছেদ- ১৯ : স্বাধীন কিংবা গোলামের দাসী স্ত্রী আযাদ হলে

২২৩১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعِيثًا، كَانَ عَبْدًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ

^{২২২৮} সুযুতীর দূররে মানসূর।

^{২২২৯} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব।

^{২২৩০} আহমাদ।

رَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكَ . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ " لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ " . فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ " أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ " .

صحیح

২২৩১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। মুগীস ছিলেন একজন গোলাম। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তার (বারীরার) কাছে একটু সুপারিশ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বারীরাহ! আল্লাহকে ভয় করো। কেননা সে তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তদানের পিতা। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বললেন : না, বরং আমি একজন সুপারিশকারী। এদিকে মুগীসের চোখের পানিতে তার চোয়াল পর্যন্ত ভিজে গড়িয়ে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আব্বাস (রা)-কে বললেন : হে 'আব্বাস! বারীরাহর প্রতি মুগীসের প্রেম, আর মুগীসের প্রতি তার ক্রোধ কতই না আশ্চর্যকর।^{২২৩১}

সহীহ।

২২৩২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَوْجَ، بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا فَخَيَّرَهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ .

صحیح

২২৩২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। বারীরাহর স্বামী এক কালো বর্ণের ক্রীতদাস ছিলেন। যার নাম মুগীস। বারীরাহ মুক্ত হবার পর এ স্বামী গ্রহণ করা অথবা বর্জনের ব্যাপারে নাবী ﷺ তাকে এখতিয়ার দিয়ে ইদাত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।^{২২৩২}

সহীহ।

২২৩৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَتْ كَانَ رَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرَهَا .

صحیح ، لكن قوله : " ولو كان حرا " مدرج من قول عروة

২২৩৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বারীরাহর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার স্বামী একজন গোলাম ছিলো। নাবী ﷺ তাকে স্বামীর ব্যাপারে এখতিয়ার প্রদান করায় সে নিজেকে স্বামী থেকে বিছিন্ন করে নেয়। স্বামী আযাদ হলে তাতে এখতিয়ার থাকতো না।^{২২৩৩}

সহীহ : তবে এ কথাটি বাদে : "স্বামী আযাদ হলে তাতে এখতিয়ার থাকতো না।" এটুকু মুদরাজ। যা 'উরওয়ার উক্তি।

^{২২৩১} বুখারী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{২২৩২} বুখারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{২২৩৩} মুসলিম, নাসায়ী।

২২৩৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، خَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجَهَا عَبْدًا.

صحیح

২২৩৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বারীরাহকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তার স্বামী ছিলো ক্রীতদাস।^{২২৩৪}

সহীহ।

২১ - باب مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا

অনুচ্ছেদ-২০ : যিনি বলেছেন, সে (মুগীস) আযাদ ছিলো

২২৩৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ زَوْجَ، بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ وَأَنَّهَا خَيْرَتْ فَقَالَتْ مَا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ وَإِنْ لِي كَذَا وَكَذَا.

صحیح، خ و أشار إلى أن قوله: "كان حراً" مدرج من قول الأسود

২২৩৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। যখন বারীরাহকে আযাদ করে দেয়া হয় তখন তার স্বামী ছিলো আযাদ এবং তাকে এখতিয়ার দেয়া হলে সে বলে, তার সাথে বসবাসের কোন আকর্ষণ আমার নেই, যদিও আমাকে এতো এতো কিছু দেয়া হয়।^{২২৩৫}

সহীহ : বুখারী। আর 'স্বামী আযাদ হওয়ার' কথাটি মুদরাজ। যা আসওয়াদের উক্তি থেকে এসেছে।

২১ - باب حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

অনুচ্ছেদ-২১ : স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা সম্পর্কে

২২৩৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَغْنِي ابْنُ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ - عَبْدُ لَالٍ أَبِي أَحْمَدَ - فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَهَا "إِنْ قَرَبَكَ فَلَا خِيَارَ لَكَ".

ضعيف // الإرواء (١٩٠٨)، ضعيف الجامع الصغير (١٢٩٥) //

২২৩৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। বারীরাহকে যখন আযাদ করা হয় তখন সে আবু আহমাদ পরিবারের ক্রীতদাস মুগীসের স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন

^{২২৩৪} মুসলিম, নাসায়ী।

^{২২৩৫} বুখারী, নাসায়ী।

এবং তাকে এটাও বলেছিলেন : তোমার স্বামী তোমার সাথে সহবাস করলে তোমার এখতিয়ার বহাল থাকবে না।^{২২৩৬}

যঈফ : ইরওয়া (১৯০৮), যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (১২৯৫)।

২২ - باب في المملوكين يُعتَقان معاً هل تُخَيَّر امرأته

অনুচ্ছেদ-২২ : বিবাহিত দাস-দাসী একই সাথে আযাদ হলে স্ত্রীর এখতিয়ার থাকবে কিনা?

২২৩৭ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ، مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ . قَالَ نَصْرُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .

ضعيف

২২৩৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি এমন দু'জন দাস-দাসীকে আযাদ করার ইচ্ছা করলেন, যে দাসীর স্বামী আছে। ক্বাসিম বলেন, তিনি নাবী ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি নারীর পূর্বে পুরুষটিকে আযাদ করার নির্দেশ দেন।^{২২৩৭}

দুর্বল।

২৩ - باب إذا أسلم أحد الزوجين

অনুচ্ছেদ-২৩ : স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন ইসলাম কবুল করলে

২২৩৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سَيْكَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ . فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

ضعيف // ضعيف سنن الترمذي (১১০৭ / ১১০৮) ، الإرواء (১১০৮) //

২২৩৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে আসলো, পরে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ কর আসলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল!

^{২২৩৬} বায়হাক্বী। সানাদে ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা মুনযিরী এবং হাফিয ইবনু হাজার আসকালানীও এটিকে একই দোষে দোষী করেছেন।

^{২২৩৭} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। সানাদের 'উবাইদুল্লাহ বিন 'আবদুর রহমান বিন 'আবদুল্লাহ বিন মাওহাব সম্পর্কে হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। আল্লামা মুনযিরীও অনুরূপ বলেছেন।

নিশ্চয় সে আমার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে তিনি জীটিকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন।^{২২৩৮}

দুর্বল : যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৯৫/১১৫৯), ইরওয়া (১৯১৮)।

২২৩৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سَمَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمْتُ بِإِسْلَامِي فَأَنْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

ضعيف

২২৩৯। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মাদীনাহুয় এসে জনৈক ব্যক্তিকে বিয়ে করলো। পরবর্তীতে তার (প্রাক্তন) স্বামী নাবী ﷺ এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সে আমার ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে জানতো। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাটিকে দ্বিতীয় স্বামী থেকে ফেরত নিয়ে প্রথম স্বামীর কাছে সোপর্দ করলেন।^{২২৩৯}

দুর্বল।

২৪ - باب إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-২৪ : স্ত্রীর পর যদি স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করে, তবে স্ত্রী কতদিন পর স্বামীর কাছে ফেরত যাবে

২২৪০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - الْمُعْنَى - كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِيِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ سَتَيْنِ.

صحيح دون ذكر السنين

^{২২৩৮} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'এই হাদীসটি সহীহ।' কিন্তু সানাদে সিমাক ইবনু হারব রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয আত-তাকুরী গ্রন্থে বলেন : 'ইমরিমা সূত্রে তার বর্ণনাগুলো মুযতারিব। শেষ বয়সে তার স্মৃতি বিভ্রাট হয়েছিল।

^{২২৩৯} বায়হাকী। এটির দোষও পূর্বেরটির অনুরূপ।

২২৪০। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা যাইনাবকে প্রথম বিবাহের ভিত্তিতেই আবুল আসের কাছে ফেরত দেন এবং নতুনভাবে কোন মাহর ধার্য করেননি। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আমর তার হাদীসে বলেন, ছয় বছর পর এবং হুসাইন ইবনু আলী বলেন, দুই বছর পর।^{২২৪০}

সহীহ, তবে দুই বছর উল্লেখ বাদে।

২০- باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

অনুচ্ছেদ-২৫ : ইসলাম গ্রহণের পর কারো কাছে চারের অধিক স্ত্রী থাকলে

২২৪১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْصَةَ بْنِ الشَّامِرِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عَمِيرَةَ . وَقَالَ وَهْبُ الْأَسَدِيُّ - قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الصَّوَابُ . يَعْنِي قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ .

صحیح

২২৪১। হারিস ইবনু ক্বায়স ইবনু উমাইর আল-আসাদী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিলো। বিষয়টি আমি নাবী ﷺ-কে জানালে তিনি বলেন : তাদের যে কোন চারজনকে বেছে নাও।^{২২৪১}

সহীহ।

২২৪২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَاضِي الْكُوفَةِ عَنْ عَيْسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْصَةَ بْنِ الشَّامِرِ، عَنِ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، بِمَعْنَاهُ .

صحیح

২২৪২। ক্বায়স ইবনুল হারিস (রা) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{২২৪২}

সহীহ।

২২৪৩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ قَيْرُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أَخْتَانِ . قَالَ " طَلِّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ " .

حسن

^{২২৪০} আহমাদ, তিরমিযী। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{২২৪১} ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী।

^{২২৪২} পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

২২৪৩। আদ-দাহহাক ইবনু ফায়রুয (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম কবুল করেছি এবং একই সাথে দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে আছে। তিনি বলেন : তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের উভয়ের কোন একজনকে তালাক দাও।^{২২৪৩}

হাসান।

২৬- باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبْوَيْنِ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

অনুচ্ছেদ-২৬ : পিতা-মাতার যে কোন একজন মুসলিম হলে সন্তান কে পাবে?

২২৪৪ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبْهُهُ وَقَالَ رَافِعُ ابْنَتِي . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " افْعُدِي نَاحِيَةً " . وَقَالَ لَهَا " افْعُدِي نَاحِيَةً " . قَالَ وَافْعُدِي الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ " ادْعُوَاهَا " . قَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اللَّهُمَّ اهْدِهَا " . قَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا .

صحیح

২২৪৪। রাফি' ইবনু সিনান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইসলাম কবুল করেন, কিন্তু তার স্ত্রী ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে। অতঃপর মহিলাটি নাবী ﷺ নিকট এসে বললো, এটি আমার কন্যা এবং সে এখনও দুগ্ধপোষ্য বা এ জাতীয় কিছু বলেন। পক্ষান্তরে রাফি' (রা) বলেন, এটি আমার কন্যা। নাবী ﷺ রাফি'কে বললেন : তুমি এক পাশে বসো এবং মহিলাকে বললেন : তুমি অপর পাশে বসো। তিনি মেয়েটিকে উভয়ের মাঝখানে বসালেন এবং বললেন : এখন তোমরা দু'জনেই তাকে ডাকো। মেয়েটি তার মায়ের দিকেই ঝুঁকছে। নাবী ﷺ দু'আ করে বললেন : 'হে আল্লাহ! কন্যাটিকে সঠিক পথ দেখাও'। অতঃপর মেয়েটি তার পিতার দিকে ঝুঁকে পড়লো। ফলে সে (পিতা) তাকে গ্রহণ করে।^{২২৪৪}

সহীহ।

^{২২৪৩} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাকী, দারাকুতনী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

^{২২৪৪} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সহীহ।

২৭ - باب في اللعان

অনুচ্ছেদ-২৭ : লি'আন সম্পর্কে

২২৪০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُيُومَرَ بْنَ أَشْفَرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَلْتُهُ فَتَقَتْلُوهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ . فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُيُومَرُ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . فَقَالَ عُيُومَرُ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا . فَأَقْبَلَ عُيُومَرُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَسَطُ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَلْتُهُ فَتَقَتْلُوهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَيْكَ قُرْآنٌ فَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا " . قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَعَا قَالَ عُيُومَرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا عُيُومَرُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ﷺ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ .

صحیح

২২৪৫। ইবনু শিহাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। সাহল ইবনু সা'দ আস-সাইদী (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, একদা 'উয়াইমির ইবনু আশকার আল-আজলানী (রা) 'আসিম ইবনু 'আদী (রা) এর নিকট এসে বলেন, হে 'আসিম! যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায়, এ বিষয়ে তোমার কি অভিমত? সে কি তাকে হত্যা করবে এবং তোমরা তাকে হত্যা করবে বা সে কী করবে? হে 'আসিম! আমার এ বিষয়ে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করুন। 'আসিম (রা) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা খারাপ ও অশোভন মনে করলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে 'আসিম (রা) যা শুনলেন সেটা তার জন্য ভয়ানক মনে হলো। 'আসিম (রা) তার বাড়ি ফিরে এলে 'উয়াইমির এসে তাকে বলেন, হে 'আসিম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন? 'আসিম বললেন, তুমি আমাকে খুব একটা ভালো কাজ দাওনি। আমি তোমার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অপছন্দ করেন। তখন 'উয়াইমির (রা) আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হবো না। এই বলে 'উয়াইমির (রা) উঠে সরাসরি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকটে উপস্থিত হলেন। এ সময় তিনি চতুর্দিক থেকে লোকজন পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বলেন, যদি

কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? অতঃপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন বা সে কী করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার ও তোমার সঙ্গিনীর ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাকে নিয়ে এসো! সাহল (রা) বলেন, তারা আসলো এবং উভয়েই লি'আন করলো। তখন আমি অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছেই উপস্থিত ছিলাম। তারা লি'আন থেকে অবসর হলে 'উয়াইমির (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখি তবে প্রমাণ হবে আমি মিথ্যা বলেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেয়ার আগেই তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন। ইবনু শিহাব (র) বলেন, তখন থেকে লি'আনকারীদের জন্য এটাই বিধান হয়ে যায়।^{২২৪৫}

সহীহ।

২২৪৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَغْنِي ابْنُ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ "أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ"

حسن

২২৪৬। আব্বাস ইবনু সাহল (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ 'আসিম ইবনু 'আদী (রা)-কে বললেন : তুমি মহিলাকে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে দাও।^{২২৪৬}

হাসান।

২২৪৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ خَصَرْتُ لِعَانَتِهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً . وَسَأَلَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ .

صحيح

২২৪৭। সাহল ইবনু সা'দ আস-সাইদী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাদের দু'জনের লি'আন করার সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমার বয়স ছিলো পনের বছর। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মহিলাটি গর্ভধারণ করে এবং সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।^{২২৪৭}

সহীহ।

^{২২৪৫} বুখারী, মুসলিম।

^{২২৪৬} আহমাদ।

^{২২৪৭} বুখারী, মুসলিম।

২২৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَّكَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ، - يَغْنِي ابْنُ سَعْدٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي خَيْرِ الْمَتَلَاعَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَبْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمِ الْأَلْتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ وَحَرَّةٌ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا " . قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ .

صحیح

২২৪৮। সাহল ইবনু সা'দ (রা) উভয় লি'আনকারীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, নাবী ﷺ বললেন : তোমরা ঐ মহিলার প্রতি দৃষ্টি রাখো। যদি সে খুব কালো চক্ষু ও বড় নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমি বুঝে নিবো, সে (স্বামী) সত্যই বলেছে। আর যদি সে সামান্য মতো রক্তিমাত সন্তান প্রসব করে তাহলে ধারণা করবো যে, সে মিথ্যাবাদী ছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, সে অপছন্দীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত সন্তান প্রসব করলো।^{২২৪৮}

সহীহ।

২২৪৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَانَ يُدْعَى - يَغْنِي الْوَلَدَ - لِأُمِّهِ .

صحیح

২২৪৯। সাহল ইবনু সা'দ আস-সাদ্দী (রা) সূত্রে উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।^{২২৪৯}

সহীহ।

২২৫০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةً . قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدَ فِي الْمَتَلَاعَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا .

صحیح

২২৫০। সাহল ইবনু সা'দ আস-সাদ্দী (রা) সূত্রে উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর 'উয়াইমির তার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপস্থিতিতে তিন তালাক প্রদান করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা কার্যকর করলেন। আর নাবী ﷺ এর উপস্থিতিতে যা করা হয় তাই সুন্নাতে পরিণত হয়। সাহল (রা) বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকটে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর

^{২২৪৮} বুখারী, ইবনু মাজাহ।

^{২২৪৯} বুখারী।

উভয় লি'আনকারীর জন্য এই নিয়ম চলে আসছে যে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং পুনরায় কখনো তারা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।^{২২৫০}

সহীহ।

২২৫১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ يَبَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمَتْلَاعَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَلَاعَنَا . وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ . وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَتْلَاعَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا - لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يُتَابِعِ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَتْلَاعَيْنِ .

(وَقَالَ الْآخَرُونَ : أَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهَا) صحيح

২২৫১। সাহল ইবনু সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। মুসাদ্দাদ বলেন, সাহল বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ঐ দু'জন লি'আনকারীর ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন আমার বয়স ছিলো পনের বছর। তারা উভয়ে যখন লি'আন থেকে অবসর হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনা এখানেই শেষ।

অন্য বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, যখন নাবী ﷺ লি'আনকারীদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান তখন তিনি (সাহল) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তি ('উয়াইমির) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দিলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, আমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছি। কোন কোন বর্ণনাকারী 'আলাইহা' শব্দটি বলেননি।^{২২৫১}

সহীহ।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, “অতঃপর তিনি ﷺ লি'আনকারীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান” কোন বর্ণনাকারী ইবনু 'উয়াইনাহর এ বাক্যটির মুতাবি'আত করেননি।

২২৫২ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَأَنَّتَ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا .

صحيح

২২৫২। সাহল ইবনু সা'দ (রা) হতে এ হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত। উক্ত মহিলা গর্ভবতী ছিলো। স্বামী তার গর্ভ অস্বীকার করায় সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।

^{২২৫০} বুখারী।

^{২২৫১} বুখারী।

অতঃপর মীরাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় যে, এ সন্তান তার মায়ের ওয়ারিস হবে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মাতাও সন্তানের ওয়ারিস হবে।^{২২৫২}

সহীহ।

২২৫৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّا لِلَّيْلَةِ جُمُعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلْدَتْهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهُ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلْدَتْهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ. فَقَالَ "اللَّهُمَّ افْتَحْ". وَجَعَلَ يَدْعُو فَتَرَكْتُ آيَةَ اللَّعَانِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } هَذِهِ آيَةُ فَابْتِئِلْ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنَ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاَعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ "مَهْ". فَأَبَتْ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ "لَعَلَّهَا أَنْ نَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا". فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

صحیح

২২৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আহর রাতে আমি মাসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক আনসারী ব্যক্তি মাসজিদে এসে বললো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে অবৈধ কাজে লিপ্ত পায় এবং সে যদি তা প্রকাশ করে তাহলে অভিযোগকারীকে তোমরা মিথ্যাবাদীতার শাস্তি দিবে নাকি তাকে (যিনাকারীকে) হত্যা করার কারণে তাকেও হত্যা করবে? আর সে যদি নীরব থাকে তবে ক্ষোভ নিয়েই নীরব থাকবে। আল্লাহর শপথ! আমি এ বিষয়ে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করবো। অতঃপর ভোর বেলায় সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে অবৈধ কাজে লিপ্ত পায়, তাহলে আপনারা কি তাকে তা বলার অপরাধে মিথ্যাবাদীতার শাস্তি দিবেন? নাকি সে (যিনাকারীকে) হত্যা করলে (কিসাসস্বরূপ) তাকেও হত্যা করবেন, নাকি সে ক্ষোভ নিয়ে চুপ থাকবে? তার কথা শুনে তিনি ﷺ বললেন : 'হে আল্লাহ! সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দিন' এবং তিনি দু'আ করতে থাকলেন। অতঃপর লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হলো : "এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর যিনার অভিযোগ দেয় অথচ তাদের কাছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সাক্ষী নেই..." (সূরাহ আন-নূর : ৬)। বস্তুত লোকটিই এ গুরুতর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলো। পরে সে ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে লি'আন করলো

এবং সে ব্যক্তি আল্লাহর শপথ দ্বারা চারবার শপথ করলো যে, সে তার দাবিতে-সত্যবাদী। আর পঞ্চমবারে সে বললো, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক যদি সে মিথ্যাদারী হয়ে থাকে। অতঃপর উক্ত মহিলা লি'আন করতে উদ্যত হলে নাবী ﷺ তাকে বললেন : থামো! কিন্তু সে বিরত থাকতে অস্বীকার করলো এবং লি'আন করলো। উভয় লি'আনকারী চলে গেলে নাবী ﷺ বললেন : সম্ভবত সে কালো ও স্থূলদেহী সন্তান প্রসব করবে। পরে তাই হলো, সে কালো ও স্থূলদেহী সন্তানই প্রসব করলো।^{২২৫৩}

সহীহ।

২২৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ". قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ "الْبَيِّنَةُ وَالْأَفْحَدُ فِي ظَهْرِكَ". فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيْتَنَزَلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَتَزَلْتُ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ { مِنَ الصَّادِقِينَ } فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلَالٌ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مَنْ تَائِبٌ". ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ. فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَبْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَّجِ السَّافِينَ فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ". فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ ابْنِ بَشَّارٍ حَدِيثُ هِلَالٍ.

صحیح

২২৫৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা হিলাল ইবনু উমাইয়াহ (রা) নাবী ﷺ এর নিকট শারীক ইবনু সাহমার সাথে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ করলে নাবী ﷺ বললেন : তুমি প্রমাণ পেশ করো অন্যথায় তোমার পিঠে হৃদ কার্যকর হবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সম্ভব? এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে অবৈধ কাজে লিপ্ত দেখে সে সাক্ষীর খোঁজে বের হবে? নাবী ﷺ আবারও বললেন : তুমি সাক্ষী পেশ করো, অন্যথায়

তোমার পিঠে হৃদ কার্যকর হবে। হিলাল বললেন, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আমি আমার দাবিতে অবশ্যই সত্যবাদী। নিশ্চয় আল্লাহ আমার বিষয়ে অবতীর্ণ করবেন। যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর যিনার অভিযোগ দেয় অথচ তাদের কাছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সাক্ষী নেই..... হতে সত্যবাদী পর্যন্ত” নাবী ﷺ পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর নাবী ﷺ তাদেরকে লোক মারফত ঢাকালেন। তারা উপস্থিত হলো এবং হিলাল (রা) উঠে তার শপথ বাক্য পাঠ করলেন। তখন নাবী ﷺ বললেন : আল্লাহই অবগত, তোমাদের দু’জনের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে তাওবাহ করবে? পরে মহিলাটি উঠে শপথ বাক্য পড়লো। মহিলাটি পঞ্চমবারের বাক্য “আল্লাহর গয়ব তার নিজের উপর বর্ষিত হোক, যদি স্বামী তার দাবিতে সত্যবাদী হয়” বলার সময় উপস্থিত লোকেরা তাকে বলেছিলো, এ বাক্যে অবশ্যই আল্লাহর ‘গয়ব’ নাযিল হবে। কাজেই ভেবে-চিন্তে বলো। ইবনু ‘আব্বাস (রা) বলেন, একথা শুনে মহিলাটি কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালো এবং পেছনের দিকে সরে এলো। আমাদের ধারণা হলো, সম্ভবত সে বিরত থাকবে। কিন্তু সে আমি আমার বংশকে চিরদিনের জন্য কলংকিত করবো না” বলে পঞ্চম বাক্যটিও পাঠ করলো। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন : তোমরা এ মহিলাটির প্রতি নয়র রাখো, যদি সে কুচকুচে কালো চোখ, বড় নিতম্ব ও মোটা নলাওয়ালা সন্তান প্রসব করে, তবে তা হবে শারীক ইবনু সাহমার। পরে সে এরূপ সন্তানই প্রসব করে। পরবর্তীতে নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কিতাবে লি‘আনের নির্দিষ্ট বিধান অবতীর্ণ না হলে আমার ও এই নারীর মধ্যকার ফায়সালার বিষয়টি সংকটজনক হতো।^{২২৫৪}

সহীহ।

২২৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمَتْلَاعَيْنِ أَنْ يَتْلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْحَامِسَةِ يَقُولُ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ.

صحیح

২২৫৫। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন লি‘আনকারীদেরকে লি‘আন করার আদেশ দিলেন তখন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, লি‘আনকারীর পঞ্চমবারে বাক্যটি পাঠ করার প্রাক্কালে তিনি তার মুখের উপর যেন হাত রেখে বলেন, নিশ্চয়ই এতে শাস্তি অনিবার্য।^{২২৫৫}

সহীহ।

২২৫৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَصْنُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا

^{২২৫৪} বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : সানা দ সহীহ।

^{২২৫৫} নাসায়ী।

فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا قَرَأَ بَعْثًا مِنْ بَيْتِهِ فَلَمْ يَبْهَجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عَنْدَهُمْ رَجُلًا قَرَأْتُ بِعَيْنِي وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ وَاسْتَدَّ عَلَيْهِ فَتَزَلَّتْ { وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } الْآيَتَيْنِ كِلْتَاهِمَا فَسَرِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَبَشِّرْ يَا هِلَالُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرْجًا وَخَرَجًا " . قَالَ هِلَالٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَرْسَلُوا إِلَيْهَا " . فَجَاءَتْ فَتَلَا عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا فَقَالَ هِلَالٌ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ كَذَبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا عُنُوتَ بَيْنَهُمَا " . فَقِيلَ لِهِلَالٍ اشْهَدْ . فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةَ قِيلَ لَهُ يَا هِلَالُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمَوْجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ . فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا . فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا اشْهَدِي . فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةَ قِيلَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمَوْجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ . فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي فَشَهِدَتْ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدُهَا فَعَلَيْهِ الْحُدُّ وَقَضَى أَنْ لَا يَبْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَقَّى عَنْهَا وَقَالَ " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصِيبَ أَرْبَعُ حَمَشِ السَّاقِينَ فَهُوَ لِهِلَالٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقٌ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَجَ السَّاقِينَ سَابِعَ الْآلَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقٌ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَجَ السَّاقِينَ سَابِعَ الْآلَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْلَا الْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ " . قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ .

ضعيف

২২৫৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিলাল ইবনু উমাইয়্যাহ (রা), যিনি (তাবুক অভিযানে পিছনে পড়ে থাকা) তিনজনের একজন। আল্লাহ পরবর্তীতে তাদের তাওবাহ কবুল করেছেন। একদা রাতের প্রথম অংশে তিনি খামার থেকে ফিরে এসে তার স্ত্রীর সাথে অন্য

এক পুরুষকে দেখতে পান। তিনি তাদের অবৈধ কাজ স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তাও নিজ কানে শুনলেন। তথাপি কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে রাত কাটালেন। তিনি সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের প্রথমভাগে আমি আমার খামার থেকে ফিরে এসে আমার স্ত্রীর সাথে এক পুরুষকে দেখতে পেলাম। তাদের অবৈধ মেলামেশা আমি চাক্ষুষ দেখেছি এবং নিজ কানে তাদের কথাবার্তা শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর কাছে বিষয়টি গুরুতর মনে হলো। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া অন্য কোন সাক্ষীও নেই, তাদের প্রত্যেককে শপথ করতে হবে...” পূর্ণ দু’টি আয়াত অবতীর্ণ হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার কঠিন অবস্থা প্রশমিত হলে বললেন : হে হিলাল! সুসংবাদ গ্রহণ করো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে দুশ্চিন্তা ও বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। হিলাল (রা) বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে এমনই আশা করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে আসতে বলো। সে আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আয়াতটি পাঠ করে শুনান, নসিহত করেন এবং তাদেরকে বললেন : পরকালের আযাব দুনিয়ার আযাবের চাইতে খুবই ভয়াবহ। হিলাল (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি যে তুলনায় খুবই ভয়াবহ। হিলাল (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি যে অভিযোগ পেশ করেছি, তা অবশ্যই সত্য। কিন্তু মহিলাটি বললো, সে মিথ্যা বলেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা এদের উভয়ের মধ্যে লি‘আন করাও। অতঃপর হিলালকে সাক্ষ্য দিতে বলা হলে তিনি চারবার শপথ করেন যে, তিনি তার দাবিতে সত্যবাদী। পঞ্চম শপথটি পড়ার সময় তাকে বলা হলো, হে হিলাল! আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির চাইতে অনেক কম। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে এ শপথ অবশ্যই তোমার উপর বিপদ আনবেই। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার কারণে আল্লাহ আমার পিঠে যেমন দোররা লাগাননি, তেমনি এ বিষয়ে আমাকে শাস্তি থেকেও বাঁচাবেন। এ বলে তিনি পঞ্চম শপথ করলেন যে, ‘তার নিজের উপর আল্লাহর গযব নামবে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়’। অতঃপর মহিলাটিকে বলা হলো, তুমিও শপথ করো। সেও চারবার আল্লাহর শপথ করলো যে, স্বামী তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার শপথের সময় হলে তাকেও বলা হলো যে, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক হালকা। এ পঞ্চম শপথ অবশ্যই তোমার উপর আযাব এনে ছাড়বে। একথা শুনে সে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালো, এবং কিছুক্ষণ পর বললো, আল্লাহর শপথ! আমি আমার খান্দানকে কলঙ্কিত করবো না এবং এই বলে পঞ্চমবারে শপথটি করলো যে, তার নিজের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক, যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয়ে থাকে। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করালেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তার গর্ভস্থ

সন্তানের পরিচয় তার পিতা থেকে হবে না, মহিলাটির উপর যিনার অপবাদ দেয়া যাবে না এবং সন্তানটিকে জারজ বলে কলঙ্কিত করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি উক্ত মহিলা ও তার সন্তানকে অপবাদ দিবে, তার উপর মিথ্যা বলার শাস্তি প্রয়োগ হবে। এ মহিলা তার স্বামী থেকে খোরাকী পাবে না। কারণ তারা তালাক ছাড়াই বিচ্ছেদ হয়েছে, এবং তার স্বামী মারা যায়নি। তিনি আরো বললেন : যদি মহিলাটি বাজ পাখির মতো লাল-কালো বর্ণের, হালকা নিতম্ব, সামান্য কুঁজো এবং সরু নলাবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহলে সেটা হবে হিলালের ঔরসজাত। আর যদি সে গমের রং, কৌকড়া চুল, মোটা বাহু, মোটা নলাওয়ালা ও বড় নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহলে তা ঐ ব্যক্তির ঔরসের যাকে সম্পর্কিত করে অপবাদ দেয়া হয়েছে। সন্তান জন্মের পর দেখা গেলো, সে মহিলাটি গমের রং, কৌকড়া চুল, ভারী বাহু, মোটা নলাওয়ালা ও বড় নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শপথের আয়াত অবতীর্ণ না হলে আমি অবশ্যই তাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম। ইকরিমা (র) বলেন, পরবর্তীতে ঐ সন্তানটি মুদার গোত্রের প্রশাসক নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাকে পিতার সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো না।^{২২৫৬}

দুর্বল।

২২৫৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَمِعَ عُمَرُو، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَلَاغِينِ "حَسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا". قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي. قَالَ "لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِهَا اسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ".

صحیح

২২৫৭। ইবনু 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লি'আনকারীদের সম্পর্কে বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের দু'জনেরই হিসাব নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। স্বামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল? আমার সম্পদ? তিনি বললেন : তুমি সম্পদ ফেরত পাবে না যদিও তুমি তার বিরুদ্ধে সঠিক অভিযোগ করো, কেননা এর বিনিময়ে তুমি তার লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছিলে। আর তুমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকলে তোমার মাল তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।^{২২৫৭}

সহীহ।

^{২২৫৬} আহমাদ। সানাদে 'আব্বাদ বিন মানসুর একজন মুদাল্লিস এবং শেষ বয়সে তার স্মৃতি বিজ্ঞাট হয়েছে। যেমন আত-তাক্বীরি গ্রন্থে রয়েছে। হাফিয যাহাবী আল-মীযান গ্রন্থে বলেন : ইয়াইয়া ইবনু সাঈদ তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইবনু মাস্নিন বলেন : তিনি কোন জিনিসই নন। ইমাম নাসায়ী তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনু যুবাইর বলেন : তিনি মাতরুক, কাদরিয়া।

^{২২৫৭} বুখারী, মুসলিম।

২২৫৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ " اللَّهُ يَعْلَمُ أَنْ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ. فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ". يُرَدُّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَيُّمَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

صحیح

২২৫৮। সাঈদ ইবনু যুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনু 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করিল, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দিয়েছে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-'আজলান সম্প্রদায়ের এক দম্পতিকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন : আল্লাহ জানেন, তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তোমাদের দুইজনের মধ্যে কেউ তাওবাহ করতে সম্মত আছ কি? তিনি কথাটি তিনবার বললেন। কিন্তু উভয়ই তাওবাহ করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর তিনি উভয়কে পৃথক করে দেন।^{২২৫৮}

সহীহ।

২২৫৯ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ " وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ". وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللَّعَانِ وَأَنَّكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا.

صحیح وقد مضى موصولا (২২৫৭)

২২৫৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লি'আন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালেন এবং সন্তানটিকে মায়ের সাথে সম্পর্কিত করলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'তিনি সন্তানটির তার মায়ের সাথে সম্পর্কিত করলেন' কথাটি কেবল ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেছেন। আর ইউনুস (র) আয-যুহরী হতে সাহল ইবনু সা'দ (রা) সূত্রে লি'আনের হাদীস সম্পর্কে বলেন, স্বামী স্ত্রীর গভস্থিত সন্তান অস্বীকার করলো। তাই ঐ পুত্রকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।^{২২৫৯}

সহীহ। এটি মাওসুলভাবে গত হয়েছে হা/২২৪৭।

২২৫৮ বুখারী, মুসলিম।

২২৫৯ বুখারী, মুসলিম।

২৮ - بَابُ إِذَا شَكَ فِي الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ- ২৮ : সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ করা

২২৬০ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " مَا أَلْوَأُهَا ". قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ " فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ ". قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ " فَأَتَى تَرَاهُ ". قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ. قَالَ " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ ".

صحیح

২২৬০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু ফাযারাহর জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ এর কাছে এসে বললো, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কিছু উট আছে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : সেগুলোর কোন বর্ণের? সে বললো, লাল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : সেগুলোর মধ্যে ছাই বর্ণেরও উটও তো আছে? সে বললো, হ্যাঁ সেগুলোর মধ্যে ছাই বর্ণেরও আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা এ রং কোথা থেকে এলো বলোতো? লোকটি বললো, সম্ভবত বংশগত কারণে। তিনি বললেন : তোমার এ বাচ্চার বর্ণে পূর্বপুরুষের কারো বর্ণের প্রভাব পড়েছে।^{২২৬০}

সহীহ।

২২৬১ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَهُوَ حَبِيبٌ يُعْرِضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ.

صحیح

২২৬১। যুহরী (র) হতে এই সানাদে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তুসহ বর্ণিত। তিনি বলেন : তখন লোকটি ইঙ্গিতে সন্তানকে অস্বীকার করেছে।^{২২৬১}

সহীহ।

২২৬২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرُهُ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

صحیح

^{২২৬০} বুখারী, মুসলিম।^{২২৬১} এর পূর্বেরটি দেখুন।

২২৬২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ এর নিকট এক বেদুইন এসে বললো, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে, আমি তা অস্বীকার করি। বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেন।^{২২৬২}

সহীহ।

২৭ - باب التَّغْلِيظِ فِي الْإِنْتِفَاءِ

অনুচ্ছেদ- ২৯ : ওরসজাত সন্তান অস্বীকার করা জঘন্য অন্যায

২২৬৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ ابْنِ أَهْلَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَتَلَاعَيْنِ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَكِنْ يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اخْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ".

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٢٢٢١)، ضعيف سنن ابن ماجه (٦٠١)، المشكاة (٣٣١٦)
(، ضعيف سنن النسائي (٣٤٨١ / ٢٢٩) //

২২৬৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে মহিলা কোন বংশের মধ্যে (এমন সন্তান) প্রবেশ করালো যার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই সে মহিলা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে এবং আল্লাহ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজ সন্তানকে অস্বীকার করে, অথচ বাচ্চা তার মমতার আকাঙ্ক্ষা করে, মহান আল্লাহও তার থেকে আড়ালে থাকবেন এবং কিয়ামাতের দিন পূর্বাপর সকল মানুষের সামনে তাকে অপমানিত করবেন।^{২২৬৩}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (২২২১), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৬০১), মিশকাত (৩৩১৬)। যঈফ সুনান নাসায়ী (২২৯/৩৪৮১)।

৩০ - باب فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزَّوْنَا

অনুচ্ছেদ- ৩০ : জারজ সন্তানের মালিকানা দাবী প্রসঙ্গে

২২৬৪ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلَمٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الدِّيَالِ - حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا مَسَاعَاةَ فِي

^{২২৬২} বুখারী, মুসলিম।

^{২২৬৩} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী, বায়হাক্বী, হাকিম। শায়খ আলবানী বলেন : সানাদে আবদুল্লাহ বিন ইউনুস অজ্ঞাত (মাজহুল)। মুনিযীরও তাই বলেছেন। হাকিম ইবনু হাজার বলেন : 'তার অবস্থা অজ্ঞাত (মাজহুল হাল)।' তবে হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি সহীহ, এর মজবুত শাহেদ দ্বারা।

الإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصِيَّتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

"

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٦٣١٠) //

২২৬৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলামে ব্যভিচারের সুযোগ নাই। যারা জাহিলিয়াতের যুগে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এবং এর ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, ঐ সন্তান যেনাকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি যেনার সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবি করবে, সে তার ওয়ারিস হবে না এবং উক্ত সন্তানও তার ওয়ারিস হবে না।^{২২৬৪}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬৩১০)।

২২৬৫ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، - وَهُوَ أَشْبَعُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنْ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرِثَتُهُ فَقَضَى أَنْ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قَسَمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَذْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقَسِّمْ فَلَهُ نَصِيْبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَيْنَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَةٍ.

حسن

২২৬৫। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ইসলামের প্রথম যুগেএরূপ ফায়সালা করতেন যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তার পিতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিস হবে যাকে সে ওয়ারিস হিসাবে স্বীকার করে। তিনি ﷺ এ ফায়সালাও দিতেন : প্রত্যেক দাসীর সন্তানকে সেই পাবে, যে ঐ দাসীর মালিক হয়ে তার সাথে সহবাস করেছে এবং সে সন্তানও ঐ ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হবে। ইতিপূর্বে যেসব সম্পদ বণ্টন হয়ে গেছে, এ সন্তান তা থেকে কোন অংশ পাবে না। আর যেগুলো ইতিপূর্বে বণ্টন হয়নি এ সন্তান তা থেকে

^{২২৬৪} আহমাদ, বায়হাকী, হাকিম। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ দুর্বল। সাঈদ ইবনু জুবাইর সূত্রে বর্ণনাকারী সন্দেহভাজন হওয়ার কারণে। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। কিন্তু ইমাম যাহাবী বলেন : আমি বলি, সম্ভবত হাদীসটি মাওযু (বানোয়াট), কেননা ইবনু খুসাইফকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন করেছেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি মু'তামার থেকে বর্ণনা করেছেন হাকিম বর্ণিত সানাদে। শায়খ আলবানী বলেন : সানাদে সাল্ম ও সাঈদের মাঝখানের শায়খের জাহালাতের কারণে এর সানাদ দুর্বল। এটিকেই ইঙ্গিত করেছেন আল্লামা মুনিযিরী। তিনি বলেন : এর সানাদে একজন অজ্ঞাত লোক রয়েছে।

অংশ প্রাপ্ত হবে। তবে পিতা তার জীবদ্দশায় সন্তানটিকে অস্বীকার করলে সন্তানটি তার সাথে সংযুক্ত হবে না। আর যদি সন্তান এমন দাসী থেকে জন্ম নেয়, যে ব্যক্তি তার মালিক নয় কিংবা এমন স্বাধীন মহিলা থেকে জন্ম নেয়, যার সাথে সে যেনা করেছে, এমতাবস্থায় এ সন্তান ঐ ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হবে না এবং এ সন্তান তার উত্তরাধিকারও হবে না, যদিও সে ব্যক্তি দাবি করে। আর যাকে তার সাথে সংযুক্ত করা হয়, আর সেও সম্পর্কিত হয়, সে জারজ সন্তান, চাই সে দাসী কিংবা স্বাধীন নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করুক না কেন।^{২২৬৫}

হাসান।

২২৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زَنَّا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتَلْحَقَّ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَمَا اقْتَسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى .

حسن

২২৬৬। মুহাম্মাদ ইবনু রাশিদ (র) হতে উক্ত সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে অতিরিক্ত রয়েছে : ঐ সন্তান মায়ের জারজ সন্তান হিসাবে পরিচিতি পাবে, চাই সে নারী স্বাধীন অথবা কিংবা দাসী হোক। এ বিধান ইসলামে প্রাথমিক যুগে প্রযোজ্য ছিলো। আর ইসলামের পূর্বে যে সম্পদ বন্টন হয়েছে তাতো গত হয়ে গেছে।^{২২৬৬}

হাসান।

৩১ - باب في القافة

অনুচ্ছেদ- ৩১ : দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ণয় করা

২২৬৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي سَيْبَةَ، - الْمُعْنَى - وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُورًا وَقَالَ عُثْمَانُ يُعْرِفُ أَسَارِيرَ وَجْهِهِ فَقَالَ " أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَي أَنَّ مُجْزَرًا الْمَذَلَّجِي رَأَى زَيْدًا وَأَسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ أَسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ .

صحيح

২২৬৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। তখন তাঁর চেহারার সজ্জাটির আভা ফুটে উঠেছিল। তিনি বললেন : হে 'আয়িশাহ! তুমি কি জানো? মুজাযযিয আল-মুদলিজী দেখতে পেয়েছে যে, যায়িদ

^{২২৬৫} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী।

^{২২৬৬} এর পূর্বেরটি দেখুন।

এবং উসামাহ এক সাথে একটি চাঁদরে মাথা আবৃত করে রেখেছে, তাদের উভয়ের পা ছিলো খোলা। তখন সে বললো, এ পাগুলো পরস্পরের থেকে (অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয়)। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উসামাহ ছিলেন কালো বর্ণের আর যায়িদ গৌর বর্ণের।^{২২৬৭}

সহীহ।

২২৬৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ . لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ هُوَ تَذْلِيسٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنَّمَا سَمِعَ الْأَسَارِيرَ مِنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ وَالْأَسَارِيرُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ كَانَ أَسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْفَارِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقَطَنِ .

صحیح

২২৬৮। ইবনু শিহাব (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সানাদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, তাঁর চেহারার সম্ভষ্টির আভা ফুটে উঠেছিল। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্য' কথাটি ইবনু 'উয়াইনাহ সংরক্ষণ করেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এটা ইবনু 'উয়াইনাহ কর্তৃক তাদলীস। তিনি তা যুহরী হতে শুনেছেন, বরং অন্য কারো থেকে শুনেছেন। লাইস প্রমুখের হাদীসে উক্ত কথাটি রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনু সালিহ (র)-কে বলতে শুনেছি, উসামাহ (রা) ছিলেন আলকাতরার মতো কালো, আর যায়িদ (রা) ছিলেন তুলার মতো সাদা।^{২২৬৮}

সহীহ।

৩২ - بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ- ৩২ : সম্ভান নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারী দ্বারা মীমাংসা করবে

২২৬৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ اتُّوا عَلَيَّ يَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا طَبِيبًا بِالْوَلَدِ هَذَا . فَعَلَبَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طَبِيبًا بِالْوَلَدِ هَذَا . فَعَلَبَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ

^{২২৬৭} বুখারী, মুসলিম।

^{২২৬৮} এর পূর্বেরটি দেখুন।

مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ ثُلَاثُ الدِّيَةِ . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ .

صحیح

২২৬৯। যায়িদ ইবনু আরক্বাম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। তখন ইয়ামান থেকে এক লোক এসে বললো, ইয়ামানের তিন ব্যক্তি একটি সন্তানের মালিকানা দাবী নিয়ে 'আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বিবাদ করে, তারা সকলেই একই তুহুরে একটি মহিলার সাথে সঙ্গম করেছে। 'আলী (রা) তাদের মধ্যকার দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার এই তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারা ক্ষেপে গেলো। এবার তিনি অন্য দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের এই তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারাও রেগে গেলো। এবার তিনি অপর দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার এই তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারাও রাগান্বিত হলো। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা এই সন্তানের দাবি নিয়ে বিবাদ করছো। আমি লটারীর মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবো। লটারীতে যার নাম উঠবে, সন্তানটি সেই পাবে, তবে সে অপর দু'জনকে এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং তাতে যার নাম উঠলো সন্তানটি তাকেই প্রদান করলেন। 'আলী (রা)-এর এ দুরদর্শিতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তাঁর সম্মুখের ও মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হলো।^{২২৬৯}

সহীহ।

২২৭০ - حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَضْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ أَيْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِثَلَاثَةِ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اتَّقَرَّانِ هَذَا بِالْوَلَدِ فَلَا لَّا . حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلُّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ فَلَا لَّا . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلَاثُ الدِّيَةِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

صحیح

২২৭০। যায়িদ ইবনু আরক্বাম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে তার নিকট তিন ব্যক্তিকে আনা হলো। তারা একই মহিলার সাথে একই তুহুরে (হায়িযের পর পবিত্র অবস্থায়) সঙ্গম করেছে। তাদের প্রত্যেকের সন্তানটিকে নিজের বলে দাবী করলো। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, আমি সন্তানটি ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে দিচ্ছি? তারা বললো, না। এভাবে তিনি তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু তারা সবাই অস্বীকৃতি জানালো। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে লটারী করলেন, লটারী যে ব্যক্তির নামে উঠলো সন্তানটি

তার সাথেই সংযুক্ত করলেন এবং এ ব্যক্তির উপর অপর দু'জনকে দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ দেয়া বাধ্যতামূলক করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ এর নিকট ঘটনাটি ব্যক্ত করা হলে তিনি এমনভাবে হেসে উঠেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।^{২২৭০}

সহীহ।

২২৭১ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْخَلِيلِ، أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ قَالَ أُنِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ وَلَدْتُ مِنْ ثَلَاثِ نَحْوِهِ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ وَلَا النَّبِيَّ ﷺ وَلَا قَوْلَهُ طَيِّبًا بِالْوَلَدِ .

ضعيف

২২৭১। খলীল অথবা ইবনু খলীল (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রা)-এর নিকট এমন মহিলাকে আনা হলো, যে তিনজন পুরুষের সাথে যেনার ফরে সন্তান প্রসব করেছিল। সে একটি সন্তান প্রসব করেছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় 'ইয়ামান', 'নাবী ﷺ এর কাছে ব্যক্ত করা' এবং 'আলী (রা) এর নির্দেশ : 'তোমরা দু'জনে সম্ভ্রষ্টচিত্তে সন্তানটির দাবি ছেড়ে দাও' ইত্যাদি উল্লেখ নাই।^{২২৭১}

দুর্বল।

৩৩-باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

অনুচ্ছেদ- ৩৩ : জাহিলা যুগের বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা

২২৭২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ فَيُضْهِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ طَمَنِيهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزُّهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعُسْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ

^{২২৭০} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{২২৭১} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

وَوَضَعَتْ وَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا
عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ
مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحَ رَابِعٍ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِنْ جَاءِهَا
وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ
حَمْلَهَا يُجِئُوهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْخَافَةَ ثُمَّ الْحَقُّوا وَلَدُهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِيَ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ
فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ .

صحیح

২২৭২। 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) তাঁকে বলেন, জাহিলী যুগে চার প্রকার বিবাহ চালু ছিলো। (এক) বর্তমানে যা চলছে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিবে এবং পাত্রীকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করবে। (দুই) কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হাযিয় হতে পবিত্র হলে বলতো, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাও এবং তার সাথে সঙ্গম করো। অতঃপর তার স্বামী স্বীয় স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকতো এবং অন্য ব্যক্তি দ্বারা গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে অবস্থান করতো না, এমনকি তাকে স্পর্শও করতো না। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতো। স্বীয় স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে সহবাস করাতো এজন্যই যে, যাতে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান জন্ম হয়। এরূপ বিবাহকে বলা হতো 'আল-ইস্তিবদা'। (তিন) দশজনের কম ব্যক্তি একত্রে একজন মহিলাকে বিবাহ করতো এবং তারা সকলেই ঐ মহিলার সাথে সঙ্গম করতো। অতঃপর মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসবের পর কয়েকদিন অতিবাহিত হলে সকলকে ডেকে পাঠাতো এবং সবাই আসতে বাধ্য হতো। সকলে তার সামনে উপস্থিত হলে সে তাদেরকে বলতো, তোমরা সকলেই জানো যে, তোমরা কি করেছো। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। তাদের মধ্য হতে পছন্দ মতো কাউকে ডেকে বলতো, হে অমুক! এটি তোমারই সন্তান। ফলে সন্তানটি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হতো। (চার) বহু পুরুষ একত্রিত হয়ে পর্যায়ক্রমে একই নারীর সাথে সঙ্গম করতো এবং ঐ নারীর কাছে যত পুরুষ আসতো কাউকেই সে সঙ্গমে বাঁধা দিতো না। এরা ছিলো বেশ্যা। এরা প্রতীক চিহ্ন হিসেবে নিজ ঘরের দরজার উপর পতাকা টানিয়ে রাখতো। যে কেউ অবাধে এদের সাথে যেনা করতে পারতো। এদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করলে সেসব পুরুষেরা উক্ত মহিলার কাছে একত্রিত হতো এবং একজন বংশবিশারদকে ডেকে আনা হতো। সে যে ব্যক্তির সাথে শিশুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করতো তাকে বলতো, এটা তোমার সন্তান। পরে লোকেরা শিশুটিকে তার ছেলে হিসেবে আখ্যা দিতো এবং সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করতো না। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন নাবী ﷺ-কে সত্য দীনসহ প্রেরণ করলেন, তখন তিনি

জাহিলী যুগের প্রচলিত ঐসব বিবাহ পদ্ধতি বাতিল করে বর্তমানে প্রচলিত (ইসলামী বিবাহ) পদ্ধতি বহাল করলেন।^{২২৭২}

সহীহ।

৩৪ - باب الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

অনুচ্ছেদ- ৩৪ : বিছানা যার সন্তান তার

২২৭৩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ابْنِ أُمِّةٍ رَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ أَوْصَانِي أَخِي عُبَيْةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أُمِّةٍ رَمْعَةَ فَأَقِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ أَخِي ابْنُ أُمِّةٍ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَبَهَا بَيْنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ " . زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ " هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ " .

صحیح

২২৭৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা সা'দ ইবনু আবু ওয়াককাস (রা) ও 'আবদ ইবনু যাম'আহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট যাম'আহর দাসীর এক সন্তানের বিষয়ে বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো। সা'দ (রা) বললেন, আমার ভাই 'উতবাহ আমার কাছে ওয়াসিয়াত করেছে, আমি মাক্কাহয় এলে যেন যাম'আহর দাসীর সন্তানকে আমার অধিকারে গ্রহণ করি। কারণ ওটা তার ছেলে। কিন্তু 'আবদ ইবনু যাম'আহ বললেন, এটা আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর সন্তান, আমার পিতার বিছানায় তার জন্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানটির মধ্যে 'উতবাহর সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে বললেন : সন্তান তার বিছানা যার। আর যিনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। তিনি সাওদা (রা)-কে বললেন : তার থেকে পর্দা করো। যিনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'হে 'আব্দ! সে তোমার ভাই'^{২২৭৩}

সহীহ।

২২৭৪ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .

حسن صحيح

^{২২৭২} বুখারী।

^{২২৭৩} বুখারী, মুসলিম।

২২৭৪। আমার ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক আমার পুত্র, জাহিলী যুগে আমি তার মায়ের সাথে যেনা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইসলামে অবৈধ সন্তানের দাবীর কোন ব্যবস্থা নাই। আর জাহিলী যুগের প্রথা বাতিল হয়ে গেছে। বিছানা যার সন্তান তার এবং যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাতর।^{২২৭৪}

হাসান সহীহ।

২২৭৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَبَاحٍ، قَالَ رَوَّجَنِي أَهْلِي أُمَّةٌ هُمْ رُومِيَّةٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلَامٌ لِأَهْلِي رُومِيٍّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّةُ فَرَأَاطْنَهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدْتُ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَرَعَةٌ مِنَ الْوَرَعَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتْ هَذَا لِيُوحَنَّةَ . فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ أَحْسِبُهُ قَالَ مَهْدِيُّ قَالَ فَسَأَلُوهَا فَأَعْتَرَفَا فَقَالَ لَهَا أَنْ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ . وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا تَمْلُوكَيْنِ .

ضعيف

২২৭৫। রাবাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আমার পরিজনেরা আমার সাথে তাদের এক রুম দেশীয় দাসীকে বিবাহ দেন। আমি তার সাথে সঙ্গম করলে সে আমার মতোই একটি কালো সন্তান জন্ম দেয়। আমি তার নাম রাখি 'আবদুল্লাহ'। আমি পুনরায় তার সাথে সঙ্গম করলে সে আবাহারো আমার মতোই একটি কালো সন্তান জন্ম দিলো। আমি তার নাম রাখি 'উবাইদুল্লাহ'। অতঃপর আমার গোত্রের ইউহান্না নামক এক রোমীয় গোলাম আমার স্ত্রীকে ফুঁসলিয়ে তার অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। তার ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। অতঃপর সে গিরগিটি সদৃশ একটি সন্তান জন্ম দেয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সে বললো, এটা ইউহান্নার। আমি 'উসমান (রা)-এর কাছে বিষয়েটি জানালে 'উসমান (রা) তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা উভয়ে তা স্বীকার করলো। পরে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এ বিষয়ে কি সম্মত আছো যে, আমি তোমাদের মাঝে এমন ফায়সালা করি যে রূপ ফায়সালা দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন : বিছানা যার সন্তান তার। অতঃপর তিনি মহিলা ও পুরুষ উভয়কে বেত্রাঘাত করেন। তারা উভয়েই দাস ও দাসী ছিলো।^{২২৭৫}

দুর্বল।

^{২২৭৪} আহমাদ, তাবারানী।

^{২২৭৫} আহমাদ। সানাদে রাবাহ রয়েছে। ইবনু হিব্বান আস-সিক্বাত গ্রন্থে বলেন : আমি তাকে এবং তার পুত্রকে জানি না। হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : মাজহল।

৩০ - باب مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ- ৩৫ : সন্তান লালন-পালনে অধিক হকদার কে?

২২৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي".

حسن

২২৭৬। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই সন্তানটি আমার গর্ভজাত, সে আমার স্তনের দুধ পান করেছে এবং আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে সন্তানটিকে আমার থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি অন্যত্র বিয়ে না করা পর্যন্ত তুমিই তার অধিক হকদার।^{২২৭৬}

হাসান।

২২৭৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ، سَلَّمَ - مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صَدِيقٌ - قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَاهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ - زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتِهَا عَلَيْهِ وَرَطَّنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَنِي أَبِي عَنَبَةٍ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اسْتِهَا عَلَيْهِ". فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنَيْهَا شِئْتَ". فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

صحيح

২২৭৭। হিলাল ইবনু উসামাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। আবু মায়মূনাহ সালামাহ নামক মাদীনাহবাসীদের এক সত্যবাদী মুক্তদাস বলেন, একদা আমি আবু হুরাইরাহ (রা) এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় ফার্সীভাষী জনৈক মহিলা তার একটি সন্তানসহ তার তালাকদাতা স্বামী

^{২২৭৬} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ।

ও সন্তানের দাবি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। মহিলাটি ফার্সী ভাষায় বললো, হে আবু হুরাইরাহ! আমার স্বামী আমার সন্তানটি নিয়ে যেতে চাইছে। আবু হুরাইরাহ (র) বললেন, তোমরা এ সন্তানের বিষয়ে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করো। তিনি বিদেশী ভাষায় মহিলাকে কথাটি বললেন। অতঃপর তার স্বামী এসে বললো, আমার সন্তান আমার থেকে কে কেড়ে নিবে? আবু হুরাইরাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহ! আমি ঐ কথাই বলবো যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি এক মহিলাকে বলেছিলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমার থেকে আমার সন্তানটি নিতে চাইছে। অথচ এ সন্তান আবু ইনাবার কূপ থেকে পানি এনে আমাকে পান করায় এবং আমার অনেক খিদমাত করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা উভয়ে লটারীর মাধ্যমে ফায়সালা করো। কিন্তু স্বামী বললো, আমার সন্তান আমার থেকে কে কেড়ে নিবে? নাবী ﷺ সন্তানটিকে লক্ষ্য করে বললেন : ইনি তোমার বাবা এবং ইনি তোমার মা। সুতরাং তুমি এদের যাকে খুশি গ্রহণ করো। তখন সে তার মায়ের হাত ধরে, ফলে মহিলাটি তাকে নিয়ে চলে গেলো।^{২২৭৭}

সহীহ।

২২৭৮ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجْبَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْرَةَ فَقَالَ جَعْفَرُ أَنَا أَخُذُهَا أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا الْحَالَةُ أُمُّ . فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا . فَقَالَ زَيْدٌ أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا . فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ " وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْحَالَةُ أُمُّ " .

صحیح

২২৭৮। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইবনু হারিসাহ (রা) মাক্কাহর দিকে রওয়ানা হলেন। (অতঃপর মাক্কাহ থেকে) ফেরার সময় তিনি হামযাহুর (রা) কন্যাটিকে সাথে করে আনলেন। জা'ফার ইবনু আবু ত্বালিব (রা) বললেন, তাকে আমি নিবো, আমিই তার অধিক হকদার, কারণ সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। আর খালা হচ্ছে মায়ের সমতুল্য। 'আলী (রা) বললেন, আমিই তার অধিক হকদার, সে আমার চাচার কন্যা এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা আমার স্ত্রী। সুতরাং আমার স্ত্রীই এর অধিক হকদার। যায়িদ ইবনু হারিসাহ (রা) বললেন, আমিই এর বেশি হকদার। কারণ আমিই তাকে আনতে গিয়েছি, সফরের কষ্ট স্বীকার করেছি এবং আমিই তাকে নিয়ে এসেছি। এ সময় নাবী ﷺ বের হয়ে আসলেন। তাঁকে একজন ঘটনাটি বললেন। তখন তিনি ﷺ বললেন : কন্যাটির ব্যাপারে আমার ফায়সালা হচ্ছে,

^{২২৭৭} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

সে জা'ফারের কাছে থাকবে। সে খালার সাথে অবস্থান করবে, কেননা খালা তো মায়ের সমতুল্য।^{২২৭৮}

সহীহ।

২২৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، بِهَذَا الْحَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ وَقَضَى بِهَا لِحُجَعْرِ وَقَالَ "إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ".

صحيح

২২৭৯। 'আবদুর রহমান ইবনু আবু লায়লাহ (র) সূত্রে এই সানাদে উক্ত ঘটনা অপূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ উক্ত মেয়েটি জা'ফর (রা)-কে দিলেন। কেননা তার খালা ছিলো জা'ফারের স্ত্রী।^{২২৭৯}

সহীহ।

২২৮০ - حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيٍّ، وَهُيَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعْتَنَا بِنْتُ حَزْرَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ يَا عَمُّ . فَتَنَّا وَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُونَكَ بِنْتُ عَمِّكَ . فَحَمَلَتْهَا فَقَضَى الْحَبَرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي . فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِحَالَيْهَا وَقَالَ "الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ".

صحيح

২২৮০। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাক্কাহ থেকে রওয়ানা হলে হামযাহ (রা)-এর কন্যা আমাদের পিছে পিছে ছুটে এলো এবং হে চাচা! হে চাচা! বলে ডাক দিলো। 'আলী (রা) তার হাত ধরে তাকে তুলে নিলেন এবং ফাত্বিমাহ (রা)-কে এসে বললেন, এই নাও তোমার চাচার মেয়ে। অতএব ফাত্বিমাহ (রা) তাকে গ্রহণ করলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, জা'ফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে, তার খালা আমার স্ত্রী। অতঃপর নাবী ﷺ মেয়েটি খালাকে দিলেন এবং বললেন : খালা মায়ের সমতুল্য।^{২২৮০}

সহীহ।

৩৬ - باب في عِدَّةِ الْمُطَلَّقةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৬ : তালাকপ্রাপ্তা নারীর 'ইদাত

২২৮১ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبُهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا طُلِّقَتْ

^{২২৭৮} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{২২৭৯} এর পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

^{২২৮০} আহমাদ।

عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّغَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّغَاتِ .

حسن

২২৮১। আসমা বিনতু ইয়াযীদ ইবনুস সাকান আল-আনসারিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে তিনি তালাকপ্রাপ্তা হন। তখন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদাত পালনের প্রথা ছিলো না। যখন আসমাকে তালাক দেয়া হলো তখন মহান আল্লাহ তালাক বিষয়ে ইদাতের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তিনিই হলেন সর্বপ্রথম নারী যাকে কেন্দ্র করে তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ইদাতের বিধান অবতীর্ণ হয়।^{২২৮১}

হাসান।

৩৫- باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّغَاتِ

অনুচ্ছেদ- ৩৭ : তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদাত সম্পর্কিত

কিছু বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে

২২৮২ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَالْمُطَلَّغَاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } . وَقَالَ { وَاللَّائِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ } { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا } .

حسن

২২৮২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) : “তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হাযিয় পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২২৮); এবং “তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের আর ঋতুবতী হওয়ার আশা নাই তাদের ইদাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদাতকাল হবে তিন মাস” (সূরাহ আত-তালাক : ৪)। এ দ্বিতীয় বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, “যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও তাহলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদাত নাই যা তোমরা গণনা করবে” (সূরাহ আল-আহযাব : ৪৯)।^{২২৮২}

হাসান।

২২৮১ বায়হাক্বী।

২২৮২ নাসায়ী

৩৮ - باب في المراجعة

অনুচ্ছেদ- ৩৮ : তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা (রিজ'ঈ)

২২৮৩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا .

صحیح

২২৮৩। 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ হাফসাহ (রা)-কে তালাক প্রদান করার পর তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন।^{২২৮৩}

সহীহ।

৩৯ - باب في نفقة المبتوتة

অনুচ্ছেদ- ৩৯ : চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খোরাকী

২২৮৪ - حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا ابْنَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا " لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " . وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ تَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدَى فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ وَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي " . قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَضُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " . قَالَتْ فَكَرِهْتُ ثُمَّ قَالَ " أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَتَكَحَّتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ .

صحیح

২২৮৪। ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা) সূত্রে বর্ণিত। আবু 'আমর ইবনু হাফস (রা) অনুপস্থিত থাকা অবস্থায়ই তাকে চূড়ান্ত তালাক দেন। তিনি তার প্রতিনিধির মাধ্যমে তার নিকট সামান্য কিছু যব (খোরাকী) পাঠালেন। এতে ফাতিমাহ (রা) রাগান্বিত হলেন। প্রতিনিধি লোকটি বললো, আল্লাহর শপথ! আপনার জন্য আমাদের উপর কোন পাওনা নাই। অতঃপর ফাতিমাহ

(রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন : তার থেকে তুমি খোরাকী পাওয়ার অধিকারী নও। তিনি তাকে উম্মু শারীকের ঘরে ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন : তার ঘরে তো আমার সাহাবীদের আসা-যাওয়ার একটা ভিড় থাকে। তুমি বরং ইবনু উম্মে মাকতূমের ঘরে অবস্থান করো। কারণ সে অন্ধ মানুষ। তোমার পোশাক বদলাতে অসুবিধা হবে না। তোমার ইদ্দাতকাল শেষ হলে আমাকে জানাবে। ফাতিমাহ (রা) বলেন, আমার ইদ্দাতকাল শেষ হলে আমি তাকে জানলাম, মু'আবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান ও আবু জাহম উভয়ে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই যে আবু জাহম, তার কাঁধ থেকে লাঠি কখনো নীচে নামে না। আর মু'আবিয়াহ! তার তো কোন সম্পদই নাই। তুমি বরং উসামাহ ইবনু যায়িদকে বিয়ে করো। ফাতিমাহ বলেন, প্রথমে আমি তাঁর এ প্রস্তাবকে অপছন্দ করি। কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন : তুমি উসামাহ ইবনু যায়িদকে বিয়ে করো। সুতরাং আমি তাকে বিয়ে করলাম। মহান আল্লাহ আমাদের এ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে বরকত দান করেছেন, তাতে আমি অন্যের ঈর্ষার পাত্র হয়েছি।^{২২৮৪}

সহীহ।

২২৮৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ بْنِ الْمَغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَسَأَقِ الْحَدِيثَ فِيهِ وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مخزومٍ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا حَفْصٍ بْنَ الْمَغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً فَقَالَ " لَا نَفَقَةَ لَهَا " . وَسَأَقِ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَثْمٌ .

صحیح

২২৮৫। আবু সালামাহ ইবনু আবদুর রহমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন, আবু হাফস ইবনুল মুগীরাহ তাকে তিন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং মাখযূম গোত্রীয় একদল লোক নাবী ﷺ এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আবু হাফস ইবনুল মুগীরাহ তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছে এবং তার জন্য সামান্য খোরাকী রেখেছে। তিনি বলেন : সে কোন খোরাকী পাবে না। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে মালিক বর্ণিত হাদীসটি এর চেয়ে পরিপূর্ণ।^{২২৮৫}

সহীহ।

২২৮৪ মুসলিম।

২২৮৫ মুসলিম।

২২৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ الْمُخْزُومِيِّ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ". قَالَ فِيهِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا تَسْقِيَنِي بِنَفْسِكَ.

صحیح

২২৮৬। আবু সালামাহ (রা) বলেন, ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা) আমাকে বর্ণনা করেন যে, 'আমর ইবনু হাফস আল-মাখযুমী তাকে তিন তালাক প্রদান করেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী খালিদ ইবনুল ওয়ালীদেদে কথ্যটি সহ পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ ঐ মহিলা সম্পর্কে বললেন : সে খোরাকী ও বাসস্থান পাবে না। তাতে রয়েছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, আমার সাথে পরামর্শ ছাড়া কিছু করবে না।^{২২৮৬}

সহীহ।

২২৮৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي ابْنَتُهُ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ فِيهِ "وَلَا تَقُوتِيَنِي بِنَفْسِكَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.

صحیح

২২৮৭। ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনু মাখযুমের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে বিচ্ছেদের তালাক দিলো। অতঃপর বর্ণনাকারী মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাতে আরো রয়েছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : "আমাকে না জানিয়ে কিছু করো না"। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আশ-শা'বী, আল-বাহী ও 'আত্বা প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ 'আবদুর রহমানের মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু বাকর ইবনু আবুল জাহম, এরা সকলেই ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করেছেন।^{২২৮৭}

সহীহ।

^{২২৮৬} মুসলিম।

^{২২৮৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

২২৮৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَقَةً وَلَا سَكْنَى .

২২৮৮। ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তার স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করলো, কিন্তু নাবী ﷺ তার জন্য খোরাকী ও বাসস্থান কিছুই নির্ধারিত করেননি।^{২২৮৮}
সহীহ।

২২৮৯ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ بْنِ الْمَغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصٍ بْنِ الْمَغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَرَعِمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمَطْلُوقَةِ مِنْ بَيْتِهَا . قَالَ عَزْوَةٌ وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَزْزَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَزْزَةَ وَاسْمُ أَبِي حَزْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ .

২২৮৯। ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবু হাফস ইবনুল মুগীরাহর স্ত্রী ছিলেন। আবু হাফস ইবনুল মুগীরাহ তাকে সর্বশেষ তৃতীয় তালাকটিও দিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট আগমন করে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ফাতাওয়াহ চাইলেন। তিনি তাকে ইবনু উম্মে মাকতূমের ঘরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম 'তালাকপ্রাপ্ত নারীর স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া' বিষয়ে ফাতিমাহর হাদীসকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। আর 'উরওয়াহ (র) বলেন, 'আয়িশাহ (রা) ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িসের হাদীসকে অস্বীকার করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, সালিহ ইবনু ক্বায়সান, ইবনু জুরাইজ, শু'আইব ইবনু আবু হামযাহ এরা সবাই আয-যুহরী (র) হতে ঐভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।^{২২৮৯}

সহীহ।

২২৯০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ . وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي

^{২২৮৮} মুসলিম।

^{২২৮৯} মুসলিম।

طَالِبٍ - يَغْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ - فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَّتَ لَهَا وَأَمَرَ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْبَعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا . فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا " . وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَتَقْبَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " . وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ نِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَسَامَةَ فَرَجَعَ قَيْصَةَ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ } حَتَّى { لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } قَالَتْ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُوسُفُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَعْمَرٍ وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنَى عُقَيْلٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ قَيْصَةَ بْنَ دُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنَى دَلَّ عَلَى خَيْرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ قَالَ فَرَجَعَ قَيْصَةَ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ .

صحیح

২২৯০। 'উবাইদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। মারওয়ান ফাতিমাহ (রা) এর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে প্রেরিত হলেন। তিনি তাকে জানালেন যে, তিনি (ফাতিমাহ) আবু হাফসের স্ত্রী ছিলেন। নাবী ﷺ 'আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রা)-কে ইয়ামানে কোন একটি এলাকার শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। তার স্বামীও তার সাথে সেখানে যান। অতঃপর তার স্বামী তাকে অবশিষ্ট এক তালাক প্রদান করলেন। তিনি 'আয়্যাশ ইবনু আবু রাবী'আহ এবং হারিস ইবনু হিশামকে অনুরোধ করেন, তারা উভয়ে যেন ফাতিমাহকে খোরাকী দেন। জবাবে তারা উভয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! সে গর্ভবতী না হলে খোরাকী পাবে না। তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলে তিনি বলেন : তুমি গর্ভবতী না হয়ে থাকলে খোরাকী পাবে না। তিনি স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ফাতিমাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোথায় যাবো? তিনি বললেন : ইবনু উম্মে মাকতূমের নিকট। তিনি অন্ধ মানুষ। তুমি তার সামনে কাপড় বদলালেও সে দেখতে পাবে না। অতঃপর ইন্দাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর নাবী ﷺ তাকে উসামাহ (রা)-এর সাথে বিবাহ দিলেন। তারপর ক্বাবীসাহ মারওয়ানকে তা অবহিত করলেন। মারওয়ান বলেন, আমরা উক্ত হাদীস শুধু একটি মহিলা থেকেই শুনেছি। আমরা নির্ভরযোগ্য বিষয়ে অবিচল থাকবো, লোকজন যার উপর আমল করে আসছে। ফাতিমাহ মাওয়ানের মন্তব্য শুনতে পেয়ে বলেন, আল্লাহর কিতাবই আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবে। মহান আল্লাহ বলেছেন : "তোমরা

তাদেরকে ইদ্রাত পালনের সুযোগ রেখে তালাক দিবে... তুমি জ্ঞাত নও, হয়তো এরপর আল্লাহ কোন উপায় করে দিবেন” (সূরাহ আত-তালাক : ১)। ফাতিমাহ (রা) বললেন, তিন তালাকের (হায়িযের) পর আবার কি সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে? ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ইউনুস যুহরী হতে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর যুবাইদী উভয় হাদীসবে উবাইদুল্লাহ হাদীসের মতই মা‘মারের হাদীসের অর্থে বর্ণনা করেছেন। আর আবু সালামাহর হাদীস ‘উক্বাইলের হাদীসের অর্থানুরূপ এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক যুহরীর মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, ক্বাবীসাহ ইবনু যুআইব (র) এর হাদীসের অর্থ ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের অর্থকে সমর্থন করে। তিনি বলেছেন, “অতঃপর ক্বাবীসাহ মারওয়ানের নিকট গিয়ে ফাতিমাহ (রা) এর বিবরণ তাকে অবহিত করলেন।”^{২২৯০}

সহীহ।

৬০ - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

অনুচ্ছেদ- ৪০ : যিনি ফাতিমাহ (রা)-এর হাদীসটি অস্বীকার করেন

২২৭১ - حَدَّثَنَا نَضْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَزِيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَنْتِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدْعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَذَرِي أَحْفَظْتُ ذَلِكَ أَمْ لَا .

صحيح موقوف

২২৯১। আবু ইসহাক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কুফার জামে মাসজিদে আল-আসওয়াদের সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা) ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর কাছে আগমন করলে তিনি বললেন, এক মহিলার কথার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের প্রতিপালকের কিতাব এবং আমাদের নাবী ﷺ এর সুন্নাহ ত্যাগ করতে পারি না। কেননা আমরা জানি না যে, তিনি প্রকৃত ঘটনা মনে রেখেছেন কিনা?^{২২৯১}

সহীহ মাওকুফ।

২২৭২ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَشَدَّ الْعَيْبِ يَغْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتُ قَيْسٍ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَخَشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَّتِهَا فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

حسن

حسن

২২৯০ মুসলিম।

২২৯১ মুসলিম।

২২৯২। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ (রা) ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস বর্ণিত হাদীসের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, ফাতিমাহ একটি ভীতিপ্রদ স্থানে বসবাস করতেন, সেখানে তার একাকী অবস্থান নিরাপদ মনে না করায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।^{২২৯২}

হাসান।

২২৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ .

صحیح

২২৯৩। 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। 'আয়িশাহ (রা) এর নিকট ফাতিমাহর বক্তব্যের ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আলোচনা করার মধ্যে তার কোন কল্যাণ নেই।^{২২৯৩}

সহীহ।

২২৭৪ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ رَزِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ .

ضعیف

২২৯৪। সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (র) হতে ফাতিমাহর চলে যাওয়ার বিষয়ে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার অশোভনীয় আচরণের কারণে তা হয়েছিল।^{২২৯৪}

দুর্বল।

২২৭৫ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَأَنْتَقَلَاهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ لَهُ أَتَى اللَّهَ وَازْدَادَ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِهَا . فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَلَنِي . وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ أَوْ مَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا يَصْرُكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ . فَقَالَ مَرْوَانُ إِنْ كَانَ بِكَ الشَّرُّ فَحَسْبُكَ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

صحیح

২২৯২ বুখারী, ইবনু মাজাহ।

২২৯৩ বুখারী, মুসলিম।

২২৯৪ সানাদ দুর্বল। কারণ এটি মুরসলাল বর্ণনা। অনুরূপ বলেছেন আব্দামা মুনিযিরী।

২২৯৫। আল-ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ও সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ ইবনুল 'আস 'আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কন্যাকে চূড়ান্ত তালাক প্রদান করায় 'আবদুর রহমান তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। এ খবর শুনে 'আয়িশাহ (রা) মাদীনাহুয় গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে লোক মারফত বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং মহিলাকে তার (স্বামীর) ঘরে পাঠিয়ে দাও। সুলায়মান বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : মারওয়ান বললেন, 'আবদুর রহমান এ বিষয়ে আমার উপর প্রভাব খাটিয়েছে। আল-ক্বাসিম বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : মারওয়ান বলেন, আপনার কাছে কি ফাত্বিমাহ বিনতু ক্বায়িসের হাদীস পৌঁছেনি? 'আয়িশাহ (রা) বললেন, ফাত্বিমাহ বিনতু ক্বায়িসের ঘটনা উল্লেখ না করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। মারওয়ান বললেন, আপনি তাতে মন্দ কিছু দেখলে, তা এই দম্পতির ব্যাপারেও যথেষ্ট হবে। ২২৯৫

সহীহ।

২২৯৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَّتِ النَّاسَ إِنَّهَا كَانَتْ لِسِنَّةٍ فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى.

صحیح مقطوع

২২৯৬। মায়মুন ইবনু মিহরান (র) বলেন, আমি মাদীনাহুয় আসি এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নিকট গিয়ে বলি, ফাত্বিমাহ বিনতু ক্বায়িসকে তালাক দেয়া হলে তিনি স্বামীর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। সাঈদ (র) বললেন, ঐ নারী তো মানুষকে বিপদে ফেলেছেন। তিনি মুখোরা নারী ছিলেন। তাই তাকে অন্ধ ইবনু উম্মে মাকতূমের বাড়িতে সোপর্দ করা হয়। ২২৯৬

সহীহ মাকতূ'।

৬১- باب في المبتوتة تخرج بالنهار

অনুচ্ছেদ- ৪১ : ইদাত পালনকারিণী দিনের বেলায় বাইরে যেতে পারবে

২২৯৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَحْدُ نَحْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَهَاهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا " اخرجي فجددي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا "

صحیح

২২৯৭। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক দেয়া হয়। এরপর তিনি তার খেজুর কাটতে বের হলে জনৈক ব্যক্তি তাকে নিষেধ করলো। তিনি নারী ﷺ

এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানালে তিনি বললেন : তুমি বাইরে যাও এবং তোমার খেজুর কাটো। হয়তো তুমি তা থেকে সদাকাহ করবে অথবা কল্যাণমূলক কাজ করবে।^{২২৯৭}

সহীহ।

৪২ - باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

অনুচ্ছেদ- ৪২ : মীরাস ফারুয হওয়ার পর বিধবার জন্য খোরাকী প্রদানের ব্যবস্থা রহিত

২৩৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّخَوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، { وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ } فَنُسَخَ ذَلِكَ بِأَيِّهِ الْمِيرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرَّبْعِ وَالْثُمْنِ وَنُسَخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

حسن

২২৯৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : “তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে যায় তারা যেন এরূপ অসিয়ত করে যে, তাদেরকে এক বছর ঘর থেকে বের না করে খোরাকী দেয়” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৪০)। এ আয়াতটি মীরাসের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। যেখানে স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ ও এক-অষ্টমাংশ নির্ধারণ করা হয়। আর এক বছরের ইদাত বাতিল করে চার মাস দশ দিন করা হয়।^{২২৯৮}

হাসান।

৪৩ - باب إِحْدَادِ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ- ৪৩ : স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালন

২৩৭৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَسِبَةَ حِينَ تُوفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلَقَ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَتْ زَيْنَبُ وَدَخَلْتُ عَلَى

^{২২৯৭} মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{২২৯৮} নাসায়ী।

زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حِينَ تُوْفِي أَخُوَهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لَا " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ " . قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِرَزِينَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَيِّبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَنَقْطُصُ بِهِ فَقَلَمًا نَقْطُصُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ نَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةٌ فَرَمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحِفْشُ بَيْنُ صَغِيرٍ .

صحیح

২২৯৯। হুমাইদ ইবনু নাকি' (র) সূত্রে বর্ণিত। যাইনাব বিনতু আবু সালামাহ (রা) তাকে এ তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাইনাব (রা) বলেন, নাবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ (রা) এর পিতা আবু সুফিয়ান (রা) মারা গেলে আমি তার কাছে যাই। এ সময় উম্মু হাবীবাহ (রা) হলুদ রং-এর সুগন্ধি বা অন্য কিছুর জন্য ডাকলেন। সেটা দিয়ে একটি বালিকাকে সুগন্ধি মাখালেন এবং তার গাল স্পর্শ করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার কোন সুগন্ধির প্রয়োজন ছিলো না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন বৈধ নয়। কিন্তু স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যাইনাব (রা) বলেন, অতঃপর যাইনাব বিনতু জাহশের ভাই মারা গেলে আমি তার ঘরে প্রবেশ করি। তিনিও সুগন্ধি নিয়ে আহবান করলেন এবং তা লাগিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার সুগন্ধির কোন দরকার ছিলো না। শুধু এজন্যেই ব্যবহার করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : যে মহিলা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়। স্ত্রী কেবল তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যাইনাব (র) বলেন, আমি আমার মা উম্মু সালামাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এক মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কন্যার স্বামী মারা গেছে এবং কন্যাটির চোখে রোগ ধরেছে। আমরা কি তার চোখে সুরমা লাগিয়ে দিবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না। মহিলাটি দুই অথবা তিনবার জিজ্ঞেস করলো আর তিনি প্রতিবারই

‘না’ বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। অথচ জাহিলী যুগে তোমাদের কোন নারীকে এক বছর যাবত ইদ্দাত পালন করতে হতো, অতঃপর পায়খানা নিষ্ক্ষেপ করে পবিত্র হতো। হুমাইদ (র) বলেন, আমি যাইনাবকে জিজ্ঞেস করি, বছর শেষে পায়খানা নিষ্ক্ষেপের অর্থ কি? যাইনাব বলেন, জাহিলী যুগে কোন নারীর স্বামী মারা গেলে সে একটি কুড়ে ঘরে প্রবেশ করতো এবং খুবই মন্দ পোশাক পরতো, কোন সুগন্ধি মাখতো না। এভাবে সে এক বছর অতিবাহিত করতো। অতঃপর তার কাছে চতুষ্পদ জন্তু, যেমন গাধা, বকরী বা পাখি আনা হতো। সে তার গায়ে হাত বুলাতো, সে যেটার গায়ে হাত বুলাতো সেটা কমই জীবিত থাকতো। অতঃপর মহিলাকে বের করে এনে কিছু পায়খানা দেয়া হতো। সে তা নিষ্ক্ষেপ করতো। তারপর সে যে কোন কাজ, যেমন সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি করতো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ‘আল-হাফশ’ অর্থ সংকীর্ণ ঘর।^{২২৯৯}

সহীহ।

৬৬ - باب في المتوفى عنها تنقل

অনুচ্ছেদ- ৪৪ : যার স্বামী মারা গেছে তার (বাড়ির) বাইরে যাওয়া

২৩০০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، - وَهِيَ أُنْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبَدٍ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقْمِهِمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا تَفْقَةٍ . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَعَمْ " . قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرِي فِدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ " كَيْفَ قُلْتَ " . فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ " امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " . قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَتْبَعَهُ وَقَضَى بِهِ .

صحیح

২৩০০। যাইনাব বিনতু কা'ব ইবনু 'উজরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর বোন ফুরাই'আহ বিনতু মালিক ইবনু সিনান (রা) তাকে জানিয়েছে যে, তিনি বনু খুদরায় তার পিতার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে অনুমতি চাইলেন। তার স্বামী তার কয়েকটি পলাতক গোলামের সন্ধানে গিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি

আল-কাদূম সীমায় পৌঁছে তাদের দেখতে পেলো। এরপর গোলামরা তাকে হত্যা করে ফেলে। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট অনুমতি চাইলেন, আমি আমার পিত্রালয়ে ফিরে যেতে চাই। তিনি আমার জন্য তার মালিকাদীন বাসস্থান অথবা খোরপোষ রেখে যাননি। মহিলা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে হুজরা অথবা মাসজিদ পর্যন্ত গেলে তিনি আমাকে ডাকলেন বা কাউকে দিয়ে ডাকালেন। তিনি আমাকে বললেন : তুমি কি বলেছিলে? তখন আমি আমার স্বামীর ঘটনাটি পুনরাবৃত্তি করি। তিনি আমাকে বললেন : তুমি ইদ্রাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমার (স্বামীর) ঘরেই অবস্থান করো। মহিলাটি বললেন, আমি সেখানে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করলাম। ‘উসমান ইবনু ‘আফফান (রা) তার যুগে আমার নিকট লোক পাঠিয়ে আমার ঘটনাটি জানতে চাইলে আমি তাকে অবহিত করি। তিনি তা অনুসরণ করলেন এবং সেই অনুযায়ী বিধান জারি করলেন।^{২৩০০}

সহীহ।

৪৫ - باب مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

অনুচ্ছেদ- ৪৫ : যার মতে, ইদ্রাত পালনকারিণী অন্যত্র যেতে পারবে

২৩০১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا شَيْبُلٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اِغْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ } قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَتَسَخَّرَ السُّكْنَى تَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.

صحيح

২৩০১। ‘আত্বা (র) বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহর বাণী : “নিজ পরিবারে থেকে ইদ্রাত পালন করা” সম্পর্কিত আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে। সুতরাং যেখানে খুশি ইদ্রাত পালন করবে। তা হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী : “ঘর থেকে বহিষ্কার না করে” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৪০)। ‘আত্বা (র) বলেন, সে ইচ্ছা হলে স্বামীর বাড়িতে ইদ্রাত পূর্ণ করবে এবং (স্বামীর) ওসিয়াতকৃত বাড়িতে অবস্থান করবে, আর ইচ্ছা হলে অন্যত্র চলে যেতে পারবে। আল্লাহর এ বাণী মোতাবেক : “আর যদি তারা বের হয়ে যায় তবে এতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তাদের কাজের ব্যাপারে” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৪০)। ‘আত্বা (র) বলেন, মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হলে নির্দিষ্ট বাসস্থানও মানসূখ হয়ে যায়। এখন সে যেখানে খুশি ইদ্রাত পূর্ণ করতে পারে।^{২৩০১}

সহীহ।

^{২৩০০} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২৩০১} বুখারী, নাসায়ী।

৬৬ - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها

অনুচ্ছেদ- ৪৬ : ইদাত পালনকারিণী ইদাতকালে যা বর্জন করবে

২৩০২ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهْطَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - السَّهْمِيُّ عَنْ هِشَامٍ، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ - عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا تُحْدِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحْدِ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طَبِيًّا إِلَّا أَذْنَى طَهْرَتَهَا إِذَا طَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنِدَاءٍ مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ". قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصَبٍ " إِلَّا مَغْسُولًا ". وَزَادَ يَعْقُوبُ " وَلَا تَحْتَضِبُ " .

صحیح

২৩০২। উম্মু ‘আতিয়া (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : কোন নারী স্বামী ব্যতীত (কোন মৃত ব্যক্তির জন্য) তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে না, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে সে শোক পালন করবে চার মাস দশ দিন। এ সময়ের মধ্যে সে রঙ্গিন পোশাক পরিধান করবে না, অবশ্য হালকা রংবিশিষ্ট পোশাক পরতে পারে এবং সুরমা ও কোন প্রকারের সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। তবে হায়েয বা ঋতুস্রাবের পরে তোহরের নিকটবর্তী সময়ে ‘কোসত’ ও ‘আযফার’ নামক হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে, ‘খেযাব’ও লাগাতে পারবে না।^{২৩০২}

সহীহ।

২৩০৩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُسَمَعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا. قَالَ الْمُسَمَعِيُّ قَالَ يَزِيدُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِيهِ " وَلَا تَحْتَضِبُ " . وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ " وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ " .

صحیح

২৩০৩। উম্মু ‘আতিয়াহ (রা) হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। তবে ঐ দু’জনের (হারুন ও মালিকের) হাদীস পূর্ণাঙ্গ নয়। মালিক ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল-মিসমায়ী বলেন, ইয়াযীদ বলেছেন, আমার ধারণা হাদীসে “সে খিযাব ব্যবহার করবে না”- এ কথাটিও

আছে। হারান বলেছেন, “সে রঙ্গিন পোশাক পরবে না, অবশ্য হালকা রঙ্গিন পোশাক পরতে পারবে।” ২৩০৩

সহীহ।

২৩০৪ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَوَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمَعْصَفَرُ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمَمَشَقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ.”

صحیح

২৩০৪। নাবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেনঃ কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সে রঙ্গিন পোশাক, কারুকার্য খচিত জামা ও অলংকার পরবে না, খিযাব ও সুরমা ব্যবহার করবে না। ২৩০৪

সহীহ।

২৩০৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ الْمَغِيرَةَ بْنَ الصَّحَّاحِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسَيْدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا، تُوِفِّي وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجَلَاءِ - قَالَ أَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجَلَاءِ - فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةَ لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَحِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرِ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكَ فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِينَ بِالنَّهَارِ . ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوِفِّي أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا فَقَالَ " مَا هَذَا يَا أُمُّ سَلَمَةَ " . فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ . قَالَ " إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيهِ النَّهَارَ وَلَا تَمْسُطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ " . قَالَتْ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِالسِّدْرِ تُغْلِفِينَ بِهِ رَأْسَكَ " .

ضعيف // ضعيف سنن النسائي (২৩০ / ৩০৩৭) //

২৩০৫। উসাইদের কন্যা উম্মু হাকীম (র) তার মায়ের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তার স্বামী মারা যান। তখন তার চোখে অসুখ থাকায় তিনি ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তিনি

২৩০৩ বুখারী, মুসলিম।

২৩০৪ নাসায়ী, আহমাদ।

তার এক দাসীকে উম্মু সালামাহ (রা)-এর নিকট প্রেরণ করে তাকে ইসমিদ সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বলেন, 'তুমি কোন সুরমাই লাগাবে না। একান্তই প্রয়োজন হলে রাতের বেলা সুরমা লাগাবে এবং দিনের বেলায় তা মুছে ফেলো। উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, (আমার প্রাক্তন স্বামী) আবু সালামাহ মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। এ সময় আমি চোখে 'সিবর' (গাছের রস) লাগিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে উম্মু সালামাহ! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা 'সিবর'। এতে কোন খোশবু নেই। তিনি বললেন : এটা চেহারাকে রঞ্জিত করে। কাজেই তুমি তা কেবলমাত্র রাতের বেলা ব্যবহার করবে এবং দিনের বেলা তা মুছে ফেলবে। আর মাথার চুলে কোন সুগন্ধি মেখে আঁচড়াবে না এবং মেহেদি লাগাবে না, কারণ এটাও এক প্রকার খিযাব। তিনি (উম্মু সালামাহ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে আমি মাথায় কি ব্যবহার করে চুল আঁচড়াবো হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তোমার মাথায় কুল পাতা লেপে নিবে।^{২০০৫}

দূর্বল : যঈফ সুনান নাসায়ী (২৩০/৩৫৩৭)।

৬৭ - باب في عِدَّةِ الْحَامِلِ

অনুচ্ছেদ- ৪৭ : গর্ভবতীর ইদ্দাত

২৩০৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سَبِيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَتْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَبِيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَهُوَ يَمْنُ شَهِدَ بَذْرًا - فَتَوَقَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْسُبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرْتَحِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . قَالَتْ سَبِيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْنَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَأَ لِي . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمَهِهَا غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَفْرِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

صحیح

^{২০০৫} নাসায়ী, বায়হাক্বী। সানাদে মুগীরাহ বিন যাহ্‌হাক রয়েছে। হাফিয বলেন : মাকবুল।

২৩০৬। 'উবাইল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা 'উমার ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আরকাম আয-যুহরীকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন আল হারীস আল-আসলামীর মেয়ে সুবাইয়ার নিকট গিয়ে তাকে তার হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, এবং তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট ফাতাওয়াহ জানতে চাইলে তিনি তাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন তাও যেন জিজ্ঞেস করেন। 'উমার ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহকে জানালেন, সুবাইয়া (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি সা'দ ইবনু খাওলাহ (রা) এর বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। আর তিনি ছিলেন 'আমির ইবনু লুয়াঈ গোত্রের লোক এবং অন্যতম বদরী সাহাবী। তিনি গর্ভবতী অবস্থায় তার স্বামী বিদায় হাজ্জের সময় মারা যান। তার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার সন্তান প্রসব হয়। তিনি নিফাসমুক্ত হওয়ার পর বিয়ের প্রস্তাবের আশায় সাজসজ্জা করেন। তখন 'আবদুদ-দার গোত্রীয় আবুস সানাবিল ইবনু বা'কাক তার নিকট এসে বললো, আমি যে তোমাকে সুসজ্জিত দেখছি, তুমি কি বিয়ের ইচ্ছা করো? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও বিয়ে করতে পারবে না। সুবাইয়া (রা) বলেন, তিনি আমাকে একথা বললে আমি আমার পোশাক গুটিয়ে সন্ধ্যায় সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গমন করে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তিনি আমাকে বললেন, 'আমি তখনই হালাল হয়েছি যখন আমি সন্তান জন্ম দিয়েছি। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি ইচ্ছা করলে বিয়ে বসতে পারি। ইবনু শিহাব (র) বলেন, সন্তান প্রসবের পর তার বিয়ে বসাতে আমি কোন দোষ দেখি না, যদিও তার নিফাসের রক্ত চালু রয়েছে। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার স্বামী তার সাথে সহবাস করবে না। ২৩০৬

সহীহ।

২৩০৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، - قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ،

أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَرْثُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَتْنَهُ

لَأَنْزِلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْفُضْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا.

صحیح

২৩০৭। 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লি'আন করতে চায় আমি তার সাথে তা করতে প্রস্তুত আছি। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, সূরাহ আন-নিসা যা তালাকের সূরাহ হিসেবেও পরিচিত, "চার মাস দশ দিন" সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেই অবতীর্ণ হয়। ২৩০৭

সহীহ।

২৩০৬ বুখারী, মুসলিম।

২৩০৭ বুখারী, নাসায়ী।

৪৮ - باب في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ- ৪৮ : উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দাত

২৩০৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ - قَالَ ابْنُ الْمُنْثَى سُنَّةَ نَبِيِّنَا - ﷺ عِدَّةُ الْمَتَوَقَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . يَعْنِي أُمُّ الْوَلَدِ .

صحیح

২৩০৮। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নাবী ﷺ-এর সুনাতকে আমাদের জন্য সংশয়পূর্ণ করো না। ইবনুল মুসান্না (র) বলেন, আমাদের নাবী ﷺ এর সুনাত অনুযায়ী উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দাতকালও চার মাস দশ দিন।^{২৩০৮}
সহীহ।

৪৯ - باب الْمُبْتَوَّةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অনুচ্ছেদ- ৪৯ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রথম স্বামী তার নিকট ফিরে আসতে পারবে না

২৩০৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلَاثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِرَجُلٍ الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا " .

صحیح

২৩০৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, ফলে ঐ মহিলা অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করলে সে তার সাথে নির্জনবাস করার পর সঙ্গম না করেই তাকে তালাক প্রদান করেছে। এখন ঐ মহিলা কি তার প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ? তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : 'সে

প্রথম স্বামীর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল নয় যতক্ষণ পরস্পর পরস্পরের মধুর স্বাদ গ্রহণ (সহবাস) না করবে।^{২৩০৯}

সহীহ।

৫০ - باب في تعظيم الزنا

অনুচ্ছেদ- ৫০ : ব্যভিচারের পরিণাম

২৩১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاً وَهُوَ خَلَقَكَ " . قَالَ فَقُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَافَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ " . قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } { الْآيَةُ .

صحیح

২৩১০। ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বড় পাপ কি? তিনি বলেন : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এ ভয়ে তাকে হত্যা করা। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যিনা করা। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ এর কথার সমর্থনে অবতীর্ণ করা হয় : “যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে আহ্বান করে না এবং আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে হত্যা করে না এবং যিনা করে না। তবে যারা এরূপ করে, তারা তাদের পাপের ফল ভোগ করবে”^{২৩১০}

সহীহ।

২৩১১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَتْ مُسَيِّكَةُ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَتَزَلُ فِي ذَلِكَ { وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ } .

صحیح

২৩১১। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, ‘মুসাইকাহ’ নামক এক আনসারী সাহাবীর দাসী নাবী ﷺ এর নিকট এসে বললো, আমার মনিব আমাকে ব্যভিচারে বাধ্য করে। তখন এ

^{২৩০৯} বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী।

^{২৩১০} বুখারী, মুসলিম।

৮ - كتاب الصوم

অধ্যায়- ৮ : সওম (রোযা)

১ - باب مَبْدَأِ فَرَضِ الصَّيَّامِ

অনুচ্ছেদ- ১ : সওম ফারয হওয়ার সূচনা

২৩১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ شُبَيْعَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّخَوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا صَلَّوْا الْعَتَمَةَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ فَاخْتَارَ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ سُبْحَانَهُ { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ } . وَكَانَ هَذَا يَمَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ .

حسن صحيح

২৩১৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। (আল্লাহর বাণী) “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম পালন ফারয করা হয়েছে যেমন ফারয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের উপর” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৩)। নাবী ﷺ এর সময় (ইসলামের প্রথম যুগে) লোকেরা যখন এশার সলাত আদায় করতো তখন থেকে তাদের উপর খানাপিনা ও স্ত্রী-সহবাস হারাম হয়ে যেতো এবং তারা পরবর্তী রাত পর্যন্ত সওম পালন করতো। কিন্তু এক ব্যক্তি নফসের উপর খিয়ানাত করে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে, অথচ সে এশার সলাত আদায় করেছে কিন্তু তখনও সে পূর্বের সওমের ইফতার করেনি। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ যেসব সাহাবী এ অন্যায় লিগু হয়নি তাদের প্রতি সহনশীল ও কল্যাণ প্রদর্শনের ইচ্ছা করলেন এবং বললেন : “আল্লাহ জানেন, তোমরা নিজেদের নফসের সাথে খিয়ানাত করছিলে” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭)। এর দ্বারা আল্লাহ মানুষের উপকার করেছেন এবং এটা তাদের জন্য সহজ ও ঐচ্ছিক করে দিয়েছেন। ২৩১৩

হাসান সহীহ।

২৩১৪ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا وَإِنْ صَرَمَهُ بَنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ

أَتَى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِرًا فَقَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَا لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ شَيْئًا . فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ خَبَيْتُ لَكَ . فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى غَشِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَرَكْتُ { أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ { مِنْ الْفَجْرِ } .

صحیح

২৩১৪। আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন সওম পালন করতো তখন তাদের কেউ যদি কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়তো তাহলে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কিছুই খেতে পারতো না। সিরমা ইবনু ক্বায়িস আল-আনসারী (রা) সওম পালন অবস্থায় স্ত্রীকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, না, তবে আমি খুঁজে দেখি আপনার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। স্ত্রী খাবারের সন্ধানে গেলে স্বামী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বললেন, তোমার জন্য বঞ্চনা। (ক্ষুদার কারণে) পরদিন দুপুর না হতেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এ দিন তিনি নিজ ভূমিতে কাজকর্ম করছিলেন। বিষয়টি নাবী ﷺ কাছে উল্লেখ করা হলে আয়াত অবতীর্ণ হলো : “রমাযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো” তিনি ﷺ আয়াতটির ‘ভোর পর্যন্ত’ তিলাওয়াত করেন।^{২৩১৪}

সহীহ।

باب نَسْخِ قَوْلِهِ ۲- { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ }

অনুচ্ছেদ- ২ : “যারা সওম পালনে সক্ষম তারা ফিদ্বা দিবে” এই বিধান রহিত

২৩১৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُصَرٍّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مَسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .

صحیح

২৩১৫। সালামাহ ইবনুল আকওয়া‘ (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বানী) “যারা সামর্থবান (কিন্তু সওম পালনে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে ফিদ্বা হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদের কারোর ইচ্ছে হলে সওম না রেখে ফিদ্বা দিতে চাইলে তাই করতো। অতঃপর পরবর্তী আয়াত (২ : ১৮৫) দ্বারা উপরের প্রথম বিধানটি মানসূখ হয়ে যায়।^{২৩১৫}

সহীহ।

^{২৩১৪} বুখারী, তিরমিযী।

^{২৩১৫} বুখারী, মুসলিম।

২৩১৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ } فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامٍ مَسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } وَقَالَ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .

حسن

২৩১৬। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। “যারা সামর্থবান (কিন্তু সওম পালনে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে ফিদ্বীয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যে লোক প্রতিদিন খাওয়াতে সক্ষম ছিলো সে সওম না রেখে ফিদ্বীয়া দিতো, এভাবে তার সিয়াম পূর্ণ হতো। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন : “আর যে ব্যক্তি অধিক সদাকাহ করবে তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা সওম পালন করো তবে তা অধিক উত্তম”। আল্লাহ আরো বলেন : “তোমাদের মধ্যে যারা এ মাসে উপনীত হবে তারা সওম পালন করবে। কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূর্ণ করবে”।^{২৩১৬}

হাসান।

৩- باب مَنْ قَالَ هِيَ مُثَبَّتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

অনুচ্ছেদ- ৩ : যিনি বলেন, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য উক্ত বিধান বহাল আছে

২৩১৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَيْتُ لِلْحُبْلَى وَالْمَرْضِعِ .

صحيح

২৩১৭। ইবনু ‘আব্বাস (রা) বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধ প্রদানকারিণী মহিলার জন্যে ফিদ্বীয়া প্রদানের বিধান বহাল রয়েছে।^{২৩১৭}

সহীহ।

২৩১৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْتَنَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ } قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّيَّامَ أَنْ يَنْطَرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمَرْضِعُ إِذَا خَافَتَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرْنَا وَأَطْعَمْنَا .

شاذ // الإرواء (٩١٢) //

^{২৩১৬} নাসায়ী, বায়হাকী।

^{২৩১৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

২৩১৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী : “যারা সামর্থ্যবান (কিন্তু সওম পালনে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে ফিদ'ইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪)। তিনি বলেন এ আয়াতে অতিবৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য সওম ভঙ্গের বিধান রয়েছে। এরা উভয়ে যখন সওম পালনের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এমতাবস্থায় সওম না রেখে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে খাবার দিবে। গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করলে তাদের জন্যেও সওম ভঙ্গের অনুমতি আছে।^{২৩১৮}

শায : ইরওয়া (৯১২)।

৪ - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

অনুচ্ছেদ- ৪ : মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

২৩১৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، - يَعْني ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ أَصْبَعَهُ فِي الثَّلَاثَةِ يَعْني تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ.

صحیح

২৩১৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা 'উম্মী জাতি, লিখতে জানি না, হিসাব করতেও জানি না। তবে মাস এতো দিনে, এতো দিনে এবং এতো দিনে হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, সুলায়মান তৃতীয় বারে একটি আঙ্গুল গুটিয়ে নেন। অর্থাৎ মাস কখনো উনত্রিশ দিনে এবং কখনো ত্রিশ দিনে হয়।^{২৩১৯}

সহীহ।

২৩২০ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ". قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ فَإِنْ رُؤِيَ فَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ فَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتْرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتْرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا. قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ.

صحیح

২৩২০। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাস কখনো উনত্রিশ দিনে হয়। সুতরাং চাঁদ না দেখে তোমরা সওম পালন করবেনা এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত

^{২৩১৮} বায়হাকী।

^{২৩১৯} বুখারী, মুসলিম।

সওম পালন বন্ধও করবে না। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে তোমরা মাস ত্রিশদিন পুরা করবে। নাবী (র) বলেন, ইবনু 'উমার (রা) শা'বানের ঊনত্রিশ দিনে পৌছলে আকাশের দিকে তাকাতেন, যদি চাঁদ দেখতে পেলে সওম রাখতেন। কিন্তু যদি না দেখতে পেতেন অথচ আকাশ মেঘ বা কুয়াশামুক্ত রয়েছে, তাহলে সওম রাখতেন না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অথবা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতো তাহলে তিনি পরদিন সওম রাখতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু 'উমার (রা) সেদিন সওম সমাপ্ত করতেন যেদিন লোকেরা ইফতার করতো (মাস শেষ করতো)। কিন্তু তিনি ঐ সওমটি গণনায় ধরতেন না।^{২৩২০}

সহীহ।

২৩২১ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى أَنْ أَحْسَنَ مَا يُقَدَّرُ لَهُ إِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالْصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ.

صحیح مقطوع

২৩২১। আইয়ুব (র) সূত্রে বর্ণিত। 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (র) বাসরাহু অধিবাসীদের কাছে লিখে পাঠালেন, ইবনু 'উমার (রা) নাবী ﷺ এর সূত্রে যেভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা হুবহু অমুক অমুক তারিখে আমাদের নিকট পৌছেছে। তবে গণনার উত্তম পন্থা হলো, যখন আমরা শা'বানের চাঁদ দেখবো তখন ইনশাআল্লাহ সওম রাখবো। তবে যদি এক দিন পূর্বেই (ঊনত্রিশে শা'বানের পর) চাঁদ দেখা যায় তাহলে সেই হিসেবে সওম রাখবো।^{২৩২১}

সহীহ মাক্কুতু'।

২৩২২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَّارٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَمَّا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.

صحیح

২৩২২। ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। আমরা নাবী ﷺ এর সাথে ত্রিশ দিন সওম পালনের তুলনায় বেরিশভাগই ঊনত্রিশ দিন সওম পালন করেছি।^{২৩২২}

সহীহ।

^{২৩২০} বুখারী, মুসলিম।

^{২৩২১} বায়হাক্বী।

^{২৩২২} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

২৩২৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ " .

صحیح

২৩২৩। আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : দুই ঈদের মাস সাধারণত ঊনত্রিশ দিনে হয় না। তা হলো রমায়ান এবং যিলহাজ্জ মাস।^{২৩২৩}

সহীহ।

৫- باب إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهَلَالَ

অনুচ্ছেদ- ৫ : লোকেরা চাঁদ দেখতে ভুল করলে

২৩২৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ قَالَ " وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَأَصْحَاكُمْ يَوْمَ تَصْحُونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنَى مَنَحَرٍّ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنَحَرٍّ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ " .

صحیح

২৩২৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যেদিন তোমরা সওম সমাপ্ত করবে সেদিন তোমাদের ঈদের দিন। আর যেদিন তোমরা কুরবানী করবে সেদিন তোমাদের ঈদুল আযহার দিন। ‘আরাফাহর পুরোটাই অবস্থানের জায়গা। ‘মিনার’ পুরোটাই কুরবানীর স্থান, মাক্কাহর প্রতিটি অলিগলিই কুরবানীর স্থান এবং গোটা ‘মুযদালিফার’ এলাকাই অবস্থানস্থল।^{২৩২৪}

সহীহ।

৬- باب إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

অনুচ্ছেদ- ৬ : শা‘বান মাস মেঘাচ্ছন্ন থাকলে

২৩২৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ .

صحیح

২৩২৫। আবদুল্লাহ ইবনু আবু ক্বায়িস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা‘বান মাসের হিসাব এতো গুরুত্ব সহকারে রাখতেন যে,

^{২৩২৩} বুখারী, মুসলিম।

^{২৩২৪} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

অন্য কোন মাসের হিসাব ততোটা গুরুত্ব দিয়ে রাখতেন না। অতঃপর তিনি রমায়ানের চাঁদ দেখেই সওম পালন করতেন। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তিনি শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন। এরপর সওম রাখতেন।^{২৩২৫}

সহীহ।

২৩২৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّبِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ، عَنْ حَذِيفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَسْمَ حَذِيفَةَ .

صحیح

২৩২৬। হুয়াইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা চাঁদ না দেখে কিংবা শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না করে (রমায়ানকে) এগিয়ে আনবে না। আর (শাওয়াল মাসের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত অথবা রমায়ানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সওম পালন করতে থাকবে। কতিপয় এ হাদীস বর্ণনায় হুয়াইফাহ (রা) এর নাম উল্লেখ করেননি।^{২৩২৬}

সহীহ।

৭ - بَابُ مَنْ قَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

অনুচ্ছেদ- ৭ : যিনি বলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমায়ানের ত্রিশটি সওম পূর্ণ করো

২৩২৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَيَّالٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطَرُوا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ وَشُعْبَةُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَيَّالٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُولُوا "ثُمَّ أَفْطَرُوا" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ وَأَبُو صَغِيرَةَ رَوَى عَنْهُ .

صحیح

^{২৩২৫} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{২৩২৬} নাসায়ী, ইবনু খুযাইমাহ।

২৩২৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে। বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রমায়ান মাস আগমনের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে সওম পালন করবে না। তবে কেউ যদি (প্রতি মাসে) ঐ তারিখে সওম পালনে অভ্যস্ত হয়, সে রাখতে পারে। তিনি আরো বলেছেন : তোমরা চাঁদ না দেখে সওম পালন করবে না এবং শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সওম অব্যাহত রাখবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তবে সওম ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে, অতঃপর সওম ভঙ্গ করবে। আর মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাতিম ইবনু আবু সাগীর, শু'বাহ ও হাসান ইবনু সালিহ 'সিমাক' হতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা "সওম ভঙ্গ করবে" এ কথাটি বর্ণনা করেননি।^{২৩২৭}

সহীহ।

৮ - باب في التَّحَدُّم

অনুচ্ছেদ- ৮ : রমায়ান মাস আসার পূর্বে সওম পালন

২৩২৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ "هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا". قَالَ لَا. قَالَ "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا". وَقَالَ أَحَدُهُمَا "يَوْمَيْنِ".

صحيح

২৩২৮। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি শা'বানের শেষদিকে সওম রেখেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন : যখন তুমি সওম রাখোনি, তখন (রমায়ানের শেষে) একদিন বা দুই দিন সওম রাখবে।^{২৩২৮}

সহীহ।

২৩২৯ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْمَغِيرَةِ بْنِ فَرْوَةَ، قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ فِي النَّاسِ بِدَيْرٍ مَسْحَلٍ الَّذِي عَلَى بَابِ جِمَصٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهَلَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصَّيَامِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ. قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبْيِيُّ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرُّهُ".

ضعيف

^{২৩২৭} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

^{২৩২৮} বুখারী, মুসলিম।

২৩২৯। আবুল আযহার আল-মুগীরাহ ইবনু ফারওয়াহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়াহ (রা) হিমস শহরের প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত মুসতাহিল বাজারে লোকদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনগণ! আমরা অমুক দিন, অমুক দিন চাঁদ দেখেছি। সুতরাং আমরা সওম আরম্ভ করতে যাচ্ছি। আর যে ব্যক্তি ভালো মনে করে সে যেন এরূপ করে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মালিক ইবনু হুবাইরাহ আস-সাবঈ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মু'আবিয়াহ! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনেছেন, নাকি আপনার ব্যক্তিগত অভিমত? মু'আবিয়াহ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা শা'বান মাসে সওম পালন করো এবং বিশেষভাবে এর শেষদিকে।^{২৩২৯}

দুর্বল।

২৩৩০ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ، - فِي هَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ سَمِعْتُ

أَبَا عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - يَقُولُ سِرُّهُ أَوْلُهُ.

শাঈ মফতুও

২৩৩০। আবুল ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আবু 'আমর আল-আওয়াঈকে বলতে শুনেছি, 'সাররাহ' অর্থ মাসের প্রথমভাগ।^{২৩৩০}

শায মাঈতু'।

২৩৩১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ كَانَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ -

يَقُولُ سِرُّهُ أَوْلُهُ.

শাঈ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سِرُّهُ وَسَطُهُ وَقَالُوا آخِرُهُ.

সহীহ - আখর

২৩৩১। আবু মুসহির (র) বলেন, সাঈদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয (র) বলতেন, 'সাররাহ' অর্থ শা'বানের প্রথমভাগ।^{২৩৩১}

শায।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, কারো মতে, মাসের মধ্যভাগ, কারো মতে, শেষভাগ।

সহীহ : মাসের শেষভাগ।

^{২৩২৯} বায়হাকী। সানাদের আবুল আযহার মুগীরাহ বিন ফারওয়াহ এর জাহালাত রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয আত-তাকরীব গ্রন্থে বলেন : 'মাঈতুল'। ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে সিক্বাহ বলেননি। ইবনু হাযম মুহাল্লা গ্রন্থে বলেন : তিনি গাইরে মাশহুর।

^{২৩৩০} বায়হাকী।

^{২৩৩১} বায়হাকী।

৭ - باب إِذَا رُؤِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ- ৯ : যখন কোন শহরে অন্যান্য শহরের এক

রাত আগে চাঁদ দেখা যায়

২৩৩২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهْلَ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . قَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَرَا لِنُصُومَهُ حَتَّى نَكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَى مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

২৩৩২ । ইবনু 'আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরাইব (র) বলেন, উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস তাকে মু'আবিয়াহ (রা)-এর নিকট সিরিয়াতে কোন দরকারে পাঠালেন । কুরাইব বলেন, আমি সিরিয়া এসে তার কাজটি পুরা করি । এমতাবস্থায় রমযানের চাঁদও উদিত হলো । আমরা সেখানে বৃহস্পতি বার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখি । রমযানের শেষদিকে আমি মাদীনাহুয় ফিরে এলে ইবনু 'আব্বাস (রা) বিভিন্ন আলোচনার পর চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কখন চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, আমি বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখেছি । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, লোকেরাও দেখেছে এবং তারা সওম রেখেছে আর মু'আবিয়াহ (রা)-ও সওম রেখেছেন । তিনি বললেন, আমরা চাঁদ দেখেছি শুক্রবার সন্ধ্যায় । সুতরাং আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া অথবা (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সওম পালন অব্যাহত রাখবো । তখন আমি বললাম, মু'আবিয়াহর চাঁদ দেখা ও তাঁর সওম পালন কি আপনার সওম পালন ও ভঙ্গের জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি উত্তর দিলেন, না, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন । ২৩৩২

সহীহ ।

২৩৩৩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحُسَيْنِيِّ رَجُلٍ كَانَ بِبَصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَصَامَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّهَا رَأْيَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْاِحْدِ فَقَالَ لَا يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ

الرَّجُلُ وَلَا أَهْلَ مِصْرِهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَامُوا يَوْمَ الْاَحَدِ فَيَقْضُوهُ .

صحیح مقطوع

২৩৩৩। আল-হাসান (র) সূত্রে কোন এক শহরের অধিবাসী সম্পর্কে বর্ণিত। লোকটি সোমবার সওম পালন করে এবং দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা রবিবার দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছে। তিনি বললেন, ঐ লোক এবং তার অধিবাসীকে সওম ক্বায়া করতে হবে না যতক্ষণ না তারা জানতে পারে যে, ঐ জনপদের লোকেরা রবিবার সওম পালন করেছে। তাহলে তারা সওমের ক্বায়া করবে।^{২৩৩৩}

সহীহ মাক্কুত্‌।

১০- باب كراهية صوم يوم الشك

অনুচ্ছেদ- ১০ : সন্দেহের দিন সওম পালন মাকরুহ

২৩৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأَتَيْتُ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ۖ

صحیح

২৩৩৪। সিলাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সন্দেহজনক দিনে আমাদের (রা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একটি ভূনা বকরী সেখানে উপস্থিত করা হলে কিছু লোক এক দিকে সরে গেলো (খাওয়া থেকে বিরত থাকলো)। তখন আমার (রা) বললেন, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে সওম রেখেছে, সে আবুল ক্বাসিম ৷ এর নাফরমানী করেছে।^{২৩৩৪}

সহীহ।

১১- باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ- ১১ : যে ব্যক্তি শা'বানকে রমাযানের সাথে যুক্ত করে

২৩৩৫ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ۖ قَالَ " لَا تَقْدَمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ " .

صحیح

^{২৩৩৩} সহীহ মাক্কুত্‌।

^{২৩৩৪} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'আম্মারের হাদীসটি হাসান সহীহ।

২৩৩৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমরা রমায়ানের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে সওম রাখবে না। অবশ্য কেউ প্রতি মাসে ঐ তারিখে সওম পালনে অভ্যস্ত হলে সে রাখতে পারে।^{২৩৩৫}

সহীহ।

২৩৩৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

صحیح

২৩৩৬। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ শা'বান মাস ছাড়া বছরের পূর্ণ একটি মাস কখনো সওম রাখতেন না। তিনি সওম অব্যাহত রেখে শা'বানকে রমায়ানের সাথে মিলাতেন।^{২৩৩৬}

সহীহ।

১২ - باب في كراهية ذلك

অনুচ্ছেদ- ১২ : শা'বানের শেষ দিকে সওম পালন মাকরুহ

২৩৩৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَدِمَ عَبَادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَحَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا ". فَقَالَ الْعَلَاءُ اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ.

صحیح

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَبُو عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلَافَهُ وَلَمْ يَجِيءْ بِهِ غَيْرُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ .

২৩৩৭। 'আবদুল 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ (র) বলেন, 'আব্বাদ ইবনু কাসীর (র) মাদীনাহুয় আগমন করে আল-আ'লা (র)-এর মাজলিসে উপস্থিত হলেন। তিনি তার হাত ধরে তাকে দাঁড়

^{২৩৩৫} বুখারী, মুসলিম।

^{২৩৩৬} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : উম্মু সালামাহর হাদীসটি হাসান।

করালেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! এ লোকটি তার পিতার সূত্রে আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হলে তোমরা (নাফল) সওম রাখবে না। আল-আ'লা বলেন, আল্লাহ সাক্ষী, আমার পিতা আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে নাবী ﷺ এর সূত্রে উক্ত হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ২৩৩৭

সহীহ।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আস-সাওরী, শিবল ইবনুল আলা, উমাইস ও যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ (র) আল-আ'লা (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন না। আমি ইমাম আহমাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করি, তা কেন? তিনি বলেন, তার কাছে হাদীস রয়েছে যে, নাবী ﷺ সওমের পালনের দ্বারা শা'বানকে রমাযানের সাথে মিলাতেন। কিন্তু আল-আ'লা (র) নাবী ﷺ হতে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমার মতে, দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ নাই। আল-আ'লা ছাড়া অন্যকেউ এটি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেননি।

১৩ - باب شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ- ১৩ : শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিষয়ে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান

২৩৩৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ، - مِنْ جَدِيدَةِ قَيْسٍ أَنْ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْشُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي . ثُمَّ لَقَيْتَنِي بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَأَوْمَأَ يَدِهِ إِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . وَصَدَّقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

২৩৩৮। হুসাইন ইবনুল হারিস আল-জাদালী (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা মাক্কাহুয় আমীর ভাষণ প্রদানের সময় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে চাঁদ দেখে হাজ্জের অনুষ্ঠান আদায়ের উপদেশ দিয়েছেন। যদি চাঁদ না দেখি তাহলে দু'জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যেন আমাদের হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করি। আবু মালিক (র) বলেন, আমি হুসাইন ইবনুল হারিস (র)-কে জিজ্ঞেস করি, মাক্কাহুর আমীর কে? তিনি বলেন, আমার জানা নেই। পরবর্তীতে তার সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, মাক্কাহুর আমীর হলেন মুহাম্মাদ ইবনু হাতিবের ভাই

২৩৩৭ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : আবু হুরাইরাহর হাদীসটি হাসান সহীহ।

হারিস ইবনু হাতিব। অতঃপর উক্ত আমীর বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যিনি আমার চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত। আর তিনিই এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন। একথা বলে তিনি এক লোকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। হুসাইন (র) বলেন, আমার পাশে বসা এক বৃদ্ধ লোককে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমীরের ইঙ্গিতকৃত এই লোকটি কে? তিনি বলেন, ইনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)। তিনি যে বলেছেন, উনি (ইবনু 'উমার) আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত, তাও সঠিক। এরপর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উক্ত নির্দেশ দিয়েছেন।^{২৩৩৮}

সহীহ।

২৩৩৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ الْمَقْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا لَهِلَالٍ الْهِلَالُ أَمْسَ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلْفٌ فِي حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

صحیح

২৩৩৯। রিব'ঈ ইবনু হিরাশ (র) হতে নাবী ﷺ এর জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমায়ানের শেষদিন সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলো, এমতাবস্থায় দু'জন বেদুঈন এসে নাবী ﷺ কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তারা উভয়ে গতকাল সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছেন। সুতরাং নাবী ﷺ লোকদেরকে সওম ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। খাল্ফ (র) তার হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ তাদেরকে সকালে তাদের ঈদগাহে গমনের নির্দেশ দিয়েছেন।^{২৩৩৯}

সহীহ।

১৬ - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

অনুচ্ছেদ- ১৪ : রমায়ানের চাঁদ দেখার বিষয়ে এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য

২৩৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، - يَعْنِي الْجُعْفِيَّ - عَنْ زَائِدَةَ، - الْمُعْنَى - عَنْ سَبَّاحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ - قَالَ الْحُسَيْنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " يَا بِلَالُ أَدْنِ فِي النَّاسِ فَلْيُصُومُوا غَدًا " .

ضعيف // ، المشكاة (١٩٧٨) ، ضعيف سنن الترمذي (١٠٨ / ٦٩٤) ، ضعيف سنن النسائي (٢١١٢ / ١٢١) ، ضعيف سنن ابن ماجه (٣٦٤) ، الإرواء (٩٠٧) //

২৩৩৮ বায়হাক্বী।

২৩৩৯ বায়হাক্বী, দারাকুতনী।

২৩৪০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক বেদুঈন নাবী ﷺ নিকট এসে বললো, আমি রমায়ানের চাঁদ দেখেছি। নাবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন : হে বিলাল! ঘোষণা করে দাও, লোকেরা যেন কাল সওম পালন করে।^{২৩৪০}

দুর্বল : মিশকাত (১৯৭৮), যঈফ সুনান তিরমিযী (১০৮/৬৯৪), যঈফ সুনান নাসায়ী (১২১/২১১২), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৩৬৪), ইরওয়া (৯০৭)।

২৩৪১ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَيَّالِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ نَعَمْ . وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَمَرَ بِلَا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سَيَّالٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ أَحَدٌ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

ضعيف

২৩৪১। 'ইকরিমাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা সাহাবীগণ রমায়ানের চাঁদ দেখা নিয়ে সন্দিহান হলে তারা তারাবীহ না পড়া ও সওম না রাখার ইচ্ছা করেন। এমন সময় হাররাহ এলাকা থেকে এক বেদুঈন এসে সাক্ষ্য দিলো যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নাবী ﷺ নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হ্যাঁ, এবং সে সাক্ষ্য দিলো যে, সে চাঁদ দেখেছে। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন : লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন ক্বিয়াম করে এবং সওম রাখে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি এক জামা'আত সিমাকের মাধ্যমে 'ইকরিমাহ (র) সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি একে মারফু করেছেন। তবে হাম্মাদ (র) ছাড়া কেউই ক্বিয়াম তথা তারাবীহ সলাতের কথা উল্লেখ করেননি।^{২৩৪১}

দুর্বল।

২৩৪২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ، - وَأَنَا لِحَدِيثِهِ، أَتَقْنُ - قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي

^{২৩৪০} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'ইবনু 'আব্বাসের হাদীসের মতপার্থক্য রয়েছে।' হাদীসের সানাদে সিমাক রয়েছে। 'ইকরিমা সূত্রে তার বর্ণনা মুখতারিহ। যেমন আত-তাক্বীরিহ গ্রন্থে রয়েছে।

^{২৩৪১} বায়হাক্বী। এর পূর্বেরটি দেখুন।

بَكْرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ تَرَأَى النَّاسُ الْهَلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .

صحیح

২৩৪২। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রমায়ানের চাঁদ অন্বেষণ করছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। অতঃপর তিনি নিজেও সওম রাখলেন এবং লোকদেরকেও রমায়ানের সওম পালনের আদেশ দিলেন।^{২৩৪২}
সহীহ।

১০ - باب في توكيد السُّحُور

অনুচ্ছেদ- ১৫ : সাহারী খাওয়ার গুরুত্ব

২৩৪৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ فَضَلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحْرِ " .

صحیح

২৩৪৩। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের ও আহলে কিতাবের সওমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারী খাওয়া।^{২৩৪৩}
সহীহ।

১৬ - باب مَنْ سَمَى السُّحُورَ الْغَدَاءَ

অনুচ্ছেদ- ১৬ : যারা সাহারীকে ভোরের নাস্তা আখ্যায়িত করেন

২৩৪৪ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحِطَّاطُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُحْمٍ، عَنِ الْعِزْبَاضِيِّ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ " هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ " .

صحیح

২৩৪৪। আল-'ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমায়ানের সাহারীর সময় ডাকলেন এবং বললেন : বরকতময় সকালের খাবারের দিকে এসো!^{২৩৪৪}

সহীহ।

^{২৩৪২} দারিমী, দারাকুতনী, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ।

^{২৩৪৩} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{২৩৪৪} নাসায়ী, বায়হাকী, ইবনু খুযাইমাহ।

২৩৪৫ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمَطَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمَرُ"

صحيح

২৩৪৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেনঃ ঈমানদার ব্যক্তির জন্য খেজুর দিয়ে সাহরী খাওয়া কতোই না উত্তম! ২৩৪৫

সহীহ।

১৭ - باب وَقْتُ السُّحُورِ

অনুচ্ছেদ- ১৭ : সাহরীর সময়

২৩৪৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَمْنَعَنَّ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأَفْقِ الْكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ".

صحيح

২৩৪৬। একদা সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) খুত্ববাহ প্রদানের সময় বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে পানাহার থেকে বিরত না রাখে, আর না (পূর্ব) আকাশের শুভ্র আলো যতক্ষণ না পূর্ব দিগন্তে বিস্তৃত হয়। ২৩৪৬

সহীহ।

২৩৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَتَبَّعَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا". قَالَ مُسَدَّدٌ وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْيَى بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ.

صحيح

২৩৪৭। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে আযান দেয় (বা আহবান জানায়) রাতের সলাত আদায়কারীদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য, আর যারা

২৩৪৫ বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান।

২৩৪৬ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

ঘুমিয়েছিলো তাদেরকে জাগ্রত করতে। আর এরূপ না হওয়া পর্যন্ত ফাজ্র হয় না। ইয়াহইয়া (র) হাতের তালুকে একত্র করে বলেন, এরূপ, ইয়াহইয়া তর্জননীদ্বয়কে প্রসারিত করেন।^{২৩৪৭}

সহীহ।

২৩৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا مَلَاذِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَمِيدَنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمَصْعَدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَغْرَضَ لَكُمْ الْأَخْمَرُ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا بِمَا تَقَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .

حسن صحيح

২৩৪৮। ক্বায়িস ইবনু ত্বালক্ব (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খাও এবং পান করো। উর্ধ্বাংশে ভোরের যে লম্বা রেখা ফুটে উঠে, তা যেন তোমাদেরকে (সাহারী খাওয়া থেকে) বিরত না রাখে। সুতরাং আকাশের দিগন্তে লাল রঙ্গের ফর্সা ফুটে উঠা পর্যন্ত তোমরা খাও এবং পান করো।^{২৩৪৮}

হাসান সহীহ।

২৩৪৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُعْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، - الْمُعْنَى - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ لَمَّا تَرَكْتُ هَذِهِ الْآيَةَ { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } . قَالَ أَخَذْتُ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهَا تَحْتِ وَسَادَتِي فَظَنَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ " إِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ إِنَّهَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ " . قَالَ عُثْمَانُ " إِنَّهَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ " .

صحيح

২৩৪৯। ‘আদী ইবনু হাতিম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : ‘তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না রাতের কালো সুতা থেকে ভোরের সাদা সুতা (রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭)। তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের সুতা নিয়ে আমার বালিশের নীচে রাখি। এরপর আমি তা দেখতে থাকি কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি হেসে হেসে উঠলেন এবং বললেন, বালিশ তো দৈঘ্য প্রস্থকারী। বরং এটা হচ্ছে রাত ও দিন। ‘উসমানের বর্ণনায় রয়েছে : তা তো রাতের অন্ধকার এবং দিনের শুভ্রতা।^{২৩৪৯}

সহীহ।

^{২৩৪৭} বুখারী, মুসলিম।

^{২৩৪৮} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান গরীব।

^{২৩৪৯} বুখারী, মুসলিম।

১৮ - باب في الرجل يسمع النداء والإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ

অনুচ্ছেদ- ১৮ : খাবার পাত্র হাতে থাকাবস্থায় ফাজ্রের আযান শুনলে

২৩৫০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ " .

حسن صحيح

২৩৫০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ফাজ্রের আযান শুনতে পায় অথচ খাবারের পাত্র তার হাতে থাকে, সে যেন তা রেখে না দেয় যতক্ষণ না তার প্রয়োজন পূরণ হয়।^{২৩৫০}

হাসান সহীহ।

১৯ - باب وَقْتُ فِطْرِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ- ১৯ : সওম পালনকারীর ইফতারের সময়

২৩৫১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، - الْمُعْنَى - قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا " . زَادَ مُسَدَّدٌ " وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " .

صحيح

২৩৫১। 'আসিম ইবনু 'উমার (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যখন এদিক (পূর্বদিকে) থেকে রাত আসে এবং এদিক (পশ্চিম দিক) থেকে দিন তিরোহিত হয় অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত যায়, তখন সওম পালনকারীর ইফতারের সময়।^{২৩৫১}

সহীহ।

২৩৫২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ " يَا بَلَاءُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ . قَالَ " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا . قَالَ " انْزِلْ

^{২৩৫০} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ।

^{২৩৫১} বুখারী, মুসলিম।

فَاجْدَحْ لَنَا . فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " . وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

صحیح

২৩৫২। আবদুল্লাহ ইবনু আবু 'আওফা (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সফরে গেলাম। তখন তিনি সওম পালনরত ছিলেন। সূর্য ডুবে গেলে তিনি বললেন, হে বিলাল! সওয়াবী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু তৈরি করে আনো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন : সওয়াবী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু তৈরি করে আনো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখনও তো দিন বাকী আছে। তিনি আবারও বললেন : নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু বানাও। অতঃপর তিনি নেমে ছাতু তৈরি করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পান করে বললেন : যখন তোমরা এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে দেখবে তখনই সওম পালনকারীর ইফতার করবে। তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।^{২৩৫২}

সহীহ।

২০ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ- ২০ : অবলিষে ইফতার করা মুস্তাহাব

২৩৫৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ " .

حسن

২৩৫৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : দীন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা অবলিষে ইফতার করবে। কেননা ইহুদী ও খৃস্টানরা বিলম্বে ইফতার করে।^{২৩৫৩}

হাসান।

২৩৫৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَقُلْنَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَيْهَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ . قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

^{২৩৫২} বুখারী, মুসলিম।

^{২৩৫৩} ইবনু মাজাহ।

২৩৫৪। আবু 'আত্টিয়াহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও মাসরুক (র) 'আয়িশাহ (রা)-এর নিকট গিয়ে বলি, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ ﷺ দুইজন সাহাবীর একজন সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করেন এবং খুব তাড়াতাড়ি (মাগরিবের) সলাত আদায় করে নেন। আর দ্বিতীয়জন বিলম্বে ইফতার করেন এবং সলাতও বিলম্বে আদায় করেন। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে কে ইফতার অনতিবিলম্বে করেন এবং সলাত তাড়াতাড়ি আদায় করেন? আমরা বললাম, তিনি হচ্ছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করতেন।^{২৩৫৪}

সহীহ।

২১- باب مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ- ২১ : ইফতারের খাদ্য

২৩৫৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَمَّهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِتًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمَرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ " .
ضعيف // ضعيف سنن الترمذي (١٠١ / ٦٦١ و ١١٠ / ٦٩٩) ، ضعيف سنن ابن ماجه (٣٧٤) ، الإرواء (٩٢٢) (٤٩ / ٤ و ٥٠) .

২৩৫৫। সালমান ইবনু 'আমির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সওম রাখলে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি পবিত্রকারী।^{২৩৫৫}

দুর্বল : যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১০১/৬৬১, ১১০/৬৯৯), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৩৭৪), ইরওয়া (৯২২)।

২৩৫৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ .

حسن صحيح

২৩৫৬। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মাগরিবের) সলাতের পূর্বে কয়েকটি পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, পাকা খেজুর না পেলে খোরমা দিয়ে, তাও না পেলে কয়েক টোক পানি দিয়ে (ইফতার করতেন)।^{২৩৫৬}

হাসান সহীহ।

^{২৩৫৪} মুসলিম, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২৩৫৫} তিরমিযী, দারিমী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'এই হাদীসটি হাসান।' হাদীসের সানাদে রাবাব রয়েছে। হাফিয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : মাক্বুল।

^{২৩৫৬} তিরমিযী, আহমাদ, দারাকুতনী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

২২ - باب القول عند الإفطار

অনুচ্ছেদ- ২২ : ইফতারের সময় দু'আ পাঠ

২৩৫৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ - الْمَقْفَعُ - قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ " ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَبَتَّ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ

الله " .

حسن

২৩৫৭। মাওয়ান ইবনু সালিম আল-মুকাফফা (র) বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-কে তার দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে মুষ্টির বাড়তি অংশ কেটে ফেলতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ ইফতারের সময় বলতেন : 'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, শিরা-উপশিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ প্রতিদানও নির্ধারিত হয়েছে'।^{২৩৫৭}

হাসান।

২৩৫৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ " .

ضعيف // ، المشكاة (١٩٩٤) ، الإرواء (٩١٩) (٣٨ / ٤) //

২৩৫৮। মুয়ায ইবনু যুহরা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তাঁর নিকট হাদীস পৌছেছে যে, নাবী ﷺ ইফতারের সময় বলতেন : “আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া ‘আলা রিযক্কিকা আফতারতু”। অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার উদ্দেশ্যেই সওম পালন করেছি এবং আপনার দেয়া রিযিক দ্বারাই ইফতার করেছি।^{২৩৫৮}

দুর্বল : মিশকাত (১৯৯৪), ইরওয়া (৪/৩৭)।

২৩ - باب الفطر قبل غروب الشمس

অনুচ্ছেদ- ২৩ : সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে

২৩৫৯ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي

^{২৩৫৭} নাসায়ী, বায়হাকী।

^{২৩৫৮} বায়হাকী। এর সানাদ মুরসাল। এছাড়া সানাদে জাহালাত রয়েছে। মু'আয বিন যুহরা সম্পর্কে হাফিয় বলেন : মাক্ছুব।

غَيْمٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ قُلْتُ لِهَشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبَدُّ مِنْ ذَلِكَ

صحیح

২৩৫৯। আসমা' বিনতু আবু বাকর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ﷺ সময় রমযানে এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করার পর সূর্য প্রকাশ হয়ে পড়লো। আবু উসামাহ (র) বলেন, আমি হিশামকে বললাম, তাদেরকে কি তা কাযা করার নির্দেশ করা হয়েছিলো? তিনি বললেন, তা অবশ্যই করণীয়। ২৩৫৯

সহীহ।

২৪ - باب في الوصال

অনুচ্ছেদ- ২৪ : সাওমে বিসাল বা বিরতিহীন রোযা রাখা

২৩৬০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَصَالِ، قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي لَسْتُ كَهَيِّتِكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقَى " .

صحیح

২৩৬০। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতিহীন সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা বললো, আপনি তো সাওমে বিসাল রাখেন। তিনি বললেন : আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। কেননা আমাকে পানাহার করানো হয়। ২৩৬০

সহীহ।

২৩৬১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ مَضَرَ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا تَوَاصِلُوا فَإَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ " . قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ . قَالَ " إِنِّي لَسْتُ كَهَيِّتِكُمْ إِنِّي لِي مُطْعِمًا يُطْعِمُنِي وَسَاقِيًا يَسْقِينِي " .

صحیح

২৩৬১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা বিরতিহীন সওম পালন করো না। অবশ্য কেউ 'সাওমে বিসাল' করতে চাইলে সাহাবী পর্যন্ত করতে পারে। সাহাবীরা বললেন, আপনি তো ক্রমাগত সওম পালন করেন? তিনি বলেন : আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। আমার খাদ্যদাতা ও পানীয়দাতা আছেন। তিনি আমাকে পানাহার করান। ২৩৬১

সহীহ।

২৩৫৯ বুখারী, ইবনু মাজাহ।

২৩৬০ বুখারী, মুসলিম।

২৩৬১ বুখারী, আহমাদ, দারিমী।

২৫ - باب الغيبة للصائم

অনুচ্ছেদ- ২৫ : সওম পালনকারীর জন্য গীবাত করা

২৩৬২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللَّهُ حَاجَةً أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " . قَالَ أَحْمَدُ فَهَمَّتْ إِسْنَادُهُ مِنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أَرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ .

صحیح

২৩৬২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি সওম পালন করেও মিথ্যা বলা ও অপকর্ম ত্যাগ না করে, তাহলে তার পানাহার বর্জন করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।^{২৩৬২}

সহীহ।

২৩৬৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الصَّيَّامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ " .

صحیح

২৩৬৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ সওম পালন করলে সে যেন পাপাচারে লিপ্ত না হয় এবং মূর্খের ন্যায় আচরণ না করে। কেউ তার সাথে ঝগড়া করলে বা তাকে গালমন্দ করলে সে যেন বলে, আমি সায়িম (রোযাদার), আমি সায়িম।^{২৩৬৩}

সহীহ।

২৬ - باب السَّوَالِكِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ- ২৬ : সওম পালনকারীর মিসওয়াক করা

২৩৬৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ . زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لَا أَعُدُّ وَلَا أَحْصِي .

ضعيف // ، المشكاة (٢٠٠٩) ، الإرواء (٦٨) ، ضعيف سنن الترمذي (٧٢٨ / ١١٦) //

^{২৩৬২} বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২৩৬৩} বুখারী, মুসলিম।

২৩৬৪। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু রাবীআ' (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সওম পালন অবস্থায় এতো বেশি মিসওয়াক করতে দেখেছি যে, তা সংখ্যায় নির্ণয় করা মুশকিল।^{২৩৬৪}

দূর্বল : মিশকাত (২০০৯), ইরওয়া (৬৮), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১১৬/৭২৮)।

২৭- باب الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ- ২৭ : পিপাসার কারণে সওম পালনকারীর শরীরে পানি ঢালা এবং
বারবার নাকে পানি দেয়া

২৩৬৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ " تَقَوُّوا لِعَدْوِكُمْ " . وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ .

صحیح

২৩৬৫। আবু বাকর ইবনু 'আবদুর রহমান (র) হতে নাবী ﷺ এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের বছরে এক সফরে আমি নাবী ﷺ-কে লোকদের প্রতি সওম ভঙ্গের নির্দেশ দিতে দেখেছি। তিনি ﷺ বলেছেন : দুশমনের মোকাবিলায় তোমরা শক্তি সঞ্চয় করো। অবশ্য রাসূল ﷺ নিজে সওম রেখেছেন। আবু বাকর (র) বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আল-আরজ' নামক স্থানে পিপাসার কারণে বা গরমের ফলে সওমরত অবস্থায় তাঁর মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি।^{২৩৬৫}

সহীহ।

২৩৬৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " .

صحیح ، و هو طرف من الحديث المتقدم (١٤٢)

^{২৩৬৪} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'আমির বিন রবী'আহর হাদীসটি হাসান।' হাদীসের সানাদে রয়েছে 'আসিম বিন 'উবাইদুল্লাহ'। হাফিয বলেন : তিনি যঈফ। ইমাম বায়হাকী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। তাকে ইবনু মাজিন, ইমাম বুখারী ও জাহলী প্রমুখ ইমামগণ যঈফ বলেছেন। এছাড়া সানাদের 'উবাইদুল্লাহ বিন 'আমির সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্ছুব।

^{২৩৬৫} মালিক, বায়হাকী।

২৩৬৬। লাক্তীত্ব ইবনু সাবরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
তুমি উত্তমরূপে নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করো- যদি তুমি সওম পালনের অবস্থায় না
থাকো। ২৩৬৬

সহীহ। এটি পূর্বের ১৪২ নং হাদীসের অংশ বিশেষ।

২৮ - باب في الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

অনুচ্ছেদ- ২৮ : সওম পালনকারীর শিংগা লাগানো

২৩৬৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ
مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، - جَمِيعًا - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، - يَعْنِي الرَّحْبِيَّ - عَنْ
ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ " . قَالَ شَيْبَانُ أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ
الرَّحْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

২৩৬৭। সাওবান (রা) বর্ণিত। নাবী ﷺ রক্তমোক্ষণকারী এবং যার রক্তমোক্ষণ করানো
হয়েছে তাদের বলেন : উভয়ের সওম নষ্ট হয়েছে। শাইবান (র) বলেন, আবু ক্বিলাবাহ বলেছেন,
আবু আসমা আর-রাহবী তাকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা)
তা নাবী থেকে শুনেছেন। ২৩৬৭

সহীহ।

২৩৬৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي
أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

صحیح

২৩৬৮। একদা শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা) নাবী ﷺ এর সাথে চলছিলেন... অতঃপর
বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ২৩৬৮

সহীহ।

২৩৬৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي

২৩৬৬ তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাক্বী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

২৩৬৭ ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী, ইবনু খুযাইমাহ।

২৩৬৮ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِإِسْنَادِ أَبِي يُونُسَ مِثْلَهُ .

صحیح

২৩৬৯। শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের আঠার দিন অতিবাহিত হবার পর আমার হাত ধরে জান্নাতুল বাকী'তে এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, যে শিংগা লাগাচ্ছিল। তিনি বললেন : রক্তমোক্ষণকারী ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়েছে তাদের উভয়ের সওম নষ্ট হয়ে গেছে।^{২৩৬৯}

সহীহ।

২৩৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبرَاهِيمَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ شَيْخًا، مِنْ الْحَيِّ - قَالَ عُثْمَانُ فِي حَدِيثِهِ مُصَدِّقٌ - أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ " .

صحیح

২৩৭০। নাবী ﷺ এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : রক্তমোক্ষণকারী ও যে রক্তমোক্ষণ করায় তাদের উভয়ের সওম নষ্ট হয়ে যায়।^{২৩৭০}

সহীহ।

২৩৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

صحیح

২৩৭১। সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : রক্তমোক্ষণকারী ও যে রক্তমোক্ষণ করায় তাদের উভয়ের সওম নষ্ট হয়ে যায়।^{২৩৭১}

সহীহ।

^{২৩৬৯} আহমাদ, বায়হাকী।

^{২৩৭০} আহমাদ, নাসায়ী।

^{২৩৭১} নাসায়ী।

২৭ - باب في الرخصة في ذلك

অনুচ্ছেদ- ২৯ : : সওম পালনকারীর শিংগা লাগানোর অনুমতি আছে

২৩৭২ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَجَعَفَرُ بْنُ رِبْعَةَ وَهْشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

صحیح

২৩৭২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উহাইব ইবনু খালিদ (র) এ হাদীস আইউব (র) থেকে তার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবার জা'ফার ইবনু রবী'আহ (র) ও হিশাম ইবনু হাসসান (র) ইকরিমা-ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।^{২৩৭২}

সহীহ।

২৩৭৩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .

ضعيف // ضعيف سنن الترمذي (١٢٤ / ٧٧٩) ، الإرواء (٩٣٢) ، ضعيف سنن ابن ملجة (٣٧١) ، تخريج حقيقه الصيام ص (٦٧ و ٦٨) //

২৩৭৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম ও ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।^{২৩৭৩}

দূর্বল : যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১২৪/৭৭৯), ইরওয়া (৯৩২), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৩৭১), তাকরীজ হাকীক্বাতুস সিয়াম (পৃঃ ৬৭-৬৮)।

২৩৭৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَنَهَّى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمَوَاصِلَةِ وَلَمْ يُحْرَمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَوَاصِلٌ إِلَى السَّحْرِ . فَقَالَ " إِنِّي أَوَاصِلٌ إِلَى السَّحْرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " .

صحیح

^{২৩৭২} বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{২৩৭৩} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। কিন্তু সানাদে ইয়াযীদ বিন আবু যিয়াদ রয়েছে। হাফিয বলেন : 'তিনি যঈফ।' তার স্মরণশক্তি মন্দ এবং তিনি হাদীসের মাতানে ইযতিরাব করেছেন।

২৩৭৪। 'আবদুর রহমান ইবনু আবু লায়লাহ (র) হতে নাবী ﷺ এর জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্তমোক্ষণ করানো এবং সাওমে বিসাল পালন করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি এ দুটো কাজ সাহাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করে হারাম করেননি। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ভোর রাত পর্যন্ত ক্রমাগত সওম পালন করেন! তিনি বললেন : আমি অবশ্যই ভোর রাত পর্যন্ত সওমে বিসাল করি। কেননা আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।^{২৩৭৪}

সহীহ।

২৩৭৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمَغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ أَنَسُ مَا كُنَّا نَدْعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةً الْجُهْدِ.

صحیح

২৩৭৫। সাবিত (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, সওম পালনকারী রক্তমোক্ষণ করলে দুর্বল হয়ে যাবে বিধায় আমরা তা পরিত্যাগ করতাম।^{২৩৭৫}

সহীহ।

৩০ - باب في الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ- ৩০ : রমাযান মাসে দিনের বেলা : সওম পালনকারীর স্বপ্নদোষ হলে

২৩৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنْ اخْتَلَمَ وَلَا مَنْ اخْتَجَمَ "

"

ضعيف

২৩৭৬। নাবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো বমি হলে, স্বপ্নদোষ হলে এবং রক্তমোক্ষণ করলে সে সওম ভংগ করবে না।^{২৩৭৬}

দুর্বল।

^{২৩৭৪} আহমাদ।

^{২৩৭৫} বায়হাক্বী।

^{২৩৭৬} বায়হাক্বী। এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন : তাকে চেনা যায়নি। আল্লামা মুনযিরী বলেন : এই হাদীসটি প্রমাণিত (সাবিত) নয়।

৩১ - باب في الكحل عند النوم للصائم

অনুচ্ছেদ- ৩১ : : সওম পালনকারী নিদ্রার সময় সুরমা লাগানো

২৩৭৭ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنُ هُوْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمَرُوحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ " لِيَتَّقِيَ الصَّائِمُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْكَحْلِ .

ضعيف

২৩৭৭। 'আবদুর রহমান ইবনুন নু'মান ইবনু মা'বাদ ইবনু হাওয়া (র) হতে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ লোকদেরকে ঘুমের সময় সুগন্ধিযুক্ত ইসমিড সুরমা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন : সওম পালনকারী তা বর্জন করবে।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু মাস্নিন আমাকে বলেছেন, সুরমা ব্যবহারের হাদীসটি মুনকার।^{২৩৭৭}

দুর্বল।

২৩৭৮ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

حسن موقوف

২৩৭৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি সওম অবস্থায় সুরমা লাগাতেন।^{২৩৭৮}

হাসান মাওকুফ।

২৩৭৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكَحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرْخِصُ أَنَّ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبْرِ .

حسن

^{২৩৭৭} আহমাদ। সানাদে নু'মান অজ্ঞাত (মাজহুল)। যেমন আত-তাকুরীব ও আল-মীযান গ্রন্থে রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাস্নিন বলেন : হাদীসটি মুনকার।

^{২৩৭৮} হাসান মাওকুফ।

২৩৭৯। আল-আ'মাশ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের কোন সাথীকে সওম পালনকারীর জন্য সুরমা ব্যবহার করাকে অপছন্দনীয় বলতে আমি দেখিনি। ইবরাহীম নাখঈ (র) সওম পালনকারীর জন্য 'সিবর' সুরমা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।^{২৩৭৯}

হাসান।

৩২- باب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

অনুচ্ছেদ- ৩২ : সওম পালনকারী ইচ্ছাকৃত বমি করলে

২৩৮০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ.

صحیح

২৩৮০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন সওম পালনকারীর অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তাকে তা ক্বাযা করতে হবে না। তবে কেউ স্বেচ্ছায় বমি করলে তাকে অবশ্যই সওম ক্বাযা করতে হবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাফস ইবনু গিয়াস (র) হতে হিশাম (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।^{২৩৮০}

সহীহ।

২৩৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْطَرَ فَلَقِيتُ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْطَرَ . قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبِيتُ لَهُ وَضُوءَهُ ﷺ.

صحیح

২৩৮১। মা'দান ইবনু ত্বালহাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। আবু দারদা (রা) তাকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করার পর সওম করেন। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুক্তদাস সাওবানের সঙ্গে দামিশকের জামে মাসজিদে সাক্ষাত করে বলি, আবু দারদা (রা) আমাকে

^{২৩৭৯} হাসান মাওকুফ।

^{২৩৮০} তিরমিযী, দারিমী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব। ইবনু খুযাইমাহ বলেন : এর সানাদ সহীহ।

বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করার কারণে ইফতার করেছেন। তিনি বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। ঐ সময় আমি তাঁকে উয়ুর পানি ঢেলে দিয়েছি।^{২৩৮১}

সহীহ।

৩৩ - باب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ- ৩৩ : সওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা

২৩৮২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِزَوْجِهِ.

صحیح

২৩৮২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম অবস্থায় (তাকে) চুমু দিতেন এবং একত্রে অবস্থান করতেন। তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রনে অধিক সক্ষম ছিলেন।^{২৩৮২}

সহীহ।

২৩৮৩ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

صحیح

২৩৮৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রমায়ান মাসে (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।^{২৩৮৩}

সহীহ।

২৩৮৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْقُرَشِيِّ - عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ.

صحیح

২৩৮৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমরত অবস্থায় আমাকে চুমু দিতেন। তখন আমিও সওমরত ছিলাম।^{২৩৮৪}

সহীহ।

^{২৩৮১} দারিমী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ, হাকিম। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ বলেন : এর সানাদ সহীহ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : শাইখাইনের শর্তে।

^{২৩৮২} বুখারী, মুসলিম।

^{২৩৮৩} মুসলিম, তিরমিযী।

^{২৩৮৪} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

২৩৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَمِشْتُ فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ . قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ " . قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِهِ . ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ " فَمَهُ " .

صحیح

২৩৮৫। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, একদা আমি কামোদ্দিগু হয়ে সওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দিলাম। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ এক গুরুতর কাজ করে ফেলেছি, আমি সওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি পানি দিয়ে কুলি করলে কি হতো? ইসা ইবনু হাম্মাদের বর্ণনায় রয়েছে : আমি ('উমার) বললাম, তাতে কোন ক্ষতি হতো না। আমি বলি : তাতে অসুবিধা নেই।^{২৩৮৫}

সহীহ।

৩৪ - باب الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرَّيْقَ

অনুচ্ছেদ- ৩৪ : : সওম পালনকারী নিজের থুথু গিললে

২৩৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ مُصَدِّعِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا . قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ هَذَا الْإِسْنَادُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .

ضعيف // ، المشكاة (٢٠٠٥) //

২৩৮৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সওম পালন অবস্থায় তাকে চুমু দিতেন এবং তাঁর জিহ্বাও চুষতেন। ইবনুল আ'রাবী বলেন, আমি ইমাম আবু দাউদ (র) থেকে জানতে পেরেছি, তিনি বলেছেন, এ হাদীসের সানাদ যথার্থ নয়।^{২৩৮৬}

দূর্বল : মিশকাত (২০০৫)।

^{২৩৮৫} দারিমী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{২৩৮৬} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু দীনারের স্মরণশক্তি মন্দ। তার ব্যাপারে কাদরিয়্যা হওয়ার আরোপ রয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তার স্মরণশক্তি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া সা'দ বিন আওস। তার সম্পর্কে হাফিয বলেন : সত্যবাদী, তবে তার ভুল প্রচুর।

৩০ - باب كَرَاهِيَّتِهِ لِلشَّابِّ

অনুচ্ছেদ- ৩৫ : (রোযাদার) যুবকের জন্য (চুষন) মাকরুহ

২৩৮৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، - يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَنَّهُ آخِرُ فَسَّالِهِ فَهَاهُ. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ.

حسن صحيح

২৩৮৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ নিকট সওম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে একত্রে অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে অনুরূপ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যাকে অনুমতি দিয়েছেন সে ছিলো বৃদ্ধ এবং যাকে নিষেধ করেছেন সে ছিলো যুবক।^{২৩৮৭}
হাসান সহীহ।

৩১ - باب فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ- ৩৬ : যে ব্যক্তি রমায়ান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোরে করে

২৩৮৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رَوَّجِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ فِي رَمَضَانَ مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ اخْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَا أَقَلَّ مَنْ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ - يَعْنِي يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ - وَإِنَّا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ.

صحيح

২৩৮৮। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ ও উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমায়ান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন। বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ আল-আযরামী তার হাদীসে বলেন, তিনি রমায়ানের রাতে স্বপ্ন দোষের কারণে নয় বরং সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় সওম পালন করতেন।^{২৩৮৮}
সহীহ।

২৩৮৭ এর শাহেদ বর্ণনা রয়েছে আহমাদে।

২৩৮৮ বুখারী, মুসলিম।

২৩৮৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، - يَغْنِي الْقُعْنَبِيُّ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَأَنَا أَصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ " . فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ بِمِثْلِنَا قَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ " وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا آتَبُ " .

صحیح

২৩৮৯। নাবী ﷺ স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নাপাক অবস্থায় ভোর করেছি এবং আমি সওম পালনের ইচ্ছা রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমিও (কখনো) নাপাক অবস্থায় ভোর করি এবং সওম পালনের ইচ্ছা রাখি। তাই আমি গোসল করে সওম পালন করি। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মতো নন। আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভয় করবো এবং যা আমি অনুসরণ করবো তার মাধ্যমে তোমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো। ২৩৮৯

সহীহ।

৩৭ - باب كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ- ৩৭ : কেউ রমায়ানের সওম পালন অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে তার

কাফ্যারাহ

২৩৯০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - قَالَ مُسَدَّدٌ - حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُهِمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ . فَقَالَ " مَا شَأْنُكَ " . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ " فَهَلْ تَحِدُّ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَ لَا . قَالَ " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " . قَالَ لَا . قَالَ " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا " . قَالَ لَا

قَالَ "اجْلِسْ". فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمَرٌ فَقَالَ "تَصَدَّقْ بِهِ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَبْنِي لَابَتِيهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ ثَنَائِيَاهُ قَالَ "فَأَطْعِمُهُ إِيَّاهُمْ". وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنِّيَابُهُ.

صحيح

২৩৯০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ এর নিকট এসে বললো, আমি ধবংস হয়েছি। তিনি বললেন : তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি সওম পালন অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে আযাদ করার মত কোন গোলাম আছে কি? সে বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি একটানা দুই মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর সামর্থ্য আছে কি? সে বললো, না। তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি বসো। এমন সময় একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর নাবী ﷺ নিকট এলে তিনি তাকে বললেন : এগুলো সদাকাহ করে দাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মাদীনাহর দুই পার্শ্বে আমাদের চাইতে অভাবী পরিবার আর নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি বললেন : তাহলে এগুলো তোমার পরিবারের লোকদের খাওয়াও। মুসাদ্দাসের বর্ণনায় রয়েছে : তাঁর দাঁতগুলো প্রকাশ পেলো।^{২৩৯০}

সহীহ।

২৩৯১ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. زَادَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمَعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَعْنَى ابْنِ عُيَيْنَةَ. زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاسْتَغْفِرَ اللَّهُ. صحيح، وقول الزهري خلاف الأصل

২৩৯১। আয-যুহরী (র) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে আয-যুহরী আরো বর্ণনা করেন যে, নিজের কাফফারাহ নিজেই ভোগ করা বা তার উপর কাফফারাহ ধার্য না করা কেবল এ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তাই বর্তমানে কোন ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করলে তাকে অবশ্যই কাফফারাহ দিতে হবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, লাইস ইবনু সা'দ, আল-আওয়াঈ, মানসূর ইবনুল মু'তামির ও 'ইরাক ইবনু মালিক (র) ইবনু উয়াইনাহ বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আল-আওয়াঈর বর্ণনায় রয়েছে : “এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে”^{২৩৯১}

সহীহ। আর যুহরীর উক্তি মূলের বিপরীত।

২৩৯০ বুখারী, মুসলিম।

২৩৯১ মুসলিম।

২৩৭২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا. قَالَ لَا أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اجْلِسْ". فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ "كُلْهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ وَقَالَ فِيهِ "أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا".

صحیح

২৩৯২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রমায়ানের সওম ভঙ্গ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একটি গোলাম আযাদ করার অথবা একটানা দুই মাস সওম পালন অথবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করানোর নির্দেশ দেন। ফলে লোকটি বলে, আমি এর কোনটিই করতে সক্ষম নই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি বসো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর এলে তিনি তাকে বলেন : এগুলো নিয়ে গিয়ে সদাকাহ করে দাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়ে অধিক গরীব লোক নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি লোকটিকে বললেন : তাহলে এগুলো তুমি খাও। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনু জুরাইজ হতে আয-যুহরীর মাধ্যমে মালিকের শব্দে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি সওম ভঙ্গ করে। তিনি তাতে বলেছেন : 'অথবা একটি গোলাম আযাদ করো অথবা দুই মাস সওম রাখো কিংবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও'। ২৩৯২

সহীহ।

২৩৭৩ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ فَأَتَى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا وَقَالَ فِيهِ "كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ".

صحیح

২৩৯৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমায়ান মাসের সওম ভঙ্গ করে নাবী ﷺ এর কাছে এলো। অতঃপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, পরে একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর আসলো, যাতে পনের সা' খেজুর ছিলো। তিনি আরো বলেছেন : তুমি

এবং তোমার পরিবার এগুলো খাও এবং একদিন সওম পালন করো আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও । ২৩৯৩

সহীহ ।

২৩৯৪ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهَرِّيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ . فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا شَأْنُهُ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي . قَالَ " تَصَدَّقْ " . قَالَ وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَلَا أَقْدَرُ عَلَيْهِ . قَالَ " اجْلِسْ " . فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيْنَ الْمَحْتَرِقُ أَنِفًا " . فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَصَدَّقْ بِهَذَا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى غَيْرِنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لِحَيَاةٍ مَا لَنَا شَيْءٌ . قَالَ " كُلُّهُ " .

صحیح

২৩৯৪ । নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রমায়ান মাসে নাবী ﷺ নিকট মাসজিদে আগমন করলো । সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহান্নামের যোগ্য হয়েছি । নাবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তার কি ব্যাপার? লোকটি বললো, আমি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছি । তিনি বললেন : সদাকাহ করো । সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমার কাছে কিছুই নেই, আর আমি সদাকাহ করতে সক্ষম নই । তিনি বললেন : বসো । লোকটি বসলো । অতঃপর তার বসা অবস্থায়ই এক লোক গাধার পিঠে করে খাদ্যের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হলো । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : জাহান্নামের যোগ্য ব্যক্তিটি কোথায়? লোকটি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এগুলো সদাকাহ করে দাও । সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের চেয়ে গরীব লোকদেরকে? আল্লাহর শপথ! আমরা সবচেয়ে গরীব । আমাদের কিছুই নেই । তিনি বললেন : তবে এগুলো তোমরাই খাও । ২৩৯৪

সহীহ ।

২৩৯৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْقِصَّةِ قَالَ فَأَتَى بِعَرَقٍ فِيهِ عَشْرُونَ صَاعًا .

منکر

২৩৯৩ ইবনু বুযাইমাহ । তিনি বলেন : এর সানাদ সহীহ । বায়হাক্বী ।

২৩৯৪ বুযায়ী, মুসলিম ।

২৩৯৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে এই সানাদে ঘটনাটি বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বিশ সা' (খজুর) ভর্তি একটি ঝুড়ি এলো।^{২৩৯৫}

মুনকার।

৩৮ - باب التَّغْلِيظِ فِي مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

অনুচ্ছেদ- ৩৮ : ইচ্ছাকৃতভাবে সওম ভঙ্গের পরিণতি

২৩৭৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَطْوَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمَطْوَسِ، عَنْ أَبِيهِ، - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ " .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٥٤٦٢) ، المشكاة (٢٠١٣) ، ضعيف سنن الترمذي (١١٥)
// (٧٢٦) ، ضعيف سنن ابن ماجه (٣٦٨) //

২৩৯৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমায়ানে আল্লাহর দেয়া অনুমতি ছাড়া সওম ভঙ্গ করলো সে সারা বছরেও তা পূরণ করতে সক্ষম নয়।^{২৩৯৬}

দূর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৫৪৬২), মিশকাত (২০১৩), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১১৫/৭২৬), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৩৬৮)।

২৩৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ ابْنِ الْمَطْوَسِ، - قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمَطْوَسِ فَحَدَّثَنِي - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَسُلَيْمَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاخْتَلَفَ عَلَى سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابْنُ الْمَطْوَسِ وَأَبُو الْمَطْوَسِ .

ضعيف

^{২৩৯৫} ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাক্বী। সানাদে ইবনু হারিস যঈফ হওয়ার পাশাপাশি দুইজন সিক্বাহ রাবীর বিরোধীতাও করেছে।

^{২৩৯৬} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন : আমরা কেবল এ সূত্রেই হাদীসটি অবহিত হয়েছি। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে এটিকে যঈফ বলেছেন। তিনি বলেন : এর তিনটি দোষ রয়েছে। ইযতিরাব, আবু দাউসের অবস্থা অজ্ঞাত হওয়া, এবং আবু হুরাইরাহ থেকে তার পিতার হাদীস শবণের বিষয়ে সন্দেহ।

২৩৯৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, অতঃপর ইবনু কাসীর ও সুলাইমান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, সুফিয়ান ও শু'বাহ (র) ইবনুল মুতাব্বিস ও আবুল মুতাব্বিসের নাম নিয়ে মতভেদে করেছেন।^{২৩৯৭}

দুর্বল।

৩৭- باب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ- ৩৯ : যে ব্যক্তি ভুলবশত আহার করে

২৪৭৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهَيْشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ "أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ".

صحیح

২৩৯৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ এর কাছে একটি লোক এসে বললো, হে আল্লাহ রাসূল! আমি সওম অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করেছি। তিনি বলেন : আল্লাহই তোমাকে পানাহার করিয়েছেন।^{২৩৯৮}

সহীহ।

৪০- باب تَأْخِيرِ قِضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ- ৪০ : রমাযানের ক্বাযা সওম আদায়ে বিলম্ব করা

২৪৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ إِنْ كَانَ لِيَكُونَ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

صحیح

২৩৯৯। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, যদি আমার উপর রমাযানের ক্বাযা সওম থাকতো, তাহলে শা'বান মাস আসার আগে আমি তা আদায় করতে সক্ষম হতাম না।^{২৩৯৯}

সহীহ।

^{২৩৯৭} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : আমরা কেবল এ সূত্রেই হাদীসটি অবহিত হয়েছি। দারিমী, আহমাদ। এর সানাদ পূর্বেরটি অনুরূপ।

^{২৩৯৮} বুখারী, মুসলিম।

^{২৩৯৯} বুখারী, মুসলিম।

৬১ - باب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

অনুচ্ছেদ- ৪১ : কোন ব্যক্তি ক্বাযা সওম রেখে মারা গেলে

২৬০০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .
صحیح

২৪০০। 'আযিশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের উপর ক্বাযা সওম রেখে মারা যায় তার পক্ষ হতে তার উত্তরাধিকারীরা তা আদায় করবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এই বিধান মানতের সওমের জন্য প্রযোজ্য। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (র)-এর অভিমত এটাই।^{২৪০০}

সহীহ।

২৬০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ .

صحیح

২৪০১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রমায়ান মাসে অসুস্থ হয়ে রমায়ান মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সুস্থ না হয় এবং এ অবস্থায়ই মারা যায় তাহলে তার পক্ষ হতে মিসকীনকে আহাির করাতে হবে। আর তার উপর মানতের সওম থাকলে তার পক্ষ হতে অভিভাবক তার ক্বাযা আদায় করবে।^{২৪০১}

সহীহ।

৬২ - باب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ- ৪২ : সফর অবস্থায় সওম পালন

২৬০২ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْرَةَ الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ " صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ ".

صحیح

^{২৪০০} বুখারী, মুসলিম।^{২৪০১} সহীহ মাওকুফ।

২৪০২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা হামযাহ আল-আসলামী (রা) নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন ব্যক্তি যে, অনবরত সওম পালন করি, আমি কি সফরের অবস্থায়ও সওম রাখবো? তিনি বললেন : ইচ্ছা হলে সওম রাখো আর ইচ্ছা হলে রেখো না।^{২৪০২}

সহীহ।

২৪০৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ حَمْرَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْرَةَ الْأَسْلَمِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أَعَالِجُهُ أَسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ وَإِنَّهُ رَبِّهَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ - يَعْنِي رَمَضَانَ - وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ وَأَجِدُ بِأَنْ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا أَفْأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمَ لَأَجْرِي أَوْ أَفْطِرُ قَالَ " أَىْ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْرَةُ "

ضعيف // الإرواء (٩٢٦) //

২৪০৩। হামযাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হামযাহ আল-আসলামী (র) হতে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটের মালিক, আমি এগুলোকে কাজে লাগাই। আমি এগুলোর উপর চড়ে সফর করি এবং ভাড়াও খাটাই। আমার (সফরে থাকা অবস্থায়) এই রমায়ান মাস এসে যায়। আমি তো একজন স্বাস্থ্যবান যুবক। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি (সফরে) সওম পালন করবো? সওম তো আমার উপর ঋণ, কাজেই তা পরে রাখার (ক্কায়া করার) চেয়ে এখন রেখে দেয়াই আমার পক্ষে সহজ। হে আল্লাহর রাসূল! অধিক নেকীর আশায় আমি কি সওম রাখবো নাকি ভঙ্গ করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে হামযাহ! তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো।^{২৪০৩}

দুর্বল : ইরওয়া (৯২৬)।

২৪০৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ . فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

صحيح

২৪০৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মাদীনাহ থেকে মাক্কাহর উদ্দেশে বের হলেন। তিনি 'উসফান' নামক জায়গায় পৌঁছে একপাত্র পানি চাইলেন এবং

^{২৪০২} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪০৩} হাকিম, বায়হাকী। সানাদে মুহাম্মাদ বিন হামযাহ রয়েছে। ইবনু হামযাহ তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনু কাত্তান বলেন : তিনি মাজহুল। হাফিয আত-তাকুরীও গ্রন্থে বলেন : মাজহুলুল হাল। এছাড়া সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল মজীদ সম্পর্কে ইবনু কাত্তান বলেন : তাকে চেনা যায়নি। হাফিয আত-তাকুরীও গ্রন্থে বলেন : মাক্ছুবুল।

লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশে তা উঁচু করে মুখের কাছে ধরলেন। এটি রমায়ান মাসের ঘটনা। এজন্যই ইবনু 'আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে কখনো সওম রেখেছেন, আবার কখনো সওম রাখেননি। কাজেই কারো ইচ্ছা হলে সওম রাখতেও পারে, আবার নাও রাখতে পারে।^{২৪০৪}

সহীহ।

২৪০৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمَفْطَرِ وَلَا الْمَفْطَرُ عَلَى الصَّائِمِ.

صحیح

২৪০৫। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রমায়ান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সফর করেছি। এ সময় আমাদের কেউ সওম রেখেছেন এবং কেউ সওম রাখেননি। কিন্তু এ সময় সওম পালনকারী রোযাহীনকে এবং রোযাহীন সওম পালনকারীকে দোষারোপ করেননি।^{২৪০৫}

সহীহ।

২৪০৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُمْ مُكِبُونَ عَلَيْهِ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلَا سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ وَنَحْنُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ". فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمَفْطَرُ - قَالَ - ثُمَّ سِرْنَا فَتَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ "إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا". فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ.

صحیح

২৪০৬। ক্বাযা'আহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর নিকট আসি। তখন তিনি লোকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন এবং লোকেরা শান্তভাবে তাঁর কথা শুনছিলো। আমি তাঁর সাথে একান্তে সাক্ষাতের অপেক্ষায় রইলাম। তিনি একাকী হলে আমি তাকে সফরের অবস্থায় রমায়ানের সওম রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন,

^{২৪০৪} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪০৫} বুখারী, মুসলিম।

আমরা মাক্কাহ বিজয়ের সময় রমায়ান মাসে নাবী ﷺ এর সাথে রওয়ানা হই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম রেখেছিলেন এবং আমরাও সওম রেখেছিলাম। তিনি কোন এক মানযিলে পৌঁছে বললেন : নিশ্চয় তোমরা শক্রর কাছাকাছি এসে গেছো। এখন সওম ভঙ্গ করাটাই হবে তোমাদের শক্তিবর্ধক হবে। আমাদের কেউ কেউ সওম রাখলাম এবং কেউ কেউ সওমহীন অবস্থায় ভোরে করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা পুনরায় সফর শুরু করলাম এবং এক মানযিলে নামলে তিনি পুনরায় বললেন : তোমরা শক্রর কোমাবিলায় অবতীর্ণ হবে। এখন সওম ভঙ্গ করাটাই হবে তোমাদের শক্তিবর্ধক হবে। কাজেই তোমরা সওম ভঙ্গ করো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ় সংকল্পের উপর স্থির রইলেন। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি নাবী ﷺ এর সাথে সফরে এই ঘটনার পূর্বেও সওম পালন করেছি এবং এর পরেও সওম পালন করেছি।^{২৪০৬}

সহীহ।

৪৩ - باب اختيار الفطر

অনুচ্ছেদ- ৪৩ : কষ্টের আশঙ্কা হলে সফরে সওম না রাখা ভাল

২৪০৭ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ بْنِ زُرَّارَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَالرَّحَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " .
صحیح

২৪০৭। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ দেখলেন যে, এক ব্যক্তিকে ছায়া দেয়া হচ্ছে এবং তার চারপাশে লোকেরা ভীড় করেছে। তখন তিনি বললেন : সফরে সওম পালন সওয়াবের কাজ নয়।^{২৪০৭}

সহীহ।

২৪০৮ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُسَيْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةَ بَنِي قُسَيْرٍ - قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَيْتُ - أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ " اجْلِسْ فَأَصِْبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا " . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " اجْلِسْ أُحَدِّثُكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمَسَافِرِ وَعَنِ الْمَرَضِ أَوْ الْحُبْلِ " . وَاللَّهُ لَقَدْ قَاهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
حسن صحيح

^{২৪০৬} মুসলিম, আহমাদ।

^{২৪০৭} বুখারী, মুসলিম।

২৪০৮। বনী 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'বের কুশাইর উপগোত্রীয় সদস্য আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অশ্বারোহী বাহিনী অতর্কিত হামলা করলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌছি বা আসি। এ সময় তিনি আহর করছিলেন। তিনি বললেন : বসো এবং আমাদের সাথে খাও। আমি বললাম, আমি সওম অবস্থায় আছি। তিনি বললেন : বসো, আমি তোমাকে সলাত ও সওম সম্পর্কে কিছু বলবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফির, দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতী থেকে অর্ধেক সলাত এবং সওম কমিয়ে দিয়েছেন। (বর্ণনাকারী বলেন), আল্লাহর শপথ! তিনি ﷺ একই সাথে এ শব্দ (দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতী) অথবা এর একটি শব্দ বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমি এজন্য অনুতপ্ত হলাম যে, আমি কেন রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আহরে অংশগ্রহণ করলাম না।^{২৪০৮}

হাসান সহীহ।

৬৬ - باب فيمن اختار الصيام

অনুচ্ছেদ- ৪৪ : যে ব্যক্তি (সফর অবস্থায়) সওম পালনকে প্রাধান্য দেন

২৬০৭ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ .

صحيح

২৪০৯। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে কোন এক যুদ্ধাভিযানে বের হই। তখন (গরমের কারণে) আমাদের কেউ তার হাত মাথার উপর রাখেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা) ছাড়া আমাদের কেউ সওম রাখেনি।^{২৪০৯}

সহীহ।

২৬১০ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ، - الْمُعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمَحْبِقِ الْهَذَلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَتْ لَهُ مَحْمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شَيْعٍ فَلْيُصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ " .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٥٨١٠) ، المشكاة (٢٠٢٦) //

^{২৪০৮} নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

^{২৪০৯} বুখারী, মুসলিম।

২৪১০। সিনান ইবনু সালামাহ ইবনুল মুহাব্বাক আল-হুযালী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির কাছে এমন বাহন আছে যা তাকে পর্যাপ্ত আহারের স্থানে পৌঁছে দিবে, তার উচিত রমায়ানের সওম পালন করা যেখানেই সে (রমায়ান মাস) পাবে।^{২৪১০}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৫৮১০), মিশকাত (২০২৬)।

২৪১১ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمَهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمَحْبِقِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِي السَّفَرِ " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

ضعيف

২৪১১। সালামাহ ইবনুল মুহাব্বাক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় রমায়ান মাস পাবে... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণিত।^{২৪১১}

দুর্বল।

৪৫ - باب متى يُفطرُ المسافرُ إذا خرجَ

অনুচ্ছেদ- ৪৫ : সফরে রওয়ানা হয়ে মুসাফির কখন সওম ভঙ্গ করবে?

২৪১২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُحْيَى، - الْمُعْنَى - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَزَادَ، جَعْفَرُ وَاللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ كَلْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ، - قَالَ جَعْفَرُ ابْنُ جَبْرِ - قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ عَدَاهُ - قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيثِهِ - فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرَبَ . قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَرْتَرَعَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلَ .

صحيح

^{২৪১০} আহমাদ। সানাদের 'আবদুস সামাদ সম্পর্কে উক্বাইলী বলেন : তাকে এ হাদীস ছাড়া চেনা যায় না। ইমাম বুখারী তাকে যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন : হাদীস বর্ণনায় শিখিল (লাইয়ান)। ইমাম আহমাদ তাকে যঈফ বলেছেন। এছাড়া সানাদে হাবীব বিন 'আবদুল্লাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আত-তাক্বীর গ্রন্থে এবং ইমাম যাহাবী আল-মীযান গ্রন্থে বলেন : মাজহুল (অজ্ঞাত)।

^{২৪১১} আহমাদ। এর সানাদে 'আবদুস সামাদ রয়েছে। পূর্বেরটিতে তার সম্পর্কে আলোচনা গত হয়েছে।

২৪১২। জা'ফার ইবনু খাইর (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবী আবু বাসরাহ আল-গিফারীর (রা) সাথে রমায়ান মাসে মিসরের আল-ফুসতাত থেকে 'আমর ইবনুল 'আসের (রা) জাহাজে সওয়ার ছিলাম। নৌযানের নোঙ্গর উঠানোর পরে তার সম্মুখে সকালের নাস্তা আনা হলো। জা'ফার তার বর্ণনায় বলেন, তিনি স্বীয় ঘর-বাড়ি থেকে দূরে যাওয়ার আগেই খাবারের দস্তুরখান চাইলেন এবং আমাকে (খাদ্য গ্রহণের জন্য) কাছে ডাকলেন। আমি বললাম, আপনি কি ঘর-বাড়ি দেখছেন না? আবু বাসরাহ (রা) বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাত ছাড়তে চাও? জা'ফার বলেন, এরপর তিনি খেলেন।^{২৪১২}

সহীহ।

৬ - باب قَدَرٍ مَسِيرَةٍ مَا يُفْطِرُ فِيهِ

অনুচ্ছেদ- ৪৬ : কতদূর সফর করলে মুসাফির সওম ভঙ্গ করতে পারে?

২৪১৩ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَكِيمِ، عَنْ مَنْصُورِ الْكَلْبِيِّ، أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ، خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدَرٍ قَرْيَةٍ عُقْبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطَرُوا فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ إِنْ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ . يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ أَقْبِضْنِي إِلَيْكَ .

ضعيف

২৪১৩। মানসুল আল-কালবী (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা রমায়ান মাসে দিহ্বা ইবনু খালীফাহ (রা) দামিশকের এক অঞ্চল হতে 'আক্বাবাহ ও ফুসতাতের মধ্যবর্তী দূরত্বের সম-পরিমাণ অর্থাৎ তিন মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সফর করেন। তখন তিনি সওম ভঙ্গ করলেন এবং তাঁর সাথে কিছু লোকও সওম ভঙ্গ করলো। এ সময় কিছু লোক সওম ভঙ্গ করা অপছন্দ করলো। পরে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আজ আমি এমন বিষয় দেখেছি, যা কখনো দেখার ধারণাও করিনি। কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়েছে। তিনি ঐ লোকদের নিন্দা করলেন যারা (সফরে) সওম রেখেছিলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার হিফাযাতে নাও।^{২৪১৩}

দুর্বল।

^{২৪১২} আহমাদ, দারিমী।

^{২৪১৩} আহমাদ। সানাদে মানসুর ইবনু সাঈদ রয়েছে। ইবনুল মাদীনী বলেন : মাজহুল (অজ্ঞাত), তাকে আমি চিনি না। ইবনু খুযাইমাহ বলেন : আমি তাকে চিনি না। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : মাসতুর (লুপ্ত)।

২৪১৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمَعْتَمِرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَخْرُجُ إِلَى

الْعَابَةِ فَلَا يَفْطُرُ وَلَا يَقْضِرُ .

صحیح موقوف

২৪১৪। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আল-গাবা বনভূমিতে যেতেন। তখন তিনি সওম ভঙ্গ করতেন না এবং সলাত কুসর করতেন না।^{২৪১৪}

সহীহ মাওকুফ।

৪৭ - باب مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

অনুচ্ছেদ- ৪৭ : যিনি বলেন, আমি পুরো রমাযানের সওম রেখেছি

২৪১৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمَهَلَبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ،

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَ قُتْمَتُهُ كُلَّهُ " . فَلَا أَذْرِي أَكْرَهَ التَّزْكِيَّةِ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٦٣٦٧) ، ضعيف سنن النسائي (٢١٠٩ / ١٢٠) //

২৪১৫। আবু বাকরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমি পুরো রমাযান মাস সওম রেখে এবং এর পূর্ণ রাত (সলাতে) দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ এরূপ আত্মপবিত্রতা প্রকাশ অপছন্দ করেছেন নাকি কিছু সময় নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন বলেছেন তা আমার জানা নেই।^{২৪১৫}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬৩৬৭), যঈফ সুনান নাসায়ী (১২০/২১০৯)।

৪৮ - باب فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৪৮ : দুই ঈদের দিন সওম পালন

২৪১৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَدَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَفْطُرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ .

صحیح

^{২৪১৪} বায়হাকী।

^{২৪১৫} নাসায়ী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। এর সানাদ মুরসাল। হাসান হাদীসটি আবু বাকরাহ থেকে শুনেছেন।

২৪১৬। আবু 'উবাইদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উমার (রা) এর সাথে আমি এক ঈদের সলাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্ববাহর পূর্বে সলাত পড়লেন। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'দিন সওম রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা কুরবানীর দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত খেয়ে থাকো। আর ঈদুল ফিতরের দিন হলো তোমাদের সওমের সমাপ্তি।^{২৪১৬}

সহীহ।

২৪১৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَعَنْ لَيْسَتَيْنِ الصَّائِيَةِ وَأَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.

صحیح

২৪১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা- এ দু'দিন সওম পালন করতে এবং দুই ধরনের পোশাক পরতে, (সাম্মা) এক কাপড়ে সমগ্র শরীর পেঁচিয়ে নিয়ে শরীরকে এভাবে ঢাকা যে, হাঁটু উঁচু করে বসলে নীচ থেকে লজ্জাস্থান খোলা থাকে এবং দুই সময়ে সলাত আদায় করতে- ফাজ্রের পর এবং 'আসরের পর।^{২৪১৭}

সহীহ।

৪৭- باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

অনুচ্ছেদ- ৪৯ : তাশরীকের দিনসমূহে সওম পালন

২৪১৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةٍ، مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ . فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرُو كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .

صحیح

২৪১৮। উম্মু হানী (রা)-এর মুক্তদাস আবু মুররাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমরের সাথে তার পিতা 'আমর ইবনুল 'আসের (রা) নিকট যান। তিনি তাদের উভয়ের সামনে খাবার এনে তা খেতে বললেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি

^{২৪১৬} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪১৭} বুখারী, মুসলিম।

সওমরত আছি। 'আমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দিনগুলোতে আমাদেরকে সওম ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সওম রাখতে নিষেধ করেছেন। মালিক (র) বলেন, তা হলো তাশরীকের দিনগুলো।^{২৪১৮}

সহীহ।

২৪১৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، - وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ

أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".

صحيح

২৪১৯। 'উক্বাহ ইবনু 'আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরাফাহর দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে আমাদের মুসলিমদের ঈদের দিন, এগুলো পানাহারের দিন।^{২৪১৯}

সহীহ।

৫০ - باب النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ- ৫০ : শুধু জুমু'আহর দিনকে সওম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ

২৪২০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ".

صحيح

২৪২০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কেবল জুমু'আহর দিন সওম না রাখে। (রাখতে চাইলে) জুমু'আহর আগে অথবা পরের দিনও যেন সওম রাখে।^{২৪২০}

সহীহ।

^{২৪১৮} মালিক, আহমাদ।

^{২৪১৯} নাসায়ী, তিরমিযী, দারিমী, ইবনু খুযাইমাহ, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

^{২৪২০} বুখারী, মুসলিম।

৫১ - باب النَّهْيِ أَنْ يُخْصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ- ৫১ : কেবল শনিবারকে সওম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ

২৪২১ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ، - مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ، - وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَاءُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عَنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْسُوخٌ .

صحیح

২৪২১। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসর আস-সুলামী (র) হতে তার বোন আস-সাম্মা' (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা শুধু শনিবারে সওম রেখো না। তবে ঐ দিন তোমাদের উপর ফারয কৃত সওম রাখতে পারো। তোমাদের কেউ যদি সওম ভঙ্গের জন্য আপুর গাছের ছাল বা অন্য গাছের ডালা ছাড়া কিছু না পায়, তাহলে তা চিবিয়ে সওম ভঙ্গ করবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মানসূখ।^{২৪২১}

সহীহ।

৫২ - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৫২ : এ ব্যাপারে অনুমতি প্রসঙ্গে

২৪২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، - قَالَ حَفْصُ الْعَتَكِيُّ - عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ " أَصُمْتَ أَمْسِ " . قَالَتْ لَا . قَالَ " تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا " . قَالَتْ لَا . قَالَ " فَأَفْطِرِي " .

صحیح

২৪২২। জুয়াইরিয়াহ বিনতুল হারিস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ জুমু'আহর দিন তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি সওম পালন অবস্থায় ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি গতকাল সওম রেখেছিলে? তিনি বললেন, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি আগামী কাল সওম পালনের ইচ্ছা আছে? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন : তাহলে সওম ভঙ্গ করো।^{২৪২২}

সহীহ।

^{২৪২১} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

^{২৪২২} বুখারী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

২৪২৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نَبِيٌّ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ هَذَا حَدِيثٌ جَمْعِيٌّ .

মقطوع মরফুয

২৪২৩। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তার নিকট শুধু শনিবার সওম রাখা নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, এটাতো হিমসী বর্ণিত হাদীস।^{২৪২৩}

মাক্কতু' মারফুয।

২৪২৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِبًا حَتَّى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ . يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ هَذَا فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَا لِكَ هَذَا كَذِبٌ .

সব্বিহ মক্কতু

২৪২৪। আল-আওয়াঈ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, শনিবারের সওম সম্পর্কিত ইবনু বুসর বর্ণিত হাদীসটি আমি গোপন রেখেছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম যে, তা ব্যাপকভাবে প্রসার পেয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) বলেছেন, এ হাদীসটি মিথ্যা।^{২৪২৪}

সহীহ মাক্কতু'।

৫৩- باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

অনুচ্ছেদ- ৫৩ : সারা বছর সওম পালন

২৪২৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبِدٍ الزَّمَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَرُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ . فَلَمْ يَزَلْ عَمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمْنُ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " . قَالَ مُسَدَّدٌ " لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ أَوْ مَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " . شَكََّ غَيْلَانُ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمْنُ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ " أَوْ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ يَمْنُ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ " ذَلِكَ صَوْمُ

২৪২৩ বায়হাক্বী।

২৪২৪ বায়হাক্বী।

دَاوُدَ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ " وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلُّهُ وَصِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " .

صحیح

২৪২৫। আবু ক্বাতাদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কিভাবে সওম রাখেন? এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। 'উমার (রা) তা দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা আল্লাহকে আমাদের রব, ইসলামকে আমাদের দীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে আমাদের নাবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর রাসূলের অসুস্থি থেকে আশ্রয় চাই। 'উমার (রা) উক্ত বাক্যটি বারবার বলতে লাগলেন, এক পর্যায়ে নাবী ﷺ এর অসুস্থি ভাব দূরীভূত হলো। এরপর 'উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি কেমন যে সারা বছর সওম রাখে? তিনি বললেন : এমনও কি কেউ সামর্থ্য রাখে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি কেমন যে দুই দিন সওম পালন করে এবং একদিন রোযাহীন থাকে? তিনি বললেন, কেউ কি এরূপ করতে সক্ষম? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কেমন যে একদিন সওম পালন করে এবং একদিন রোযাহীন থাকে? তিনি বললেন, তা দাউদ (আঃ) এর সওমের মতই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তির সওম কেমন যে একদিন সওম রেখে দু'দিন রোযাহীন থাকে? তিনি বললেন : আমি এটাই কামনা করি, যেন আমাকে এরূপ করার শক্তি দেয়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রতি মাসে তিনটি সওম এবং এক রমায়ান থেকে পরবর্তী রমায়ান পর্যন্ত প্রতি বছরের রমায়ানের সওম, এটাই হচ্ছে সর্বদা সওম পালনের সমতুল্য। আরাক্ষাহ দিনের সওম আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, এর দ্বারা তিনি পূর্বের এক বছর এবং পরের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর আশুরার সওম, আমি আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি (এর বিনিময়ে) আগামী এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করবেন।^{২৪২৫}

সহীহ।

٢٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الرَّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، هَذَا الْحَدِيثُ زَادَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ " فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُزِلَّ عَلَى الْقُرْآنِ " .

صحیح

^{২৪২৫} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

২৪২৬। আবু ক্বাতাদাহ (রা) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। তাতে অতিরিক্ত রয়েছে : তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম পালনের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন : ঐ দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐ দিনই আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।^{২৪২৬}

সহীহ।

২৪২৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَلَمْ أَحَدِّثْ أَنَّكَ تَقُولُ لَا قُومَ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا صُومَ مِنَ النَّهَارِ " . قَالَ - أَحْسِبُهُ قَالَ - نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ . قَالَ " قُمْ وَتَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " . قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ " .

صحیح

২৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন : আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি বলেছো, আল্লাহর শপথ! আমি সারা দিন সওম রাখবো এবং সারা রাত দাঁড়িয়ে সলাত পড়বো? তিনি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এরূপ বলেছি। তিনি বললেন : সলাত আদায় করবে এবং নিদ্রায়ও যাবে। সওম পালন করবে এবং কোন দিন সওম থেকে বিরত থাকবে। তুমি প্রতি মাসে (১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখ) তিনটি সওম রাখো, এটাই সারা বছর সওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন : তাহলে একদিন সওম রাখো এবং একদিন সওম থেকে বিরত থাকো। এটিই সর্বোত্তম সওম এবং এটিই হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সওম। আমি বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক শক্তি রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর চেয়ে উত্তম সওম নেই।^{২৪২৭}

সহীহ।

^{২৪২৬} মুসলিম, আহমাদ, বায়হাকী।

^{২৪২৭} বুখারী, মুসলিম।

৫৫ - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحَرَمِ

অনুচ্ছেদ- ৫৪ : হারাম (সম্মানিত) মাসসমূহে সওম পালন সম্পর্কে

২৫২৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ حُجَيْبِةَ الْبَاهِلِيَّةِ، عَنْ أَبِيهَا، أَوْ عَمَّهَا أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِي قَالَ " وَمَنْ أَنْتَ " . قَالَ أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ . قَالَ " فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ " . قَالَ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا إِلَّا بِلَيْلٍ مُنْذُ فَارَقْتُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَمْ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ " . ثُمَّ قَالَ " صُمْ شَهْرَ الصَّيْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " . قَالَ زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةَ . قَالَ " صُمْ يَوْمَيْنِ " . قَالَ زِدْنِي . قَالَ " صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " . قَالَ زِدْنِي . قَالَ " صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ " . وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةَ فَصَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا .

ضعيف

২৪২৮। বাহিলিয়াহ গোত্রীয় ‘মুজীবা’ নাম্নী নামক জনৈক মহিলা হতে তার পিতা অথবা চাচার সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি (পিতা অথবা চাচা) রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করে চলে যান। অতঃপর এক বছর পরে তিনি আসেন। তখন তার মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কে? তিনি বললেন, আমি ঐ বাহিলী, আমি গত বছর এসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি কারণে তোমার এরূপ পরিবর্তন ঘটলো, অথচ তুমি তো সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলে? আমি বললাম, আমি আপনার নিকট থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকে রাত ছাড়া আহার করিনি (দিনে অনবরত সওম রেখেছি)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার নফসকে কেন এরূপ কষ্ট দিয়েছো? অতঃপর তিনি বলেন : ধৈর্যের মাস (রমায়ান) এবং প্রতি মাসে একটি করে সওম রাখো। তিনি বললেন, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন, কেননা আমার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন : দু’দিন সওম রাখো। লোকটি বললেন, আরো আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন : (প্রতি মাসে) তিন দিন সওম রাখো। লোকটি বললেন, আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন : তুমি হারাম মাসগুলোতে সওম রাখো এবং সওম বর্জনও করো। তুমি হারাম মাসগুলোতে সওম রাখো এবং সওম বর্জনও করো। তুমি হারাম মাসগুলোতে সওম রাখো এবং সওম বর্জনও করো। একথা বলে তিনি তিনটি আঙ্গুল একত্র করার পর তা ফাঁক করে দিলেন।^{২৪২৮}

দুর্বল।

^{২৪২৮} বায়হাকী। এর সানাদে একাধিক অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। সানাদে মুজীবাহ আল-বাহিলিয়া, তার পিতা এবং তার চাচা সকলেই অজ্ঞাত।

৫৫ - باب في صَوْمِ الْمُحَرَّمَ

অনুচ্ছেদ- ৫৫ : মুহাররম মাসের সওম

২৪২৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمُفْرُوضَةِ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ". لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ "شَهْرٍ". قَالَ "رَمَضَانَ".

صحیح

২৪২৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমায়ান মাসের পর আল্লাহর মাস মুহাররম-এর সওম হচ্ছে সর্বোত্তম এবং ফারয সলাতের পর রাতের সলাতই সর্বোত্তম।^{২৪২৯}

সহীহ।

৫৬ - باب في صَوْمِ رَجَبٍ

অনুচ্ছেদ- ৫৬ : রজব মাসের সওম

২৪৩০ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ - قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ.

صحیح

২৪৩০। 'উসমান ইবনু হাকীম (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনু জুবাইর (র)-কে রজব মাসের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রা) আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনবরত সওম পালন করতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি এ মাসে সওম বর্জন করবেন না। আবার তিনি অনবরত সওম বর্জনও করতেন, এমনকি আমরা বলতাম তিনি (হয়তো) আর সওম রাখবেন না।^{২৪৩০}

সহীহ।

^{২৪২৯} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

^{২৪৩০} বুখারী, মুসলিম।

৫৭ - باب فِي صَوْمِ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ- ৫৭ : শা'বান মাসের সওম

২৪৩১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ.

صحیح

২৪৩১। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট সকল মাসের মধ্যে শা'বান মাসে অধিক সওম রাখা অধিক পছন্দনীয় ছিলো? তিনি এ মাসে সওম অব্যাহত রেখে তা রমাযানের সাথে যুক্ত করতেন।^{২৪৩১}

সহীহ।

৫৮ - باب فِي صَوْمِ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ- ৫৮ : শাওয়াল মাসের সওম

২৪৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ - أَوْ سِئِلَ النَّبِيُّ ﷺ - عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ " إِنْ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبَعَاءَ وَخَمْسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ زَيْدُ الْعُكَيْيُّ وَخَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ عُبيدِ اللَّهِ .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (١٩١٤) ، المشكاة (٢٠٦١) ، ضعيف سنن الترمذي (٧٥٢ / ١٢٢)

//

২৪৩২। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ক্বারারী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অথবা তাঁকে সারা বছর সওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং তুমি রমাযান মাস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মাসে আর প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার সওম পালন করো। তুমি এরূপ করলে তুমি যেন সারা বছরই সওম রাখলে।^{২৪৩২}

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (১৯১৪), মিশকাত (২০৬১), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১২২/৭৫২)।

^{২৪৩১} নাসায়ী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। ইবনু খুযাইমাহ বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{২৪৩২} তিরমিযী, নাসায়ী। সানাদে 'উবাইদুল্লাহ বিন মুসলিম মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব।

৫৭ - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ- ৫৯ : শাওয়াল মাসের ছয় দিন সওম পালন

২৪৩৩ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ بَيْتٌ مِنْ شَوَّالٍ فَكَانَتْهَا صَامَ الدَّهْرَ " .

صحیح

২৪৩৩। নাবী ﷺ এর সাহাবী আবু আইয়ুব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমায়ান মাসের সওম রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি সওম রাখলো, সে যেন সারা বছর সওম রাখলো।^{২৪৩৩}

সহীহ।

৬০ - باب كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ ﷺ

অনুচ্ছেদ- ৬০ : নাবী ﷺ কিভাবে সওম পালন করতেন

২৪৩৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَوَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي سَعْبَانَ .

صحیح

২৪৩৪। নাবী ﷺ এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে সওম রাখতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম বর্জন করবেন না। আবার তিনি সওম বর্জন করতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর সওম রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমায়ান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস সওম পালন করতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে অধিক (নফল) সওম রাখতে দেখিনি।^{২৪৩৪}

সহীহ।

২৪৩৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ . زَادَ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

حسن صحيح

^{২৪৩৩} মুসলিম, তিরমিযী, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২৪৩৪} বুখারী, মুসলিম।

২৪৩৫। আবু হুরাইরাহ (রা) হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে রয়েছে : তিনি (শা'বান মাসে) সামান্য ক'দিন ছাড়া গোটা মাসই সওম পালন করতেন।^{২৪৩৫}

হাসান সহীহ।

৬১ - باب في صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

অনুচ্ছেদ- ৬১ : সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম পালন

২৪৩৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَنَسٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مَوْلَى، قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ عَنْ مَوْلَى، أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنْ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ .

صحیح

২৪৩৬। উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা) এর আযাদকৃত গোলাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি উসামাহ (রা) এর সাথে তার কোন মালের সন্ধানে ওয়াদিয়ুল কুরায় যান। উসামাহ (রা) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম পালন করতেন। তার মুক্তদাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার কেন সওম রাখেন অথচ আপনি একজন বৃদ্ধ মানুষ। নাবী ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট বান্দার আমলসমূহ পেশ করা হয়।^{২৪৩৬}

সহীহ।

৬২ - باب في صَوْمِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ- ৬২ : (যিলহাজ্জের) দশ দিন সওম পালন

২৪৩৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ امْرِئَاتِهِ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ .

صحیح

^{২৪৩৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{২৪৩৬} নাসায়ী, আহমাদ।

২৪৩৭। হুনাইদাহ ইবনু খালিদ (র) তার স্ত্রী হতে এবং তিনি নাবী ﷺ এর কোন এক স্ত্রী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত, আশুরার দিন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম রাখতেন।^{২৪৩৭}

সহীহ।

২৪৩৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَجَاهِدٍ، وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ " . يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " .

صحیح

২৪৩৮। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহর নিকট যে কোন দিনের সৎ আমলের চাইতে যিলহাজ্জ মাসের দশ প্রথম দিনের আমলের অধিক প্রিয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? তিনি বললেন : না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে জিহাদে বের হয় এবং এর কোন একটি নিয়েও ফিরে না আসে তার কথা স্মরণ।^{২৪৩৮}

সহীহ।

৬৩ - باب في فِطْرِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ- ৬৩ : যিলহাজ্জের দশ দিন সওম না রাখার বর্ণনা

২৪৩৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا الْعَشَرَ قَطُّ .

صحیح

২৪৩৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো (যিলহাজ্জ মাসে) দশ দিন সওম পালন করতে দেখিনি।^{২৪৩৯}

সহীহ।

^{২৪৩৭} নাসায়ী, আহমাদ।

^{২৪৩৮} বুখারী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন : ইবনু আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২৪৩৯} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

৬৬- باب فِي صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ- ৬৪ : আরাফাহর দিন আরাফাহর ময়দানে সওম পালন প্রসঙ্গ

২৬৬০ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ، حَدَّثَنَا

عِكْرَمَةُ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَيَّ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ .

ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (٦٠٦٩) ، ضعيف سنن ابن ماجه (٣٧٨ / ١٧٣٢) ، سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٠٤) ، المشكاة (٢٠٦٣) //

২৪৪০। 'ইকরিমাহ' (র) বলেন, আমরা আবু হুরাইরাহ (রা) এর কাছে তারঘরে অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাহর দিন আরাফাহর ময়দানে সওম রাখতে নিষেধ করেছেন।^{২৪৪০}

দূর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬০৬৯), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৩৭৮/১৭৩২), সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ (৪০৪), মিশকাত (২০৬৩)।

২৬৬১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ

الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا، تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ .

صحيح

২৪৪১। আল-হারিস কন্যা উম্মুল ফাদল (রা) সূত্রে বর্ণিত। আরাফাহর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করেছেন কিনা এ নিয়ে কতিপয় লোক তার নিকট বিতর্ক করেন। তাদের কেউ বললেন, তিনি সওম রেখেছেন, আবার কতিপয় বললেন, তিনি সওম রাখেননি। সুতরাং আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম, তখন তিনি তাঁর উষ্ট্রীর পিঠের উপর আরাফাহতে অবস্থান করছিলেন। তিনি দুধটুকু পান করলেন।^{২৪৪১}

সহীহ।

^{২৪৪০} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বায়হাকী। সানাদে মাহদী হাজারী অজ্ঞাত (মাজহুল)। যেমন বলেছেন ইবনু হায্ম মুহাল্লা গ্রন্থে। ইমাম যাহাবী একে সমর্থন করেছেন আল-মীযান গ্রন্থে এবং ইবনু হাতিম সূত্রেও অনুরূপ উল্লেখ হয়েছে। আত-তাহযীব গ্রন্থে ইবনু মাজিন থেকেও অনুরূপ উক্তি রয়েছে। ইবনু হায্ম ও ইবনুল কাইয়াম হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

^{২৪৪১} বুখারী, মুসলিম।

৬০ - باب في صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

অনুচ্ছেদ- ৬৫ : আশুরার দিন সওম পালন

২৪৪২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

صحیح

২৪৪২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে কুরাইশরা আশুরার সওম পালন করতো। জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ দিন সওম রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহুয় এসে এ দিন সওম রেখেছেন এবং লোকদেরকেও সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর রমায়ানের সওম ফারুয হলে সেটিই ফারুয হিসাবে বহাল হলো এবং আশুরার দিন সওম রাখার আবশ্যিকতা পরিত্যক্ত হলো। ফলে যার ইচ্ছা সওম রাখতো এবং যার ইচ্ছা ত্যাগ করতো।^{২৪৪২}

সহীহ।

২৪৪৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ" .

صحیح

২৪৪৩। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশুরা এমন দিন ছিলো যে, জাহিলী যুগে আমরা এ দিন সওম পালন করতাম। অতঃপর রমায়ান মাসের সওম ফারুয করা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটি আল্লাহর দিনসমূহের একটি দিন। কাজেই যার ইচ্ছা সওম রাখুক, আর যার ইচ্ছা তা ত্যাগ করুক।^{২৪৪৩}

সহীহ।

২৪৪৪ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ

^{২৪৪২} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪৪৩} বুখারী, মুসলিম।

صحیح

सहीह ।

صحیح

महीइ ।

২৪৪৫ মুসলিম ।

ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِذَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَتْهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ
الْمَحْرَمِ فَأَعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا . فَقُلْتُ كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ فَقَالَ كَذَلِكَ كَانَ
مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ .

صحیح

২৪৪৬। আল-হাকাম ইবনুল আ'রাজ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা) এর নিকট এলাম। এ সময় তিনি মাসজিদুল হারামে তার চাঁদরে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি তাকে আশুরার সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন তুমি মুহারররের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন থেকে গণনা করতে থাকবে। এভাবে যখন নবম দিন আসবে তখন সওম অবস্থায় ভোর করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মাদ ﷺ কি এভাবে সওম রাখতেন? তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ এভাবেই সওম রাখতেন।^{২৪৪৬}

সহীহ।

৬৭- باب في فضل صومه

অনুচ্ছেদ- ৬৭ : আশুরার সওম পালনের ফাযীলাত

২৪৪৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ أَسْلَمَ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا " . قَالُوا لَا . قَالَ " فَأَتَمُّوا
بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَأَقْضَوْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ .

ضعيف

২৪৪৭। 'আবদুর রহমান ইবনু মাসলামাহ (র) হতে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। একদা আসলাম গোত্রের লোকেরা নাবী ﷺ এর নিকট আগমন করলে তিনি বললেন : তোমরা কি তোমাদের এই দিনে সওম রেখেছো? তারা বললো, না। তিনি বললেন : দিনের বাকী অংশটুকু (পানাহার না করে) পূর্ণ করো এবং এদিনের সওম ক্বাযা করে নাও। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আশুরার দিন।^{২৪৪৭}

দুর্বল।

^{২৪৪৬} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{২৪৪৭} বায়হাকী। সানাদের 'আবদুর রহমান বিন মাসলামাহ মাকবুল। ইমাম বায়হাকী বলেন : তিনি অজ্ঞাত (মাজহুল)। তার পিতার নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। 'আবদুল হাক্ব বলেন : সওম ক্বাযা করার এই হাদীস সহীহ নয়।

৬৮- باب في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ

অনুচ্ছেদ- ৬৮ : একদিন সওম রাখা ও একদিন বিরতি দেয়া

২৪৪৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، - وَالْإِسْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُومُ يَوْمًا " .

صحیح

২৪৪৮। আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সওম হলো দাউদ (আঃ)-এর সওম এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সলাত হলো দাউদ (আ)-এর সলাত। তিনি রাতের অর্ধেক অংশ ঘুমাতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ ক্বিয়াম করতেন। আবার এক-ষষ্ঠমাংশ ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন সওম ত্যাগ করতেন এবং এক দিন সওম রাখতেন।^{২৪৪৮}

সহীহ।

৬৯- باب في صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ- ৬৯ : প্রতি মাসে তিনদিন সওম পালন

২৪৪৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَخِي مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبَيْضَ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . قَالَ وَقَالَ " هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ " .

صحیح

২৪৪৯। ইবনু মিলহান আল-ক্বায়সী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আইয়ামে বীয অর্থাৎ চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সওম পালনে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ বলেছেন : এগুলো সারা বছর সওম রাখার সমতুল্য।^{২৪৪৯}

সহীহ।

২৪৫০ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ - يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

حسن

^{২৪৪৮} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪৪৯} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, বায়হাকী।

২৪৫০। ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসের প্রথম দিকে তিনদিন সওম পালন করতেন।^{২৪৫০}

হাসান।

৭০- باب مَنْ قَالَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

অনুচ্ছেদ- ৭০ : যিনি বলেন, (ঐ তিনটির দু’টি হলো) সোম ও বৃহস্পতিবার

২৪৫১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَوَّاءِ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالْاِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرَى .

حسن

২৪৫১। হাফসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন সওম রাখতেন : (প্রথম সপ্তাহে) সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে সোমবার।^{২৪৫১}

হাসান।

২৪৫২ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ هُنَيْدَةَ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوْهَا الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

منكر // ، المشكاة (২০৬০) //

২৪৫২। হুনাইদাহ আল-খুযাঈ (র) হতে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহ (রা) এর কাছে গিয়ে সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালনের নির্দেশ দিতেন। মাসের প্রথম সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) বৃহস্পতিবার।^{২৪৫২}

মুনকার : মিশকাত (২০৬০)।

^{২৪৫০} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘আবদুল্লাহর হাদীসটি হাসান গরীব। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

^{২৪৫১} বায়হাকী।

^{২৪৫২} নাসায়ী, আহমাদ। সানাদে হুনাইদার মায়ের পরিচয় জানা যায়নি।

৭১- باب مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ

অনুচ্ছেদ- ৭১ : যিনি বলেন, মাসের যে কোন দিন সওম পালন করা যায়

২৪৫৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّسَّكَ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ

أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ . قُلْتُ مِنْ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ .

صحیح

২৪৫৩। মু'আযাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আয়িশাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সওম পালন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করি, মাসের কোন্ কোন্ দিনে সওম রাখতেন? তিনি বললেন, তিনি নির্দিধায় যে কোন তিন দিন সওম রাখতেন।^{২৪৫৩}

সহীহ।

৭২- باب النِّيَّةِ فِي الصَّيَّامِ

অনুচ্ছেদ- ৭২ : সওম পালনের নিয়্যাত সম্পর্কে

২৪৫৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ هِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرُ بْنُ الزُّبَيْدِيِّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ بْنُ الْأَيْبِيِّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

صحیح

২৪৫৪। নাবী ﷺ এর স্ত্রী হাফসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফাজরের পূর্বে সওমের নিয়্যাত করেনি তার সওম হয়নি।^{২৪৫৪}

সহীহ।

^{২৪৫৩} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২৪৫৪} নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ, দারিমী।

৭২- باب في الرخصة في ذلك

অনুচ্ছেদ- ৭৩ : এ ব্যাপারে অনুমতি প্রসঙ্গে

২৪৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى قَالٍ " هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ " . فَإِذَا قُلْنَا لَا قَالَ " إِنِّي صَائِمٌ " . زَادَ وَكِيعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسَنَاهُ لَكَ . فَقَالَ " أَذْنِيهِ " . قَالَ طَلْحَةُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ .

حسن صحيح

২৪৫৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমার কাছে এসে বলতেন : তোমাদের কাছে কোন খাবার আছে কি? আমরা না বললে তিনি বলতেন : আমি সওম রাখলাম। একদিন তিনি ﷺ আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কিছু 'হাইস' হাদিয়া দেয়া হয়েছে। আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন : তা আমার কাছে নিয়ে এসো। অথচ তিনি সওম অবস্থায় ভোর করেছেন, পরে তা খেয়ে ইফতার করলেন।^{২৪৫৫}

হাসান সহীহ।

২৪৫৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ، قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُمُّ هَانِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ قَالَتْ فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاولَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاولَهُ أُمُّ هَانِيٍّ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً . فَقَالَ لَهَا " أَكُنْتَ تَقْضِينَ شَيْئًا " . قَالَتْ لَا . قَالَ " فَلَا يَضُرُّكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا " .

صحيح

২৪৫৬। উম্মু হানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন ফাতিমাহ (রা) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাম পাশে বসলেন আর উম্মু হানী (রা) বসলেন তাঁর ডান পাশে। বর্ণনাকারী বলেন, এক দাসী এক পাত্র পানীয় এনে তাঁকে দিলে তিনি তা থেকে কিছু পান করার

^{২৪৫৫} মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

পর উম্মু হানীর দিকে পাত্রটি এগিয়ে দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন। উম্মু হানী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে এখন ইফতার করলাম, আমি তো সওম রেখেছিলাম! তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি এগুলো ক্বাযা করতে চাও? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন : যদি তা নফল (সওম) হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই।^{২৪৫৬}
সহীহ।

৭৬- باب مَنْ رَأَى عَلَى الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৭৪ : যিনি বলেন, নফল সওম ভঙ্গ করলে এর ক্বাযা করতে হবে

২৪৫৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَهْدَيْ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً فَاسْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا عَلَيْكُمَا صُومًا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ " .

ضعيف // ضعيف سنن الترمذي (٧٣٨ / ١١٨) بلفظ آخر ، وضعيف الجامع الصغير (٦٣٠٣) ، المشكاة (٢٠٨٠) //

২৪৫৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাকে ও হাফসাহ (রা)-কে কিছু খাবার উপঢৌকন দেয়া হয়। তখন আমরা দু'জনেই সওম অবস্থায় ছিলাম। আমরা সওম ভাঙ্গলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এলে আমরা তাঁকে বললাম হে, আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আমাদের তা খেতে ইচ্ছে হওয়ায় আমরা তা খেয়ে সওম ভেঙ্গে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন অসুবিধা নেই, তবে এর পরিবর্তে অন্য দিন সওম রেখে নিবে।^{২৪৫৭}

দুর্বল : যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১১৮/৭৩৮) পরবর্তী দিন শব্দে, যঈফ আল-জামি'উস সাগীর (৬৩০৩), মিশকাত (২০৮০)।

^{২৪৫৬} তিরমিযী, বায়হাকী, দারিমী।

^{২৪৫৭} তিরমিযী, আহমাদ। আবু দাউদের সানাদে যুমাইল রয়েছে। হাফিয বলেন : তিনি অজ্ঞাত (মাজহুল)। আর তিরমিযীতে যুহরীর হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন : আমি এ বিষয়ে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আয়িশাহ সূত্রে 'উরওয়াহ হতে যুহরীর হাদীসটি সহীহ নয়।

৭০ - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

অনুচ্ছেদ- ৭৫ : স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল সওম রাখা

২৫০৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ " .

صحیح

২৪৫৮। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ছাড়া স্ত্রী রমায়ান মাসের সওম ব্যতীত নফল সওম রাখবে না এবং তার উপস্থিতিতে তার সম্মতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে তার ঘরে আসার অনুমতি দিবে না।^{২৪৫৮}

সহীহ।

২৫০৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنُ الْمَعْطَلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ . قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا . قَالَ فَقَالَ " لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةً لَكَفَيْتِ النَّاسَ " . وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ " لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أَصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَاذُ نَسْتَقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمَتَوَكِّلِ .

صحیح

২৪৫৯। আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তার কাছে এক মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল যখন আমি সলাত আদায় করি তখন আমাকে প্রহার করে। আমি সওম রাখলে সে আমাকে সওম ভঙ্গ করায় এবং সূর্য উঠার পূর্বে সে ফাজরের সলাত আদায় করে না। বর্ণনাকারী বলেন, সেখানে সাফওয়ানও উপস্থিত ছিলেন। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে যেসব

^{২৪৫৮} বুখারী, মুসলিম।

অভিযোগ করেছে সে সম্পর্কে তিনি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অভিযোগ হলো, ‘আমি যখন সলাত আদায় করি সে আমাকে প্রহার করে’, কারণ হচ্ছে, সে এমন দু’টি দীর্ঘ সূরাহ দিয়ে সলাত আদায় করে যা পাঠ করতে আমি তাকে নিষেধ করি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন : (ফাতিহার পর) সংক্ষিপ্ত একটি সূরাই লোকদের জন্য যথেষ্ট। তার অভিযোগ, ‘আমাকে সওম ভাঙ্গতে বাধ্য করে’, ব্যাপার এই যে, সে প্রায়ই সওম রাখে। আমি একজন যুবক, ধৈর্যধারণ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দিনই বললেন : কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া (নাফল) সওম রাখবে না। এবং তার অভিযোগ, ‘সূর্য উঠার পূর্বে আমি (ফাজরের) সলাত আদায় করি না’, কারণ হলো, আমার পরিবারের লোকেরা সর্বদা কাজে (পানি সরবরাহে) ব্যস্ত থাকে। ফলে সূর্য উঠার আগে আমরা ঘুম থেকে জাগতে পারি না। তার কথা শুনে তিনি বললেন : যখনই তুমি জাগ্রত হবে তখনই সলাত আদায় করে নিবে।^{২৪৫৯}

সহীহ।

৭৬ - باب في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيْمَةٍ

অনুচ্ছেদ- ৭৬ : সওম পালনকারীকে বিবাহভোজের দাওয়াত দিলে

২৪৬০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصَلِّ " . قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ .
صحیح

২৪৬০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তাতে যোগদান করে। সে রোযাহীন হলে যেন খাবার খায়, আর সওম রেখে থাকলে যেন দাওয়াতকারীর জন্য দু’আ করে। হিশাম (র) বলেন, এখানে ‘সলাত’ অর্থ দু’আ।^{২৪৬০}

সহীহ।

৭৭ - باب مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ- ৭৭ : খাবার খেতে ডাকলে সওম পালনকারী যা বলবে

২৪৬১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ " .
صحیح

^{২৪৫৯} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{২৪৬০} মুসলিম, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : আবু হুরাইরাহর হাদীসটি হাসান সহীহ।

২৪৬১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন (সওম পালনকারী) ব্যক্তিকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন বলে, নিশ্চয়ই আমি রোযাদার।^{২৪৬১}

সহীহ।

৭৮ - باب الإعتكاف

অনুচ্ছেদ- ৭৮ : ই'তিকাফ

২৪৬২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

صحیح

২৪৬২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ রমায়ান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন যতদিন না আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান করেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণও (ই'তিকাফ করেন)।^{২৪৬২}

সহীহ।

২৪৬৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ لَيْلَةً.

صحیح

২৪৬৩। উবাই ইবনু কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ রমায়ান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। এক বছর তিনি ই'তিকাফ করতে না পারায় পরবর্তী বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন।^{২৪৬৩}

সহীহ।

২৪৬৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَتْ فَأَمَرَ بَيْنَاهُ فَضْرَبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ

^{২৪৬১} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : আবু হুরাইরাহর হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{২৪৬২} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪৬৩} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

أَمَرْتُ بَيْنَاتِي فَضْرَبَ . قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَاتِهِ فَضْرَبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الْأَيْتَةِ فَقَالَ " مَا هَذِهِ الْبَرَّةُ تُرِدُّنَ " . قَالَتْ فَأَمَرَ بَيْنَاتِهِ فَقَوَّضَ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ بِأَبْنَيْتِهِنَّ فَقَوَّضَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الْإِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الْأَوَّلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ .

صحیح

২৪৬৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাহের ইচ্ছা করলে ফাজরের সলাত আদায়ের পর তাঁর ই'তিকাহের স্থানে প্রবেশ করতেন। তিনি বলেন, একবার তিনি রমায়ানের শেষ দশকে ই'তিকাহের ইচ্ছা করলেন। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, তিনি একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তা খাটানো হয়। এরপর তা দেখে আমিও আমার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তা খাটানো হয়। তিনি বলেন, আমি ছাড়া নাবী ﷺ অন্যান্য জ্বীরাও অনুরূপ তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তাদের জন্যও তা খাটানো হয়। অতঃপর তিনি ﷺ ফাজর সলাতের পর তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : এগুলো কি? এটা এমন কি ভাল কাজ যা তোমরা করতে চাইছো? 'আয়িশাহ (রা) বলেন, তিনি নির্দেশ দিলে তাঁর তাঁবু ভেঙ্গে ফেলা হলো। জ্বীগণও নির্দেশ দিলে তাঁদের তাঁবুগুলোও ভেঙ্গে ফেলা হলো। অতঃপর তিনি শাওয়াল মাসের প্রথম দশক পর্যন্ত ই'তিকাহ পিছিয়ে দেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস ইবনু ইসহাক ও আল-আওয়াঈ (র) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম মালিক (র) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, নাবী ﷺ শাওয়াল মাসে বিশ দিন ই'তিকাহ করেছেন।^{২৪৬৪}

সহীহ।

৭৭ - باب أَيْنَ يَكُونُ الْإِعْتِكَافُ

অনুচ্ছেদ- ৭৯ : ই'তিকাহ কোথায় করবে?

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدَ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ .

صحیح

২৪৬৫। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ রমায়ান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। নাফি' (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদের যে স্থানে ই'তিকাফ করতেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) ঐ স্থানটি আমাকে দেখিয়েছেন।^{২৪৬৫}

সহীহ।

২৪৬৬ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا.

حسن صحيح

২৪৬৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ প্রতি রমায়ানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু সে বছর তিনি মৃত্যু বরণ করেন সেই বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন।^{২৪৬৬}

হাসান সহীহ।

৮০ - باب المَعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

অনুচ্ছেদ- ৮০ : ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে (মাসজিদ থেকে বেরিয়ে) ঘরে প্রবেশ করতে পারে

২৪৬৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَى رَأْسِهِ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

صحيح

২৪৬৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীয় মাথা আমার নিকটবর্তী করতেন। আর আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।^{২৪৬৭}

সহীহ।

২৪৬৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَتَابِعْ أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى عُرْوَةَ عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

^{২৪৬৫} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪৬৬} বুখারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী।

^{২৪৬৭} বুখারী, মুসলিম।

২৪৬৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইউনুস (র) যুহরী হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে 'উরওয়াহ ও 'আমরাহর বর্ণনার উপর কেউই ইমাম মালিকের অনুসরণ করেননি এবং মা'মার, যিয়াদ ইবনু সা'দ প্রমুখ যুহরীর মাধ্যমে 'উরওয়াহ হতে 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।^{২৪৬৮}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

২৪৬৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَأْتِيَانِي رَأْسُهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَأَرْجُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

صحیح

২৪৬৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর ঘরের ফাঁক দিয়ে তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আমি হাযিয় অবস্থায় তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম এবং চিরুনী করে দিতাম।^{২৪৬৯}

সহীহ।

২৪৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شَبُوبَةَ الْمُؤَزِّي، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثَنِي ثُمَّ قُمْتُ فَأَتَقَلَّبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيٍّ " . قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا " . أَوْ قَالَ " شَرًّا " .

صحیح

২৪৭০। সাফিয়্যাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত ছিলেন। এক রাতে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে যাই। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি ঘরে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দিতে উঠলেন। তার (সাফিয়্যাহর) বাসস্থান ছিলো উসামাহ ইবনু যায়িদেদের ঘরের সাথে। দু'জন আনসারী ব্যক্তি ঐ পথ অতিক্রমকালে নাবী ﷺ-কে দেখতে পেয়ে দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। নাবী ﷺ বললেন : তোমরা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটো। এ মহিলাটি হচ্ছেন হুয়াইর কন্যা সাফিয়্যাহ। তারা উভয়ে

^{২৪৬৮} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{২৪৬৯} বুখারী, মুসলিম।

বললেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহ রাসূল। তিনি বললেন : শয়তান রক্তপ্রবাহের ন্যায় মানুষের শিরায়-উপশিরায় প্রবেশ করে। আমার আশঙ্কা হলো, সে তোমাদের মনে কুধারণা বা খারাপ কিছুর উদ্বেক করতে পারে।^{২৪৭০}

সহীহ।

২৪৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ . وَسَأَى مَعْنَاهُ .

صحیح

২৪৭১। আয-যুহরী (র) হতে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। সাফিয়্যাহ (রা) বলেন, তিনি যখন উম্মু সালামাহ (রা) এর দরজার নিকটস্থ মাসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তাঁদের পাশ দিয়ে দু'জন লোক অতিক্রম করলো। অতঃপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসটির অর্থে বর্ণনা করেন।^{২৪৭১}

সহীহ।

৮১ - باب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

অনুচ্ছেদ- ৮১ : ই'তিকাকারীর রোগী দেখতে যাওয়া

২৪৭২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - قَالَ النَّفِيلِيُّ - قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ . وَقَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ .

ضعيف // المشكاة (২১.০) //

২৪৭২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ই'তিকাকারত অবস্থায় রোগীর কাছে যেতেন এবং তাকে দেখেই চলে যেতেন, সেখানে (অবস্থান করে) তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। ইবনু ঈসার (র) বর্ণনায় রয়েছে : 'আয়িশাহ (রা) বলেন, নাবী ﷺ ই'তিকাক অবস্থায় রোগী দেখতে যেতেন।^{২৪৭২}

দুর্বল : মিশকাত (২১০৫)।

^{২৪৭০} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪৭১} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪৭২} বায়হাকী। সানাদে লাইস বিন আবু সুলাইম রয়েছে। তিনি শেষ বয়সে হাদীসে সংমিশ্রণ করতেন। তার হাদীসগুলো পৃথক করা যায়নি। সুতরাং তাকে বর্জন করা হয়েছে। আল্লামা মুনযিরী বলেন : তিনি সমালোচিত। হাফিয আত-তালখীস গ্রন্থে বলেন : তিনি যঈফ।

২৪৭৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يُخْرِجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ قَالَتْ السُّنَّةُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ .

حسن صحيح

২৪৭৩। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই‘তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো : সে কোন রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, সওম না রেখে ই‘তিকাফ করবে না এবং জামে মাসজিদে ই‘তিকাফ করবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ‘উল্লিখিত বিষয়গুলোকে ‘আয়িশাহ (রা) সুন্নাত বলেছেন’ একথাটি ‘আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক’ ব্যতীত অন্য কেউ বলেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি একে ‘আয়িশাহ (রা) এর উক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।^{২৪৭৩}

হাসান সহীহ।

২৪৭৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "اعْتَكِفْ وَصُمْ" .

صحيح، دون قوله : " أو يوما " وقوله : " و صم "

২৪৭৪। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। ‘উমার (রা) জাহিলী যুগে মানত করেছিলেন যে, তিনি এক রাত বা এক দিন কা‘বা ঘরের চত্বরে ই‘তিকাফ করবেন। তিনি এ বিষয়ে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ই‘তিকাফ করো এবং সওম পালন করো।^{২৪৭৪}

সহীহ : তবে “অথবা একদিন” এবং “সওম পালন করো”-এ কথাটুকু বাদে।

২৪৭৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي الْعَنْقَرِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَبَى هَوَازِنَ أَعَقَقَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ . فَأَرْسَلَهَا مَعَهُمْ .

صحيح

^{২৪৭৩} বায়হাক্বী।

^{২৪৭৪} বুখারী, মুসলিম।

২৪৭৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুদাইল (রা) হতে উক্ত সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। একদা ‘উমার (রা) ই‘তিকাফরত অবস্থায় মাসজিদের বাইরে লোকদের তাকবীর ধ্বনি শুনে জিজ্ঞেস করলেন, হে ‘আবদুল্লাহ! এটা কিসের শব্দ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি এ দাসীটিকেও (মুক্ত করে) তাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।^{২৪৭৫}

সহীহ।

৮২- باب في المستحاضة تعتكف

অনুচ্ছেদ- ৮২ : মুস্তাহাযা মহিলার ই‘তিকাফ

২৪৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اعْتَكَفْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَأَنَّهُ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ قَرِيبًا وَضَعْنَا الطَّنْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي .

صحیح

২৪৭৬। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তাঁর কোন এক স্ত্রী ই‘তিকাফ করেছিলেন। তাঁর স্রাবের রক্তের রং হলুদ ও লাল দেখা যেতো। আর আমরা কখনো তার (দু’ পায়ের মাঝে) একটি পাত্র রেখে দিতাম। এ অবস্থায় তিনি সলাত আদায় করতেন।^{২৪৭৬}

সহীহ।

^{২৪৭৫} বুখারী, মুসলিম।

^{২৪৭৬} বুখারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী।

Sunan Abu Dawud

(Part-3)

Tahqeeq
Allamah Nasiruddin Albani (r)

Rendered into Bangla by
Ahsanullah Bin Sanaullah

Published by : Md. Zillur Rahman Zilani